রাধাকান্তদেব

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

৺নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

১০৮ নং অপারচিৎপুর রোড, "তারা লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কলিকাতা,

৭৫ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে

শ্রীকানাইলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ভূমিকা

মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণ, তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অতি গুহ্যতম, পরম অদ্ভুত রহস্যযুক্ত অনেক প্রস্তাব আছে, বেদচতুষ্টয় মন্থন করতঃ সারভূত এই পুরাণসার প্রকল্পিত হইয়াছে, পূর্ব্বোত্তর দুই খণ্ডে বিভক্ত দশসহস্র শ্লোক সমন্বিত, শ্রবণ পঠনে লোকের নিরতিশয় মোক্ষলাভ হয়, অতিনির্ম্মল পবিত্রতম ভগবদ্‌গুণ বৃংহিত সর্ব্বোত্তম নিশ্রেয়সকর, কলিকল্মষাকুলিত জনগণের চিত্তপরিষ্কারকারক জনমন সন্তোষণ অদ্ভুত পুরাবৃত্তানুসন্ধান ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পৃচ্ছক, শ্রোতা ও বক্তা এতৎত্রয়েরই আনন্দ সন্দেহবর্দ্ধন হয়, পূর্ব্বখণ্ডে ভূরিশ ভববিলাসোল্লাস লাস্য ভঙ্গে সুমধুবরসতরঙ্গ সঙ্গ সঙ্গীতপুরাণ বার্ত্তাশ্রবণে অপরিমিতহর্ষিতমনা হইতে হয়, তন্মধ্যে রামহৃদয়াখ্য চতুঃসহস্র শ্লোকে অধ্যাত্ম রামায়ণাখ্যে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা এবং তদন্তর্গত রামগীতাও সুবর্ণিত আছে, যচ্ছ্রবণে জীবের বেদান্ত শ্রবণজ মোক্ষফললাভ হয়, এমন উপাদেয়পুরাণ শ্রবণে ভাগ্যবানজনেরই আদরজন্মে, ভাগ্যরহিত অভাজন জনের ভাগ্যবর্দ্ধন জন্য এই মর্ত্ত্যলোকে নিষ্কলঙ্ক নিশাপতি সদৃশ সংপূর্ণরূপে পুরাণচন্দ্র সমুদিত হইয়াছেন, উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদযাখ্য মোক্ষদ প্রস্তাব অনুবর্ণিত, তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব বিলাস লীলানুবর্ণনে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকার মহিমা সুবিস্তারিত রূপে অনুবর্ণিত আছে, উদ্দীপ্ত দিনকরসদৃশ এই পুরাণবর জগতের অন্তঃস্থ অন্ধকারাপমার্জ্জক হয়েন। ইহার স্বরূপার্থ প্রকাশাভাবে ভাবুকজনের সম্যক্ ভাবোদয় হইবার বিঘ্ন জন্মিতেছে, এই দশসহস্র শ্লোকের মধ্যে চারি সহস্র অধ্যাত্ম রামায়ণের কেবল রামগীতাখ্য কতিপয় শ্লোক কোন মহাত্মার প্রণীত সমূলার্থ ভাষ প্রবন্ধে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়, তৎপাঠে যে লোকের কত সুখোদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত, এজন্য ভক্তিরস সারার্থ উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে সমূল গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতিভাষিত করিয়া সজ্জন পরিতোষ-ণার্থ প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে সুপণ্ডিত সাধুসদাশয় বিচক্ষণ কোবিদগণ সন্নিধানে প্রার্থনা এই করি, যে স্বল্পবিদ্যজন কৃত গ্রন্থাভ্যন্তরে যদি ভাবার্থ সংঘটিত বা অলঙ্কারাদিগত কি প্রণালী গত অক্ষর বিন্যাসের কোনদোষ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে তবে কৃপাপ্রকাশে তাঁহারা আমাকে তিরস্কার করিবেন, সাধুদিগের সেই তিরস্কারকে আমি পুরস্কাররূপে গ্রহণকরিব, কেননা তজ্জন্য ভাবিগ্রন্থাদি বিরচন কালে দোষ বর্জ্জনার্থ আমি সুসাবধান হইতে পারিব, অতএব সুধীগণেরা আমার প্রতি এই অনুকম্পা করিবেন, অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

বাঙ্গালা অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

প্রলয়বর্ণন।

ওঁ গণেশায় নমঃ।

প্রথমতঃ মহর্ষিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন গ্রন্থারম্ভক বিঘ্নবিনাশ জন্য গণপতি স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

যথা। তং প্রত্যহ সমুহনাথ মতুলং বেদান্তবেদ্যাবিদুঃ।
ব্রহ্মেতি প্রতিভান ভানুকিরনাসংঘট্ট ভট্টারকং॥
সর্ব্বাকর্ষতয়া চ পুরুষবরং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বগং।
বিশ্বোৎপত্ত্যবনাদি হেতু মপরে তং বিঘ্ননাশং ভজে॥ ১॥

অন্যার্থঃ। তুলনারহিত অনন্তব্রহ্মাণ্ডপতি, উদ্দীপ্ত দিনকরকিরণ সদৃশ জগৎপ্রকাশক, সমস্ত বেদবেদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বেশ্বর, জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়াদিরকারণ সকলের আকর্ষক, পুরুষ প্রধান ও সর্ব্ববেদবেদান্তে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন গণেশরূপ পরমাত্মাকে ভজনা করি॥ ১॥

যন্নাভি পাথোজ পয়োজজন্মা বিভাবয়ন্ লোকমিমং সনাকং।
আস্তে তপস্বী পরমঃ তপশ্চ্যা স্তমীড্য মীড়ে পুরুষপ্রধানং॥ ২॥

অন্যার্থঃ। যে প্রভুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি লোক সৃজন করিবার নিমিত্ত তপস্বীরূপে তপ আচরণে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অপরিসীম পুরুষপ্রধান সকলের স্তবনীয় পরমাত্মা নারায়ণকে আমি স্তব করি॥ ২॥

নৈমিষারণ্যক্ষেত্রমধ্যে বসবাস শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি দ্বাদশ বার্ষিক সত্র সমাপনান্তে ক্লান্তচিত্তে অবস্থান করতঃ সমাগত রোমহর্ষণ পুত্র সূতকে কুশাসন প্রদানে সমাদরপূর্ব্বক ভগবত্তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শৌনক উবাচ। —সাধু সাধু ত্বয়া সাধো সৌতে বহুকথিতং হি নঃ।
প্রশ্নানা মানুপূর্ব্বেণ সর্ব্বং সংশয় কৃন্তনং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। শৌনক সূতকে সাধু সম্বোধনে কহিতেছেন, হে সাধো! তুমি আমাদিগের সংশয়চ্ছেদনার্থ সমস্ত প্রশ্নের আনুপূর্ব্বিক যে সকল উত্তর করিলে, তাহা অতি সাধু অর্থাৎ সুপ্রশংসনীয়, হেতুক এতন্নিমিত্ত তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করি ॥ ৩ ॥

সন্দেহ নিগড়াবদ্ধং মাং মোচয় বচাসিনা।
ত্বত্তো নাস্তি লোকেস্মিন্ বক্তা কশ্চিৎ পুমানপরঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! তোমাভিন্ন এই ত্রিলোকে সংশয়চ্ছেত্তা এবং সুবক্তা পুরুষ অপর কেহ না সম্প্রতি আমরা সন্দেহরূপ মহাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, তুমি বাক্যরূপ খড়্গদ্বারা সেই বন্ধন ছেদন করতঃ আমাদিগকে পরিমুক্ত কর। বহুগোষ্ঠীয় প্রশ্ন, এই আকাঙ্ক্ষার অভিপ্রায়ে আমাদিগের এই ষষ্ঠ্যন্ত বহুবচনপদ প্রয়োগ করা হইল, অর্থাৎ সকলের প্রধান শৌনক, তদুক্তিমতে এক বচনান্ত মাং শব্দ মূলে উল্লেখ করিয়াছে ইতি ভাবঃ ॥ ৪

অপার ভবনীরাব্ধৌ পতিতান সবচঃপ্লবৈঃ।
উদ্ধর্ত্তু মুচিতং সূত বাসুদেব গুণাশ্রয়ৈঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! আমরা দুস্তরনীর ভবজলধিতে পতিত হইয়াছি, এক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংশ্রিত বাক্যরূপতরণীদ্বারা আমাদিগকে দুস্তর ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করা তোমার উচিত ॥ ৫ ॥

দিব্যামৃত রসৈঃ সূত মৃতান্ সঞ্জীবয়স্ব নঃ ॥ ৬ ॥
দুস্পারে পারমিচ্ছুস্যাৎ ভবাব্ধৌ নোদ্বিজন্মনাং।
উরুক্রম ক্রমোদগীতে স্তৎপ্লবৈর্লোমহর্ষণে ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে সূত! ভবরোগে পীড্যমান হইয়া মৃতপ্রায়, আমাদিগকে সুদিব্য ভগবল্লীলামৃত রস ঔষধ প্রদানদ্বারা সঞ্জীবিত কর ॥ ৬।

হে লৌমহর্ষণে! অর্থাৎ লোমহর্ষণপুত্র লৌমহর্ষণি হে সূত! দুপার ভবাসন্ধু পারেচ্ছু এই ব্রাহ্মণদিগকে উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণলীলা উদ্গীত প্লব অর্থাৎ হরিসঙ্গীতরূপ ভেলাদ্বারা ভবপারাবারের পরপারে লইয়া চল ॥ ৭ ॥

সূত প্রশংসা। —পাবিতাঃ স্মো বয়ং সর্ব্বে বচসো বদতাম্বর ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে বদতাম্বর! অর্থাৎ সকল বক্তাশ্রেষ্ঠ সূত। তুমি হরিকথারূপ বাক্যামৃতে অভিষিক্ত করিয়া আমাদিগকে অদ্য পবিত্র করিলে ॥ ৮ ॥

পারায়ণ্যাঃ কথাস্তস্য কথয়ন্নোগিরাঃ শুভাঃ।
নতৃপ্তি মধিগচ্ছামো বাসুদেব গুণামৃতৈঃ।
মনো দোদুল্যমানং নঃ পিপাসা বৰ্দ্ধতে ভৃশং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থ। হে বৎস! ভগবান্ বাসুদেবের পারায়ণী শুভা কথা কহিয়া আমাদিগকে পবিত্রতমরূপে কৃতার্থ করিলে, ইহার পূর্ব্বে অন্বয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত পান করতঃ, আমাদিগের তৃপ্তি জন্মিতেছে না সৰ্ব্বদা মন আন্দোলিত হইতেছে। যেহেতু নিরন্তর তৎ কথামৃত পানে পিপাসা অতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

পুরোক্তং তে বচস্তাত নিৰ্গুণেন গুণাত্মনা।
নির্লেপেন সদানন্দ চিদ্রূপেণ মহাত্মনা।
তপস্তপ্তং পুরা কেন বাসুদেবেন চক্রিণা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে তাত! পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছ, যে নিৰ্গুণ অথচ গুণাত্মন সৰ্ব্বাত্মাকে নির্লিপ্ত চক্রধর বাসুদেব, তিনি কি হেতু তপস্যার আচরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার তপস্যা করিবার আবশ্যকতা কেন হইয়াছিল? ॥ ১০ ॥

কস্য বা কেন বা কিম্বা লব্ধং বা কুত্র কেন বা।
উক্তং তে বহুশস্তাত হরিঃ সাক্ষাৎ পরাৎপরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে তাত! তোমা কর্ত্তৃক হরিগুণানুবাদ বিস্তারিত রূপে উক্ত হইয়াছে (এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে) সাক্ষাৎ পরাৎপর বস্তু হরি, তিনি কাহার তপস্যা করেন, আর তপস্যাদ্বারা বা কি লাভ করিয়াছিলেন, এবং কোন স্থানে বসিয়াই বা তপস্যা করিয়াছিলেন? তাহা বল ॥ ১১ ॥

নিগুণো গুণবান কস্মাৎ নির্লেপো লেপবানভূৎ।
নির্দেহো দেহিতা বিষ্টঃ কথং ভাতি জগন্ময়ঃ। ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে সূত! সেই নিৰ্গুণ পরমাত্মা কি হেতু গুণবান ও নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্ব বিষয়ে লিপ্তবৎ হইয়াছিলেন। এবং সেই দেহাতীত জগন্ময় হরি কি কারণে দেহবান হইয়া জগতে প্রকাশ পাইয়াছিলেন? ॥ ১২ ॥

যৎ কোটি কোটি কোট্যাংশ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সর্গাবন লয়ে যুক্তাঃ প্রভবো জগতাং হিতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যে হরির কোটি কোটি ও কোটি অংশে উৎপন্ন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিরা এই জগতের সৃজন পালন ও নিধনাদি কার্য্যে যৎ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি পতয়ো ব্রহ্মযোনিনঃ।
তৎকোটি কোটি কোট্যাংশ লোকপালা মহৌজসঃ। ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডকোটি-পতি সেই ব্রহ্মযোনি দেবত্রয়, তাঁহাদিগের কোটি কোটি ও কোট্যাংশ সম্ভূত মহাতেজস্বী ইন্দ্রাদি লোকপালেরা দিক্‌পতি হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

তৎকোটি কোটি কোট্যাংশ লোকাশ্চ মনুজৈঃ সহ।
উন্মীলন্তি জগৎ সর্ব্বং চক্ষুষো যস্য মীলনাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তাঁহার কোটি কোটি ও কোটি অংশ সম্ভূত মনুষ্যাদি সমস্ত লোক যাঁহার চক্ষুর উন্মীলন কালকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হন। অর্থাৎ যে ভগবানের উন্মেষণ-কালে এই সমস্ত জগত সংসারের উৎপত্তি হয় ॥ ১৫ ॥

নিমীলনাৎ লয়ং যাতি জগৎ সসুর মানুষং।
সৃজত্যবতি সংহারং করোতি শক্তি শক্তিধৃক্‌, ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পুনর্ব্বার চক্ষু নিমীলন কালে দেব মনুষ্যাদি সহিত এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। স্বীয় শক্তিদ্বারা শক্তিধর পরমপুরুষ নারায়ণ অবিরত সৃজন, পালন এবং নিধনরূপ লীলা করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

এতন্নঃ সংশয় রজ্জুং ছিন্দি বাক্যাসিনা কবে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে কবিবর সূত! সেই ভগবান্‌ কি কারণে যে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদিগের সংশয় রজ্জুরন্যায় চিত্তকে আবদ্ধ করিতেছে, অতএব হে কবিবর! তুমি বাক্যরূপ অসিদ্বারা আমাদিগের এই সংশয় রজ্জুকে ছেদন করহ ॥ ১৭ ॥

যদ্যস্মাকং কৃপাতেস্তি বক্ত যদি মন্যসে।
বদতোবদতাং শ্রেষ্ঠ বসুদেবকথাশ্রয়ং ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে সূত! তুমি সমস্ত বক্তাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমাদিগের প্রতি তোমার কৃপা থাকে, কিম্বা বক্তব্য যদি বোধ কর, তবে ভগবৎ কথাশ্রিত এই প্রশ্নোত্তর বাক্য কহিয়া সুস্থ করহ ॥ ১৮ ॥

শ্রীসূত উবাচ।—যং বর্ণতঃ কৃষ্ণঃ তমামনন্তি কৃষ্ণং সুতং লব্ধবতী ব্রতাঢ্যা।
মুনের্ব্বরা চ্ছক্তি সুতাত্তু বাসবীতমীড্যা মীড়ে মুনিবর্য্যবর্য্যং ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া লোমহর্ষণ পুত্র সূত কহিতেছেন। যে ঋষিকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া সকলে মান্য করেন, সম্যক্‌ ব্রতাচরণশীলা ব্রতাঢ্যা দাসদুহিতা বাসবী পূর্ব্ব ব্রতফলে মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ শক্তি পুত্র পরাশর হইতে যাহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকলের ঈড্য-সমস্ত মান্যমুনিদিগের পূজনীয় শ্রেষ্ঠতম কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৯ ॥

যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুরঃ সদার্থান ব্যাসত্বমগ্যাশু কবি প্রধানং।
তং বেদবেদান্ত জলজসাভানু মুপাস্মহে সত্যবতীসুতং তং ॥২০॥

অন্বার্থঃ। যিনি সদর্থের সহিত চারি বেদকে ভাগ করিয়া বেদব্যাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকল কবির প্রধান আশুকবি, বেদ বেদান্ত সরোজের ভানুমান স্বরূপ সেই সত্যবতীনন্দনকে উপাসনা করি ॥ ২০ ॥

সাধু সাধু ত্বযা সাধো বচনা স্মাবিতোহরিঃ।
কালশ্চিন্তা সমাবিষ্টোমনসা গমিতো ময়া ॥ ২১ ॥

অন্বার্থ। হে সাধো! তুমি সাধু, তুমি সাধু, তোমার সাধু প্রশ্নবাক্যে হরিকে স্মরণ হইল, অতএব পৌনঃপুণ্যে বলি তুমি সাধু, আমার মানস হরিচিন্তাতেই কালযাপন করিবে। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীত হরিকথালাপে কালাতিপাত করা হয় না ইতি ভাব ॥ ২১ ॥

ভবাময়া পীড়িতানাং রসায়ন মনুত্তমং।
বচ্মিতে শৃণু, সংবাদং পিতুর্দ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২২ ॥
মহ্যং কৃপাতিরেকেণ যথোক্তং লোমহর্ষণঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বার্থ। হে ঋষিবর! বেদব্যাসের সহিত আমার পিতা লোমহর্ষণের যে সংবাদ হইয়াছিল সেই সকল কথা তোমাকে বলিতেছি আপনি শ্রবণ করুন। হরিকথা সংশ্রয়া সেই সকল কথা ভবরোগে পীড়িত ব্যক্তিদিগের অত্যুত্তম রসায়ণ ঔষধ স্বরূপ হয়। আমার প্রতি মম পিতা লোমহর্ষণের অতিশয় কৃপা ছিল এজন্য তিনি আমাকে সেই সকল রহস্য কহিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

একদা ভারতীতীরে বাসবী স্বাত্মজং বিভুং।
কৃষ্ণং কৃষ্ণত্বিষং কৃষ্ণ পরায়ণ মুরুপ্রভং ॥ ২৪ ॥
হবির্ভুজ স্তিব যৎ শিষ্টৈঃ সমাসীনং মহাত্মভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বার্থঃ। কোন এক সময়ে বাসবীতনয় বিভু বেদব্যাস, কৃষ্ণ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল কান্তিমান, মহাপণ্ডিত শিষ্ট শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ, হুতাশন শিখার ন্যায় উদ্দীপ্ততেজস্বান দেহ, কতকগুলিন মহাত্মা শিষ্টগণের সহিত সরস্বতী নদীতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন। ২৪ ॥ ২৫ ॥

বৈশম্পায়ন পৈলাভ্যাং গর্গ জৈমিনি গোতমৈঃ।
পিতা মে প্রণতোঽপৃচ্ছন্ ইচ্ছন লোকহিতং তদা ॥ ২৬ ॥

অন্বার্থঃ। পৈল, বৈশম্পায়ন, গর্গ জৈমিনি ও গোতমাদির সহিত উপবিষ্ট এমত-কালে মৎপিতা লোমহর্ষণ প্রণাম সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ বিনয়পূর্বক লোকদিগের হিতসাধন জন্য প্রশ্ন করেন। ২৬ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ।—পারাশর্য্য মহাভাগ মহাযোগিন্ মহাকবে।

শুশ্রূষবে গুহ্যতমং শিষ্যায় প্রদদাতি যৎ।

তস্মাদ্ গুরুরিতি প্রোক্ত্যা স্বয়ম্ভু প্রভবৈঃ সুরৈঃ॥ ২৭॥

অন্বয়ার্থঃ। অতি বিনয় সহকারে লোমহর্ষণ বেদব্যাসকে কহিয়াছিলেন, হে পরাশর পুত্র পারাশর্য্য! হে মহাভাগ! হে যোগিশ্রেষ্ঠ মহাযোগিন্! যে সকল কবিবর শ্রেষ্ঠতম মহাকবে। যিনি শ্রবণেচ্ছু শিষ্যকে গুহ্যতম তত্ত্ব বিষয় প্রদান করেন, সেই কারণ স্বয়ম্ভুপ্রভব দেবগণেরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ সৎপ্রশ্ন শ্রবণেচ্ছু শিষ্যকে গুহ্যতম কথা হইলেও গুরু কহিয়া থাকেন ইতিভাবঃ॥ ২৭॥

প্রসাদাত্তে মহাযোগিন্নধীতানি ময়াসকৃৎ।

সেতিহাস পুরাণানি পুণ্যাৎ পুণ্যতমানি চ॥ ২৮॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মহাযোগিন্! তোমার প্রসাদে আমি পুণ্য হইতেও পুণ্যতম ইতিহাসের সহিত পুরাণ সকল অসকৃৎ অর্থাৎ সুন্দররূপে বারম্বার অধ্যয়ন করিয়াছি। কেবল অধ্যয়নও নহে তৎফলাদির সম্যক অনুভব করা হইয়াছে, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৮॥

ইদানীং শ্রোতু মিচ্ছামি কর্ণামৃত রসায়নং।

ভবতানুষ্ঠিতং পূর্ব্বং রাধাহৃদয় সংজ্ঞকং॥ ২৯॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মহর্ষে! এক্ষণে শ্রবণের রসায়ণ পরম অমৃততুল্য রাধাহৃদয়নাম যে উপাখ্যান, যাহা আপনা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে॥ ২৯॥

একাদশৈক সাহস্রে মধুরাধ্যাত্ম সঙ্গিতং।

রামায়ণ মিতপ্রোক্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুনিসত্তম॥ ৩০॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনিসত্তম! একাদশ সহস্র শ্লোকান্বিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অধ্যাত্মরামায়ণাখ্য সুমধুর আখ্যান শ্রবণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাতে চিত্তরঞ্জিনী রামলীলা সুবর্ণিতা আছে॥ ৩০॥

শ্রোতব্যমধুনা নাম রাধাহৃদয় সংজ্ঞিতং।

রহস্যং পরমং পুণ্যং ত্রিকাল কল্মষাপহং॥ ৩১॥

অন্বয়ার্থঃ। হে নাথ! পরম রহস্য, পরম পবিত্র, এবং ত্রিকালজাত কলুষনাশক রাধাহৃদয়াখ্য সুপুণ্যাখ্যান সংপ্রতি অস্মৎ সম্বন্ধে শ্রোতব্য অর্থাৎ শ্রবণ যোগ্য হইতেছে। ত্রিকালকল্মষাপহ শব্দে প্রাতর্মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালজনিত পাপাপহারক। অথবা পূর্ব্ব পর বর্ত্তমান জন্মকৃত পাপরাশির অপহারী॥ ৩১॥

গুরো ত্বচ্চরণাম্ভোজে প্রণমামি কৃপাময়।

দীনানুকম্পিনঃ স্বামিন্ সাধবো দীনবৎসলঃ॥ ৩২॥

অন্বয়ার্থঃ। হে গুরো! হে কৃপাময়! আমি তোমার পদারবিন্দ যুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি। হে স্বামিন্! সাধুরা দীন প্রতিপালক, দীনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাকেন, অতএব আপনি এ দীনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বৈপায়ন উবাচ।—সূত কর্তৃক অনুনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূত প্রতি সানুকম্পিত বাক্যে কহিতেছেন। যথা—

সাধু তে মনসঃ সূত প্রীতিস্ত্বীদৃগধোক্ষজে।
বচ্মিতেঽহং প্রপন্নায় শিষ্যায় শৃণুগুহ্যকং ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে সূত! অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে যখন তোমার ঈদৃশী মনের প্রীতি জন্মিয়াছে তখন তুমি সাধু এবং তুমি অনুগত শিষ্য এহেতু অতিশয় গোপনীয় রাধাতত্ত্ব আমি তোমাকে বলি শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥

শেষে শয়ানঃ ক্ষীরাব্ধৌ প্রাদাৎ কমলযোনয়ে।
মহাবিষ্ণুঃ পুরাকল্পে রাধাহৃদয় সংজ্ঞকং ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ক্ষীরসমুদ্রে অনন্ত পর্য্যঙ্কশায়ী ভগবান মহাবিষ্ণু এই রাধাহৃদয়াখ্য মহদাখ্যান পূর্ব্বকল্পে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

স্বয়ম্ভু স্তদদদত্রি প্রমুখেভ্যোহিতেপ্সয়া।
তে নন্দনেব সকাশং মহ্য মেতৎ সুদুর্লভং।
তদহং তেভিদাস্যামি সাবধানাবধারয় ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বৎস! স্বয়ং ব্রহ্মা নিজ পুত্রদিগের হিতেচ্ছু হইয়া অত্রি প্রভৃতি প্রধান পুত্র সকলকে স্বতঃপ্রকাশ সুদুর্লভ তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁহারা কৃপা প্রকাশ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। সেই তত্ত্ব আমি ইদানীং তোমাকে কহিতেছি, তুমি সাবধানমনা হইয়া অবধান কর ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণায় দেবায় নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে।
স্বয়ম্ভু ভূতয়ে নন্দ বসুদেব সুতায় চ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বক্তৃতারম্ভে বাদরায়ণ, দেবনারায়ণ, স্বায়ম্ভু, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবিভূতি, নন্দনন্দন বসুদেব তনয়, এবং গোপবধূদিগের হৃদয়কমল দিবাকর, কংসকুমুদের ভানুস্বরূপ কমললোচন, গোবিন্দদেবকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করতঃ প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ধর্ম্মারিং কলিমায়াত মনুমায় সুভৈরবঃ।
সংত্রস্ত মনসো দীনা ম্লানজং শ্যাবরর্ণকাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে সূত! ধর্মশত্রু কলি সমাগত হইবে এই অনুমান করিয়া অতিশয় ভীতি প্রযুক্ত ঋষিগণেরা দীনমনা হইলেন, এবং মানবাজন্ত সকলের বদন ঘোর মলিবর্ণ হইয়া গেল ॥ ৩৭ ॥

মরীচ্যত্রি পুলস্ত্যাঙ্গিরাঃ ক্রতু পুলহামুনে।
বশিষ্ঠঃ সপ্তমুনয়োঽপশ্যন্তঃশরণং ন কিং ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলহ এবং বশিষ্ঠ এই সপ্তঋষি গণেরা আপনাদিগের আশ্রয় অর্থাৎ এ সময় আমাদিগের গতি কি? আমরা কাহার শরণ লইব, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ভ্রমন্তঃ খংধরাঞ্চৈব দিশো বিদিশ এবচ।
শর্মালভন্ন কুত্রাপি সত্যালোকং ততোগমন্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। স্বর্গঃ, মর্ত্ত্য, দিক্, বিদিক্ ক্রমে ভ্রমণ করতঃ কুত্রাপি আপনাদিগের কল্যাণোপায় না দেখিয়া, অনন্তর সকলেই সত্যাখ্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তত্র বীক্ষ্যপ্রজানাথং প্রজানা মভয়ঙ্করং।
সরস্বত্যালিঙ্গিতোরঃ স্থল মষ্টাব্জলোচনং ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই বিরজ ব্রহ্মলোকে সর্ব্বজীবের অভয়দাতা প্রজানাথ ব্রহ্মা প্রফুল্ল কমলদল সদৃশ অষ্ট নয়ন শোভিতমুখ, এবং ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী কর্তৃক আলিঙ্গিত বক্ষঃস্থল পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন ॥ ৪০ ॥

চার্ব্বায়ত ভুজং চারু কুণ্ডলজ্যোতিতাননং।
সরস্বতী মীরয়ন্তং চতুর্ভিঃ কমলাননৈঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আজানুলম্বিত সুদীর্ঘ শোভন হস্ত চতুষ্টয়, এবং মনোহর কুণ্ডল জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত মুখারবিন্দ, চতুর্মুখে স্বরস্বতীকে নানাপদেশ কথা কহিতেছেন ॥ ৪১ ॥

মার্কণ্ডেয়াদি মুনিভিঃ সংলালিত পদাম্বুজং ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ কর্তৃক জগদ্ধাতা বিরিঞ্চির পাদপদ্মদ্বয় পরিসেবিত হইতেছে ॥ ৪২ ॥

সুরর্ষিসিদ্ধগন্ধর্ব্ব কিন্নরোরগনায়কৈঃ।
বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষ রাক্ষসৈন্দ্রৈর্ম্মুদান্বিতৈঃ।
স্তুয়মানং ধরেশানৈর্বাজপেয়াশ্ব মেধিভিঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবঋষি, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, কিন্নর ও বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ, বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ রাক্ষসাধিপতিগণ এবং বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনকৃৎ ভূপতিগণ, যাঁহারা যজ্ঞফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল লোক অতি হর্ষমনা হইয়া ভগবান পিতামহকে স্তব করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

জলস্থলবনৌকোভি গৃহৌকোভিরহিংসকৈঃ।
প্রশান্তমানসৈঃ স্বচ্ছৈঃ সেবিতং শান্তমানসং ॥ ৪৪

অন্বার্থঃ। জলচর, স্থলচর, বনচর, সাধকগণ এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত প্রশান্ত সত্ত্বগুণাবলম্বী অহিংসা ধর্ম্মপরায়ণ নির্ম্মল বুদ্ধি গৃহস্থগণ কর্ত্তৃক শান্তমানস জগৎপিতা পরিসেবিত ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাস বেদান্তবেদকৈঃ।
মীমাংসাগণ জ্যোতির্ভি র্মূর্ত্তিমদ্ভির্নিষেবিতং ॥ ৪৫ ॥

অন্বার্থঃ। এবং পরমাত্মা জগৎপিতা পিতামহ মূর্ত্তিমন্ত সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ, বেদান্ত, আগম, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, মীমাংসা ও জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ৪৫ ॥

সুমনোরাজি সৌগন্ধান্বিত গন্ধবহৈঃ শুভৈঃ।
স্থিরচ্ছায়া সুরতরুগণ শোভাতিশোভিতং ॥ ৪৬ ॥

অন্বার্থঃ। সেই ব্রহ্মলোক কল্পতরুগণের স্থিরচ্ছায়াতে আচ্ছন্ন এবং তৎশোভাতে পরিশোভিত, প্রস্ফুটিত অতি মনোহর কুসুম পরিমল সমন্বিত নিরন্তর সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে ॥ ৪৬ ॥

দীপ্তেনতেজসা স্বেন ভাসয়ন্তং সভাগৃহং।
প্রাণেমুঃ প্রাঞ্জলয়োতীক্ষ মাদদুর্ব্বচনংতদা ॥ ৪৭ ॥

অন্বার্থঃ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বীয় উদ্দীপ্ত তেজঃ দ্বারা সভা গৃহকে ভাসমানঃ করতঃ উপবিষ্ট আছেন। কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া ঋষিগণেরা জগৎপিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রমে আত্ম বিষণ্ণতার কারণ নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।—নাথনাথ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
পিতৃপিত্রে নমস্তুভ্যং প্রসন্নোভবনঃপ্রভো ॥ ৪৮ ॥

অন্বার্থঃ। সাতিশয় বিনয় দ্বারা মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিতেছেন। হে নাথ নাথ! হে মহা যোগিন্। তোমাতে উৎপন্ন এই বিশ্ব, হে বিশ্বাত্মন্। তুমি পিতা, তুমি পিতামহ তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! আমাদিগের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৪৮ ॥

হীনবীর্য্যোজসোলোকা হীনমেধস এব চঃ।
অল্পায়ুষো দরিদ্রাশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রবহির্মুখাঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! কলি সমাগত হইলে, ধরণীতলবাসি লোক সকল বীর্য্যহীন ও জনীন, বুদ্ধিহীন, আয়ুহীন অর্থাৎ অল্পায়ু হইবে, ও সকলেই প্রায় দরিদ্র হইবে, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বহির্মুখ হইয়া যথেষ্টাচরণ করিবে ॥ ৪৯ ॥

পানানুসক্তমনসঃ পাপ চারপরায়ণাঃ।
ব্রাহ্মণা স্তপসোভ্রষ্টাঃ পতিতাঃ পিতৃনিন্দকাঃ ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। সকল লোক প্রায় মদ্যাদিপান রত ও পাপাচার পরায়ণ হইবে। ব্রাহ্মণ সকল তপস্যাঃ ভ্রষ্ট ও পতিত হইবে। এবং সকল লোকেই প্রায় পিতৃনিন্দক হইবে॥ ৫০॥

পুণ্যকর্ম্মবহির্ভূতা বাণিজ্য কৃষিতৎপরাঃ।
মৃষাবাদরতাঃসর্ব্বে উপস্থোদরপোষকাঃ॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ। পুণ্য কর্ম্মে বহির্ভূত হইয়া লোক সকল কৃষিকর্ম্মে ও বাণিজ্য কর্ম্মে তৎপর হইবে। সকলেই প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে, এবং কেবল উদরপোষক ও উপস্থ পরায়ণ হইবে॥ ৫১॥

ক্ষত্রিয়াঃ প্রায়শোনষ্টা নষ্টশৌচাদিকাক্রিয়াঃ।
বৈশ্যাঃস্বধর্ম্ম হীনাশ্চসুখিনঃ সুখমাসতে॥ ৫২॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন। ক্ষত্রিয় প্রায় নষ্ট হইবে, এবং শৌচাচার ক্রিয়া রহিত হইবে, বৈশ্য সকল স্বধর্ম্মভ্রষ্ট অর্থাৎ কৃষি বাণিজ্যাদি না করিয়া নানা অবৈধ সুখে মগ্ন হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণ করিবে॥ ৫২॥

শূদ্রাব্রাহ্মণকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ।
মহীক্ষিতো রাজকার্য্য বিহীনাঃ কপটাকরাঃ॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ। শূদ্র সকল ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিবে, এবং ব্রাহ্মণের আচার করিতে তৎপর হইবে। যাঁহারা রাজা হইবেন তাঁহারা যথা শাস্ত্র রাজকার্য্য বিহীন হইবেন। কোন রাজা প্রজার দারাহরণ, কেহবা ছল বল দ্বারা প্রজার ধন হরণ করিবেন, কপটের আকার অর্থাৎ রাজারা প্রজার সহিত কপট ব্যবহার করিবেন॥ ৫৩॥

নীচাঃসর্ব্বেমহাত্মানঃ সমৃদ্ধবলবাহনাঃ।
স্ত্রিয়শ্চশ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ দ্রোহং প্রকুর্ব্বন্তিচ নিত্যশঃ॥ ৫৪॥

অস্যার্থ। নীচজাতি সকল ঐশ্বর্য্যশালী ও বল বাহনাদিযুক্ত এবং মহাত্মা পদের বাচ্য হইবে। স্ত্রী মাত্রই প্রায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর প্রতি নিত্য বিদ্বেষ করিবে॥ ৫৪॥

পাতিব্রত্য বিহীনাশ্চ পতিদ্রোহ পরায়ণাঃ।
চপলাঃ পাপকর্ম্মাণো জারার্থিন্যোহ্যনেকশঃ॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ। স্ত্রীমাত্র অনেকেই পাতিব্রত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা পতির বিদ্রোহ করিতে তৎপরা হইবে, অতি চপলচিত্তা, নিরন্তর পাপকর্ম্মে রতা, সর্ব্বদা উপপতির নিমিত্ত ব্যাকুলা হইবে॥ ৫৫॥

এবং লোকগতিং বীক্ষ্য কলেভীকরযং প্রভো।
নমস্তে দেবদেবেশ পাহিনঃ শরণাগতান্॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! কলির লোকের এরূপ গতি আলোচনা করিয়া আমরা অত্যন্ত

ভীত হইয়াছি, হে দেব, হে দেবেশ! আমরা শরণাগত, কলি ভয় হইতে আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন্ ॥ ৫৬ ॥

অতিঘোরেণ কলিনা ব্যস্তধর্ম্মার্থ কর্ম্মণা।

লেলীয়মানা দেবেশ বয়ং যামোহ্যধোগতিং ॥ ৫৭ ॥

তথাদ্য জ্ঞাপয়যথা নমস্তেপাহিনঃ প্রভো ॥ ৫৮ ॥

অন্যার্থঃ। হে দেবেশ! ধর্ম্মার্থ দ্বেষকারী যে ঘোর কলি, তৎকর্ত্তৃক সমস্ত ধর্ম্ম লোলুপ্ত হইবে। ধর্ম্মলোপে আমরা অধোগতিতে গমন করিব, যাহাতে আমাদিগের অধোগতি না হয় এমত কোন উপায় আজ্ঞা করুন্। হে প্রভো! আমরা পুনর্নমস্কার করিতেছি, আমাদিগকে রক্ষা করুন্ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

দ্বৈপায়ন উবাচ—গিরং নিশম্য করুণা মৃষীণাং ভাবিতাত্মনাং।

করুণস্নিগ্ধধীর্ব্বাচ মাদদেকমলাসনঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্যার্থঃ। বেদব্যাস লোমহর্ষণকে কহিতেছেন। হে বৎস! এইরূপ কারুণ্যযুক্ত ঋষিদিগেব বাক্য শ্রবণ কবিয়া কমলাসন স্নিগ্ধবুদ্ধি ব্রহ্মা সকরুণ বাক্যে তাঁহাদিগের আশ্বাস করিয়া কহিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—মাভৈষ্টদ্বিজশার্দ্দূলা ঘোরতঃকলিতোভয়ং।

নাস্ত্যবোসমবাপ্যত্র বাসুদেবাত্মনাংদ্বিজাঃ ॥ ৬০ ॥

অন্যার্থঃ। বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কবতঃ জগৎপিতা ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে দ্বিজ শার্দ্দূলেরা! বাসুদেব পরায়ণ যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের কি ভয় আছে? অতএব তোমরা ভয় ত্যাগ কর; এই ঘোর কলি হইতে তোমাদিগের কোন ভয় নাই ॥৬০॥

আরাধয়েত্ত তত্বেন বাসুদেবং জগৎপতিং।

তদ্‌গুণ শ্রবণেনিত্যং তদ্রূপস্মরণেরতাঃ ॥ ৬১ ॥

তদংগ্রিকমলধ্যানে তন্নামাক্ষরজাপনে।

তদ্ভক্তসঙ্গমেবিপ্রা বর্ত্ততনাস্তিতেভয়ং ॥ ৬২ ॥

মুক্তাশ্চরতঃ বিপ্রেন্দ্রামাবোভীঃ কলিতোভবে ॥ ৬৩ ॥

অন্যার্থঃ। হে বিপ্রেন্দ্রাঃ! জগৎপতি বাসুদেবকে অধ্যায় তত্বদ্বারা আরাধনা কর, তাঁহার গুণ কথা শ্রবণে, তাঁহার রূপ স্মরণে রত হও, এবং তচ্চরণকমলধ্যানে তন্নামাক্ষর জপনে ও তদ্ভক্ত সঙ্গকরণে নিবস্তর নিরত থাক, আর সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম বন্ধে পরিমুক্ত হইয়া বিচরণ কর, ইহাতে তোমাদিগের কলি হইতে কোন ভয় উৎপন্ন হইবে না, যখন এমন উপায় আছে তোমরা কেন ভীত হইতেছ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

অঙ্গিরা উবাচ।—কিংকর্ম্মায়ং মহাভাগ কিংগুণঃ কিংস্বরূপকঃ।

বাসুদেবো রমানাথো বদতোবদতাম্বর ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ । অনন্তর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঋষিরা প্রশ্ন করিলেন । হে ব্রহ্মন্ ! আপনি যে বাসুদেবের উপাসনা করিতে উপদেশ দিলেন, হে মহাভাগ ! বক্তৃশ্রেষ্ঠ ! সেই বাসুদেব যিনি লীলাকায় তাঁহার কি রূপ কি গুণ এবং কর্ম্মই বা কি ? তাহা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন ॥ ৬৪ ॥

বৈশম্পায়ন উপবাচ ।—এতদাশ্রুত্বা বিপ্রাণাং সংপ্রশ্নস্তত্তনূরুহঃ ।

স্বয়ম্ভুবদতেবাক্যং রূঢ়ভাব উরুক্রমে ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ । সত্যবতীসুত বাদরায়ণ লোমহর্ষণকে কহিতেছেন হে সূত । ঋষিদিগের এতৎ প্রশ্ন আকর্ণন করিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ভগবানে ভক্তিভাবাবেশে লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া প্রসন্নবাক্যে প্রশ্নোত্তর দিতেছেন ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।—সাধুপৃষ্টং মহাভাগ ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলং ।

পুনাতিপ্রচ্ছকশ্রোতৃ বক্তৄংস্ত্রীন্‌পুরুষান্‌বিভো ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ । হে দ্বিজবরেরা । তোমরা মহাভাগ্যবান সর্ব্বলোকের মঙ্গলকারণ এই ভগবৎ মহিমা সূচক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নকর্ত্তা, এবং তন্মহিমা যাহারা শ্রবণ করেন, আর যিনি বলেন, ভগবন্মাহাত্ম্য এই তিন লোককে পবিত্র করেন ॥ ৬৬ ॥

হরেঃকথামৃতং বিপ্রা যথা গঙ্গাসরিদ্বরা ।

পূতোঽহং পাবিতোঽহঞ্চ ভবতাং প্রশ্নতোদ্বিজাঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ । হে দ্বিজাঃ । অমৃততুল্য হরির কথা সেই রূপ পবিত্রকারক যেমন সকল নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ । এক্ষারণ আমি অদ্য পবিত্র হইলাম, আর শুভক্ষণে তোমরাও প্রশ্নকরতঃ আমাকে পবিত্র করিলে ॥ ৬৭ ॥

মন্যে কৃতার্থ মাত্মানং জন্মসাফল্য মেবচ ।

প্রণিপত্য প্রবক্ষ্যেঽহং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ । হে ঋষিগণেরা । ভগবৎ সম্বন্ধীয় তোমাদিগের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে আমি আপনাকে কৃতার্থ মানিলাম, আর আমার জন্মের সফলতা সিদ্ধি হইল । অতএব সেই বিষ্ণুর পরম পদকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি ॥ ৬৮ ॥

যদ্‌গুহ্যং পরমং লোকে সর্ব্বরক্ষা করংনৃণাং ।

যন্নকস্যচিদাখ্যাতং কালত্রয় মলাপহং ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ । এই প্রস্তাব অর্থাৎ ভগবৎ তত্ত্ব মনুষ্যদিগের সর্ব্বরক্ষাকর এবং ইহলোকে পরম গোপনীয় তত্ত্ব, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে ইহা আখ্যাত হয় নাই, এই মহদাখ্যান জীবের ত্রিকাল জাত পাতকের অপহারক হয় ॥ ৬৯ ॥

সর্ব্বাভীষ্ট করং পুণ্যং সর্ব্বপাপ বিমোচনং।

ন যস্মাদস্তি লোকেস্মিন্ লোক নৈশ্রেয়সংপরং ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। সকলের অভীষ্ট ফলদায়ক অতি পবিত্র, সর্ব্বপাপের অপনোদক ইহলোকে যাহার পর আর নাই এবং পরম নিশ্রেয়স সাধক অর্থাৎ পরমোক্ষ প্রদায়ক হয় ॥ ৭০ ॥

রহস্যং পরমং কৃষ্ণো রাধাহৃদয় সঙ্গিতং।

নাভিহ্রদাম্বুজস্থায় প্রপন্নায় সুরেশ্বরঃ।

সিসৃক্ষবে যদবদদচ্যুতোমে পুরাদ্বিজাঃ ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজা। পূর্ব্বে আমি যখন সৃষ্টি করণেচ্ছুক হইয়া ভগবানের নাভি-হ্রদে উৎপন্ন পদ্মে অবস্থান করিয়াছিলাম, তখন সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে প্রপন্ন দেখিয়া রাধাহৃদয় নামে পরমরহস্য বলিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

যদপাঙ্গ কৃপালেশ লাভাত্তু ব্যসৃজং প্রজাঃ।

তন্নিপীয় শ্রোত্র রন্ধ্রৈঃ পরমানন্দ নির্বৃতাং ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। যে শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ ভঙ্গিতে কৃপালেশ মাত্র লাভ করিয়া আমি এই প্রজানিকর সৃষ্টি করিয়াছি অতএব তোমরা সেই পরম তত্ত্বামৃত কর্ণরন্ধ্রদ্বারা পানকরতঃ পরম আনন্দলাভে সকল দুঃখের নিবারণ কর ॥ ৭২ ॥

চরন্তঃ পৃথিবীং খঞ্চ সশৈল বন সাগরাং।

সপাতালাং সনাকাঞ্চ প্রবান্তইব বায়বঃ ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিগণেরা। ভগবৎ তত্ত্বকথা শ্রবণান্তর যথাসুখে এই পৃথিবীতে বায়ুবত্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ কর, অর্থাৎ বায়ু যেমন স্বর্গ গগণ ও সপর্ব্বত সাগর ও পাতালাদি সহিত বসুন্ধরাতে অপ্রতিবাধে বহমান রহিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ। মহালয়ে সমুৎপন্নে একৈবাসীৎ পুরাতনী।

প্রকৃতির্মূলভূতা যা সৈবসর্ব্বোত্তমোত্তমা ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রাহ্মণগণেরা। অতঃপর সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। যখন মহা-প্রলয় সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তখন সকল উত্তমা হইতে পরমোত্তমা পুরাতনীয়া সকলের মূলভূতা একা প্রকৃতি মাত্র ছিলেন, অন্যৎ বস্তুমাত্র ছিল না ইতি ভাবঃ ॥ ৭৪ ॥

তেজোময়া নিরাকারা কোটিভাস্কর ভাস্বরা।

তস্যা বক্ষঃস্থলা জ্জাতো বাসুদেবোগুণানিধিঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। সেই প্রকৃতি নিরাকারা, তেজোময়ী স্বরূপা কোটিসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি-মতী, তাঁহার হৃদয় হইতে দয়াসমুদ্র ভগবান্ বাসুদেব নারায়ণ প্রথমত উৎপন্ন হয়েন ॥ ৭৫ ॥

যস্মাদুৎপদ্যতে বিশ্বং যস্মিন্নেব প্রলীয়তে।

যএবচবিভর্ত্তীদং বিশ্বং সদসদাত্মকং ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যে নারায়ণ হইতে সৎ এবং অসৎ এতদুভয়াত্মক বস্তু সমন্বিত জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং যিনি এই সমস্ত বিশ্বের ভরণকর্ত্তা, প্রলয়ে এই বিশ্ব যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥

সা তস্য চোহ্যমানস্য কমলাং প্রকৃতিং দদৌ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই প্রকৃতি উৎপন্ন বাসুদেবকে স্বীয় শরীর হইতে উৎপন্ন করতঃ কমলা নামে একা প্রকৃতি প্রদান করেন ॥ ৭৭ ॥

অঙ্গিরা উবাচ।—নিরকারা কথং সাতু সাকারা সমজায়ত।

কথং বা সলয়োজাতঃ কেন বা সকৃতো ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অঙ্গিরা ঋষি এতৎ শ্রবণান্তর প্রশ্ন করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! সেই নিরাকারা আত্মা প্রকৃতি কি কারণে সাকারা হয়েন, আর এই বিশ্ব কিরূপে লয়প্রাপ্ত হয় এবং কাহার দ্বারাই বা পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

লোকবন্ধ গতা হ্যেতে সর্ব্বে সদসদাত্মকাঃ।

এতৎসর্ব্বং বিস্তরেণ বদতো যদিতে কৃপা ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এই বিশ্বস্থ ও সৎ ও অসদাত্মক লোক সমূহ বদ্ধপ্রায় হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে রত থাকে। যদি আমাদিগের প্রতি আপনার কৃপা হয়, তবে এতৎ কারণ সমুদায় বিস্তারিত করিয়া বলুন ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—সাধু পৃষ্টং মহাভাগ লোকানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া।

আত্মনশ্চ পরিত্রাণ হেতবে কলিতঃ খলাৎ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অঙ্গীরার প্রশ্ন শ্রবণান্তর ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি মহাভাগাধর, লোকের অনুগ্রহার্থে এবং খল কলি হইতে আত্ম পরিত্রাণের কারণ এই সাধু প্রশ্ন করিলে অতএব শ্রবণ কর ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মণোক্ত প্রসঙ্গতঃ কলিস্বরূপ কথনং।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগং।

মন্বন্তর মিতি প্রোক্তং কল্পস্তস্য চতুর্গুণঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ, এক সপ্ততি দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের অবসান কালের নাম এক কল্প ॥ ৮১ ॥

মন্বন্তরাবসানেস্যাৎ খণ্ডপ্রলয় মেককং।

ত্রিখণ্ড প্রলয়াদূর্দ্ধং মহাপ্রলয়মেককং ॥ ৮২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কল্পের শেষে মন্বন্তরের অবসানে এক খণ্ডপ্রলয় হয়। এইরূপ ত্রিসপ্তার খণ্ডপ্রলয় হইলে পর এক মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রলয় ও চতুর্ব্বিধ, অর্থাৎ নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, আর প্রাকৃতিক প্রলয় ও মহাপ্রলয়। ব্রহ্মার দিন দিন যে প্রলয় তাহার নাম নিত্য প্রলয়, কোনকারণ বশতঃ অকালে যে প্রলয় হয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার বয়সের অর্দ্ধ সমাপ্তে প্রকৃতিতে ব্রহ্মার লয় প্রাকৃতিক প্রলয়। পরমা প্রকৃতির সমতাবস্থার নাম আত্যন্তিক অর্থাৎ মহাপ্রলয় হয় ইতি ভাবঃ॥ ৮২॥

স যথা জায়তে বিপ্রাঃ শ্রুতঃ পূর্ব্বং হরের্ম্মুখা।
তদহং তেভিধাস্যামি সমাহিত মনাঃ শৃণু॥ ৮৩॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই প্রলয় যে প্রকারে হয়, পূর্ব্বে নারায়ণের মুখে আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে কহি, তোমরা সমাহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর॥ ৮৩॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রা বর্ণাশ্চত্বার এব যে।
পরস্পর ধ্যানবশাৎ পুনঃ ষট্ ত্রিশংতশ্চতে॥ ৮৪॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই নারায়ণ স্বীয় অভিধ্যানে অর্থাৎ ইচ্ছাবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিজাতি সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার পরস্পর মিলিত আরো ষট্ত্রিংশৎ জাতির উৎপাদন করেন॥ ৮৪॥

ততোলোকপ্রধানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
স্থাপিতা জাতি মর্য্যাদা সাঙ্কর্য্যেণ সহদ্বিজা॥ ৮৫॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দ্বিজবরেরা! অনন্তর সর্ব্বলোকপ্রধান অপরিসীম প্রভাব বিষ্ণুকর্ত্তৃক বর্ণসঙ্করের সহিত জাতিমর্য্যাদা সংস্থাপিতা হয়, অর্থাৎ উত্তমাধম মধ্যমরূপে ব্রাহ্মণাদি সঙ্করপর্য্যন্ত মর্য্যাদার সংস্থিতি হইয়াছে॥ ৮৫॥

শতসাঙ্কর্য্য মাপন্না জায়তঃ পুনরেব তাঃ।
ব্রাহ্মণা যবনাকারাঃ যবনা শ্চৌরতৎপরাঃ॥ ৮৬॥

অন্বয়ার্থঃ। পুনর্ব্বার বিলোমদ্বারা সঙ্করতা প্রাপ্ত কলিজাত প্রজাসমূহ হীনরূপে শত শত জাতি প্রাপ্ত হয়। কতক ব্রাহ্মণ যবনরূপ ধারণ পূর্ব্বক যবন এবং যবনাদি জাতিরা চৌর্য্যকর্ম্মে তৎপর হয়॥ ৮৬॥

অনন্তর ব্রহ্মা ঋষিদিগকে কলির জীবের স্বভাব সাঙ্কর্য্য বর্ণনা করিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ কলিপ্রাপ্তে মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য যে রূপে হয়, তাহা প্রসঙ্গত কহিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ সকল যবনাকার হইবে এবং সকলেই প্রায় চৌর্য্যবৃত্তি সমাশ্রয় করিবে॥ ০॥ ইতি তাৎপর্য্যঃ॥

বদন্তো যাবনীং ভাবাং তপোধর্ম্ম বহির্ম্মুখাঃ।
ক্ষত্রিয়া প্রায়শো নষ্টা স্তথা বৈশ্যাক্ষয়ং গতাঃ॥ ৮৭॥

অস্যার্থঃ। সকলেই প্রায় যাবনিক ভাষাভ্যাসী হইবে, ব্রাহ্মণ সকল তপোধর্ম্মে বহির্ভূখ হইবে, ক্ষত্রিয় প্রায় নাশ হইবে এবং বৈশ্যজাতিও প্রায় বিলয় হইয়া যাইবেক ॥ ৮৭ ॥

ধর্ম্মচ্যুতা স্তথা:শূদ্রা ব্রাহ্মণাচার তৎপরাঃ।
ব্রহ্মনিন্দা পরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবৃত্তিহরা স্তথা ॥ ৮৮ ॥

অস্যার্থঃ। শূদ্রসকল ধর্ম্মভ্রষ্ট ও ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার বিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে তৎপর হইবে এবং প্রায় রাজা প্রজা সকলেই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিবে ॥ ৮৮ ॥

ব্রহ্মদারার্থিনো নিত্যং ভ্রমন্তি মত্তহস্তিবৎ।
দেবদ্রোহকরানিত্যং পাষণ্ডা নাস্তিকাঃ খলাঃ ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ। শূদ্রাদিরা প্রায়ই ব্রাহ্মণী গমনাশী হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য মত্তহস্তির ন্যায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে। এবং সর্ব্বদা দেবহিংসা করিবে, সকলেই প্রায় খলস্বভাব, পাষণ্ডধর্ম্মী ও নাস্তিকপ্রায় হইবে ॥ ৮৯ ॥

কোধর্ম্মঃ কশ্চদেবেতি কিং কর্ম্মেতি তথাপরে।
বদন্তো দুর্জ্জনা মূঢা ব্রহ্মহিংসা পরায়ণাঃ ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। অপর দুর্জ্জন ও মূঢ় হেতুবাদকুশল ব্যক্তিরা নিরন্তর এই রূপ বক্তৃতা করিবে, যে ধর্ম্ম কি? দেবতা কি? এবং কর্ম্মই বা কি? অপিচ অনেকেই প্রায় নিরত বেদ ও ব্রাহ্মণের হিংসা করিবে ॥ ৯০ ॥

সর্ব্বযোনিরতাঃ সর্ব্বে বর্ণান্তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
সর্ব্বান্ন ভোজিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বেপাপপরায়ণাঃ ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। সকলেই প্রায় পাপপরায়ণ হইয়া সর্ব্বযোনিতে রমণ করিবে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই সকল লোকের অন্ন খাইবে। আচার ও বিহার এবং আহারের বিচার থাকিবে না, ইত্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ৯১ ॥

নষ্টশৌচ ক্রিয়াঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তঃ কাকবৎ সদা।
সোদরং পালনা সক্তা বর্ণান্তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। সকল জাতিই প্রায় শৌচাচারহীন কাকের ন্যায় উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত বিহারী হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই কেবল আত্মোদর পূরণে আসক্ত হইবে। অর্থাৎ আতিথ্য-ধর্ম্ম-মূল প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেক ॥ ৯২ ॥

বলাৎকারেণ কঃকস্ত নরমেত স্ত্রিয়ং সতীং।
এবং সাঙ্কর্য্য মাপন্না ঘোরেণ তমসা বৃতাঃ ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। বলাৎকার পূর্ব্বক পরের পতিব্রতা সতী স্ত্রীকে কে না রমণ করিবে?

এইরূপ দগ্ধ শঙ্করাপন্ন প্রজাসকল ঘোরতর তমোদ্বারা আবৃত হইবে। অর্থাৎ তামস স্বভাব হইয়া কলিদোষে আক্রান্ত বুদ্ধি অসৎ কর্ম্ম সাধনে নিয়ত তৎপর হইবে॥ ৯৩॥

অজ্ঞানাঃ পশুবন্নিত্যং রুবন্তো বৈ মহীতলে।
কৈশোরং চতুরস্তান্তং পৌগণ্ডং সপ্তমাবধিঃ॥ ৯৪॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ধরাতলে অজ্ঞান মনুষ্যসকল পশুর ন্যায় শব্দবান হইবে, অর্থাৎ পরমার্থ ঘটিত প্রসঙ্গহীন ইতবালাপেই দিনযাপন করিবে। চারি বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর অবস্থা ও সপ্তম বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ডাবস্থা ধারণ করিবে॥ ৯৪॥

যৌবনং সপ্তমাদূর্দ্ধং বার্দ্ধক্যং ষোড়শাবধিঃ।
দশাষ্ট নববর্ষাস্তু রমিতা পুরুষৈ দ্বিজাঃ॥ ৯৫॥

অস্যার্থঃ। সপ্তম বৎসরের ঊর্দ্ধ যৌবনকাল, ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যাবস্থা অর্থাৎ বিংশতি বৎসর মধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। ইত্যর্থে বৃদ্ধের ন্যায় রূপ দৃশ্য হউক বা না হউক কিন্তু জীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। দশ বৎসর কি অষ্ট বৎসর বা নবম বৎসরে পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রী রমিতা হইবে॥ ৯৫॥

প্রসূয়েত সুতং সুতে নারী প্রথম যৌবনে।
পুংসংযোগ বিনা কাপি প্রসূয়েত বরাঙ্গনা॥ ৯৬॥

অস্যার্থঃ। প্রথম উদ্ভিন্ন যৌবনেই নারী প্রায়, সন্তান প্রসব করিবেক, এবং বিনা পুরুষ সংযোগে নবনারীগণেরা প্রসূতা হইবে, অর্থাৎ পুং সংযোগ পদে বিবাহাপেক্ষা না করিয়া ইচ্ছামত অনূঢ়াকালেই পুরুষান্তর হইতে কোন স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিবে। ইত্যাভিপ্রায়ঃ॥ ৯৬॥

পিত্রেদ্রুহ্যন্তি পুত্রাস্তু গুরবে বন্ধবেতথা।
পিতাদ্রুহ্যন্তি পুত্রায় গুরুশিষ্যায় ভূসুরাঃ॥ ৯৭॥

অস্যার্থঃ। হে ভূসুরগণ। দারুণ কলিকালে পুত্রেরা পিতামাতার দ্বেষ করিবে, এবং গুরুগণের ও বন্ধুগণের দ্বেষ সকলেই করিবে। পিতা মাতা পুত্রের ও গুরু শিষ্যের এবং বন্ধুব্যক্তি বন্ধুদিগের দ্রোহ তৎপর হইবে॥ ৯৭॥

খরীঃগোষু প্রজায়ন্তে গোঃ খরেষু নরেষু চ।
অশ্বেষু মহিষা গাবো গোষশ্বেষু নরাঃ ক্বচিৎ॥ ৯৮॥

অস্যার্থঃ। গাভীর উদরে গর্দ্দভ, গর্দ্দভোদরে গো জন্মিবে। অশ্বোদরে গো মহিষ জন্মিবে, অপর কদাচিৎ গোগর্ভে এবং অশ্বগর্ভে মনুষ্যেরও উৎপত্তি হইবে॥ ৯৮॥

নকালে বায়বো বান্তি হ্যকালে বান্তি বায়বঃ।
বর্ষন্তি কালপর্জ্জন্যো নাকালে বর্ষতে সদা॥ ৯৯॥

অন্তার্থঃ। কালে বায়ু প্রবল করিবে না অকালে প্রবলরূপে বায়ু সকল বহিবে। কালে মেঘে বর্ষণ হইবে না, অকালে সর্ব্বদা প্রভূত বৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ যাহাতে প্রজার অপচয় হয় তাহাই করিবেক॥ ৯৯ ॥

মহীরুহা ফলৈহীনাঃ নির্গন্ধ কুসুমানি চ।

গাবঃ পয়োবিহীনাশ্চ হীনঃস্বাদু রসানিচ ॥ ১০০ ॥

অন্তার্থঃ। কালে বৃক্ষাদি সকল ফলহীন, পুষ্পসকল গন্ধহীন, গাভী সকল দুগ্ধহীন তাবৎ রসদ্রব্য স্বাদুতা হীন হইবে, অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা সাধক বস্তুমাত্র থাকিবেক না ইতিভাবঃ ॥ ১০০ ॥

দ্রব্যাণি ফলমূলানি দধিক্ষীর ঘৃতানি চ।

শালি মুদ্গ মসূরাণি যব গোধূম মাষকং ॥ ১০১ ॥

অন্তার্থঃ। ফল মূলাদি দ্রব্য সকল, আর দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহবস্তু সকল, ধান্য, মুগ, মসূর, কলায়, যব ও গোধূম ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্য ॥ ১০১ ॥

তিল মৎস্য মাংস মুখ্য স্বাদুহীন মগন্ধকং।

সর্ব্বাণি গন্ধ বস্তূনি নির্গন্ধানি সমন্ততঃ ॥ ১০২ ॥

অন্তার্থঃ। কলিকালে, তিল, মৎস্য, মাংস, প্রভৃতি মুখ্যবস্তু সকল অগন্ধবৎ স্বাদহীন হইবে। আর আর সমস্ত গন্ধবৎ বস্তু সকল নির্গন্ধ বস্তুর তুল্যতা স্বভাব ধারণ করিবে ॥ ১০২ ॥

মহীশস্যবিহীনা স্যাৎ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতানরাঃ।

পরস্পরং খাদয়ন্তো নরমাংসাদ্যমেধ্যকং ॥ ১০৩ ॥

অন্তার্থঃ। পৃথিবী শস্যহীনা হইবে, নরসকল ক্ষুধাতে ও পিপাসাতে অতিশয় পীড়িত হইবে। পরস্পর সকলেই মেধ্যামেধ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া অমেধ্য নরমাংসাদি পর্য্যন্তও আহার করিবে ॥ ১০৩ ॥

যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে জগতসর্ব্বং নিরন্তকং।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেষে বর্ত্তাব্জযোনয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

অন্তার্থঃ। এবং ভূত যুগান্ত কলিকালের অন্ত সংপ্রাপ্তে, এই সমস্ত জগৎকার্য্য নিরন্ত হইবে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তৎকর্ত্তা পদ্মযোনি অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাই শয়ন করিবেন ॥ ১০৪ ॥

মন্মুখাশ্চিচন্তয়াবিষ্টৌ বীক্ষ্যশোকাস্পদং জগৎ।

হাহাভূত মমর্য্যাদং ব্যাকুলং সংশয়াস্পদং ॥ ১০৫ ॥

অন্তার্থঃ। এই সমস্ত জগতকে শোকের একাশ্রয়ভূত দেখিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডের চতুরানন সকল পরাৎপর শোকাবিষ্ট চিত্ত হইবেন, অর্থাৎ জগৎ বিনাশাবস্থোপস্থিত অমর্য্যাদ কাণ্ডাবলোকনে হাহাকার করতঃ ব্যাকুল হইবেন ॥ ১০৫ ॥

আদিত্যাঃসবিতা সূর্য্যঃখগঃ পূষাগভস্তিমান্ ।
তমিস্রহা তপোহংসো নাসত্যশ্চ তমোনুদঃ ॥ ১০৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে ধরর! আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পূষা, গভস্তিমান তমিস্রহা, তপ, হংস, নাসত্য তমোনুদ ॥ ১০৬ ॥

সহস্রাংশুরিতিপ্রোক্তা দ্বাদশাত্মাদিবাকরাঃ ।
ব্যাদিষ্টাপ্রভুনাসর্ব্বে হ্যুদগচ্ছংস্তদোদ্ধগাঃ ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থঃ। এবং সহস্রাংশু এই দ্বাদশাদিত্য দ্বাদশ নামে উক্ত আছেন, ইহাঁরা সেই অচিন্ত্যাত্মা ভগবানের আজ্ঞানুসারে এককালে সকলে উদয় হইবেন ॥ ১০৭ ॥

সুতীক্ষ্ণারশ্মায়ঃসর্ব্বে প্রদীপ্তইববহ্নবঃ ।
উদিতাসাদ্রিনগবা সপুরাট্টালতোরণাঃ ॥ ১০৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ দ্বাদশ সূর্য্যের রশ্মি সকল প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় এককালীন উদিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নগব, গ্রাম, গোপুর, তোরণ ও অট্টালিকা ॥ ১০৮ ॥

সসাগরবনোদ্দেশাং সসর্ব্বপ্রাণিসঙ্কুলাং ।
সংশোষারশ্মিভিস্তীক্ষ্ণৈ র্বমন্তইবপাবকং ॥ ১০৯ ॥

অস্যার্থঃ। সাগর, বনপ্রদেশ, সমস্ত প্রাণীসমূহ সংযুক্ত ধরণীকে অতি তীক্ষ্ণ কিরণদ্বারা সম্যক্ শোষণ কবিবেন, অর্থাৎ ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি সকল কিরণচ্ছলে সাক্ষাৎ অগ্নিবমন করিবেন ॥ ১০৯ ॥

ততঃসংশুষ্কতাপন্নৈ র্জগতিপ্রাণিসঙ্করৈঃ ।
সাদ্রাব্ধিদ্বীপনগরৈঃ সপুরাট্টলতোরণৈঃ ॥ ১১০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর গিরি, দরী, দ্বীপ, নগরী, জীব জন্তু মনুষ্যাদির সহিত সপুরা-জগতী অর্থাৎ অট্টালিকাদি তোরণ সহিত ধরণী শুষ্কতাপন্না হইবেন ॥ ১১০ ॥

সদেবাসুরগন্ধর্ব্ব যক্ষকিন্নরপন্নগে ।
সনাগোরগ পৈশাচাপ্সরো রাক্ষসসিদ্ধকে ॥ ১১১ ॥

অস্যার্থঃ। দেবগণের সহিত অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, পন্নগ, নাগ, উরগ, পিশাচ, অপ্সর, রাক্ষস এবং সিদ্ধগণ ইহাদিগের স্বস্বলোকে ॥ ১১১ ॥

আবিরাসীন্মহারৌদ্রো রুদ্রপোঽগ্নিমুখঃপং ।
আবৃত্যরোদসীখঞ্চ ধরাং সর্ব্বিদিশোদিশঃ ॥ ১১২ ॥

অস্যার্থঃ। মহাভয়ঙ্কর রুদ্ররূপী হুতাশন আবির্ভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাতে পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষলোক, এবং স্বর্গলোক ও দিক্ বিদিক্ সমস্ত আবৃত করিয়া মহাভয়ঙ্কর উগ্রগ অগ্নি উদ্ভিত হইবে ॥ ১১২ ॥

তেজসাতেনতীব্রেন প্রজজ্বাল প্রকোপিতঃ ।
কুর্ব্বংশ্চটচটাশব্দং সসখোবহ্নিরুল্বণঃ ॥ ১১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ । সেই উল্বণ প্রলয় অগ্নি স্বসখা বায়ুর সহিত চট চটাশব্দ করতঃ প্রকাশিত হইয়া স্বীয় সুতীব্রতেজঃদ্বারা উপরি উক্ত সকল লোককে দাহন করিবেন ॥ ১১৩ ॥

অকরোদ্ভস্মসাৎ সর্ব্বং জগৎসসুরমানুষং ।
ভস্মীভূতেভুজগতি সবনপ্রাণিসাগরে ॥ ১১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ । বায়ুর সহকারে ঐ মহান অগ্নি দেব মনুষ্যাদি সকল প্রাণীর সহিত জগতকে ভস্মীভূত করিবেন । সবন জীবনিকর এবং সাগরাদি সকল উপকরণের সহিত জগৎ ভস্মীভূত হইবে ॥ ১১৪ ।

সংহৃতঃপ্রাণিনঃ সর্ব্বান্‌জলস্থলনিবাসিনঃ ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধি দেবেন্দ্রপুরোগ নগরাং পুরং ॥ ১১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ । জল স্থলবাসী সকল প্রাণীমাত্রকেও সাগরদ্বীপ পর্ব্বতাদির সহিত ধরা-মণ্ডলকে সংহার করতঃ ইন্দ্রলোক পর্য্যন্ত অগ্নি উত্থিত হইয়া ইন্দ্রদেবাদির পুরী দগ্ধ করিবেন ॥ ১১৫ ॥

অবিশৎসমহানগ্নি র্বায়ুংপরমকোপয়ন ।
বায়ুরুদ্রাগ্নিশক্ত্যাশু চণ্ডবেগোরুশব্দবান্ ॥ ১১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ । ঐ মহান্ অগ্নি বায়ুকে অতিশয় প্রকোপিত করিয়া মহেন্দ্র লোকে প্রবিষ্ট হইবেন । রুদ্রাগ্নি শক্তি প্রবেশদ্বারা বায়ু আশু প্রচণ্ড বেগ যুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দবান হইবেন ॥ ১১৬ ॥

তেজসাসর্ব্বসত্ত্বানাং বহ্নিশ্চ বিশেষতঃ ।
নীত্বা রসাতলং পৃথ্বীং দিক্ষুসর্ব্বচরাচরং ॥ ১১৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ । বিশেষতঃ ঐ বায়ু সর্ব্বজীবের তেজদ্বারা অতিশয় বর্দ্ধমান্ হইয়া সকল দিক ও চরাচর বস্তুর সহিত পৃথিবীকে রসাতলে লইয়া যাইবেন ॥ ১১৭ ॥

প্রচণ্ডবেগোত্তুঙ্গঃ সম্বর্ত্তকইতিস্মৃতঃ
একীকৃত্যজগৎসর্ব্বং সনাকংসতলাতলং ॥ ১১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ । সেই প্রচণ্ড বেগবান অতি দুর্দ্ধর্ষ বায়ু সম্বর্ত্তক নামে খ্যাত হইয়া স্বর্গ সতলাতল পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে একীভূত করিবেন ॥ ১১৮

ভোয়ান্তঃপ্রাবিশৎতৈশ্চ রুদ্রবাহ্নিপ্রাণিভিঃ ।
[illegible]স্তোয়ংমগিসংলীনং সম্মুখেরসনোর্নিম্ ॥ ১১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ । অনন্তর ঐ রুদ্ররূপী বায়ু অগ্নি সহিত প্রাণিগণের সহিত জলমধ্যে

প্রবিষ্ট হইবেন। এবং সেই সকলের সহিত জল আমাতে আসিয়া লয় পাইবে। এইরূপ সকল ব্রহ্মাণ্ডে সকল ব্রহ্মাতে তদ্বৎ ব্রহ্মাণ্ডবস্তুর লয় হইবেক ॥ ১১৯ ॥

তেষুতেষু প্রবিষ্টেষু পাথোজননযোনিষু।
অবিশংস্তত্রনিষ্কার্য্যো মাদৃশোহঙ্কতৈঃসহ ॥ ১২০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সেই সকল ব্রহ্মাতে সেই সেই সকল বস্তু প্রবিষ্ট হইলে মৎসদৃশ সকল ব্রহ্মা নিষ্কার্য্য হইবেন, অনন্তর তাঁহাদিগের সকলের সহিত আমিও নিষ্কার্য্য হইয়া পরমব্রহ্মে গিয়া প্রবেশ করিব ॥ ১২০ ॥

পরব্রহ্মের স্বরূপতা উপদেশ কহিতেছেন।

পরব্রহ্মণিনাগেশে শেষেউরুপরাক্রমে।
শয়ানেদেবদেবেশে দেবশক্ত্যুরুচোদিতাঃ ॥ ১২১ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব নাগেশ অনন্ত শয্যাতে শয়িত উরুপরাক্রম দেবদেবেশ পরমব্রহ্ম নারায়ণে, দেবশক্তিকর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ প্রেরিত হইবে অর্থাৎ তৎশরীরে সমস্ত প্রবিষ্ট হইবে ॥ ১২১ ॥

সর্ব্বাভিঃশক্তিভিঃসার্দ্ধং প্রাণিভির্দেবসত্তমৈঃ
স সুরাসুরগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষ রক্ষোপ্সরোগণৈঃ ॥ ১২২ ॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত শক্তিগণের সহিত প্রাণিসকল, ইন্দ্রাদি দেব সমস্ত সুরাসুর গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরগণের সহিত ॥ ১২২ ॥

স নাগোরগপৈশাচ বিদ্যাধরমুনীশ্বরৈঃ।
সিদ্ধচারণ দেবর্ষি রাজর্ষি দম্যুদৈত্যৈঃসহ ॥ ১২৩ ॥

অস্যার্থঃ নাগগণ, সর্পগণ, পিশাচগণ বিদ্যাধর মুনীন্দ্রগণ, সিদ্ধ চারণ, দেবর্ষি রাজর্ষি পৌর্ণ, দৈত্য দানবগণের সহিত ॥ ১২৩ ॥

বেতালখগকুষ্মাণ্ড ডাকিনীপুতনাদিভিঃ।
স নক্ষত্রগ্রহসর্প্রমথৈর্যাতুধানকৈঃ ॥ ১২৪ ॥

অস্যার্থঃ। বেতাল, পক্ষী, কুষ্মাণ্ড ডাকিনী, পুতনাদি এবং নক্ষত্র, গ্রহ, প্রমথগণ যাতুধানগণের সহিত ॥ ১২৪ ॥

দেবোরুশক্ত্যা সংবিষ্টাঃ সর্ব্বাক্ষিব্রহ্মণিস্থিতাঃ।
তস্যোরুরোম কূপেষু স্থিতাব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ॥ ১২৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজগণেরা! উক্ত সকল বস্তুর সহিত প্রাণিনিবহ সেই পরম দেব নারায়ণের উরুশক্তি কর্ত্তৃক ঐ স্বরাট পরমাত্মা সংপ্রবিষ্ট হইবেক। সেই ভগবানের অতি স্থূল কালসাগর প্রত্যেক লোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্থিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১২৫ ॥

সবিকাশমনন্তাণ্ডে হ্যনন্তস্তন্তনুৎকরে।
সোপধানংসপর্য্যঙ্কং কোটিভাস্করভাস্বরং ॥ ১২৬ ॥

অস্তার্থঃ। সেই অপরীসীম পরমাত্মা নারায়ণের বৃহচ্ছরীর মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য সমুদ্রমধ্যে অসংখ্য নাগপর্য্যঙ্ক উপধানের সহিত পাতিত তাহাতে কোটি সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান স্বপ্রকাশ অসংখ্য ভগবৎ বিষ্ণুর বিভূতি রূপশয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১২৬ ॥

বিরাটরূপমেকার্ণ্বে শয়িতং পরমং শিশুং।
তংদেবেশবরং শক্ত্যারাধাত্মাপরিসেবিতং ॥ ১২৭ ॥

অস্তার্থঃ। সেই বিরাটরূপ ভগবান অতিশিশুর ন্যায় একার্ণব জলে শয়ন করেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবেশ ভগবান তৎকালে পরমোত্তমা রাধাদি পরাশক্তি কর্ত্তৃক সুসেবিত হন ॥ ১২৭॥

পরাৎপরাবরা শক্ত্যা রাধাত্মাঃ পরমোত্তমাঃ।
মহাবিদ্যামহাসূক্ষ্মা চিদ্রূপাবিশ্বমোহিনা ॥ ১২৮ ॥

অস্তার্থঃ। অনন্তরূপা, পরাৎপরা পরমোত্তমা রাধাপ্রভৃতি প্রকৃতি সকল তাঁহার উক্ত শক্তি ; সেই রাধা আদ্যা প্রকৃতি অতিসূক্ষ্মা বিশ্বমোহনকারিণী চিৎস্বরূপা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপা হয়েন ॥ ১২৮ ॥

জ্যোতিরূপানিরাকারা ভ্রাম্যমাণামুহুর্মুহুঃ ॥ ১২৯ ॥

অস্তার্থঃ। জ্যোতিরূপা নিরাকারা, সর্ব্ববিকারহীনা সেই রাধা তৎকালে বারম্বার একার্ণবে ভ্রাম্যমাণা হয়েন ॥ ১২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তর্ষিসম্বাদে মহাপ্রলয়বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ . ॥

এই ব্যাসপ্রণীত পারমহংস সংহিতায় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তর খণ্ডীয় রাধাহৃদয়ে সপ্তঋষি সংবাদে মহাপ্রলয়বর্ণন নামে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। . ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টি বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।—ততোবর্ষসহস্রাণি শতানিচসহস্রশঃ।
তেজঃপুঞ্জংভ্রমদ্দিব্যং নিরালম্বমলম্বনং ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! শত শত ও সহস্র সহস্র বৎসর পরিমাণে ঐ তেজঃ স্বরূপা আদ্যা প্রকৃতি রাধা নিরালম্বকে অবলম্বন করিয়া তেজঃপুঞ্জ-রূপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

সিসৃক্ষুরজনিস্নিগ্ধা সর্ব্বাবয়বসুন্দরী।
উরস্তমুরুকর্ম্মাণ মুরুক্রমমজীজনৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই অজনি রাধা সৃষ্টিকরণেচ্ছায় সাকারা হইয়া সুস্নিগ্ধ রূপা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক নারীরূপে প্রকাশ হইলেন। অনন্তর স্বীয় হৃদয় হইতে উৎকৃষ্ট উরুকর্ম্মা, উরুক্রম অর্থাৎ সর্ব্বান্তরগামী এক পুরুষকে উৎপন্ন করেন ॥ ২ ॥

বালমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বাভং কোট্যাদিত্যোরুতেজসং।
জাতমাত্রং সৃজেত্যুক্ত্বা মায়য়ান্তর্হিতাক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই উৎপন্নবালক বৃদ্ধাঙ্গুলির এক পর্ব্বের ন্যায় দৃশ্য, কিন্তু কোটি সূর্য্যাপেক্ষা অতিশয় তেজস্বান্। তাঁহার আবির্ভাব হইবা মাত্রই রাধা তাঁহাকে সৃষ্টিকর এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হয়েন ॥ ৩ ॥

তদাস্বপ্নোপমাদৃষ্ট্বা পরমং বিস্ময়াস্পদং।
অচিন্ত্যয়দমেয়াত্মা কিং কর্ত্তব্যম্মিতোময়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পরম বিস্ময়াধার স্বপ্নের ন্যায় রূপ দর্শন করিয়া সেই অপরিমেয় আত্মা শিশু চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য? অর্থাৎ এই পরম রূপবতী প্রকৃতি, কে, কোথা হইতে আসিয়া শুদ্ধ সৃষ্টিকর এই আজ্ঞা করিয়া অদর্শনা হন, ইনি কে, ইহা নিশ্চয় করিতে পারি না ইতি চিন্তাপর হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

একার্ণবজলেশ্বথ দল মেকমবেক্ষসঃ।
তত্রৈবসহসোত্থস্থা বুরুশক্ত্যাদৃঢ়ীকৃতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এইরূপ চিন্তা করতঃ সহসা সেই একার্ণব জলে একটি অশ্বথ পত্র ভাসি-তেছে দেখিলেন, তদ্দৃষ্টে স্বশক্তি দ্বারা দৃঢ় শরীর করিয়া সেই অশ্বথ পত্রোপরি উত্থিত হইয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৫ ॥

এবং কিয়ন্তং কালং সো নৈবাদশ্বপ্নপর্ণকে।

ভাসমানোর্ণবেব্রহ্মন প্রসুপ্তমিববালবৎ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন! সেই অশ্বথ পত্রের উপর উত্থিত পুরুষ নিদ্রিত বালকের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া একার্ণব জলে কিছু কাল ভাসমান হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ৬।

ঋষিরুবাচ। শ্রুতোস্মাভিঃপুরানাথ মার্কণ্ডেয়োমহামুনিঃ।

সপ্তকল্পান্তজীবি চ মৃতোবাস্থিত এব বা॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মোক্তি শ্রবণে ঋষিগণেরা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নাথ! হে ব্রহ্মন! আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে সপ্তকল্পান্তজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয়,তিনি ঐ প্রলয় কালে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন বা মৃত হইয়াছিলেন॥ ৭॥

নাত্রকিঞ্চিন্ত্বয়াক্তং নঃ সন্দেহোনোমহানভূৎ।

তস্যোদারমতে ব্রহ্মন্ কর্ম্মাণিশংসনঃ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! তদ্বিষয়ের কোন কথাই আপনি কহিলেন না, তন্নিমিত্ত আমাদিগের মনে মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সেই উদার কর্ম্মা মহামতি মার্কণ্ডেয়ের তাৎকালীক মহৎকর্ম্ম সকল আমাদিগকে বিস্তার করিয়া বলুন॥ ৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—একার্ণবজলেতিষ্ঠন্ মার্কণ্ডোম্মজ্জ্যসত্তমং।

মৃকণ্ডুতনযোধীমান মুহুর্গ্লানিমবাপচ॥ ৯॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন। শ্রবণ কর, একার্ণব জলে নিপতিত হইয়া ঋষি সত্তম মৃকণ্ডুনন্দন, কখন স্থির, কখন জলে বিমগ্ন কখন বা ভাসমান, মরণোন্মুখকালের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গ্লানি প্রাপ্ত হইয়া, অবসন্ন হইতে লাগিলেন ইতিভাবঃ॥ ৯॥

অস্তৌষীদীশ্বরং বিষ্ণুং সুরুচিক্রমবিক্রমং॥ ১০॥

অস্যার্থঃ। মহামুনি মার্কণ্ডেয় নিরুপায় হইয়া, তখন শোভন দীপ্তিমান উরুকর্ম্মা জগদীশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১০॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।—নমঃ পাথোজনেত্রায় পাথোজাঙ্ঘ্রি করায়চ।

পাথোজননাভায় পাথোজাস্যায়তে নমঃ॥ ১১॥

অস্যার্থঃ। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবান নারায়ণকে গদগদাক্ষরে স্তুতি করিতেছেন। হে ভগবন! তুমি প্রফুল্ল জলজ-নেত্র, জলজ চরণ, জলজ কর, জলজনাভি জলজ-বদন বিশিষ্ট তোমাকে আমি নমস্কার করি॥ ১১॥

হৃষীকেশায়দেবায় হৃষীকপতয়েনমঃ।

নমঃস্বান্তজহংসায় গোপীনাথায়তেনমঃ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ। হে হৃষীকেশ দীপ্তিমান দেহ, ইন্দ্রিয়াধিপতি, গোপীনাথ, গোপীমানস পদ্ম হংস শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ১২।

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্থং প্রস্তুবতস্তস্য মুনেরাসীৎপুরোগতঃ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পর্ব্বমাত্রাভঃ কোটিভাস্করসন্নিভঃ॥
অশ্বত্থ দলমধ্যস্থ ইদমাহমুনিংহসন্॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ। ঋষিগণ প্রতি জগদ্ধাতা ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে ঋষিগণেরা! এইরূপ ভগবানকে স্তব করিলে পর কোটি সূর্য্য তুল্য দীপ্তিমান অশ্বত্থপত্রের মধ্যে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব ন্যায় এক বালক, মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের অগ্রভাগে সমাগত হইয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন॥ ১৩॥

বৎসতেভীর্নকর্ত্তব্যা সপ্তকল্পান্তজীবিনা।
এহিধাস্যেযদাতেভীর্জায়তেরক্ষণং তদা॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! তুমি সপ্তকল্পান্ত জীবি তোমার ভয় করা কর্ত্তব্য নহে। এস তোমাকে আমি ধারণা করি, এবং তোমার যে ভয় জন্মিয়াছে সেই ভয় হইতে তোমার রক্ষা হইবেক॥ ১৪॥

গিরমীরয়তস্তস্য মুনিরেবংনিশম্য চ।
জহাসাশ্বত্থপর্ণস্থ পুরুষস্যতদাগিরং॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। ভগবান মার্কণ্ডেয়কে এই কথা কহিলে পর, সেই অশ্বত্থ দলস্থিত বাল পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় উপহাস করিলেন॥ ১৫॥

মনসাচিন্তয়ন্নেবং মুনির্বৈশ্যানরোপমঃ।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাভঃ পুরুষোশ্বত্থপর্ণকে॥
শেতেমেরক্ষণায়ৈব ক্রমোয়ং বা কথংভবেৎ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয় মুনি মনে মনে এই চিন্তা করিলেন। যে এই অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বাকৃতি বালক, অশ্বত্থপত্র মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ইহাঁর দ্বারা এই প্রলয়কালে আমার রক্ষা কি প্রকারে হইতে পারিবে? ইহা ভাবিয়া তদ্বাক্য প্রতি তাঁহার উপহাস উপস্থিত হইল ইতিভাবঃ॥ ১৬॥

ভাবমাজ্ঞায়বিপ্রস্য ভাবজ্ঞো মধুহাহরিঃ।
বভাষেবচনং স্যায়ং মেঘগম্ভীরয়াগিরা॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব জগতের ভাবজ্ঞ ভগবান মধুসূদন মুনির চিত্তস্থ ভাব জানিয়া, মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে, ন্যায়ানুগত মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন॥ ১৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।—স্বাগতস্তেহিবিপ্রেন্দ্র মাতেস্তুর্মতিরীদৃশী।
মরীশ্বরেশ্বরেণৈব প্রহাসোযুজ্যতেতব॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। সকরুণ বাক্যে ঋষিবরকে ভগবান্ কহিতেছেন। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি

এমন বুদ্ধি করিও না? আমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর আমা কর্তৃক উক্ত বাক্যে তোমার উপহাস করা কি উপযুক্ত হয়? ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—তৎশ্রুত্বাবচনঃ তথ্যং হিতমুক্তং মহাত্মনা।

ন পথ্যমিতিমত্বা তদগাদন্তিকমেব সঃ ॥ ১৯ ॥

অন্তার্থঃ। ঋষিগণ প্রতি ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে ঋষিগণেরা! মহাত্মা নারায়ণ কর্তৃক হিতযুক্ত সেই তথ্য বাক্য শ্রবণ করতঃ মার্কণ্ডেয় তদ্বাক্যকে পথ্য বলিয়া মান্য না করিয়া তিনি ক্রমে তন্নিকটে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

লীলয়ৈব তদশ্বথ পর্ণেঙ্গুষ্ঠংদদন্মুনিঃ।

সোপারমহিমস্বাত্তু নৈনমানংপ্রবুধ্যতে ॥ ২০ ॥

অন্তার্থঃ। মহামুনি মার্কণ্ডেয়, তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সেই অশ্বথ পত্রোপরি অবলীলায় অঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিলে। কিন্তু ভগবানের অপার মহিমা হেতুক সেই অশ্বথদলের যে কত দূর পরিমাণ, এবং সেই শিশুর কলেবর যে কি প্রমাণ, তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না ॥ ২০ ॥

ততোবলেন মহতাদদদঙ্গুষ্ঠমাত্মনঃ।

ন বুদ্ধাতস্যতম্মানং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২১ ॥

অন্তার্থঃ। অনন্তর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বল দ্বারা সেই অশ্বথ পত্রে আপনার অঙ্গুষ্ঠ প্রদান পূর্ব্বক যখন তাহার পরিমাণ করিতে পারিলেন না, তখন মহাবিস্ময়যুক্ত হইয়া অনিমিষ চক্ষুতে চাহিয়া রহিলেন। হা? এ কি? এই বিস্ময় সূচক বাক্য আপনা আপনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

আরুহ্য স মুনিস্তত্র শ্বসন বিল ইবোরগঃ।

শ্বাসেন তেন বিশ্বস্ত আসীন শাঙ্গ ধন্বনা ॥ ২২ ॥

অন্তার্থঃ। সেই অশ্বত্থপত্রে আরোহণ করতঃ গর্ত্তস্থিত সর্পের ন্যায় মুনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান কর্তৃক আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ঐ অশ্বথ পত্রে উপবেশন করিলেন ॥ ২২ ॥

চিন্তয়ামাস দেবস্য মায়াং তাং বিশ্বমোহিনীং।

মানবেন ময়াশক্যং বোদ্ধুং কিংশাঙ্গ ধন্বনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্তার্থঃ। ঐ অশ্বথ পত্র মধ্যে বসিয়া মার্কণ্ডেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে ভগবান দেব দেব শাঙ্গধন্ব নারায়ণের এই বিশ্বমোহিনী মায়া, আমি স্বল্পবুদ্ধি মানব, আমাকর্তৃক ইহার বোধকরা অশক্য অর্থাৎ ভগবন্মায়া বোধকরা মনুষ্যের দুঃসাধ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥

যন্মায়া মোহিতা দিবো হ্যপি সর্ব্বেদিবৌকসঃ।

ব্রহ্মাভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ যন্মায়া মোহিতা ভবন্ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। যাঁহার মায়াতে সকল দেবগণ মোহিতবুদ্ধি হয় এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিদেব ও যাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

চিন্তয়ন্নেব মায়াং স দেবশক্ত্যা প্রচোদিতঃ।
প্রাবিশ দুদরং তস্য দেবশক্তি বলাৎকৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। এইরূপ দেবমায়াতে চিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বরশক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মার্কণ্ডেয় দেবশক্তিদ্বারা বালরূপী ভগবানের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৫ ॥

প্রবিষ্টোদরমধ্যং স তত্র ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।
সবিকাশং স্থিতাঃ সর্ব্বে রোমকূপেষু সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবানের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মার্কণ্ডেয় তথায় সুপ্রকাশ রূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সকল লোমকূপেতে স্থিত দর্শন করিলেন ॥ ২৬ ॥

কোটিশঃ পদ্মজন্মানো বিষ্ণবঃ পশুপাস্তথা।
ইন্দ্রাশ্চন্দ্রাগ্রহাদিত্যা বসবোথাশ্বিনাবপি ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি ব্রহ্মা, অনন্তকোটি বিষ্ণু, অনন্তকোটি শিব, অনন্তকোটি ইন্দ্র, চন্দ্র, গ্রহ ও আদিত্যগণ এবং অনন্তকোটি বসু ও অশ্বিনীকুমারাদির অধিষ্ঠান ॥ ২৭ ॥

যক্ষ রাক্ষস বেতাল কুষ্মাণ্ডোরগ কিন্নরাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ পিশাচা সুরচারণাঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। এবং অনন্তকোটি যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, উরগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, চারণ, পিশাচ ও অসুরগণেরা অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

রাজানো মুনয়ঃ সর্ব্বে পর্ব্বতাশ্চ সরাংসিচ।
অব্ধয়ঃ খেচরা নাগা নাগকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। আর সকল রাজাগণ, মুনিগণ ও পর্ব্বত, সরোবর সকল, সকল সমুদ্র, আকাশচর, পক্ষীত্যাদি এবং নাগগণ ও নাগকন্যাগণ সহস্র সহস্র বিচরণ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

অজাবয়শ্চ গাবশ্চ মহিষ্যাষ্ট্র খরাস্তথা।
ঋক্ষা ব্যাঘ্রাববাহাশ্চ তরক্ষু মৃগজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। অপর, অজ, মেষ, গো, মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ এবং ভল্লুক, ব্যাঘ্র, বরাহ, তরক্ষু ও মৃগজাতি সকল যূথে যূথে কোটি কোটি ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ সানুগাস্তথা।
বাহানানিচ শস্যাণি শাস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও বর্ণশঙ্করাদি জাতি সকল এবং হস্তি অশ্ব প্রভৃতি বাহন সকল, আর শাস্ত্র শস্য অস্ত্রাদি সমূহের অবস্থান আছে ॥ ৩১ ॥

নগরাণি বিচিত্রাণি পুরাণ্যুপবনানি চ।
হয়হস্তি সমূহাশ্চ রথাঃ শত সহস্রশঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং বিচিত্র নগর সকল ও পুরী উদ্যানাদি সকল, আর সমূহ হস্তী, অশ্ব ও শত শত সহস্র সহস্র রথ সকল স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

যথাবয়ো যথাস্বত্বং যথাস্থানং যথাবলং।
যথাশক্তি যথোৎসাহং তথাক্রম মবস্থিতং ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যেমন বয়স, যেমন সত্ব, যেমন স্থান, যেমন বল, যেমন শক্তি, যেমন উৎসাহ, সেইরূপ সকল সম্পন্নরূপে বিরাটোদরে সমবস্থিত আছে ॥ ৩৩ ॥

ভ্রমন্ পর্য্যধোবিদ্বান বায়ুবৎ পরিতো দ্বিজাং।
শ্রান্তোদীন মনা ব্যগ্রঃ ক্ষুধাব্যাকুল চেতনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ার্থ। বিদ্বান মার্কণ্ডেয় বায়ুবৎ উপরি অধোভাগে, ঐ উদর মধ্যে ভ্রমণ করতঃ অতিশয়শ্রান্ত ও দীনমনা এবং ক্ষুধায় ব্যাকুল ও আহারার্থ অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্ববৎ সংস্থিতং সর্ব্বং জগন্মেনে মুনিস্তদা।
নভৈক্ষ্যং নস ভোজ্যং বা নপেয়ং চাপি কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মার্কণ্ডেয়মুনি ভগবজ্জঠরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রলয় যে হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, যেমন পূর্ব্বে ছিল সেইরূপ জগৎ সংস্থান মান্য করিলেন, কেবল ভক্ষ্য ভোজ্য বা পেয়াদি কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৫ ॥

ভ্রমন্নুন্মত্ত বত্তেষু, ব্রহ্মাণ্ডেষু সহস্রশঃ।
ক্ষণাৎ বহির্বগাত্তস্মাৎ পাথোজভূননাভিকং ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। প্রতিব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে করিতে ভগবদিচ্ছায় ক্ষণমাত্রে মার্কণ্ডেয় ভগবদুদর হইতে বাহিরে আইলেন, তখন একার্ণব সলিলময় ব্যতীত আর কিছুই দর্শন হইল না, কেবল জগদ্ধাতার চরণ যুগল মাত্র অবলোকন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

মনস্যেব মনোযুঞ্জন্ ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্য পর্ণমাশ্বত্থ মেবসঃ।
বহুবর্ষ সহস্রাণি তপস্তেপে সুদুশ্চরং ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর মৃকণ্ডুনন্দন মনেতে মনযুক্ত করতঃ ভক্তিতে নম্রশরীর নতমস্তক হইয়া ভগবৎ পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে ভরকরতঃ ঐ অশ্বত্থ পত্রোপরি দণ্ডায়মান হইয়া অতি কঠিন ব্রত ধারণ পূর্ব্বক বহুসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইত্থংপ্রতপতস্তস্য নাভ্যাম্বুজ মজায়ত।

অনন্তকোটিরন্তস্মা স্বমুখাশ্চাজযোনয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয় ঋষির ঐ তপস্যাকালের মধ্যে ভগবানের নাভিমণ্ডল হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হয়। সেই পদ্মে আমার মতন চারিমুখ অনন্তকোটী ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় ॥ ৩৮ ॥

অথ মার্কণ্ডেয় তথা ক্ষুধাসংবিগ্ন মানসঃ।

শয়ানং পর্ণপর্য্যঙ্কে দেব দেবং রমাপতিং।

আদদৌ প্রণতোবাচং প্রণত্যা সঙ্গতং মুনিঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয় তথায় ক্ষুধায় সংবিগ্নমনা হইয়া পত্র পর্য্যঙ্ক শায়ী দেবদেব লক্ষ্মীকান্তকে দর্শন করিবা প্রণত মস্তকে সুবিনীত রূপে স্তব করিয়া কহিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।—দীনানু কম্পিনদ্দীনেশ দীন পালক পালক।

দীনত্রাণ পরো দীন রিপু সঙ্কট মর্দ্দন ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় একার্ণবশায়ী ভগবানকে স্তব করিয়া কহিতেছেন। হে দীনানুকম্পিন্! হে দীনেশ! হে দীনপালক! হে পালক! হে দীন তারণ পরায়ণ! হে দীনের রিপুসঙ্কট মর্দ্দন! শুদ্ধ সম্বোধন বাক্য মাত্র কহিলেন ॥ ৪০ ॥

দীনোদ্ধাব করো দীন ভক্ত্যভীপ্সিতদায়কঃ।

ভক্তিহীনস্য মূর্খস্য দৌরাত্ম্যং ক্ষম মে প্রভো ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! তুমি দীনজনের উদ্ধার কারক, সুদীন ভক্তদিগের অভিলষিত ফলদায়ক। আমি ভক্তিহীন, মূর্খজন, আমার দুরাত্মতা ক্ষমা কর ॥ ৪১ ॥

অজানতস্ত্বাং তত্ত্বেন কস্তত্ত্বজ্ঞো ভবেত্তব।

নমঃ পঙ্কজ নাভায় পঙ্কজাস্যায়তে নমঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে পঙ্কজনাভ! হে পঙ্কজানন! তোমাকে নমস্কার করি, আমি তবতত্ত্বানভিজ্ঞ আমাকে কৃপাকর, তোমার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞ কে আছে? ॥ ৪২ ॥

পাহিমাং পাদপাথোজে শরণাগত মাশুতে।

ক্ষুত্তৃড়্ভ্যা মর্দ্দিতং নাথ কৃপয়া মাং সমুদ্ধর ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! আমি তোমার পাদপদ্মে সমাশ্রয় লইয়াছি, আমাকে রক্ষা-কর। হে নাথ! সম্প্রতি ক্ষুধাতে এবং তৃষ্ণাতে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি অতএব কৃপা-করতঃ আমাকে শীঘ্র উদ্ধার কর ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—মব্য পার্শ্বস্থ শৃন্যামে পিবস্তৃপ্তং পয়োমৃলে।

যথেষ্টমবিশঙ্কেন মনসা ভৃগুনন্দন ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয়ের করুণোক্তি শ্রবণে সানুকম্পিতা বাক্যে ভগবান তাঁহাকে কহিতেছেন। হে ভৃগুনন্দন! হে মুনে! তুমি শঙ্কারহিত চিত্ত হইয়া যথা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার সব্য পার্শ্বস্থিতা এই কুকুরীর স্তন্যদুগ্ধ পান কর॥ ৪৪॥

ব্রহ্মোবাচ।—গিরং নিশম্য বিপ্রর্ষি র্বাক্যং ভগবতস্তদা।

অচিন্তয়ন্মহাযোগী কিঃ কর্ত্তব্য মিতো ময়া॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরা প্রভৃতিকে কহিতেছেন। হে ঋষিবরেরা! এই ভগবৎ বাক্য শ্রবণ করতঃ মহাযোগী মার্কণ্ডেয় ঋষি তখন মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?॥ ৪৫॥

ক্ষুধার্দ্দিপেন শ্রান্তেন প্রাপ্তকালং হিতং মম।

এবং চিন্তয়তস্তস্যমতিরাসীন্মহাত্মনঃ॥

পেয়মেব তদবশ্যং দেববাক্যাদশঙ্কয়া॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ। ক্ষুৎপীড়ায় পীড়িত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি এবং আহারাভাবে মরণ সময় প্রাপ্ত প্রায়, ইহাতে আমার শুনী দুগ্ধও হিতসাধক, অর্থাৎ যদিও অপেয় তথাপি এ সময় হিতকারক বটে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের তৎক্ষীর পানে এই মতি হইয়াছিল, যে অশংসয় দেববাক্যে কুকুরী দুগ্ধপান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য॥৪৬॥

ততঃপপৌ মহাতেজা স্তন্যংক্ষীরমনন্যধীঃ।

পিবতস্তস্য বিপ্রর্ষেঃ ক্ষণাদন্তরগাদ্ধরিঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাতেজস্বী মার্কণ্ডেয় অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্যের প্রতি এক নির্ভর করতঃ শুনীর স্তন্য দুগ্ধপান করিলে পরে বিপ্রর্ষিবরের সাক্ষাতে ক্ষণমাত্রে ভগবান হরি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন॥ ৪৭॥

অন্তর্হিতং হরিংবীক্ষ্য বিস্ময়াবিষ্টচেতনঃ।

চিন্তয়ামাসমনসা সন্বিগ্নেনদ্বিজোত্তমঃ॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। ভগবানকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মহা বিস্ময়ে আবিষ্ট চিত্ত দ্বিজোত্তম মার্কণ্ডেয় উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥

স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তিরথবাজ্ঞানবিপ্লবঃ।

আঃ কিমেতদহোদৃষ্টং কিমেতদ্দেবমায়য়া॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। মার্কণ্ডেয় মনে মনে এই ভাবনা করিতে লাগিলেন। "আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার মনোভ্রম জন্মিল, অথবা আমার কি জ্ঞান বিপ্লব হইল? আহা আমি কি আশ্চর্য্য দেখিলাম, একি দেবমায়া দ্বারা এই চমৎকৃত বিষয় অবলোকন করিলাম॥ ৪৯॥

মোহিতো নৈবজানামি তথ্যং বাতথ্য মেববা।
স্মৃর্ত্তির্নাস্তিকুতঃস্বপ্নং ভ্রমং নৈবোপলক্ষয়ে॥ ৫০॥

অন্বয়ার্থঃ। আমি নিশ্চয় দেবমায়াতে মোহিত হইয়া ইহার তথ্যা তথ্য বিবেচনা করিয়া জানিতে পারিলাম না। নিদ্রা নাই স্বপ্ন কোথায়, ভ্রমও দেখিতে পাই না। অতএব দেবমায়া কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইলাম ইহাই নিশ্চিতাবধারণা হয়॥ ৫০॥

অহোন্যার্য্যো মহোকষ্টং হস্তপ্রাপ্তোমণির্ময়া।
নিরস্ত ক্ষুদ্রমতিনা ময়েতি পরিচিন্তয়ন॥ ৫১॥
বিললাপচিরং দীনো দীর্ঘমুষ্ণং শ্বসন্মুনিঃ॥ ৫২॥

অন্বয়ার্থঃ। আমি কি অনার্য্য, আহা আমার কি কষ্ট, আমি অতি ক্ষুদ্রমতি, হস্তে মণি প্রাপ্ত হইয়া বঞ্চিত হইলাম, এইরূপ চিন্তা মগ্নচিত্তে শোক করিতে লাগিলেন। এবং দীনমনা হইয়া দীর্ঘ অথচ উষ্ণনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুকাল বিলাপ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন॥ ৫১॥ ৫২॥

ব্রহ্মোবাচ।—সং প্রক্ষত্য তদাত্মানং ভগবান মধুসূদন।
চিন্তয়ামাস মনসা সাস্বজেতাব্রবীদ্বচঃ॥ ৫৩॥

অন্বয়ার্থঃ। ঋষিগণ প্রতি ব্রহ্মা কহিতেছেন। মার্কণ্ডেয় তদবস্থায় মৌনাবলম্বনে একার্ণবে ভাসমান হইয়া কালযাপন করুন্। এথানে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান আত্মমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। (আমি কি করিতে উৎপন্ন হইলাম) তথন সেই পরমা শক্তি শূন্য হইতে তাঁহাকে সৃষ্টিকর এই কথা মাত্র কহিলেন॥ ৫৩॥

কথমজ্ঞেন মূঢ়েনস্রষ্টব্যাঃ বিবিধাঃ প্রজাঃ।
ইত্থং বিলপতস্তস্য তপস্যেব মনোগমৎ॥ ৫৪॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর ঐ বাক্য মাত্র শ্রবণ করিয়া নারায়ণ এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। যে আমি গুণহীন মূঢপ্রায়, সৃষ্টি বিষয়ে অজ্ঞ, কি প্রকারে বিবিধা প্রজা আমা কর্ত্তৃক স্রষ্টব্য হইবে। এরূপ আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার তপস্যার প্রতি মন গমন করিল, অর্থাৎ তপস্যা করিতে মনে প্রবৃত্তি জন্মিল॥ ৫৪॥

নিমীল্যনেত্রে যতবাক্শান্তঃ স্যান্তোর্দ্ধদৃষ্টিকঃ।
অচিন্ত্যয়দমেয়াত্মা তৎপাথোজননাভিভৃক॥ ৫৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অমেয়াত্মা ভগবান কমলচরণ, যুগলনয়ন মুদ্রিত করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শান্তরূপে মনকে ভ্রূযুগল মধ্যে সংস্থাপন করতঃ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন॥৫৫

মনস্যেব মনোমুঞ্চন্ ভক্তিন্নম্রাত্মকন্ধরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্যপার্ণমাশ্বথমেদসঃ॥ ৫৬॥

অন্বয়ার্থঃ। মনেতে মনযুক্ত করতঃ ভক্তিভাবে নত শরীর ও নত মস্তক হইয়া ভগবান বাসুদেব পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সেই প্রলয় সমুদ্রে অশ্বপত্রে ভর করিয়া অবস্থিত হইলেন॥৫৬

বহুবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুদুশ্চরং।

ইত্থংপ্রতপতস্তস্য নাভ্যামব্জমজায়ত॥ ৫৭॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ অবস্থায় বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ তপস্যাতে যুক্ত থাকাকে তাঁহার নাভিমণ্ডল হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল।৫৭॥

অনন্তকোটয়স্তস্মাৎ মস্মুখাহব্জযোনয়ঃ।

আসংশ্চতুর্মুখাঃ সর্ব্বে স্রস্টারো জগতাংতত॥ ৫৮॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর সেই পদ্মে আমার মত চতুর্মুখ পদ্মযোনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সকলেই মৎসদৃশ, আপন আপন ব্রহ্মাণ্ডে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন॥ ৫৮॥

উরস্তোবিষ্ণবোপ্যাসন্ পালকাজগতাং দ্বিজাঃ।

উর্ব্বোরাসন্ মহাত্মানো রুদ্রারৌদ্রপরাক্রমাঃ॥ ৫৯॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ মহদ্বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল হইতে জগৎ পরিপালক অনন্তকোটি বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। আর উরুদ্বয় হইতে মহাত্মা ভয়ঙ্কর পরাক্রম অনন্ত কোটি রুদ্র উৎপন্ন হয়েন॥ ৫৯॥

সংহর্ত্তারস্ত্রিজগতাং তমোগুণ গণান্বিতাঃ॥ ৬০॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই সকল রুদ্র সমূহ তপোগুণ সমন্বিত, উৎপন্ন ত্রিজগতের সংহারকর্ত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু জগৎভর্ত্তা, শিবসংহর্ত্তা হয়েন॥ ৬০॥

পাপোব্জযোনয়ঃ সর্ব্বেমাদৃশোঽহঞ্চবিষ্ণুনা।

আজ্ঞপ্তাস্তপসাবৎসাঃ সৃজধ্বং বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ ৬১॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই সকল পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং আমি বিষ্ণু কর্তৃক এই আজ্ঞপ্ত হইয়াছিলাম, অর্থাৎ আমাদিগকে তিনি এই আদেশ করেন, হে বৎস সকল! তপস্যাদ্বারা বিবিধ প্রকার প্রজা সৃজন কর॥ ৬১॥

বেদশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি প্রদায় পুরুষোত্তমঃ।

ক্ষণাদন্তর্হিতোঽস্মাকং পশ্যতাং পরমেশ্বরঃ॥ ৬২॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর আমাদিগকে সমস্ত বেদশাস্ত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে ক্ষণমাত্রে অন্তর্হিত হয়েন॥ ৬২॥

অন্তর্হিতেভগবতি ঘোরেণতপসানঘাঃ।

হরিরাধয়তামব্জ যোনানামুগ্রকর্ম্মণাং॥ ৬৩॥

অন্বয়ার্থঃ। ভগবান অন্তর্হিত হইলে পর নিষ্কলুষ ব্রহ্মাগণ ঘোর তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সকল ঘোর কর্ম্মা পদ্মযোনিদিগের শরীর হইতে তখন বিবিধা প্রজা উৎপন্ন হয়। ইতি উত্তরে অন্বয়ঃ॥ ৬৩॥

মনবোঋষয়শ্চৈব স প্রজাপতয়স্তিমে।

আসন্নস্তপসাতেষাং বর্ণাশ্চত্বার এবতে ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মাদিগের তপঃ প্রভাবে মনুগণ ও ঋষিগণ, প্রজাপতিগণের সহিত উৎপন্ন হবেন। এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চারি জাতিরও উৎপন্ন হয় ॥ ৬৪ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্ শূদ্রা স্তেভোজাতাঃ সহস্রশঃ।

ত্রয়োদশাদাদ্দক্ষঃ স্বা দুহিতৃকশ্যপায়বাঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি হইতে অনুলোম বিলোমজ সহস্র সহস্র জাতির উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ উত্তমাধম মধ্যম কল্পে অনেক জাতির জন্ম হয়। এক ব্রহ্ম পুত্র দক্ষ আপনার যে ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে প্রদান করেন। (তাহাতে অনেক প্রজার উৎপত্তি হয়) ইহা উত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৬৫

তাৎপর্য্যঃ। দক্ষ ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে দেন এতৎ স্থূল বর্ণনায় ভাবি কল্পানুসারে পুরাণান্তরীয় বচন স্মরণ করিয়াছি, অর্থাৎ ব্রহ্ম পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, দক্ষ প্রজাপতির ৬০ কন্যা হয়। তন্মধ্যে ২৭ কন্যা চন্দ্রকে, ৮ কন্যা, ধর্ম্মকে, ১১ একাদশ রুদ্রকে, ১৩ কন্যা কশ্যপকে, ১ কন্যা মহাদেবকে দান করেন। এই ষষ্ঠী কন্যা পঞ্চদশ জনকে প্রদান করিয়াছিলেন। কশ্যপ কর্ত্তৃক পরিণীতা ত্রয়োদশ কন্যা হইতে অনেক জাতীয় প্রজার উৎপত্তি হয়।

তাস্বাসনদেবগন্ধর্ব্ব যক্ষবিদ্যাধরোরগাঃ।

নাগ কিংপুরুষা রক্ষোপ্সরঃ সিদ্ধপিশাচকাঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ার্থ। সেই সকল দক্ষ কন্যা হইতে কশ্যপ দ্বারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, সর্প, নাগ, কিংপুরুষ, রক্ষ, অপ্সর, সিদ্ধ ও পিশাচাদির উৎপত্তি হয় ॥ ৬৬ ॥

বিপ্রর্ষিরাজর্য্য সুরর্ষিসংঘা মহর্ষিদেবর্ষি গুণৈর্যুক্তা।

তেজস্বিনস্তপ্তভপাঃ সমাধয়ঃসংতৃপ্ত দেবর্ষিগণাঃপ্রশান্তাঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, অমরর্ষি সমূহ, এবং সর্ব্বগুণযুক্ত মহর্ষি দেবঋষি প্রভৃতি তন্মধ্যে কঠিন তপোরত ও সমাধিযোগ প্রভাবে দেবর্ষিগণ অতি তেজস্বী ইহাঁরা সর্ব্বভোগে বিতৃষ্ণ, সন্তুষ্টচিত্ত অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি হয়েন ॥ ৬৭।

খরোষ্ট্রমহিষা কাশ গমাশ্ব স্বশৃগালকাঃ।

গোজাবযোশ্চ মার্জ্জারা দৈতেয়াশ্চৈদানবাঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, পক্ষী, অশ্ব, কুক্কুর, শৃগাল, এবং গো মেষ, ছাগল, বিড়াল ও দৈত্য দানবাদি অনেক প্রজার উৎপত্তি হয় ॥ ৬৮ ॥

তানুরক্ষে গণভোবিপ্রাঃ সংক্ষেপাৰ্জ্জ্বিবোধতঃ ॥

অভ্রোবট্ বহ্নিগোদিত্যাং আদিত্যাদ্বাদশাত্মকাঃ ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। মনেতে মনযুক্ত করতঃ ভক্তিভাবে নত শরীর ও নত মস্তক হইয়া ভগবান বাসুদেব পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সেই প্রলয় সমুদ্রে অশ্বপত্রে ভর করিয়া অবস্থিত হইলেন ॥৫৬

বহুবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুদুশ্চরং।

ইত্থংপ্রতপতস্তস্য নাভ্যামজ্জমজায়ত ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ অবস্থায় বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ তপস্যাতে যুক্ত থাকাকে তাঁহার নাভিমণ্ডল হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ৫৭॥

অনন্তকোটিরস্মাৎ মন্মুখাঃজ্জযোনয়ঃ।

আসংশ্চতুর্ম্মুখাঃ সর্ব্বে স্রষ্টারো জগতাংতত ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সেই পদ্মে আমার মত চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সকলেই মৎসদৃশ, আপন আপন ব্রহ্মাণ্ডে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন ॥ ৫৮ ॥

উরস্তোবিষ্ণবোপ্যাসন্‌ পালকাজ্জগতাং দ্বিজাঃ।

উর্ব্বোরাসন্‌ মহাত্মানো রুদ্রারৌদ্রপরাক্রমাঃ ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ মহদ্বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল হইতে জগৎ পরিপালক অনন্তকোটি বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। আর উরুদ্বয় হইতে মহাত্মা ভয়ঙ্কর পরাক্রম অনন্ত কোটি রুদ্র উৎপন্ন হয়েন ॥ ৫৯ ॥

সংহর্ত্তারস্ত্রিজগতাং তমোগুণ গণান্বিতাঃ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল রুদ্র সমূহ তমোগুণ সমন্বিত, উৎপন্ন ত্রিজগতের সংহারকর্ত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু জগৎভর্ত্তা, শিবসংহর্ত্তা হয়েন ॥ ৬০ ॥

পাথোজযোনয়ঃ সর্ব্বেমাদৃশোঽহঞ্চবিষ্ণুনা।

আজ্ঞপ্তাস্তপসাবৎসাঃ সৃজধ্বং বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং আমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই আজ্ঞপ্ত হইয়াছিলাম, অর্থাৎ আমাদিগকে তিনি এই আদেশ করেন, হে বৎস সকল! তপস্যাদ্বারা বিবিধ প্রকার প্রজা সৃজন করহ ॥ ৬১ ॥

বেদশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি প্রদায় পুরুষোত্তমঃ।

ক্ষণাদন্তর্হিতোঽস্মাকং পশ্যতাং পরমেশ্বরঃ ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। সেই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর আমাদিগকে সমস্ত বেদশাস্ত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে ক্ষণমাত্রে অন্তর্হিত হয়েন ॥ ৬২ ॥

অন্তর্হিতেভগবতি ঘোরেণতপসানঘাঃ।

হরিমারাধযতামজ্জ যোনানামুগ্রকর্ম্মণাং ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান অন্তর্হিত হইলে পর নিষ্কলুষ ব্রহ্মাগণ ঘোর তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সকল ঘোর কর্ম্মা পদ্মযোনিদিগের শরীর হইতে তখন বিবিধা প্রজা উৎপন্ন হয়। ইতি উত্তরে অন্বয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

মনবোঋষয়শ্চৈব স প্রজাপতয়স্তিমে।

আসন্নস্তপসাতেষাং বর্ণাশ্চত্বার এবতে ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মাদিগের তপঃ প্রভাবে মনুগণ ও ঋষিগণ, প্রজাপতিগণের সহিত উৎপন্ন হয়েন। এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চারি জাতিরও উৎপন্ন হয় ॥ ৬৪ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্‌ শূদ্রা স্তেভ্যোজাতাঃ সহস্রশঃ।

ত্রয়োদশাদাদ্দক্ষঃ স্বা দুহিতৃকশ্যপায়ষাঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি হইতে অনুলোম বিলোমজ সহস্র সহস্র জাতির উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ উত্তমাধম মধ্যম ক্রমে অনেক জাতির জন্ম হয়। এক ব্রহ্ম পুত্র দক্ষ আপনার যে ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে প্রদান করেন। (তাহাতে অনেক প্রজার উৎপত্তি হয়) ইহা উত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৬৫

তাৎপর্য্যঃ। দক্ষ ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে দেন এতৎ স্থল বর্ণনায় আমি কল্পানুসারে পুরাণান্তরীয় বচন স্মরণ করিয়াছি, অর্থাৎ ব্রহ্ম পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, দক্ষ প্রজাপতির ৬০ কন্যা হয়। তন্মধ্যে ২৭ কন্যা চন্দ্রকে, ৮ কন্যা, ধর্ম্মকে, ১১ একাদশ রুদ্রকে, ১৩ কন্যা কশ্যপকে, ১ কন্যা মহাদেবকে দান করেন। এই ষষ্ঠী কন্যা পঞ্চদশ জনকে প্রদান করিয়াছিলেন। কশ্যপ কর্ত্তৃক পরিণীতা ত্রয়োদশ কন্যা হইতে অনেক জাতীয় প্রজার উৎপত্তি হয়।

তাস্বাসনদেবগন্ধর্ব যক্ষবিদ্যাধরোরগাঃ।

নাগা কিংপুরুষা রক্ষোপ্সরঃ সিদ্ধপিশাচকাঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই সকল দক্ষ কন্যা হইতে কশ্যপ দ্বারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, সর্প, নাগ, কিংপুরুষ রক্ষ, অপ্সর, সিদ্ধ ও পিশাচাদির উৎপত্তি হয় ॥ ৬৬ ॥

বিপ্রর্ষিরাজর্ষ্য স্সুরর্ষিসংস্থা মহর্ষিদেবর্ষি শুভৌঘযুক্তা।

তেজস্বিনস্তপ্তপঃ সমাধয়ঃসংভৃপ্ত দেবর্ষিগণাঃপ্রশান্তাঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি অসুরর্ষি সমস্ত, এবং সর্ব্বগুণযুক্ত মহর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি তন্মধ্যে কঠিন তপোব্রত ও সমাধিযোগ প্রভাবে দেবর্ষিগণ অতি তেজস্বী ইহারা সর্ব্বভোগে বিতৃষ্ণ, সন্তুষ্টচিত্ত অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি হয়েন ॥ ৬৭ ॥

খরোষ্ট্রমহিষা কাশ গমাশ্ব স্বশৃগালকাঃ।

গোজাবয়োশ্চ মার্জ্জার দৈতেয়াশ্চদানবাঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, পক্ষী, অশ্ব, কুকুর, শৃগাল, এবং গো মেষ, ছাগল, বিড়াল ও দৈত্য দানবাদি অনেক প্রজার উৎপত্তি হয় ॥ ৬৮ ॥

তানুবক্ষে গণতোবিপ্রাঃ সংক্ষেপাত্তন্নিবোধতঃ ॥

অব্রোষট্‌ বক্তিণোদিত্যা আদিত্যাদ্বাদশাত্মকাঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে বিপ্রগণেরা। শ্রবণ কর, তাহাদিগের গণ সংক্ষেপে কহিতেছি। অদিতি গর্ভে অষ্টাদশাত্মা বজ্রধর ইন্দ্র আর দ্বাদশাত্মা সূর্য্যের আবির্ভাব হয় ॥ ৬৯ ॥

বসবোষ্টৌ যমাষ্টৌষট্ গ্রহনক্ষত্রভূষিতাঃ।
এতেসর্ব্বে মহাসত্বাঃ মহৌজো বলশালিনঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বার্থঃ। অষ্টবসু, চতুর্দ্দশ যম, নবগ্রহ এবং সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ইহারা সকলে মহা-যশস্বী মহৎকুলীন, মহাতেজস্বী ও মহাবলশালী হন ॥ ৭০ ॥

নানা বর্ণবতঃ সর্ব্বে নানা স্বর বিভূষণাঃ।
আসন সর্ব্বে মহাত্মানঃ পৃথিবী পরিপালকাঃ ॥ ৭১ ॥

অন্বার্থঃ। এই সকল প্রজা বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট, এবং বিবিধ প্রকার স্বর ভূষিত, ইঁহারা সকলেই মহাত্মা এবং পৃথিবী পরিপালক হন ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে সৃষ্টি বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায় ২ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয়াখ্যানে ব্রহ্মসপ্তঋষির সম্বাদে প্রলয়ান্তর পুনঃ সৃষ্টি বর্ণন নামে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

গুরুস্তব।

অঙ্গিরা উবাচ।—পয়োজজন্মনে তুভ্যং নমোস্তু পঙ্কজাসন।
পাথোজাস্যায়তে নাথ এতন্নেব সুরোত্তম ॥ ১ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীপদ্মযোনি ব্রহ্মার বদনকমল বিগলিত মধুরাক্ষর শ্রবণে হর্ষমনা হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা ব্রহ্মাকে পুনর্নিবেদন করিতেছেন। হে পয়োজজন্মন! অর্থাৎ পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে পদ্মাসন। পদ্মানন হে নাথ! তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি। আপনি যে সকল তত্বাখ্যান কহিলেন। হে সুরোত্তম! ইহা আমাদিগের প্রশ্ন নহে ॥ ১ ॥

প্রশ্নস্য কৃতপূর্ব্বস্য হরিস্তেপে তপঃ কথং।

অত্রোক্তম্ পদং নৈব লব্ধং তে সুরপূজিত ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবপূজিত ব্রহ্মন্! আমাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রশ্নের এই অভিপ্রায় যে হরি কি নিমিত্ত কাহার তপস্যা করিয়াছিলেন। আপনি যাহা কহিলেন ইহাতে তৎ প্রশ্নের উত্তর বাক্য তোমা হইতে কিছুমাত্র লাভ করা হইল না ॥ ২ ॥

দ্বৈপায়ন উবাচ। —প্রসন্নারুণ পাথোজ বদনোজ সমুদ্ভবঃ।

হসন্নিব গিরং বিদ্বন্নাদদৌ প্রশ্ন পূর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর লোমহর্ষণকে সম্বোধন করিয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন কহিতেছেন। হে বিদ্বন্। অঙ্গিরার বাক্য শ্রবণ করিয়া রক্তপদ্মানন পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রসন্ন বদনে ঈষৎ-হাস্য করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—নতাবদুক্তং প্রশ্নস্য ভবিষ্যতি তবানঘ।

প্রসঙ্গাদুক্তমেতত্তু সংক্ষেপেণ ময়াধুনা ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে অনঘ। নিষ্কলুষ অঙ্গিরা, এতাবৎ তব প্রশ্নের উত্তর কথা হয় নাই (ইহার প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর হইবে) অধুনা সংক্ষেপাক্ষরে প্রসঙ্গতঃ এই প্রসঙ্গাদির আখ্যান কহিলাম এই মাত্র ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য। সৃষ্টি করণেচ্ছু ভগবান্ অশ্বত্থপত্রোপরি অধিষ্ঠান করতঃ পরমাত্মা প্রকৃতিকে প্রসন্ন করিবার কারণ তপস্যা করেন, তাহা শ্রবণ কর ইত্যাভাসঃ ॥ ৪ ॥

তপঃ প্রতপতস্তস্য কালোবহুতরোগতঃ।

আবিরাসীত্তদা মায়া রাধা প্রকৃতিরুত্তমা ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন। অশ্বত্থপত্রোপরি অবস্থিত ভগবানের তপস্যায় অনেককাল গত হইয়া যায়। অনন্তর সর্ব্ব প্রকৃতির উত্তমা মহামায়া রাধা আবির্ভাব হয়েন ॥ ৫ ॥

সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।

কৃপয়া নায়য়াবিষ্টা ভূজৈঃষড়ভিঃসমন্বিতা ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। ষড় ভুজ সমন্বিতা সর্ব্ব প্রকৃতির উৎকৃষ্টা ভগবতী রাধা, যৎকর্ত্তৃক এই জগৎ সংমোহিত, নারায়ণের তপস্যায় সেই পরমরূপাযুক্তা হইলেন। অর্থাৎ কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক দর্শন দিলেন ॥ ৬ ॥

কোটি ভাস্কর সংকাশা স্বভাসা ভাসতী দিশঃ।

রক্তমাল্যাম্বর ধরা রক্তগন্ধানুলেপনা ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, স্বীয় অঙ্গ দীপ্তিতে দশদিককে দেদীপ্যমান করিলেন। রক্তবস্ত্র পরিধানা, রক্তমাল্য এবং রক্তগন্ধ চন্দনাদিতে অনুলিপ্ত গাত্রা ॥ ৭ ॥

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ূরমুকুট দ্যোতিতচ্ছবিঃ।
প্রসন্নারুণ পাথোজ বদনা পঙ্কজাসনা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ক্রতিমূলে রক্তকুণ্ডল, করযুগলে অঙ্গদ ও কেয়ূর শোভিত, শিরোপরি রত্নমুকুটোজ্জ্বল, সুপ্রসন্ন অরুণবর্ণ কমল বদন, পদ্মাসনে অবস্থিতা ॥ ৮ ॥

শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং কৃপাণং মুষলং মুনে।
বিভ্রতী পরিতো দেবৈ ব্রহ্মবিষ্ণু পুরোগমৈঃ ॥ ৯ ॥
অপারাপৈস্তুতৈ দেবী ভক্তাভীপ্সিতদায়িনী ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থ। হে মুনে! চতুর্হস্তে ক্রমে অস্ত্রশস্ত্রাদি যথা শঙ্খ চক্র, গদা এবং শক্তি কৃপাণ, মুষল এই ছয় অস্ত্রধারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণ পরিবেষ্টিতা ও তাহাদিগের কর্তৃক অপরিসীমগুণ বর্ণন রূপ স্তব দ্বারা সংস্তুতা, ঐ রাধা ভক্তদিগের অভিলষিত ফল প্রদায়িনী হয়েন ॥ ১০ ॥

তস্যাস্তু রোমকূপেষু বিদ্বন ব্রহ্মাণ্ড কোটয়ঃ।
অনন্তাঃ সহ বিষ্ণ্বীশ ব্রহ্মাণঃ সহবাহনাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই মহাশক্তি রাধার প্রতিলোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড গণনায় অসংখ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ড হয়। সেই প্রতিব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সহিত বিষ্ণুর অবস্থান ও সবাহন সদাশিবের এবং ব্রহ্মার অবস্থান হয় ॥ ১১ ॥

সধরাঃসহ পাতালাঃ সনাকাঃ সসুরাস্তথা।
দৃষ্ট্বা প্রাঞ্জলিনা বিপ্রা দণ্ডবৎ প্রণমাম চ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বিপ্রগণেরা! পৃথিবী পাতাল স্বর্গ ও সমস্ত দেবাদিগণকে তল্লোমবিবরে অবলোকন করতঃ ভগবান নারায়ণ কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া ঐ রাধাকে প্রণাম করিলেন ॥ ১২ ॥

মেঘ গম্ভীরয়া বাচা হসন্তী জলজাননা।
সভাষে বাক্য মস্মাগা জগন্মোহন মোহিনী ॥ ১৩॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর কমলবদনী, জগন্মোহনমোহিনী রাধা ঈষৎ হাস্যযুক্তা হইয়া স্পষ্টাক্ষর যুক্ত সুস্নিগ্ধ বাক্যে নারায়ণকে কহিলেন ॥ ১৩ ॥

দেব্যুবাচ। - শৃণুবৎসবচোমহ্যং হিতং তে করবানি কিং।
রাধয়স্ব যথাতত্ত্বং ত্বং মাং পুরুষ সত্তম ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বৎস! হে পুরুষসত্তম! এক্ষণে আমি তোমার হিত কি করিব, তুমি আমার হিতকরবাক্য শ্রবণ কর? যথা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া তুমি আমাকে আরাধনা করহ ॥ ১৪ ॥

তত্রস্তে সিদ্ধিকামস্য দৃঢ়া সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বৎস! মদারাধন ফলে যে সিদ্ধি কামনা করিতেছ তোমায় সেই সিদ্ধি সুদৃঢ়া প্রতিপন্না হইবে॥ ১৫॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—কথং রাধ্যা ভবেন্মাতি স্তপসা কেন বা মম।
কোনোপায়েন মে ব্রূহি যদ্যপিস্যাৎ সুদুষ্করং॥ ১৬॥

অন্বয়ার্থঃ। এতৎ রাধাবাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বাসুদেব প্রশ্ন করিতেছেন। হে মাতঃ! তুমি কি রূপ প্রকারে কোন্ তপস্যায় ও কোন উপায় দ্বারা আমার আরাধনীয়া হইবে। তাহা আমাকে বল, যদি ও তাহা অতি সুদুষ্কর হয় তথাপি আজ্ঞা কর॥১৬॥

শ্রীদেব্যুবাচ।—গুরোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্য মন্ত্রং ব্রহ্ম স যন্ত্রকং।
ধ্যানং মালা মাতৃকাখ্যাং স সমাধিং সুরারিহন্॥ ১৭॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাদেবী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে স্বরূপ উপদেশ কহিতেছেন। হে সুরারিহন্! গুরুর নিকট মন্ত্র, এবং ব্রহ্মস্বরূপ যন্ত্র, ধ্যান ও মাতৃকাখ্যা মালা প্রাপ্ত হইয়া একাগ্রমনে উপাসনা কর॥ ১৭॥

তেনারাধ্য যত্নেন ক্ষিপ্রং মাং সমবাপ্স্যসি।
গুরুণাদত্ত মন্ত্রেণ মনঃ শুদ্ধি মবাপ্য চ॥ ১৮॥
ক্ষিপ্রমারাধয়ন্ সিদ্ধো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ১৯॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই ধ্যান মন্ত্র যন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আরাধনা কর, তবে আমাকে অতি সত্বর প্রাপ্ত হইবে। গুরুদত্ত মন্ত্র দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে আরাধনায় অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ১৮॥ ১৯।

তস্মাদাদৌ গুরুঃ পূজ্যাং পরব্রহ্মময়ো হি সঃ।
তৎপ্রসাদাদবাপ্যৈব দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥ ২০॥

অন্বয়ার্থঃ। একারণ গুরু সর্ব্বাদৌ পূজ্য যে হেতু গুরু পরমব্রহ্ম হয়েন। গুরুপ্রসাদে মন্ত্র সিদ্ধি হইলে দেহধারী মাত্রেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয়॥ ২০॥

নমন্ত্রং গুরুণাদত্তং ন সপর্য্যা ন জাপনং।
গুরুপূজাং বিনা দেব নিস্ফলং সকলং স্মৃতং॥ ২১॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দেব! যে মন্ত্র গুরু প্রদান না করেন সে মন্ত্র মন্ত্র নয় গুরুপূজা ব্যতীত দেবপূজা পূজা নয়, গুরুমন্ত্র জপ বিনা অন্যমন্ত্র জপ জপ নয়, অতএব গুরুপূজা বিনা সকল কর্ম্মই নিস্ফল জানিবে॥ ২১॥

নৈব সিদ্ধি র্বিনা জাতু শত লক্ষ জপেন তু।
অপ্রসন্নো গুরুর্যস্য দেবর্ষি পিতৃ ভূসুরাঃ।
ন গৃহ্ণীয়াৎ জলং পুষ্পং নৈবেদ্যাদি কদাচন॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। গুরু তুষ্টি বিনা শতলক্ষ মন্ত্রজপ করিলেও সিদ্ধি হয় না। যাহার প্রতি গুরু অপ্রসন্ন হন, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণ তদ্দত্ত জল পুষ্প নৈবেদ্যাদি কদাচ গ্রহণ করেন না ॥ ২২ ॥

পিতৃ দেবর্ষি বিপ্রাগ্নি যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষসাঃ।
গুরৌ প্রসন্নে কর্ত্তুং তে হ্যহিতং জাতু ন ক্ষমাঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। যাহার প্রতি গুরু অপ্রসন্ন থাকেন পিতৃদেব ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ এবং অগ্নি ও যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্বগণ, তাহার অহিত সাধন করিতে ইহারা সক্ষম হয়েন না ॥ ২৩ ॥

জপহোমার্চ্চনং সর্ব্বং সফলং গুরু তোষতঃ।
অনবাপ্য গুরোর্ম্মন্ত্রং যো মূঢ়ো দেবতাং যজেৎ।
স যাতি নিরয়ং ঘোরং দিব্য বর্ষা যুতা যুতং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। গুরু তুষ্টিতে জপ হোম পূজাদি সকল সফল হয়। গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া যে ব্যক্তি দেবতার পূজাদি করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির দেবমানে অযুত বৎসর ঘোরতর নরকে নিবাস হয় ॥ ২৪ ॥

মনসাপি ন কর্ত্তব্যা গুরুনিন্দাং স্মরারিহন।
গুরো রাজ্ঞাং প্রতীক্ষন্তে ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে স্মরশত্রুহারিন। মনেও গুরুনিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবত্রয় সর্ব্বদা গুরুর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করেন, অর্থাৎ গুরুবাক্যের বশবর্ত্তী হন্ ॥ ২৫ ॥

গুরুণা দর্শিতে মার্গে মন্ত্রে দেবার্চ্চনে দ্বিজাঃ।
যস্যনাস্তি মনঃ শুদ্ধিঃ স দেহী নিরয়ী ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন, হে দ্বিজবরেরা। সেই মহাপ্রকৃতি রাধা নারায়ণকে কহিয়াছেন। হে শ্রীপতে। গুরু কর্তৃক প্রদর্শিত পথে গমন করিতে এবং দেব পূজায় ও মন্ত্রজপনে যাহার যাহার মনঃশুদ্ধি না হয়, সেই সেই দেহধারিজন নারকী হয় ॥ ২৬ ॥

গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুর্নিষ্ঠা পরং তপং।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম পূজ্যো ধ্যেয় স্ততোগুরুঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। গুরুই দেবতা, গুরুই পরাৎপর ধর্ম্ম গুরু নিষ্ঠাই পরম তপস্যা হয় এবং গুরুদেবই পরম ব্রহ্ম, একারণ গুরুই সকলের পূজ্য এবং ধ্যেয় হয়েন ॥ ২৭ ॥

গুরোঃ পরতরং নাস্তি পরাৎপর তরাবপি।
সর্ব্বং গুরুময়ং ধ্যেয়ং যন্ত্রমন্ত্রাদিকঞ্চ যৎ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। গুরুহইতে পরতর বস্তু আর নাই। গুরুই পরাৎপর বস্তু হয়েন। মন্ত্র যন্ত্রাদি যে কিছু বিষয় আছে, সে সমুদায়ই গুরুময়, ইহা ধ্যান করিবেক॥ ২৮॥

মনসা কর্ম্মণা বাচা গুরু তোষং সদাচরেৎ॥
জ্যোতিরূপং পর ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ। মনঃদ্বারা, কর্ম্ম দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা গুরু সন্তোষের সমাচরণ করিবেক; গুরু জ্যোতিঃ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম ব্রহ্ম গুরু॥ ২৯॥

নির্গুণং নিষ্কলং শান্তং পরমানন্দদং সদা।
তোষয়েৎ সর্ব্বকার্য্যেষু প্রণতো ন তুরোষয়েৎ॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ। গুরুই নির্গুণ শান্ত, নিষ্কল অর্থাৎ মায়াতীত পরমব্রহ্ম, পরমানন্দ প্রদ, অতএব সর্ব্বকার্য্যে প্রণত হইয়া গুরুকে তুষ্ট করিবে, কদাচ রুষ্ট করিবে না॥ ৩০॥

রোষয়েৎ যো গুরু মূঢ়ো নিন্দাং বা কুরুতে চ যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং মন্বন্তর চতুষ্টয়ং॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ। যে মূঢ় গুরুকে রুষ্টকরে, অথবা হেতুবাদে গুরুকে নিন্দা করে। সেই মূঢ় মন্বন্তর চতুষ্টয় কাল ঘোরতর নরকে পচ্যমান হয়॥ ৩১॥

সমবাপ্য গুরোর্ম্মন্ত্রং বাগ্‌যতঃ সুসমাহিতঃ।
জপিত্বাদৌ গুরুং পূজ্য ততোদেবং সমর্চ্চয়েৎ সুধীঃ॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ। গুরু হইতে মন্ত্র সম্প্রাপ্ত হইয়া সুসমাহিত চিত্তে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক জপ করত সুধীসাধক আদৌ গুরুপূজা করিয়া পশ্চাৎ ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবেক॥ ৩২॥

সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং গুরুং যদধিকং যজন্।
তচ্ছ্রাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরোরারাধনংকুরু॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ। যদি অধিকতর রূপে একাগ্রচিত্তে গুরুর অর্চ্চনা করে, তবে সিদ্ধিকাম ব্যক্তির পরমা সিদ্ধি লাভ হয়। একারণ সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন সহকারে গুরুর আরাধনা করা কর্ত্তব্য। ৩৩॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—কীদৃশোঽসৌ গুরুঃ পূজ্যঃ কথং বা কিং স্বরূপকঃ।
কুত্রতিষ্ঠতি কেনাথ তোষমিতি বদস্ব মে॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধার বদন গলিত উপদেশ বাক্য শ্রবণানন্তর নারায়ণ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন। হে দেবি! গুরু কি রূপ প্রকার পূজ্য হয়েন, তাঁহার স্বরূপতাই বা কি? তাঁহার অবস্থানই বা কোথা হয়, কি রূপ পরিচর্য্যায় তাঁহার তুষ্টি জন্মে, তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন। ৩৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।—শৃণুবিদ্বন্ যথাতত্ত্বং সাবধানোময়াধুনা।
প্রোচ্যমানং গুরোস্তত্ত্বং স মন্ত্রং সার্চ্চনং হরে॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবী রাধা তাঁহাকে কহিতেছেন। হে হরে! হে বিদ্বন্! তুমি সাবধানমনা হইয়া শ্রবণ কর। আমি মন্ত্রপূজা সহিত গুরু তত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি॥ ৩৫॥

গুরুর্হিদেবোভগবান পরমাত্মা সনাতনঃ।
তস্যধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সমাহিত মনাঃশৃণু॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। হে বাসুদেব। সাক্ষাৎ সনাতন পরমাত্মা ভগবান ব্রহ্মরূপ গুরুদেব, আমি তাঁহার ধ্যান কহি তুমি সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর। ৩৬॥

তুষারকুন্দশঙ্খেন্দু বরস্ফটিক সন্নিভং।
প্রসন্নোম্ভোরুহ প্রখ্য বদনং চারুহাসিতং॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। ইন্দু কুন্দ তুষার এবং শুদ্ধ স্ফটিক ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্র অথচ স্বচ্ছ অঙ্গকান্তি, প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্ম ন্যায় প্রসন্নারবিন্দ, এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত। ৩৭॥

সুবাস্বক্ষি কপোলভ্রূ লসদ্দন্তৌষ্ঠাধরং।
প্রসন্নাকণ পাদোজ পাদদ্বন্দ বিরাজিতং॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। বরাভয়যুক্ত শোভিত করদ্বয়, শোভন চক্ষু, শোভন কপোলদেশ, সুচারু ভ্রূভঙ্গীযুক্ত, শোভনদন্ত ও অধরৌষ্ঠ অতি সুন্দর, সুপ্রসন্ন রক্ত পদ্মের ন্যায় বিরাজিত পাদপদ্মদ্বয়॥ ৩৮॥

কুণ্ডলোষ্ণীশ বিভ্রাজদ্ধার কেয়ুরমণ্ডিতং।
শ্বেতস্রগ গন্ধবস্ত্রাদি ভূষিতং নির্গুণাত্মকং॥ ৩৯॥
ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
দিশোবিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ তেজোরাশি মিবোল্বণং॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ। কুণ্ডল ও মুকুট দ্বারা মস্তক ও গণ্ডযুগল সুদীপ্ত। আর হার কেয়ূরাদি আভরণ মণ্ডিত কলেবর। শ্বেত গন্ধ, শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত মাল্যভূষিত, নির্গুণাত্মক গুরুদেব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, জ্যোতিঃ স্বরূপ, শুদ্ধ ভক্তদিগের উপাসনার্থ অনুগ্রহ করিয়া বিগ্রহধারণ করেন, উগ্র তেজোরাশি স্বরূপ, স্বকীয় তেজো দ্বারা দশ দিগকে নিরস্ত তিমিরা করিতেছেন॥ ৩৯॥ ৪০॥

জবাকুসুমসংকাশংপট্টাম্বরভৃতাচ্যুত।
ভাস্বৎ ভাস্বৎ সহস্রাভ রক্তমাল্যানুলেপযা॥ ৪১॥
ঈষদ্ধাস্যাকণাসাঢ্য চর্ব্বিতত্তাম্বুল রক্তয়া।
স্ব শক্ত্যালিঙ্গিতং বাম পর্শ্বাসনকৃতাগুরুং॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ। হে অচ্যুত! গুরুদেব নিজাসনে অর্থাৎ শিবঃ সহস্রার পদ্মমধ্যে জবাপুষ্পের

ন্যায় রক্তবর্ণা রক্তশক্তি, রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধানা, উদীত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, রক্তমাল্য ভূষিতা ও রক্তানুলেপনে লিপ্ত গাত্রা, ঈষৎ হাস্যযুক্তা, তাম্বুলচর্ব্বণাসক্তা অরুণ বর্ণাক্ত মুখারবিন্দ, বামপার্শ্বস্থা সেই স্বীয়া রক্তশক্তি কর্ত্তৃক পদ্ম মৃণাল সদৃশ বাহু লতা দ্বারা আলিঙ্গিত দেহ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

মন্ত্র ঐং গুরুবেতুভ্যং নমইত্যন্তমন্ত্রতঃ।

পূজয়েদ্ভক্তিপূতেন স্বান্তেনানন্যগামিনা ॥ ৪৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে দেব! সাধক ব্যক্তি (ঐং গুরুবেতুভ্যং নমঃ) এই মন্ত্রে অনন্য মনা হইয়া ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে গুরুদেবকে পূজা করিবেন ॥ ৪৩ ॥

ইমং মন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ।

কবচঞ্চ মহাবাহো সর্ব্বসিদ্ধিকরংজপেৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে মহাবাহো! হে অচ্যুত! এই মন্ত্রজপ পূর্ব্বক সাধক গুরু স্তোত্র পাঠ করিবে, আর সর্ব্বসিদ্ধি কর গুরুর কবচ জপ করিবেক ॥ ৪৪ ॥

পূজাক্রমং ততোবক্ষ্যে তবস্নেহাদুরুক্রম।

প্রাতরুত্থায় শিরসি ধ্যায়েচ্ছশী কলাধরং ॥ ৪৫ ॥

অন্বার্থঃ। হে উরুক্রম নারায়ণ! তব প্রতি আমার স্নেহ আছে, এহেতু গুরু পূজাক্রম অনন্তর তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করতঃ চন্দ্রকলা মণ্ডিত ললাট দেশ শ্রীমৎ গুরুকে স্বশিরসি ধ্যান করিবে ॥ ৪৫ ॥

শুভ্রাব্জে দ্বাদশার্ণেতু সশক্তিপ্রচ্ছিতাননং।

পূর্ব্বোক্ত ধ্যানেন ধ্যাত্বা প্রাতঃকৃত্যং চরেৎসুধীঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বার্থঃ। শিরস্থিত শুক্লবর্ণ সহস্রদল কমলাভ্যন্তরে দ্বাদশদলে শক্তি সহিত ঈষৎ স্মেরানন গুরুকে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানে চিন্তা করিয়া অনন্তর সুধীসাধক প্রাতঃকৃত্যাদির সমাচরণ করিবেক ॥ ৪৬ ॥

স্নাত্বাতু বিমলে তোয়ে বিভ্রৎধৌতে চ বাসসী।

যথাদাবুপবিশ্যাদৌ গুরুপূজাং চরেৎ সুধী ॥ ৪৭ ॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর নির্ম্মল জলে স্নান করতঃ সুধৌত বস্ত্র যুগল পরিধান পূর্ব্বক যথোক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুবুদ্ধি সাধক আদৌ গুরু পূজা করিবেক ॥ ৪৭ ॥

পঠিত্বা স্তোত্র কবচং ইষ্টদেবং সমর্চ্চয়েত্ততঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বার্থঃ। যথা বিধি গুরু পূজা সমাপনান্তে স্তব কবচ পাঠ করিয়া অনন্তর ইষ্ট দেবতার পূজা করিবেক। এই অনুষ্ঠান সম্যক্ স্নেহ পূর্ব্বক তোমাকে কহিলাম ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—অম্বতেম্বুজসংকাশ পাদদ্বন্দ্বং নমাম্যহং।

অনুগ্রহাদ্দে প্রভ্রান্ত সর্ব্বসিদ্ধিযুতোভবেৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবীবাক্য শ্রবণানন্তর ভগবান পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দেবি! হে মাতঃ! প্রফুল্ল কমল সদৃশ তোমার পাদ পদ্মদ্বয়ে আমি প্রণাম করিয়া কহিতেছি, তোমার অনুগ্রহে যাহাতে সর্ব্বসিদ্ধি যুক্ত হইতে পারি কৃপা করিয়া এমত উপদেশ বাক্য বলেন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।—অতিগুহ্যং মহৎপুণ্যং ত্রিকালকল্মষাপহং।

সর্ব্বসিদ্ধিকরং স্তোত্রং ন দেয়ং যস্য কস্য চিৎ ॥ ৫০ ॥

বিশেষতোঃ দাম্ভিকায় পরহিংসারতায়চ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ভগবৎবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবী রাধা কহিতেছেন। হে দেব! অতি গোপনীয় গুরু স্তোত্র, মহৎ পুণ্য স্বরূপ, ত্রিকাল জনিত কলুষ হারক ও সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়ক, ইহা যাহাকে তাহাকে কদাচিৎ দেয় নহে। বিশেষতঃ দাম্ভিক এবং পরহিংসা পরায়ণ ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই দেওয়া যাইতে পারে না। (আমি তোমাকে সেই গুরু স্তোত্র কহি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর) ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

নমোস্তুপাপোরুহ পাদ যুগ্মে জ্ঞানান্ধকারাণি সহস্রভানো।

তত্ত্বাববোধাব্জ সহস্রভানবে নমোস্তুতে দীপমহৌজসে গুরো ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে গুরো! তুমি অজ্ঞানান্ধকার নিবারক সহস্রকর স্বরূপ। তব পাদপদ্ম যুগলে আমি নমস্কার করি। তুমি তত্ত্ববোধকমল প্রকাশক সহস্রভানু, তুমি উদ্দীপ্ত দীপবৎ প্রকাশ মহাতেজস্বী, হে গুরো! তোমাকে পুনর্নমস্কার করি ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মপ্রদালালস মানসার্ণব প্রোৎফুল্ল পঙ্কেরুহ দন্তপঙ্‌ক্তয়ে।

কিরীটহারাঙ্গদ কুণ্ডলোল্লস বপুষ্মতে তে সুর পূজ্যপাদ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ব্রহ্মপ্রদ! করুণা সাগর! উৎফুল্ল পদ্মাসন, মনোহর দশন পঙ্‌ক্তি বিরাজিত, এবং কিরীট, হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডল ভূষণে তোমার উদ্দীপ্ত কলেবর, দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত পাদপদ্ম। এতদ্ভূত তুমি, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ইত্যনুবৃত্তি ॥ ৫৩ ॥

শঙ্খেন্দুভাস প্রতিমান ভাসয়া। দিশোন্ধকারং তিরস্কৃত্তমোনুদে।

সহস্রভানু প্রতিভানুমানিত। তৎপাদপাথোজ বরায় নাথ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে নাথ। শঙ্খ এবং চন্দ্র প্রতিম তোমার অঙ্গকান্তি সকলদিকের অন্ধকারকে তিরস্কৃত করিয়াছে, অতএব তুমি সম্যক্ তমো নিবারক তুমি সহস্রাদিত্য সমদীপ্যমান, সর্ব্বারাধ্য তব চরণ কমলবরে আমি নমস্কার করি ॥ ৫৪ ॥

নমামিতুভ্যং নমনীয়পাদ। সরোরুহদ্বন্দ্ব গুরোপ্রসীদ।

ভক্তেশ ভক্তেষ্ট বিতারলালস। ত্বাস্তুপ্রভো দীনদয়াপরায় তে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে গুরো! তব নমনীয় পাদপদ্মযুগল, তোমাকে প্রণাম করি প্রসন্ন

হও। তুমি ভক্তের ঈশ্বর, ভক্তের মনোভিলাষ বিতরণ কর্ত্তা, তুমি দীনের প্রতি দয়া পরায়ণ, হৃদয়ান্ধকার নাশক, হে প্রভো! তোমাকে প্রণাম করি॥ ৫৫॥

দেবর্ষিরাজর্ষি শ্রুতর্ষিসিদ্ধ। মহর্ষি বিপ্রর্ষিগণৌঘ পূজ্য।

সরোজ সঙ্কাশ পদাম্বুজায় তে। নমস্ত্বতেগুহ্য গুণৌঘযুক্ত॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। দেবর্ষি, রাজর্ষি শ্রুতর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্য! হে গোপনীয় গুণ সমূহ যুক্ত! প্রফুল্ল সরসিরুহ সংকাশ তোমার চরণকমলে আমি প্রণাম করি॥ ৫৬॥

দেবাপ্সরো যক্ষ পিশাচ নাগাঃ। বিদ্যাধরাদিত্য মরুদ্গণৌঘৈঃ।

সমীড্য পদাব্জ বর প্রসীদতাং। হ্বান্তান্ধকার প্রতি নাশনো ভবান্॥ ৫৭

অস্যার্থঃ। দেবগণ অপ্সর যক্ষ পিশাচ নাগ বিদ্যাধর আদিত্য ও মরুৎ গণ কর্ত্তৃক স্তবনীয় তোমার পদারবিন্দ যুগল, তুমি হৃদয়ান্ধকার নাশন, হে প্রভো! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥ ৫৭॥

স্ফুটজ্জবারক্ত তয়া দিগন্তরং। প্রকাশযন্ত্যা তনুভান ভাসয়া।

নাথ স্বশক্ত্যা পরিলিঙ্গ্য মান। শরীরতে পাদ যুগং নমামি॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! প্রস্ফুটিত জবাপুষ্পের ন্যায় তবশক্তি রক্তবর্ণা, তাহাতে তিনি স্বীয় অঙ্গ কান্তি দ্বারা দিগন্তরকে প্রকাশী কৃত করিতেছেন, হে নাথ! সেই শক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত তব কলেবর, অতএব তোমার পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রণাম করি॥ ৫৮॥

বেদ্মপ্রদায় মপবর্গবর্য্য। ব্রহ্মেশ বিষ্ণীন্দ্র কুবেরমুখৈঃ।

নতাঙ্ঘ্রিযুগ্মায় প্রসন্নপাথো। জনাঙ্ঘ্রিযুগ্মায় নমামিতুভ্যং॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। হে বর্য্য! সর্ব্বপূজ্য তুমি কৈবল্য স্বরূপ। ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু ইন্দ্র কুবেরাদি প্রমুখ দেবগণেরা তোমার পাদপদ্ম যুগলে অবনত, প্রসন্নপয়োজতুল্য তোমার চরণ দ্বয়, হে নাথ! আমি তোমাকে প্রণাম করি॥ ৫৯।

গুণাতীতায় গুণিনে গুণগ্রাম প্রদায় চ।

সচ্চিদ্রূপায় শান্তায় পরমানন্দদায়িনে॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। গুণাতীত অথচ গুণরূপ, এবং ভক্তের গুণ সকলপ্রদ, চিৎ স্বরূপ, শান্ত পরমানন্দপ্রদাতা গুরু, তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬০॥

যোগেশ যোগগম্যায় নিষ্কলাত্মক্রিয়ায় তে।

নমঃ পঙ্কজনেত্রায় বেদাম্ভোরুহ ভানবে॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। হে যোগেশ। তুমি যোগ গম্য নিষ্কল আত্মক্রিয় আত্মারাম, প্রফুল্লকমল লোচন বেদস্বরূপ পদ্মের দিনকর তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬১॥

নমোজ্ঞানান্ধকারায় জ্ঞানপাথোজ ভানবে।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসঃবেদান্ত বেদকৈঃ।

মীমাংসাগমমুখ্যৈশ্চ কথিতাত্মগুণায় তে॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। অজ্ঞান রূপ অন্ধকার নাশন জ্ঞানপদ্মের ভাস্কর স্বরূপ, এবং শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ বেদান্ত আগম পুরাণ ইতিহাস, ও মীমাংসাদিতে তোমারই আত্মগুণ প্রকথিত; অতএব, হে গুরো। তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬২॥

যৎপ্রসাদমলভন্ ব্রহ্ম সদগতিং সম্মতিং রতিং।

বিকসৎ পদ্মবক্ত্রায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ। যে গুরুর প্রসন্নতাতে বেদজ্ঞান, সদগতি, ও সৎমতি এবং ভগবানে শুদ্ধরতি লাভ করতঃ জীবকৃতার্থ হয়। সেই বিকসিত কমলানন শ্রী গুরুদেবকে নমস্কার করি॥ ৬৩॥

অজ্ঞান তিমিরধ্বংস ভানবে সচ্চিদাত্মনে।

জ্ঞানপাথোজ হংসায় জ্ঞানদায় পরাত্মনে॥ ৬৪॥

অস্যার্থঃ। হে গুরো। তুমি ভানু স্বরূপ অজ্ঞানতিমির নাশক সচ্চিদাত্মা, জ্ঞানরূপ পদ্মহংস, পরমাত্মা স্বরূপ, জ্ঞানদাতা তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬৪।

জ্ঞানবীজায় শুদ্ধায় সূক্ষ্মরূপায় তে নমঃ।

হিমকুন্দেন্দু শঙ্খাভ নমস্তেঽনন্তশক্তয়ে॥ ৬৫॥

অস্যার্থঃ। জ্ঞানবীজ, অতিশুদ্ধ, সূক্ষ্মরূপ, তুহিনকর ও শঙ্খকুন্দ ন্যায় ধবলবর্ণ, অনন্ত শক্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি॥ ৬৫।

নিত্যায় নিত্যবোধায় নিত্যজ্ঞান প্রদায়িনে।

নিত্যানিত্য প্রবোধায় নিত্যানিত্য গুণায় তে॥ ৬৬॥

অস্যার্থঃ। নিত্য অর্থাৎ ক্ষয়োদয় রহিত, নিত্যজ্ঞানপ্রদ, নিত্যবোধ স্বরূপ, এবং নিত্য ও অনিত্য উভয়াত্মকবোধ স্বরূপ, নিত্য ও অনিত্য উভয়গুণাত্মক পরমব্রহ্ম স্বরূপ গুরুকে নমস্কার করি॥ ৬৬॥

সর্ব্বায় সর্ব্বরূপায় সর্ব্বেশ্বর নমোস্তুতে॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বরূপ, সকলের ঈশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার করি॥ ৬৭॥

ইদংস্তোত্রং মহাপুণ্যং পঠেদ্বা পাঠয়েদ্যদি।

অপার ভবনীরাব্ধি তরণং সুলভং ভবেৎ॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। মহাপুণ্যদায়ক এই গুরুস্তোত্র স্বয়ং পাঠ করিলে, কিম্বা অন্যদ্বারা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিলে, অপার ভব পারাবার পার হওয়া অতি সুলভ হয়॥ ৬৮॥

বিদ্যাধন বিমোক্ষার্থী পুত্রার্থী সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যা ধন পুত্র মোক্ষ এতৎ সর্ব্বাভিলাষী ব্যক্তিরা এই স্তব পাঠ ফলে, তৎ তৎ চিন্তিত বিষয় সকল লাভ করে। অর্থাৎ গুরুস্তোত্র পাঠে বিদ্যার্থীর বিদ্যা, ধনার্থীর ধন, পুত্রার্থীর পুত্র, মোক্ষার্থীর মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৬৯ ॥

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসাগম শতানি চ।
মীমাংসা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাণ্যপঠিতান্যপি ॥
কণ্ঠস্থানি ক্ষণাদেব পাঠাদস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস, মীমাংসা, বেদ, বেদান্ত এবং আগমাদি শাস্ত্র সকল, অপঠিত হইলেও এই স্তবপাঠ ফলে ক্ষণমাত্রে সম্যক্ কণ্ঠস্থ হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭০ ॥

করস্থা সিদ্ধয় স্তস্যহ্যনিমাদ্যষ্ট শক্তয়ঃ।
পঠনাৎ পাঠনাদ্বাপি শ্রবণাৎ শ্রাবণাদপি ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। এই গুরুস্তোত্র পঠনে বা পাঠনে, শ্রবণ অথবা শ্রবণ করাইলে সকল সিদ্ধি এবং অনিমাদি অষ্টশক্তি করতলস্থ হয় ॥ ৭১ ॥

প্রসাদাৎ সদ্গুরোর্নত্র সংশয়ঃ কথিতং ময়া।
পুরাকল্পে কৃতমিদং ব্রহ্মণা মুদিতাত্মনা ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। সৎগুরুর প্রসন্নতে সর্ব্বাভিলাষ পরিপূর্ণ হয়, আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিলাম ইহাতে সংশয় নাই। পূর্ব্ব কল্পে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া মুদিতাত্মা ব্রহ্মা এইরূপ গুরুকে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

সৃষ্টেঃপ্রাগচ্যুত শ্রোত্র মলাজ্জাতৌ মহাসুরৌ।
দুরাসদৌ মহাঘোরৌ মহাবল পরাক্রমৌ ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। সৃষ্টি প্রকাশের পূর্ব্বে একার্ণবশায়ী ভগবান্‌বিষ্ণুর কর্ণমলে দুরাসদ, মহাবলপরাক্রান্ত অতিঘোররূপ মহান্ অসুরদ্বয় জন্মিয়াছিল ॥ ৭৩ ॥

মধুকৈটভ নামানৌ স্থিতাবেকার্ণবাম্ভসি।
ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাতৌ হৃতবান্তৌতরস্বিনৌ।
বেদশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মুষিত্বাতৌ রসাতলং ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। মধু আর কৈটভ নামে দুইজন অসুর একার্ণবে জলে থাকিয়া ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করতঃ অতি সত্বর বেদাদি সকল শাস্ত্র অপহরণ করিয়া রসাতলে বাস করিয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

গতবন্তৌ হৃতজ্ঞানোঽভূচ্ছাস্ত্রাভাবাদভূৎ।
মনসা চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি বিহ্বলঃ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বেদাদি জ্ঞানশাস্ত্র হরণ করিয়া ঐ দুইজনে গমন করিলে পর জ্ঞানশাস্ত্র হারাইয়া অজযোনি ব্রহ্মা অতিবিহ্বল হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন, হা ? একি হইল ॥ ৭৫ ॥

স্তোত্রেণানেন তুষ্টাব গুরুং দেবর্ষি পূজিতং।

সন্তুষ্টোদদজ্ঞভুবে জ্ঞানং বেদ সমুদ্ভবং ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তখন ব্রহ্মা দেবর্ষিগণ পূজিত গুরুদেবকে এই স্তোত্র দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকৃত স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি বেদ হইতে উদ্ভূত যে তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মাকে প্রদান করেন ॥ ৭৬ ॥

লব্ধজ্ঞানো জগৎ সর্ব্বং সস্রজে বিশ্বসৃক্‌বিভুঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিশ্বসৃক্‌ ব্রহ্মা গুরুদত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্বের সর্জ্জন করে। অর্থাৎ গুরু প্রসন্ন না হইলে কিছুই সফল হয় না ইতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীগুরুস্তোত্রং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তঋষি সংবাদে শ্রীগুরুস্তব নাম তৃতীয় অধ্যায় সমাপনঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ঃ।

অথ গুরুকবচ।

শ্রীদেব্যুবাচ।—শ্রীগুরোঃ কবচংবিদ্ধি নৈঃশ্রেয়সকরং পরং।

যচ্ছ্রুত্বা পরমানন্দ নির্বৃত স্বান্তভাগ্‌ ভবেৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাদেবী রাধা বাসুদেবকে শ্রীগুরুর কবচ কহিতেছেন, হে নারায়ণ! আমি তোমাকে গুরুর কবচ কহিতেছি, তুমি নিশ্চয় জানিবে, যে এই শ্রীগুরুর কবচ পরম মঙ্গলায়ন। যাহা শ্রবণ করিলে মন পরমানন্দযুক্ত হয় এবং সাধক মোক্ষরূপ নিবৃত্তি লাভ করে ॥ ১ ॥

শ্রীগুরোঃ কবচং পুণ্যং সিদ্ধিকামস্য সিদ্ধিদং ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এই শ্রীগুরুর কবচ অতি পবিত্র, সিদ্ধিকামব্যক্তির সিদ্ধিপ্রদ হয়। অতএব এই সুপুণ্য কবচ তোমাকে কহিতেছি ॥ ২ ॥

শ্রীগুরোঃ কবচস্যাস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতঃ।

ঋষি র্ব্যাসো মহাতেজা দেবতা শ্রীগুরু র্মতা ॥

সর্ব্বাভীষ্টস্য সিদ্ধার্থঃ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীগুরুকবচের অনুষ্টুপ্‌ছন্দ, মহাতেজস্বী বেদব্যাসঋষি; দেবতা শ্রীগুরু সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্তে, পাঠে বিনিযুক্ত হইবে॥ ৩॥

মস্তকং শ্রীগুরুঃ পায়াব্রহ্মদঃ পাতু লোচনে।
বক্ত্রমজ্ঞানতিমিরধ্বংসী পাতু সদন্তকং॥ ৪॥

অন্বার্থঃ। শ্রীগুরু মস্তক রক্ষা করুন্ ব্রহ্মপ্রদায়ী লোচনদ্বয়, আর অজ্ঞানতিমির নাশন দন্ত সহিত বদনকে রক্ষা করুন্॥ ৪॥

কেশান্ পাতু সুরেশান পূজ্যো বক্ষো বতু স্বয়ং।
ভুজাবব্যাচ্ছকারাস্ত রেফঃ পৃষ্ঠং সদাবতু॥ ৫॥

অন্বার্থঃ। সুরেশ্বর পূজ্য কেশপাশকে, এবং বক্ষঃ স্থলকে রক্ষা করুন্। ভুজদ্বয়কে (শকার) পৃষ্ঠদেশকে (রকার) সর্ব্বদা রক্ষা করুন্॥ ৫॥

ঈকারঃ পাতু রোমাণি গকারো নাভিমণ্ডলং।
উকারঃ কটি দেশঞ্চ পাতু নিত্য মতন্দ্রিতঃ॥ ৬॥

অন্বার্থঃ। দীর্ঘ (ঈকার) সকল রোমরাজিকে। (গকার) নাভিমণ্ডলকে (উকার) কটিদেশকে অতন্দ্রিত নিত্য রক্ষা করুন্॥ ৬॥

উরু পাতু রকারস্ত বেকারঃপাতু জঙ্ঘয়োঃ।
নকারোঽব্যাদ্‌গুল্‌ফয়োস্ত মকারোঽব্যাদ্‌গুদং মম॥ ৭॥

অন্বার্থঃ। (রকার) উরুদ্বয়, (বকার) জঙ্ঘাদ্বয়, (নকার) গুল্‌ফদ্বয়, এবং (মকার) গুহ্যদেশকে রক্ষা করুন্॥ ৭॥

অঙ্গুলীষু দ্বিবিন্দু র্মে নখ পংক্ত্যান্বিতাসু চ॥
নমো গং গুরুবে পাতু সর্ব্বাণ্যাঙ্গানি চৈব হি॥ ৮॥

অন্বার্থঃ। (দ্বিবিন্দু) অর্থাৎ বিসর্গঃ আমার নখ পঁক্তির সহিত সমস্ত অঙ্গুলীকে রক্ষা করুন্। এবং (গং গুরবে নমঃ) এই মন্ত্র সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করুন্॥ ৮॥

পূর্ব্বস্যাং ব্রহ্মদঃ পায়া দাগ্নেয্যাং জ্ঞানদো বিভুঃ।
যাম্যা মজ্ঞান বিধ্বংসী নৈঋর্ত্যাং নেত্রদো বতু॥ ৯॥

অন্বার্থঃ। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদ, অগ্নিকোণে জ্ঞানদবিভু, দক্ষিণদিগে অজ্ঞানধ্বংসী, নৈঋত কোণে জ্ঞান চক্ষুপ্রদ গুরু রক্ষা করুন্॥ ৯॥

বারুণ্যাং পাতু ব্রহ্মাদি পূজ্য পূজ্যাঙ্ঘ্রিকঃ সদা।
বায়ব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রেশঃ কৌবের্য্যাঞ্চ ত্রিলোচনঃ॥ ১০॥

অন্বার্থঃ। পশ্চিমে ব্রহ্মাদির পূজ্য পূজ্যপাদ, বায়ুকোণে সর্ব্বশাস্ত্রেশ্বর উত্তরে ত্রিলোচন প্রভু রক্ষা করুন্॥ ১০॥

ঐশান্যাং পাতু কুন্দাভ ঊৰ্দ্ধং পাতু স্ব শক্তিধৃক্।
অধঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বগঃপ্রভুঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। ঈশানকোণে কুন্দপুষ্পাভ গুরু, ঊর্দ্ধদেশে স্ব শক্তিধর, অধোভাগে পদ্ম-পলাশলোচন, আর সর্ব্বগত বিভুঃ সর্ব্বত্র রক্ষা করুন্॥ ১১ ॥

সর্ব্বপঃ পাতু তিষ্ঠন্তং শয়ানং সর্ব্বদ স্তথা।
করুণাবিষ্টহৃদয়ো ভুঞ্জানং পাতু মাং সদা ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বপালক গুরু দণ্ডায়মানকালে, সর্ব্বপ্রদ শয়নকালে, করুণাবিষ্ট হৃদয় ভোজনকালে আমাকে রক্ষা করুন্॥ ১২ ॥

সর্ব্বত্রং পাতু সর্ব্বেশো গচ্ছন্তং সুরপূজিতঃ।
ইত্যেবং সর্ব্বতোরক্ষাং বিধায় সিদ্ধিকামুকঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্রে, এবং গমনকালে দেব পূজিত শ্রীগুরুদেব আমাকে রক্ষা করুন্! এই কবচ পাঠপূর্ব্বক সিদ্ধিকাম সাধক সর্ব্বতঃ প্রকারে স্ব শরীরে গুরু নামে রক্ষা বিধান করিবেন ॥ ১৩ ॥

জপেন্মন্ত্রং ততো মন্ত্রী ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং।
ক্ষিপ্রমেতি ধ্রুবাং সিদ্ধিং বিদ্বন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! অনন্তর সাধক বেদোদ্ভব অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র জপ করিবেন। তাহাতে অতি শীঘ্র নিশ্চলা সিদ্ধি লাভ হইবে ইহার সংশয় মাত্র নাই ॥ ১৪ ॥

ইতি গুরুকবচ সমাপ্তঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ। - বৎস বৎস নিবোধেদন্ সাধনান্তর মুত্তমং।
যদ্বিনা সিদ্ধিকামস্য নৈব সিদ্ধিঃপ্রজায়তে ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী আদরবাক্যে বৎস! বৎস! ইতি বারদ্বয়, সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন। অনন্তর উত্তম সাধনান্তর কহিতেছি শ্রবণ কর। সিদ্ধিকাম ব্যক্তির যাহা ব্যতীত কখন সিদ্ধি হয় না ॥ ১৫ ॥

কুলাচারং বিনাদেব কল্পকোটিশতৈ রপি।
সিদ্ধিং ন লভতে মন্ত্রী সশক্তির্দেবমর্চ্চনঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেব! কুলাচার বিনা অর্থাৎ শক্তি সহিত দেবার্চ্চনা ব্যতীত শত কোটি কল্প মন্ত্র জপ করিলেও মন্ত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ॥ ১৬ ॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—অশক্তিরূপাসি সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ত্বাং বিনা শক্তয়ঃকাশ্চিন্নসন্তি শক্তিবর্দ্ধিনি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শক্তিবর্দ্ধিনি দেবি! তুমি সর্ব্বশক্তি সংযুক্তা, অন্যশক্তির শক্তিরূপা তুমি, তোমা ভিন্ন অন্য শক্তি সকলকে শক্তি বলিয়া কে মান্য করে অর্থাৎ সকল শক্তিই তোমাকে নমস্কার করেন ॥ ১৭ ॥

প্রাণীনাং শক্তিভুতাসি সর্ব্বেষাং মমচেশ্বরি।
কুলাচারং ময়াসাদ্ধাং কুরুস্ব বরবর্ণিনি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ঈশ্বরি! সমস্ত প্রাণিদিগের শক্তিরূপা তুমি, এবং আমারও শক্তিভূতা হও। অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি আমার সহিত কুলাচার করহ ॥ ১৮ ॥

শ্রীদেবব্যুবাচ।—মদঙ্গজ দুরাচার পুংশ্চলীবদযতোঽথ মাং।
জাতুতেমানসংতুষ্টিং প্রবাস্যতি দুরাত্মবান্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। রে দুরাচার! তুমি আমার অঙ্গ হইতে জন্মিয়া আমাকে পুংশ্চলীর ন্যায় বাক্য কহিলে, অতএব তুমি দুরাত্মা তোমার মানুষ জন্মে মানস সিদ্ধি ও তুষ্টি পুংশ্চলী ভাবেতেই সম্পন্ন হইবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—পুংশ্চলীতি ন মিথ্যেদং বচনং ত্বয়ি সুন্দরি।
দ্বৌত্রীন পঞ্চ ষট সপ্ত দশ বিংশতি মেব বা ॥
পুংশ্চলী ভজতে পুংস ত্বঞ্চ সর্ব্বং জগত্রয়ং ॥ ২০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবীর অভিশপ্ত বাক্যের প্রতি বাসুদেব উত্তর করিলেন হে দেবী! হে সুন্দরি! পুংশ্চলী শব্দ তোমাতে প্রয়োগ করা মিথ্যা বাক্য নহে। যে হেতু দুই তিন, পঞ্চ, ষষ্ঠ, সপ্ত এবং দশ ও বিংশতি পুরুষকে ভজনা করিলে যুবতীকে পুংশ্চলী বলে। কিন্তু তুমি জগত্রয়ে সকল পুরুষকেই শক্তিরূপে ভজনা কর ॥ ২০ ॥

তথ্য মেতদ্বচোমেহং শ্রুত্বা শপ্তবতী চ মাং।
অধমেত্বে ময়ুরাণাং যৌনৌ জন্ম ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আমার যথার্থ তথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যেমন তুমি অভিশপ্ত করিলে, তেমন তুমিও অধম ময়ূর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে ॥ ২১ ॥

দেব্যুবাচ।—শৃণুমদ্বচনং দেব ইত্থমেব ভবিষ্যতি।
মন্মার্গলোম্না তেসিদ্ধিঃশিরঃস্থেন সুতুর্ম্মতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে সুতুর্ম্মতে। অতঃপর আমার তথ্য বাক্য শ্রবণ কর, [আমাকে তদ্বাক্যে ময়ূর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে] কিন্তু আমার মার্গাগ্রস্থ পুচ্ছলোম তোমার মস্তকোপরি নিত্য স্থিত হইবে, তদ্দ্বারা তোমার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হইবে ॥ ২২ ॥

বাসুদেব উবাচ।—নাহ মঙ্গজবো বিষ্ণু বীশানো বা সদাশিবঃ।
ভবিষ্যতে হ্যামধমে প্রাপস্ত্বসে প্রাকৃতং নর ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে অধমে! তোমাকে আমি, কি পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বা ঈশান সদাশিব, ভজনা করিবে না। প্রাকৃত মনুষ্যকে তুমি প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ ধরণীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাকৃত নর তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া পতি হইবে॥ ২৩॥

দেব্যুবাচ।—মদংশভূক্ত যোষিদ্ভিঃ কুলাচারং করিষ্যতি।

ততঃ কতিপয়স্যান্তে কৃষ্ণ মাং ত্ব মুপৈষ্যসি॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে প্রসন্না হইয়া অনন্তর তাঁহাকে দেবী কহিলেন। হে কৃষ্ণ। আমার অংশ ভুক্ত স্ত্রীগণের সহিত তুমি কুলাচার করিবে। অনন্তর কতিপয় দিবসান্তে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে কিছু-দিন মদংশ বনিতাদিগের সহিত কুলাচার করিয়া পশ্চাৎ নর দেহে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পাইবে॥ ২৪॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষী কৃষ্ণায় সহসা ত্যজেৎ।

আস্

সদ্যোময়ূরিণী ভূত্বা বর্ষমেকং সুরেশ্বরী।

শুর

বিহায়সোড্ডীয়মানা ক্ষণাদন্তবগাত্তদা॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে ঋষিবর! মহাদেবী এই কথা বলিয়া রোষভরে রক্তাক্ষী হইয়া সহসা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণমাত্র অন্তর্দ্ধান হইয়া ময়ূরীরূপে একবর্ষ কাল আকাশ মার্গে উড্ডীয়মানা থাকিলেন॥ ২৫॥

অঙ্গিরা উবাচ।—অন্তর্হিতায়াং দেব্যান্তু দেবো নারায়ণ স্তদা।

বসংস্তত্র কিমকরোত্তপসঃ তপতাং বরঃ॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মার কথা শ্রবণ করিয়া অঙ্গিরা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ব্রহ্মন্! মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলে পরে তপস্বী শ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণ, তখন তথায় বসিয়া কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা বল॥ ২৬॥

ব্রহ্মোবাচ। – তদগাত্র গলিতাং মালাং পঙ্কজস্য বরাং তদা।

অম্লান কমলাং পশ্যান্মুমোদ মধুসূদনঃ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ। যৎকালে দেবী অন্তর্হিতা হন, তৎকালে তাঁহার গলদেশ হইতে অম্লান পদ্ম[illegible] গলিত হইয়া পড়ে, তদ্দৃষ্টে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন। অর্থাৎ বহুসংখ্য পদ্ম গ্রথিতা মালা, অতিশয় মনোহারিণী হয়॥ ২৭॥

স্রজং গৃহীত্বা তাং তেষ পশ্যৎ শতসহস্রশঃ।

মৃগেন্দ্র ক্ষীণমধ্যাশ্চ মৃগশাবকলোচনাঃ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! ভগবান সেই পঙ্কজমালা গ্রহণ করতঃ দেখিলেন, সেই মালা হইতে শতসহস্র প্রমদোত্তমা বারাঙ্গনা সকল উৎপন্না হইল। সকলেরই মৃগপতিসদৃশ মধ্যদেশ ক্ষীণতর, সকলেই মৃগশাবক নয়না॥ ২৮॥

মৃদুমন্দ গতা প্রৌঢ়াং বিকসৎ পঙ্কজাননাঃ।
রক্তস্রগ্ গন্ধবস্ত্রাদি হার কেয়ূর ভূষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সকলেই মৃদুমন্দগামিনী, প্রফুল্ল কমলবদনী, সুগন্ধ রক্তচন্দনানুলেপনা, রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রভূষণা, ও হার কেয়ূরাদি নানাভরণ মণ্ডিতা ॥ ২৯ ॥

তরুণাদিত্য শঙ্কাশাঃ সাক্ষান্মন্মথ মন্মথাঃ।
হাস্যলাস্য সুসৌন্দর্য্য লাবণ্য গতি বাক্যতঃ।
হরন্ত্যস্তা মনোযুনাং বিহরন্ত্যো যথেচ্ছয়া ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সে সকলেই প্রাতরুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, সাক্ষাৎ মন্মথ মন-মথনকারিণী। হাস্য ও নৃত্যাদি সৌন্দর্য্যাদিতে, এবং লাবণ্য ও গতি বিলাস ও সুললিত বাক্য বিন্যাসে যুবাপুরুষদিগের মনোহারিণী স্বেচ্ছাবশতঃ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

তাশ্চসর্ব্বানবদ্যাঙ্গীধীক্ষ্যাযত সুলোচনাঃ।
পাথোজনয়নো বাচ মা বভাষে সুবারিহা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনিন্দিতাঙ্গ সেই সকল সুদীর্ঘলোচনা প্রমদাগণকে, অবলোকন করিয়া অসুরসূদন কমললোচন বাসুদেব বলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ অভিহর্ষমান হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩১।

কাযুয়ং দেবগর্ভাভা মোহয়ন্ত্যো মনাংসি নঃ।
কিঞ্চিৎকীমর্থ বা ভদ্রা স্তুমো বদত মা মৃষা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবকন্যার সদৃশ যথেচ্ছবিহারিণী তোমরা কে? স্বীয় লাবণ্য দেখাইয়া আমাদিগের মনকে মোহযুক্ত করিতেছ। তোমরা সকলেই মঙ্গলরূপা তোমাদিগের কি অভিলাষ সত্য করিয়া বল মিথ্যা বলিও না। ৩২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।— আহুস্তা মাধবং বাক্যা বাণ বাণার্দ্দনার্দ্দিতং।
হংসগদগদ বাচা প্রসন্নাম্ভোরুহাননাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণগণ। ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্লকমলবদনা বামোরুগণেরা মাধবকে কামবাণে উন্মথিতচিত্ত অবলোকন করতঃ হংসের ন্যায় গদগদস্বরে কহিলেন ৩৩ ॥

আরাধয় গুরুং দেব পরমাত্মান মব্যয়ং।
প্রসন্নাত্মন্মুমাপ্নোষ গুরোঃ সিদ্ধিপ্রদং হরে।
আত্মাভ্যাঞ্চিঃ কুলাচারাৎ ক্ষিপ্রং সিদ্ধি মবাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দেব। অব্যয় পরমাত্মস্বরূপ গুরুকে আরাধনা কর, তিনি প্রসন্ন

হইলে পরে তাঁহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র লাভ করতঃ, অনন্তর আমাদিগের সহিত কুলাচার সাধনে তুমি শীঘ্র সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৪॥

ব্রহ্মোবাচ।—তাসাং মুদগীরিতাং বাচং নিশম্য মধুহা হরিঃ।
গুরু মারাধয়ামাস বিবিধান্নিয়মাংশ্চরন্॥ ৩৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর মধুরিপু নারায়ণ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবিধ প্রকার নিয়মাচরণ পূর্ব্বক গুরুর আরাধনা করিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥

গতে বহু তিথে কালে প্রসন্নো গুরু রভ্রাগাৎ।
শিরঃস্থ দ্বাদশ পাথোজাৎ পুরো দেবস্য নির্গতঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ার্থঃ। তাঁহার আরাধনায় বহুদিবস কাল গত হইলে পর গুরু প্রসন্ন হইয়া শিরস্থিত সহস্রদলকমলাভ্যন্তরস্থ দ্বাদশদলপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়া ভগবান মাধবের পুরোভাগে সমাগত হইলেন॥ ৩৬॥

প্রসন্ন বদনাম্ভোজঃ সশক্তি কমলাসনঃ।
তং বীক্ষ্যারাৎ সমুত্থায় প্রণিপত্য প্রহৃষ্টধীঃ॥ ৩৭॥
তুষ্টাব বিবিধৈ স্তোত্রৈর্ম্মহন্মাল্যাম্বরাদিভিঃ॥ ৩৮॥

অন্বয়ার্থঃ। শক্তি সহিত প্রসন্নমুখারবিন্দ, কমলাসন গুরুদেবকে, অবলোকন করতঃ বাসুদেব স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া সহর্ষ মনে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিবিধ স্তুতিবাক্যে এবং সুমহৎমাল্যবস্ত্রাদি, প্রদানদ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন॥ ৩৭॥ ৩৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—প্রসন্নারুণ পাথোজ বাহুভ্যাং পরিরভ্য সঃ।
গুরুঃ প্রসন্ন স্তং বাচ মুবাচ তপতাং বরাঃ॥ ৩৯॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে তপতাং বরা! অনন্তর গুরু প্রফুল্ল লোহিতপদ্মস্বরূপ করকমলদ্বয়ে বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রসন্নবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ৩৯॥

গুরুরুবাচ।—বৎস তেহং বরার্হস্ত্ব বরদো বরয স্বতং।
বরংতেহভিমতং শৌরে মত্তস্তং তংদদে বরং॥ ৪০॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বৎস! তুমি বরার্হ, তব সম্বন্ধে আমি বরদ হইয়াছি বর যাচ্ঞা করহ! তুমি অতি যোগ্যপাত্র আমার নিকট অভিমত যে বর প্রার্থনা করিবে, হে শৌরে! আমি তোমাকে সেই বর প্রদান করিব॥ ৪০॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—নমামিতে পদাম্ভোজ দ্বন্দ্বং দেহি মনুং মম।
যেনাহং নিস্পৃহঃশান্তো ভবেযং বাগ্‌যতঃশুচিঃ॥ ৪১॥

অন্বয়ার্থঃ। গুরুদেবের বদনগলিত প্রসন্ন বাক্য শ্রবণে হর্ষিতমনা হইয়া ভগবান এই

প্রার্থনা করিলেন। হে নাথ! আমি তব চরণকমল যুগলে প্রণাম করি। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এমন মন্ত্র প্রদান করুন্ যাহাতে আমি শান্তমনা, বিগতস্পৃহ, বাগ্‌যত অর্থাৎ মৌনাবলম্বী ও শুদ্ধচিত্ত হইতে পারি॥ ৪১॥

ব্রহ্মোবাচ।—কৃত্বা তস্য গুরুর্দীক্ষাং বিধি দৃষ্টেন কর্ম্মণা।

পূজিত স্তেনহরিণা স্বধামপরমং যযৌ॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ। ঋষিগণকে ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে বৎসেরা! অনন্তর বিধিদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা গুরু তাঁহার দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করতঃ বাসুদেব কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া স্বীয় সেই পরমধামে গমন করিলেন॥ ৪২॥

কৃতকৃত্য যাদাত্মানং মন্যমানাব্জলোচনঃ।

চিন্তয়া পরয়া বিষ্টঃ কৃতপ্‌স্তে পরমং তপঃ॥ ৪৩॥

অস্যার্থঃ। পদ্মলোচন হরি গুরুদেবের নিকট সিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র লাভ করতঃ আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। অনন্তর পরম চিন্তাতে আবিষ্ট হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন, যে এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে বসিয়া মন্ত্র সাধনানুকুল পরম তপস্যা করিব॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়াখ্যানে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে গুরুপ্রাসাদো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য পুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয়াখ্যানে ব্রহ্মসপ্তঋষি সম্বাদে শ্রীগুরুর প্রসন্ন ভাব বর্ণন নামে চতুর্থ অধ্যায় সমাপন॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়ঃ।

অথ গোলোক বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।—গতে তু প্রলয়ে তস্মিন দেবদেব জনার্দ্দনঃ।

জগাম পরমং ধামং স্বকীয়ং পরমাদ্ভুতং॥ ১॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন, প্রলয়াবসান হইলে পরদেব দেব ভগবান জনার্দ্দন, পরম অদ্ভুত গোলোকাখ্য স্বীয় পরম ধামে গমন করিলেন॥ ১॥

শূন্যস্থিতং নিরাধারং ত্রিকোটিযোজনায়তং।

বায়ুনা ধার্য্যমানং কি প্রবাসেসেশ্বরেচ্ছায়া॥ ২॥

অস্যার্থঃ। ঐ গোলোকধাম মণ্ডলাকৃতি, তিনকোটি যোজন আয়ত নিরাবলম্ব শূন্যে ঈশ্বরেচ্ছায় বায়ুদ্বারা ধার্য্যমান হয়॥ ২॥

তাৎপর্য্য। ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা ধার্য্যমান পদে পরমাত্মা ইচ্ছাশক্তি রাধা তৎকর্ত্তৃক ধার্য্য হইয়াছে। সেই পরমধামে ভগবান নিত্য ক্রীড়মান আছেন॥ ২॥

রম্যংকামগমং দিব্য সর্ব্বরত্ন সমাচিতং।
প্রাসাদৈঃ পরিখাভিশ্চ প্রাচারৈঃ সুসমাবৃতং॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। সেই মনোহর ধাম উজ্জ্বল শ্রীযুক্ত আর কামগাম অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র সর্ব্বত্র-গামী সর্ব্বাঙ্গলাঘত, সর্ব্ব রত্নে আচিত, অত্যুত্তম প্রাসাদ মণ্ডিত, পরিখা ও রত্নময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত হয়॥ ৩॥

ইত্যর্থে অধ্যায় তত্ত্ব ব্যাখ্যার অনুকুলতা আছে। স্থাবর হইয়াও জঙ্গমত্ব সিদ্ধি ইহাতে মনুষ্য শরীরই প্রতিপন্ন হয়।

তোরণৈঃ শত সম্বাধৈ রত্ন মাণিক্য চিত্রিতৈঃ।
হস্ত্যশ্ব রথ পঙ্‌ক্তৌঘ নানা শস্ত্রৈরলঙ্কৃতং॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। মাণিক্যাদি রত্ন চিত্রিত শত শত গৃহভিত্তি এবং তোরণ দ্বারা পরিশোভিত (তোরণ শব্দে কটক ইতি) নানা অস্ত্র শস্ত্রে অলঙ্কৃত রথ সমূহ এবং হস্তি অশ্ব প্রভৃতি সমবস্থিত হইয়াছে॥ ৪॥

ফল মূল জলাহারৈ র্বৃক্ষপর্ণাশনৈ রপি।
নিরাহারৈ বায়ুভক্ষৈ শ্চান্দ্রায়ণ পরৈঃস্তুতং॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা ঋষিগণকে কহিতেছে। হে বৎসেরা ভগবদ্দর্শন লালসায় কত কত সাধুগণেরা ফল মূল জলাহার দ্বারা, কেহবা শুষ্ক বৃক্ষপত্রাহার দ্বারা, কেহ কেহ কেবল নিরাহারে, অন্যে চান্দ্রায়ণাদি ব্রত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন এবম্ভুত গোলোকধাম। ৫।

বিষ্টভ্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রৈস্থৈস্থিতৈরগ্নিসমপ্রভৈঃ।
ঊর্দ্ধপাদৈ রধকৈশ্চ জটা বল্কল ধারিভিঃ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। কত শত শত জটা বল্কলধারী অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট মহাত্মা ব্যক্তিরা তপোধর্ম্মে মগ্ন হইয়া পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ধরণী স্পর্শ করতঃ ঊর্দ্ধ বাহুতে দণ্ডায়মান হইয়া কেহ কেহ অধঃশিরা ঊর্দ্ধ পাদে অবস্থান করিতেছেন। ৬॥

ব্রতৈঃ সংশুষ্কসর্ব্বাঙ্গৈঃ প্রাণমাত্রাবশেষিতৈঃ।
পাবে ব্রহ্মাণি নিলেপে যুক্ত স্বান্তমুদান্বিতৈঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। ব্রত, ব্যক্তি ব্রতপারণ দ্বারা সম্যক্ শুষ্ক কলেবর, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট কেবল

প্রাণমাত্র অবশেষ আছে, নির্লেপ নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব পরব্রহ্মে মনোযুক্ত করতঃ মুলান্বিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ রসে মগ্ন রহিয়াছেন॥ ৭॥

আত্মারামৈ রবচ্ছন্নৈ রৌরবাজিনবাসসা।
পঠদ্ভিঃ শ্রুতিসুক্তানি পাঠয়দ্ভিস্তথাপরৈঃ॥ ৮॥

অন্বার্থঃ। কত সাধক মৃগচর্ম দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেহ সেই সকল আত্মারামেরা শ্রুতি সূক্তাদি পাঠ করিতেছেন, অন্যে পাঠ করাইতেছেন॥ ৮॥

তুলসীমঞ্জরীস্তাম্মাচ্ছন্নৈ স্তিলকরাজিভি।
নারায়ণপরৈঃ শান্তৈ স্তপো নির্ধূতকল্মষৈঃ॥ ৯॥

অন্বার্থঃ। নারায়ণ পরায়ণ, তপো দ্বারা নির্ধূতপাতক শান্তগণ, এবং তুলসীমঞ্জরী মালাধারী এবং তিলক পরিশোভিত ভগবদ্ভক্তগণ কর্তৃক পরিমণ্ডিত ধাম॥ ৯॥

বষ্টিতং মুনিভিঃসিদ্ধৈঃ পুরিতো ব্রহ্মবাদিভিঃ।
বেদেতিহাস মীমাংসা পুরাণাগমবেদিভিঃ॥ ১০॥

অন্বার্থঃ। মুনিগণ, সিদ্ধগণ, ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং বেদ, ইতিহাস পুরাণ, মীমাংসা ও আগমাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সমন্বিত॥ ১০॥

পৃচ্ছদ্ভিঃ কথয়দ্ভিশ্চ শৃণুদ্ভিশ্চ হরেগুণান।
স্তুবদ্ভিঃ পূজয়দ্ভিশ্চ নারায়ণ মনাময়ং॥ ১১॥

অন্বার্থঃ। হরি গুণানুবাদ শ্রবণশীল এবং জিজ্ঞাসু ও কথনশীল, ভগবৎ যশোগায়ক, নিষ্ক এব নারায়ণ পূজন পরায়ণগণ কর্তৃক পরিসেবিত॥ ১১॥

প্রত্যাহারপরৈঃ পূজা প্রাণায়ামৈঃ সধারণৈঃ।
নয়দ্ভির্দিবসান বিপ্রৈঃ ক্ষণাৎ ক্ষণমিবান্বিতং॥ ১২॥

অন্বার্থঃ। প্রত্যাহার, পরায়ণ, পূজা, প্রাণায়াম, ধারণাযোগ বিশিষ্ট যোগবিৎ ব্রাহ্মণ গণ যাহারা নিয়ত দিবসাদিকে ক্ষণবৎ অতিপাত করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত॥১২॥

সলাজ চন্দনৈঃ কুম্ভৈ র্মাল্য দধ্যক্ষতান্বিতৈঃ।
পূরিতৈঃ শীতলৈ স্তোয়ে কদলীফলপুষ্পকৈঃ॥ ১৩॥

অন্বার্থঃ। লাজা, চন্দন, পুষ্পমালা, দধি, অক্ষত সমন্বিত, এবং নারিকেল ও গুবাক ফল সংযুক্ত ও শীতল সলিলে পরিপূর্ণ শত শত কুম্ভ দ্বারা প্রতিদ্বার পরিশোভিত॥ ১৩॥

নারিকেল ফল শ্রীবৈশ্চ্যুত পল্লবরাজিতৈঃ।
শ্বেতরক্তা সিতা পীতোড্ডীয়মানং পতাকিনং॥ ১৪॥

অন্বার্থঃ। সশীর্ষ নারিকেল ও আম্রপল্লবযুক্ত মঙ্গলকলস এবং শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট উড্ডীয়মান পতাকা সমূহে সুশোভিত শিখর মন্দিরাদি সমন্বিত॥ ১৪॥

শ্বেতচ্ছত্রা যুতৈশ্চ্ছন্নং চামরব্যজনৈরপি।

রত্নসিংহাসনবরা যুতৈশ্চ পরিপূরিতং ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। প্রতি মন্দির অনুতাবৃত শ্বেতচ্ছত্র শ্বেত চামরাদি ব্যজন সমন্বিত, অত্যুত্তম রত্নসিংহাসনে পরিপূরিত গৃহাভ্যন্তর সুশোভিত ॥ ১৫ ॥

নানা মণিগণা কীর্ণ স্বর্ণবেদিস্বলঙ্কৃতং।

বেদবেদান্ত বেদাঙ্গাগম পৌরাণনাদিতং ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। বিবিধ প্রকার মণিগণে আকার্ণ, শোভনরূপে অলঙ্কৃত সুবর্ণ বেদি সকলে পরিশোভিত, এবং বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ, আগম পুরাণাদি ধ্বনিতে প্রতিনাদিত ॥ ১৬ ॥

নীলকান্তৈঃ পদ্মরাগৈ রয়স্কান্তৈঃ শুভান্বিতৈঃ।

চন্দ্রকান্তৈঃ সূর্য্যকান্তৈ মণিভি র্দীপিতং দ্বিজাঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। প্রজাপতি ব্রহ্মা অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে দ্বিজ সকল। ঐ গোলোকধামে গৃহ সকল, নীলকান্ত পদ্মরাগ অয়স্কান্ত, চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি শোভন দীপ্তিমৎ মণিগণের দীপ্তিতে প্রদীপিত ॥ ১৭ ॥

সূতৈঃ পৌরগবৈ র্বন্দি স্তুতিপাঠক মাগধৈঃ।

সুস্বরৈ র্মধুরালাপৈঃ স্তুতিশাস্ত্র বিশারদৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। স্তুতি শাস্ত্র নিপুণ সূত, পৌরগব, বন্দি ও মাগধ প্রভৃতি সুস্বরালাপি স্তুতি পাঠকগণ কর্ত্তৃক স্তুয়মান ॥ ১৮ ॥

মহার্হ শয্যাসন পান ভোজনৈঃ। কিরীট হারাঙ্গদ কুণ্ডলোজ্জ্বলৈঃ ॥

সসিংহনাদৈ র্বর শাস্ত্রধারিভিঃ। র্বিরাজমানং রথযূথ কোটিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। নানাস্থানে মনোহর শয্যাসন যুক্ত, পান ভোজন পরিতৃপ্ত এবং কিরীট, হার কুণ্ডল অঙ্গদাদি আভরণে উজ্জ্বল ও অত্যুচ্চ সিংহনাদ ধ্বনিকৃৎ অস্ত্রধারি বর পুরুষগণ রথ যূথকোটীর সহিত বিরাজমান ॥ ১৯ ॥

বিচিত্র মণিমাণিক্য হারহীরক চন্দনৈঃ।

মালাম্বর চিত্রবর্ণ নানা রত্নগণোজ্জ্বলৈঃ ॥ ২০ ॥

বেধসা নির্ম্মিতান্যাসন্ তোরণানি ত্রয়োদশঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। বিচিত্র মণি মাণিক্য এবং হীরমাল্য বস্ত্র চন্দনাদি ও এতদ্ভিন্ন আরো উজ্জ্বল ধন রত্নগণ দ্বারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ত্রয়োদশ তোরণ। অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৃহদ্দ্বার ত্রয়োদশ প্রধান দ্বারবিশিষ্ট হয় ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

অথ গোলোকের প্রথমদ্বার বিবরণ।

আত্তেতু শস্ত্রকবচাবদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রকাঃ।

সশরাঃ সধনুষ্কাশ্চ খড়্গ মুদ্গর পট্টিশৈঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ত্রয়োদশ দ্বারান্বিত গোলোকধামের প্রথম দ্বারে দ্বারপাল পুরুষেরা নানা অস্ত্র সমন্বিত গোধাচর্ম্ম বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ যুক্ত, সকলেই শরচাপধারী, এবং তীক্ষ্ণ তরবারি মুদ্গর পট্টিশধারী, তাহাদিগের দ্বারা পরিরক্ষিত ॥ ২২ ॥

পরশ্বধৈ স্তোমরৈশ্চ ভিন্দিপাল গদান্বিতাঃ।

পাশ নারাচ মুষল বৎসদন্ত সুতোমরৈঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পরশু তোমর ভিন্দিপাল গদা পাশ নারাচ, মুষল মুদ্গর বৎসদন্তাখ্য তোমরাস্ত্র সমন্বিত ॥ ২৩ ॥

সৌর গান্ধর্ব্ব পৈশাচ শূল শক্ত্যৃষ্টি পার্ব্বতৈঃ।

ঐন্দ্রাশনি পাশুপত কালচক্রৈঃ সুদর্শনৈঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অপর সূর্য্যাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচাস্ত্র সমন্বিত, এবং শূল, ঋষ্টি পার্ব্বতাস্ত্র যুক্ত, অপরে ইন্দ্রাস্ত্র, বজ্রাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র ও কালচক্র, সুদর্শনাস্ত্রধারী ॥ ২৪ ॥

পাঞ্চজন্যাগ্নেয় বায়ব্য সৌম্য বারুণ নাগকৈঃ।

অয়শ্চক্রৈঃ কালদণ্ডৈ রাসুরৈশ্চ তথোল্বণৈঃ।

রক্ষন্তস্তৎ পুরং সর্ব্বে যথাস্থানমবস্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পাঞ্চজন্যাস্ত্র, আগ্নেয়, বায়ব্য, কোবের, বারুণ, নাগাস্ত্র এবং মহা উল্বণ তেজস্কর অয়শ্চক্র, কালদণ্ড, আসুরাস্ত্রধারি দ্বারিগণ সকলে যথা যোগ্যস্থানে সংস্থিত হইয়া পুরীদ্বার সকল রক্ষা করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

অথ দ্বিতীয়দ্বার বিবরণ।

নটাবৈতালিকাঃ সূতা গায়কাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।

মাগধা বাদকাঃ সর্ব্বে শিল্পিনোবন্দিনস্তথা।

কক্ষে দ্বিতীয়ে রক্ষন্তস্তিষ্ঠন্তি মধুর স্বরাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। নটগণ, বৈতালিক, মাগধ বন্দি প্রভৃতি স্তুতিপাঠক গণ এবং সকল শিল্পকারগণ, ও বাদক আর সুমধুর স্বরবিশিষ্ট গায়কগণ দ্বার রক্ষার্থে দ্বিতীয় কক্ষদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

অথ তৃতীয় কক্ষদ্বার বিবরণ।

তৃতীয়ে গোপবালাভা বালক্রীড়ন তৎপরাঃ।

সুকুমারা বয়স্যাস্তে কৃষ্ণস্যৈব মহাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তৃতীয়দ্বারে দীপ্তিমানদেহ গোপবালক সকল বাল্যক্রীড়া তৎপর হইয়া দ্বাররক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা অতিসুকুমার দেহ অতি রূপবান এবং শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ মহাত্মা ও তাঁহার বয়স্য অর্থাৎ সখা হয়েন ॥ ২৭ ॥

তেষাং নামানি বিদ্বাংসঃ কীর্ত্তমানানি মে শৃণু।

যথা স্মৃতি যথাজ্ঞানং যথাজ্ঞাতং বদামি বঃ ॥ ২৮ ॥

অন্তার্থঃ। জগদ্বিধাতা ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে বিদ্বানেরা! তৃতীয় দ্বারস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের নাম আমার যথাজ্ঞান, যথা স্মৃতি, এবং যাহা জ্ঞাত আছি তাহা তোমাদিগকে কহি, অতএব মৎ কর্তৃক কথিত সেই সকল নাম তোমরা শ্রবণ করহ॥ ২৮॥

শ্রীদামা সুবলশ্চৈব বসুদামা সুদামকঃ।

বৃকাননো মহাস্তশ্চ বৃহল্লোমা সুনাসিকঃ॥ ২৯॥

অন্তার্থঃ। শ্রীদাম, সুবল, বসুদাম, সুদাম, বৃকানন, মহাস্ত, বৃহল্লোম এবং সুনাসিক॥২৯॥

লালসঃ সুপ্রভ স্তোককৃষ্ণকো লোললোচনঃ।

কৃষ্ণাক্ষো মাল্যবান্ ঘোরো দীর্ঘচক্ষুর্ম্মগাননঃ॥ ৩০॥

অন্তার্থ। অপর লালস, সুপ্রভ, স্তোককৃষ্ণ, লোললোচন, কৃষ্ণনেত্র, মাল্যবান্, ঘোরাক্ষ, দীর্ঘনেত্র এবং মৃগবদন॥ ৩০॥

বিবোচনো দীর্ঘবাহুঃ সুবাহুঃ শুভ্রবোমকঃ।

মৃদুপাঙ্ মধুবাক্ শঙ্কো বাচালো মুখরো জয়ঃ॥ ৩১॥

অন্তার্থঃ। বিরোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু শুভ্ররোম, মৃদুবাক্, মধুববাক্, শঙ্কু, বাচাল, মুখর এবং জয়॥ ৩১॥

দুর্জয়ো বিজয়ো জন্তু প্রিযবাদী প্রিয়াসনঃ।

সত্যবাক্ সত্যসন্ধশ্চ দ্বৌবারিক বলেশ্বরৌ॥ ৩২॥

অন্তার্থঃ। এবং দুর্জ্জয়, বিজয়, জন্তু, প্রিয়বাক্, প্রিয়াসন, সত্যবাদী, সত্যসন্ধ দৌবারিক, আর বলেশ্বর॥ ৩২॥

গূঢ় বুদ্ধির্ব্রজো ধৌম্যঃ প্রিযকৃষ্ণঃ প্রিয়ম্বদঃ।

গূঢ় ক্রোধো মহাদেবঃ সুক্রীড় ক্রীড়নপ্রিয়ঃ॥ ৩৩॥

অন্তার্থঃ। গূঢ়বুদ্ধি, ব্রজ, ধৌম্য, প্রিয়কৃষ্ণ, প্রিয়ম্বদ, গুপ্তক্রোধ, মাদীপ্তিমান্, সুক্রীড আর ক্রীড়াপ্রিয়॥ ৩৩॥

অধরো রামভদ্রশ্চ পারিপাত্রঃ শুভাঙ্গদঃ।

সুশীলঃ, সত্যবাক্ সত্যধর্ম্মা দামোদরপ্রিয়ঃ॥ ৩৪॥

অন্তার্থঃ। অধর, রামভদ্র, পারিপাত্র সুভাঙ্গদ, সুশীল, সত্যবাক্ সত্যধর্ম্ম এবং দামোদর প্রিয়॥ ৩৪॥

ধর্ম্মাচিত স্নিগ্ধবাক্যো হরিদাসো নবশকঃ।

ভক্তো ভজনকামশ্চ সুক্ষ্মদৃক্ সুন্দর সদঃ॥ ৩৫॥

অন্তার্থঃ। ধর্ম্মাচিত, স্নিগ্ধবচন, হরিদাস, নব, শক। ভক্ত, ভজন কাম ও সূক্ষ্মদর্শন, সুন্দর ইবং॥ ৩৫॥

অগ্নদেবো বিশালাক্ষো বিবর্তাক্ষো রণোদরঃ।
সুদেবঃ সত্যবর্ম্মাচ বসুসেনঃ সুসেনকঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। অগ্নদেব, বিশালাক্ষ, বিবর্তাক্ষ, রণোদর, সুদেব, সত্যবর্ম্মা, আর বসুসেন এবং সুসেন॥ ৩৬॥

সুকর্ম্মা সত্যদেবশ্চ সুন্দরাক্ষঃ সুভদ্রজিৎ।
পারিভদ্রঃ সুধর্ম্মাচ সুবসেন সুরপ্রিয়ঃ॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। সুকর্ম্মা, সত্যদেব, সুন্দরাক্ষ ও সুভদ্রজিৎ। আর পারিভদ্র, সুধর্ম্মা সুরসেন, এবং সুরপ্রিয়॥ ৩৭॥

এতেচান্যেচ বহবে নারায়ণপরায়ণাঃ।
বেণুবেত্র বিষাণাব্জা সিদণ্ড পরিঘায়ুধাঃ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। এই সকল গোপবালক, অন্য আরো বহুসংখ্যক নারায়ণ পরায়ণ বালক সকল, কেহ বেণুকর, কেহ বেত্রধারী, কেহবা শৃঙ্গ পাণি, কাহার হস্তে উৎফুল্ল পদ্ম, অপরে অসি দণ্ড পরিঘ প্রভৃতি বহুতর অস্ত্র শস্ত্রধারী তৃতীয় কক্ষে অবস্থান করিতেছেন॥ ৩৮॥

দর্শনার্থং মধুরপো হরণা ক্রীড়নোৎসুকাঃ।
তৈসার্দ্ধঃ ক্রীড়তেনিত্যং বালবন্মধুসূদনঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল কৃষ্ণবয়স্য গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাল্যক্রীড়া করণে উৎসুক হইয়া মধুসূদনের সন্দর্শন জন্য অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নিত্য তাঁহাদিগের সহিত বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥

গাবা শতসহস্রাণি পালয়ন গোপবালবৎ।
পূপান্ন ফলমূলানি দধিক্ষীর ঘৃতানি চ॥
পক্কান্ন নবনীতানি মিস্টানি বিবিধানি চ।
ভুঙ্‌ক্তে সহতৈ নিত্যং ভগবান্ দুর্য্যনুগ্রহঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিবরেরা! ভগবান্ ভুবি অনুগ্রহপর, বালকের ন্যায় প্রত্যহ শত শত সহস্র সহস্র গোচারণ করিয়া থাকেন। এবং আক্রীড়মান সবয় গোপবালকের সহিত পিষ্টক অন্ন ও বিবিধ ফল মূলাদি, আর দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি, এবং পক্কান্ন ও বিবিধ প্রকার মিষ্ট দ্রব্যাদি নিত্য ভোজন করেন॥ ৪০॥

অথ চতুর্থ দ্বার বিবরণ।

চতুর্থে বারযোষাশ্চ নৃত্যগীত পরায়ণাঃ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ। হে ঋষিগণেরা শ্রবণ কর! চতুর্থ দ্বারে বারবধুগণেরা অর্থাৎ নৃত্যগীত কুশলা নর্ত্তকীগণেরা শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৪১॥

অথ পঞ্চম দ্বার বিবরণ।

পঞ্চমে বেত্রপাণী দ্বৌ জয়োবিজয় এব চ।

পার্ষদৌ পার্ষদং শ্রেষ্ঠৌ গণেশৌ দ্বারপালকৌ॥ ৪২॥

অন্তার্থঃ। পার্ষদ শ্রেষ্ঠ জয় ও বিজয় নামে ভগবৎ পার্ষদ সকল দ্বারপাল গণের অধিপতি ঐ দুইজনে বেত্রপাণি হইয়া পঞ্চম দ্বার রক্ষা করিতেছেন॥ ৪২॥

ষষ্ঠোস্থিতা গোপবেশ ধারিণঃ পার্ষদোত্তমাঃ।

সর্ব্বেরাজর্ষয়শ্চৈব অম্বরীষ পুরোগমাঃ॥ ৪৩॥

অন্তার্থঃ। গোলোক প্রাপ্ত গোপবেশধারী ভগবৎ পার্ষদোত্তম অম্বরীষ প্রভৃতি রাজর্ষি সকল ষষ্ঠদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৪৩॥

অথ সপ্তম দ্বার বিবরণ।

সপ্তমে মুনয়ঃ সর্ব্বে নিস্পৃহাঃ শান্তমানসাঃ।

পিবন্তস্তদ্গুণাম্ভোজ গলিতং মকরন্দকং॥ ৪৪॥

অন্তার্থঃ। শান্ত মানস মুনিগণ সকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ সরোজ গলিত মকরন্দ পানে পরিতৃপ্ত, বিষয় স্পৃহা শূন্য ইঁহারা ও সপ্তম দ্বারে অবস্থিত আছেন॥ ৪৪॥

অথ অষ্টম দ্বার বিবরণ।

শৃণ্বন্তশ্চগৃণন্তশ্চ কীর্ত্তয়ন্তোগুণং হরেঃ।

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্নয়ন্তো দিবসানক্ষণাৎ॥ ৪৫॥

অন্তার্থঃ। অপর অষ্টমদ্বারে সংস্থিত মুনিগণেরা হরি গুণানুবাদ শ্রবণ গৃণন কীর্ত্তন পরায়ণ, এবং ব্রত উপবাস নিয়ম দ্বারা ক্ষণমাত্র এক দিবসকে অতিপাত করিছেন॥ ৪৫॥

অথ নবম দ্বার বিবরণ।

নবমে ফুল্ল পাথোজ লোচনঃ সবাহনঃ।

কিরীটোষ্ণীষ মুকুটহার তাডঙ্কশোভিতাঃ॥ ৪৬॥

অন্তার্থঃ। নবম কক্ষ দ্বারে প্রফুল্ল পদ্মলোচনী সকল কিরীট উষ্ণীষ মুকুট তাডঙ্ক হারাদি পরিশোভিত স্বীয় স্বীয় বাহন সহিত অবস্থান করিতেছেন॥ ৪৬॥

বিষ্ণবঃ কোটিশস্তত্র শঙ্খ পাথোজপাণয়ঃ।

রুদ্রা রৌদ্রবলাঃ শূল পরশ্বধলসৎকরাঃ॥ ৪৭॥

অন্তার্থঃ। এবং শঙ্খ পদ্মধারি কোটি কোটি বিষ্ণু, আর অত্যন্ত প্রচণ্ড বল বিশিষ্ট ত্রিশূল পরশুপাণি কোটি কোটি রুদ্রগণ, ঐ নবম দ্বারে অবস্থিত॥ ৪৭॥

সগণাঃ সানুগাস্তত্র সায়ুধা স পরিচ্ছদাঃ।

গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ হসন্তঃ খেলয়ান্বিতাঃ॥

উৎপতন্তো বাদয়ন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তো হরেগুণান্॥ ৪৮॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ বিষ্ণু রুদ্র ব্রহ্মারা স্বীয় স্বীয় অনুগতগণ সহিত অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছদ সমন্বিত হাস্য ক্রীড়াচ্ছলে ভগবৎ গুণগান ও নৃত্য এবং নানাযন্ত্র বাদন পূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন॥ ৪৮॥

বর্ণয়ন্তঃ পিবন্তশ্চ গুণামৃত মনুত্তমং।
ধ্যায়ন্ত স্তৎপদাম্ভোজ দ্বন্দ্বমেকাগ্রমানসাঃ॥ ৪৯॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং ভগবল্লীলাবর্ণন, ও অনুত্তম ভগবৎ গুণামৃত পান ও একাগ্রমানসে তৎপাদ পদ্ম যুগল ধ্যানকরতঃ সকলে নবমদ্বার রক্ষা করিতেছেন॥ ৪৯॥

অথ দশম দ্বার বিবরণ।

দশমে পার্ষদশ্রেষ্ঠাঃ কুণ্ডলদ্যোতিতাননাঃ।
পয়োদধিজ চক্রাব্জ পবিঘায়ুধ পাণয়ঃ॥ ৫০॥

অন্বয়ার্থঃ। কুণ্ডল জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত বদন, শঙ্খচক্রপদ্ম পরিঘাদি নানায়ুধপাণি ভগবৎ পার্ষদ প্রবর সকল দশম দ্বারে অবস্থান করিতেছেন॥ ৫০॥

স্রগ্‌গন্ধ মুকুটোষ্ণীষ হারাঙ্গদ বিরাজিতাঃ।
পীতবাস পবিচ্ছন্নাঃ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাঃ॥ ৫১॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ সকল ভগবৎ পার্ষদেরা সুমাল্যধারী ও সুগন্ধ চন্দনানুলিপ্ত গাত্র, কেহ মুকুটধারী কেহবা উষ্ণীষধারী হারাঙ্গদ ভূষণে সুদীপ্তিমান পীতাম্বর পরিধারী, ভগবৎ ভাবে সকলেই পুলক অঙ্কিত বিগ্রহ হয়॥ ৫১॥

ত্যক্ত লোভমদাদিভ্যো হিংসাদ্রোহ বিবর্জ্জিতাঃ।
স্বরাজো দ্বিজশার্দ্দূলা নিত্যোদিত মহোৎসবাঃ॥ ৫২॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দ্বিজশার্দ্দূলেরা! সেই সকল ভজমান পার্ষদগণেরা লোভ মদাদিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং হিংসা দ্রোহ বর্জ্জিত, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় দীপ্যমান দেহ, নিত্য সমুদিত মহোৎসব যুক্ত হয়েন॥ ৫২॥

গায়ন্তশ্চ হসন্তশ্চ খেলযন্ত ইতস্ততঃ।
নৃত্যন্তশ্চ গুণানন্যে শৃণ্বন্তো মধুরান্ স্বরান্॥ ৫৩॥

অন্বয়ার্থঃ। কেহ কেহ হরিগুণ গান করিতেছেন, কেহ কেহ হাস্য পরিহাসরূপ ক্রীড়ারত হইয়াছেন। কেহবা নৃত্যপরায়ণ, অপরে সুমধুর স্বর ভূষিত হরিগুণকীর্ত্তন শ্রবণে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন॥ ৫৩॥

অবাদয়ন্ত ভাণ্ডানি বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
কুর্ব্বন্তো মধুরান্ গানান্ মনঃ শ্রোত্র সুখাবহান্॥ ৫৪॥

অন্বয়ার্থঃ। অপরে সুমধুর সহস্র সহস্র বাদ্যভাণ্ডাদি বাদন পূর্ব্বক মন এবং শ্রবণ সুখাবহ হরিলীলাবিমিশ্রিত সুমধুর গান করত দশমদ্বার রক্ষা করিতেছেন॥ ৫৪॥

অথ একাদশ দ্বার বিবরণ।

একাদশে বজ্রভৃতঃ সহস্রাক্ষাঃ সহস্রশঃ।
উরুক্রমং হর্ষয়ন্তঃ করতাল জয়াদিনা॥ ৫৫॥

অন্বয়ার্থঃ। একাদশ দ্বারে বজ্রধারী সহস্র সহস্র সহস্রলোচন ইন্দ্রগণ উরুক্রম ভগবান্ গোবিন্দকে হর্ষযুক্ত করণ প্রত্যাশায় জয়ধ্বনিপূর্ব্বক করতালাদি দ্বারা তদ্গুণ বর্ণন করিতেছেন। ইতি উত্তরশ্লোকে অন্বয়॥ ৫৫॥

অর্চ্চয়ন্তো বর্ণয়ন্তঃ শৃণ্বন্তশ্চাপি তদ্গুণান্।
পরেতরাজো জ্বলনা নৈঋতাশ্চ সহস্রশঃ॥ ৫৬॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং সহস্র সহস্র যমরাজ, সহস্র সহস্র হুতাশন, সহস্র সহস্র নৈঋতগণ, ভগবানের অর্চ্চনা ও তদ্গুণ বর্ণন, অপরে তদ্গুণ শ্রবণ করিতেছেন॥ ৫৬॥

পাশিনো গুহ্যকাধীশা গন্ধবাহাঃ সহস্রশঃ।
ঈশাঃসহস্রফণিনঃ শেষাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৫৭॥

অন্বয়ার্থঃ। সহস্র সহস্র জলাধিপতি বরুণ, সহস্র সহস্র যক্ষাধিপতি কুবের, সহস্র সহস্র গন্ধবাহ পবন, সহস্র সহস্র ঈশান, সহস্র ফণাবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র নাগাধিপতি অনন্ত, একাদশ দ্বারে অবস্থান করতঃ তদ্গুণগান করিতেছেন, ইতি পূর্ব্বেঅন্বয়॥ ৫৭॥

মানহিংসাদম্ভহীনা নারায়ণপরায়ণাঃ।
মহাত্মনো বলাদুগ্রাঃ সবলাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥
সবাহনাঃ সানুগাশ্চ কুণ্ডলো দ্যোতিতাননাঃ।
হারতাড়ঙ্ক কেয়ূর মণিদাম বিভূষিতাঃ॥ ৫৮॥ ৫৯॥

অন্বয়ার্থঃ। উক্ত দিগীশগণেরা সকলে অভিমান, হিংসা, দম্ভ বিহীন, সকলেই মহাত্মা নারায়ণ পরায়ণ, অতিশয় বলবিশিষ্ট সদল বল পরিচ্ছদাদি সমন্বিত, সানুগ ও স্ব স্ব বাহনাদিযুক্ত, কুণ্ডল দ্যোতিতে সকলেরি প্রতিভাসিত বদন, হার, তাড়ঙ্কাদি আভরণ এবং মণিময়ী মালাদিতে পরিভূষিত হয়েন। ৫৮॥ ৫৯॥

অথ দ্বাদশ দ্বার বিবরণ।

দ্বাদশে চিত্তরমণা শ্চিত্রমালানুলেপনাঃ।
পাথোনিধিজ চক্রাব্জ গদায়ুধ লসৎকরাঃ॥ ৬০॥

অন্বয়ার্থঃ। অপর ভগবৎ প্রিয়গণ দ্বাদশ দ্বারে অবস্থিত, সকলেই বিষ্ণুরূপ সকলেই সর্ব্বজনের চিত্তরঞ্জক, বিচিত্র মাল্যবান, দিব্য চন্দনানুলিপ্তগাত্র, সকলেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাদিধারী সুশোভিত চতুর্ভুজ বিশিষ্ট হয়েন॥ ৬০॥

বিচিত্রোষ্ণীষকবচা বিচিত্রায়ুধধারিণঃ।
চিত্র ব্যজন সন্নাহা শ্চিত্রধ্বজ পতাকিনঃ॥ ৬১॥

অন্বয়ার্থঃ। সকলের মস্তকে বিচিত্র উষ্ণীষ শোভিত, বিচিত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত কলেবর, সকলেই বিচিত্র অস্ত্র শস্ত্রধারী, বিচিত্র ব্যজনে উপবীজিত, বিচিত্র ধ্বজপতাকা বিশিষ্ট রথাধিরূঢ় হয়েন ॥ ৬১ ॥

হারকেয়ূর মুকুট তাড়ঙ্কাদি বিভূষিতাঃ।
শ্বেতাতপত্র বিলসৎ করাঃ কেচিৎস্মিতাননাঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কেহবা হার, কেয়ুর, মুকুট ও তাড়ঙ্কাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দেহ, কাহার করে শ্বেতচ্ছত্র পরিশোভিত, কেহ কেহ ঈষৎহাস্য যুক্তানন হয়েন ॥ ৬২ ॥

অথ ত্রয়োদশ দ্বার বিবরণ।

ত্রযোদশে প্রিয়তম গোপবেশ ধরাহরেঃ।
কৌপীনাচ্ছাদিত কটি গোপীচন্দন ভূষিতঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ত্রয়োদশ দ্বারে ভগবৎ প্রিয়তম পার্ষদগণেরা অবস্থিতি করিতেছেন। সকলেই কৃষ্ণরূপ পীত ধটীতে আচ্ছাদিত কটিদেশ, গোপবেশধারী, গোপীচন্দন চর্চ্চিত শোভন কলেবর বিশিষ্ট ॥ ৬৩ ॥

হরিতত্ত্বাববোধাব্ধি নিমগ্না হৃতকল্মষাঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ সকল পার্ষদগণেরা ভগবৎ তত্ত্ববোধ রূপ পরম সাগরে এককালে নিমগ্ন, তাঁহারা হৃতকল্মষ অর্থাৎ পরমোদর নির্ম্মল পরিশুদ্ধ চিত্ত ॥ ৬৪ ॥

বেণুবেত্র বিষাণ শিক্য কুসুম শ্রেণীলসদ্দোর্ব্বরাঃ।
সর্ব্বোৎকর্ষগতাঃ স্বনুষ্ঠিত কথাঃ প্রৌঢ়াবদাতা পরে।
শ্রীনারায়ণ নামকীর্ত্তন পরা বেণুচ্চরৎ সৎকথা।
উদ্যজ্জ্ঞান সহস্র পাদ কিরণৈঃ সন্দগ্ধপাপোৎকরাঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ সকল গোপবেশধারী পার্ষদ প্রবরেরা বেণু, বেত্র, শৃঙ্গ, শিক্য এবং পুষ্পগুচ্ছ ধারণে শোভিত বাহু, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত, সর্ব্বদা হরিকথানুষ্ঠানে প্রৌঢ় পরবাতে অধ্যারূঢ় অপার অপূর্ব্ব বেশ ভূষান্বিত, শ্রীমন্নারায়ণ নাম সংকীর্ত্তন পরায়ণ, ভগবানের সৎকথা বেণুতে সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন, তাহাতে সমুদিত দিনকর সদৃশ উদ্যত জ্ঞান কিরণদ্বারা সমুহ পাপ সন্দগ্ধ হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

তেষাং নামান্যতো বক্ষ্যে শৃণু পুত্র সমাহিতঃ।
নন্দ স্নুনন্দঃ সানন্দঃ উপনন্দঃ প্রনন্দকঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে পুত্র। তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ত্রয়োদশ দ্বারস্থ ভগবানের অপর পার্ষদগণের নাম বলিতেছি। নন্দ, সুনন্দ, সানন্দ উপনন্দ, এবং প্রনন্দ ॥ ৬৬ ॥

নন্দানন্দো বিনন্দশ্চ নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ ।

নন্দাব্ধি নন্দকো ভদ্রা নন্দঃ সেনন্দকোপরঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্বার্থঃ । অপর নন্দানন্দ, বিনন্দ, নিত্যানন্দ, সনাতন, নন্দার্ণব, নন্দক, ভদ্রানন্দ এবং সেনন্দ ॥ ৬৭ ॥

অদ্বৈত হর্ষকো হৃষ্টঃ শুভ্রবাসাঃ শুভাননঃ ।

দিব্যো দিব্যপ্রভাবশ্চ দৈবজ্ঞো দেবসেবকঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বার্থঃ । অপর অদ্বৈত, হর্ষক, হৃষ্ট, শুভ্রাম্বর, শুভানন, দিব্য, দিব্যপ্রভাব, দৈবজ্ঞ এবং দেবসেবক ॥ ৬৮ ॥

জ্ঞানাবদাতঃ শুভবাক্ শুচিস্মিত শুভাঙ্গদৌ ।

হতৈনাঃ কৃষ্ণদাসশ্চ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বার্থঃ । জ্ঞানাবদাত, শুভবাদী, শুচিস্মিত, অর্থাৎ পবিত্রহাস্য, শুভাঙ্গদ, হতকিল্বিষ, কৃষ্ণদাস, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী এবং শুচি ॥ ৬৯ ॥

কপিলশ্চ শুভাচারঃ ক্ষেমবুদ্ধি র্বিনোদনঃ ।

পুষ্টশ্চ পোষকশ্চৈব হিরণ্য বপুরেবচ ॥ ৭০ ॥

অন্বার্থঃ । কপিল, শুভাচার, ক্ষেমবুদ্ধি, বিনোদন, পুষ্ট, পোষক এবং হিরণ্যশরীর অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ কলেবরধারী ॥ ৭০ ॥

সুশর্ম্মা ধর্ম্মসেতুশ্চ বলাকী দৃঢ়বুদ্ধিকঃ ।

চিত্রবর্ম্মা সুচিত্রাঙ্গ শ্চিত্রাক্ষ শ্চিত্রভূষণঃ ॥ ৭১ ॥

অন্বার্থঃ । সুশর্ম্মা, ধর্ম্মসেতু, বলাকী, দৃঢ়বুদ্ধি, চিত্রকর্ম্মা, সুচিত্রিতাঙ্গ, চিত্রনেত্র, বিচিত্রভূষণ, অর্থাৎ শোভন বিচিত্র ভূষণধারী ॥ ৭১ ॥

গয়োহয়ো ময়ো বভ্রুঃ কৃষ্ণবাসা বিকর্ত্তনঃ ।

হর্ষঃ প্রহর্ষঃ শ্রীহর্ষঃ উপহর্ষঃ সুহর্ষকঃ ॥ ৭২ ॥

অন্বার্থঃ । অপর গয়, হয়, ময়, বভ্রু কৃষ্ণাম্বর, বিকর্ত্তন, এবং হর্ষ, প্রহর্ষ, শ্রীহর্ষ, উপহর্ষ ও সুহর্ষ ॥ ৭২ ॥

বিহর্ষঃ প্রতিহর্ষশ্চ নন্দহর্ষঃ সহর্ষকঃ ।

হর্ষাহর্ষ, নিত্যহর্ষ, সংহর্ষো ভদ্রহর্ষকঃ ॥ ৭৩ ॥

অন্বার্থঃ । বিহর্ষ, প্রতিহর্ষ, নন্দহর্ষ, সহর্ষ, এবং হর্ষাহর্ষ, নিত্যহর্ষ সংহর্ষ ও ভদ্রহর্ষ ॥৭৩॥

আশুক্রোধো বিষহনো রৌদ্রকর্ম্মা বৃষাননঃ ।

মৃগাক্ষঃ শুভ্রবক্ত্রাচ সুভাষা শুভদর্শন ॥ ৭৪ ॥

অন্বার্থঃ । অপর অক্রোধী বিষহন্তা, রৌদ্রকর্ম্মা, বৃষমুখ এবং মৃগলোচন, শুক্লবদন, শুভভাষী ও শুভদর্শন ॥ ৭৪ ॥

অন্যেচ সংখশ স্তত্র মনঃ প্রীতিবহাহরেঃ।

অন্তঃপুরবরে রম্যে নার্য্যো নারায়ণ প্রিয়াঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক পার্ষদ আছেন, সেই সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনঃপ্রীতিকে বহন করেন, অর্থাৎ শ্রীহরির প্রিয়তম হয়েন এবং পরম রমণীয় অন্তঃপুরে ভগবানের প্রিয়তমা নারী সকল অবস্থিতা আছেন ॥ ৭৫ ॥

অথ অন্তঃপুর বিবরণ।

যুনাং মনোহরাঃ সর্ব্বাঃ সুস্পষ্ট মণিকুণ্ডলাঃ।

সিতাসিতাম্বরাঃ পীত নীল রক্তাম্বরা স্তথা ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। অন্তঃপুরচরী প্রকৃতিগণেরা সকলেই যুবাদিগের মনোহারিণী, শোভন রূপবিশিষ্টা, শ্রুতিমূলে মণিময় কুণ্ডল ধারিণী এবং পরস্পর শ্বেত কৃষ্ণ নীল পীত ও লোহিত বসন পরিধারিণী হয়েন ॥ ৭৬ ॥

কৃশোদর্য্যো মণিময় হারাহত কুচোৎপলাঃ।

তপ্তজাম্বু নদাভাসা জাম্বু নদ বিভূষণাঃ ॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল নারীগণ কৃশোদরী, মণিময় হারের আঘাতে সকলেরই কুচপদ্ম পরিশোভিত, প্রতপ্ত জাম্বুনদ সদৃশ অঙ্গ দীপ্তি, এবং জাম্বুনদ সুবর্ণাভরণ ভূষণা হয়েন ॥৭৭॥

গজবন্মন্দ গমনা হংস বন্মধুর স্বরাঃ।

চিত্রমাল্যধরাঃ সর্ব্বা শ্চিত্র গন্ধানুলেপনাঃ ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। হস্তী তুল্য মন্দগতি, হংসতুল্য মধুরস্বর বিশিষ্টা, বিচিত্র মাল্যমণ্ডিতা, এবং সকলেই বিচিত্র গন্ধানুলেপিত গাত্রা ॥ ৭৮ ॥

মাণিক্যাভরণা চ্ছন্না ভ্রাজমানা বিলাসুকাঃ।

মোহয়ন্ত কটাক্ষৌঘৈ রত্যো মূর্ত্তিইবাপরাঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্যার্থঃ। মাণিক্যময় আভরণে আচ্ছন্ন গাত্রা, অতিশয় দীপ্তিমতী, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ বিলাসোৎসুকা, কটাক্ষ সন্ধানে পুরুষমাত্রকে মোহযুক্ত করেন, সকল স্ত্রীই রতির অপরা মূর্ত্তির ন্যায় হয়েন ॥ ৭৯ ॥

রূপেণ বয়সাচৈব গমনেন শুচিস্মিতাঃ।

হাবভাব সুললিতৈঃ সাক্ষান্মন্মথ মন্মথাঃ ॥ ৮০ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল পবিত্রহাসিনী ললনাগণেরা রূপ দ্বারা ও নববয়স দ্বারা, এবং খেলগতি দ্বারা, হাবভাব ও সুললিত হাস্যদ্বারা সাক্ষাৎ মন্মথ কন্দর্পের মনকেও মথন করেন ॥৮০॥

রূপলাবণ্য মাধুর্য্যৈঃ শ্রিয়ো মূর্ত্ত্যা ইবা পরাঃ।

তাশ্চসর্ব্বানবদ্যাঙ্গ্যো রবেশ্রেষ্ঠা প্রভাইব ॥ ৮১ ॥

অস্যার্থঃ। রূপ, লাবণ্য এবং মাধুর্য্যাদি সমন্বিতা ললনাগণেরা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অপরা

মূর্ত্তি বিশেষ। সেই সকল অনির্দ্দিভাজী তত্ত্বব্যাগ্র বরাঙ্গনা সূর্য্যের প্রভা সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্রা হইয়া যেন প্রকাশ পাইতেছেন॥ ৮১॥

প্রোচ্যমানানি নামানি শৃণু বিপ্র সমাহিতঃ।
ললিতা ললিতালাপা ললিতাঙ্গা রসোৎসুকাঃ॥ ৮২॥

অস্যার্থঃ। জগৎকান্ত অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বিপ্র! তুমি সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি গোলোকধামের অভ্যন্তরস্থা প্রকৃতিগণের প্রত্যেক নাম কহিতেছি। যথা ললিতা, ললিতালাপিনী, ললিতাঙ্গী ললিত রসোৎসুকা॥ ৮২॥

বিশাখা বরবর্ণাচ বরাঙ্গা বরভূষণা।
চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চন্দ্রাভা চন্দ্রমেখলা॥ ৮৩॥

অস্যার্থঃ। বিশাখা, বরবর্ণিনী, বরাঙ্গী ও বরভূষণা, চন্দ্রাবলী, চন্দ্ররেখা, চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রমেখলা, ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা অন্তরঙ্গা শক্তি॥ ৮৩॥

চন্দ্রমালা চন্দ্রকলা চন্দ্রভূষার্দ্ধ চন্দ্রিকা।
চারুদন্তা চারুভূষা চারুগাত্রা বরাননা॥ ৮৪॥

অস্যার্থঃ। অপর চন্দ্রমালা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রভূষা ও অর্দ্ধ চন্দ্রিকা অর্থাৎ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ভূষণধারিণী। চারুদশনা, চারুবদনা, এবং সুচারু কলেবরা ইত্যর্থে নাম চারুগাত্রা॥ ৮৪॥

চিত্ররেখা মাল্যবতী সুগন্ধা চিত্রিণী কলা।
চিত্রমাল্যা চিত্রমুখী চিত্রভূষা বিচিত্রিকা॥ ৮৫॥

অস্যার্থঃ। চিত্ররেখা, মাল্যবতী, সুগন্ধা, চিত্রিণী ও কলা, চিত্রমালিনী, চিত্রবদনী চিত্রভূষণী, এবং বিচিত্রিকা॥ ৮৫॥

রমণা মদনপোঢ়া মদনা বিরজা তথা।
বিশালাক্ষী বিশালোরু শ্চন্দ্রভাগা বিনোদনা॥ ৮৬॥

অস্যার্থঃ। রমণা, মদননিপুণা, মদনা ও বিরজা এবং বিশালাক্ষী, বিশালোরু, চন্দ্রভাগা ও বিনোদিনী॥ ৮৬॥

সুলোচনা সুবদনা শুভহাসা শুভাননা।
শুদ্ধা শুভ্রাঙ্গদা পীত বসনা রক্তলোচনা॥ ৮৭॥

অস্যার্থঃ। সুলোচনী, সুবদনী, শুভহাসিনী, শুভাননী। এবং শুদ্ধা শুভ্রাঙ্গদধারিণী, পীতাম্বরী, লোহিতলোচনী॥ ৮৭॥

হরিপ্রিয়া হরিরতা হরি মোহকরী শিবা।
রতিপ্রিয়া রতিপরা রতিদা রতিমোহিনী।
রতিচিত্তহরা ভীমা লালসা ললনা মতিঃ॥ ৮৮॥

অস্যার্থঃ। হরিপ্রিয়া, হরিরতা, হরিমোহনকারিণী, শিবা অর্থাৎ কল্যাণকারিণী, রতি-

প্রিয়া, রতিপরায়ণা, রতিপ্রদায়িনী, রতিমোহিনী, রতিচিত্তকারিণী, ভীমা, ভয়ঙ্করা, বামনা, ললনা ও রতিঃ ॥ ৮৮ ॥

সৌদামিনী তড়িল্লেখা আরক্ত নয়না রতিঃ ॥

শুভ্রহারা শুভাচারা শুভদা শোভনা শুভা ॥ ৮৯ ॥

মনোহরা শুভালাপা প্রীতিদা প্রীতিবর্দ্ধনা।

শতপত্রাননা রামা শুভোরু কনকোজ্জলা ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। সৌদামিনী, তড়িল্লেখা, ঈষৎ রক্তলোচনা, রতি শুভ্রহারধারিণী, শুভাচারিণী, শুভদায়িনী, শোভনা এবং শুভা, মনোহরা, শুভালাপিনী, প্রীতিপ্রদায়িনী ও প্রীতিবর্দ্ধনকারিণী। শতপত্রবদনা, রামা শুভোরু ও কনকোজ্জলা ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

হরিণী রবিবিম্বা চ বিশালনয়না তথা।

চম্পকাচ স্বরসিকা রসদা রসমোহন ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। হরিণী, রবিবিম্বা, বিশালনয়নী এবং চম্পকা, স্বরসিকা, রসদায়িকা আর রসমোহিনী ॥ ৯১ ॥

চিত্রাঙ্গদা চিত্রহারা সুচিত্র চিত্রলোচনা।

নিমেষা মাধবী মেধা মাগধী মধুরস্বরা ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। চিত্রাঙ্গদা, চিত্রহারিণী, সুচিত্রা, চিত্রনয়নী। এবং নিমেষা মাধবী,, মেধা, মাগধী ও মধুস্বরা ॥ ৯২ ॥

রহোরতা রহঃপ্রীতা রহামোহা রহঃপ্রিয়া।

হরিণাক্ষী হারবর্তী লোলাক্ষী চপলাপি চ ॥

তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখাচ কালী তুলসিকা তথা।

বৃন্দা বন্দ্যাশ্চ গণ্যাশ্চ বহুরূপ স্বলংকৃতাঃ ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। রহোরতা, রহঃপ্রীতা, রহোমোহিনী, রহঃপ্রিয়া, হরিণনয়না, হারবতী, লোললোচনা ও চপলা। অপর তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, কালী, তুলসী, বৃন্দানাম্নী বরিষ্ঠাগোপী, এতদ্ভিন্ন বহুপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, গণ্যা এবং বন্দনীয়া অনেক গোপীকা আছেন ॥ ৯৩॥

আসাং সখীগণাশ্চান্যা হরিণাক্ষ্যঃ সুবাসসঃ।

সহস্রশো বরারোহাঃ কুণ্ডলদ্যোতিতাননাঃ ॥ ৯৪ ॥

অস্যার্থঃ। এই সকল রমণীর রূপবিশিষ্টা সখীগণ, অপর হরিণীনয়না, সুশোভন বস্ত্রধারিণী এবং কুণ্ডলজ্যোতিতে উদ্দীপ্ত বদন কমল অন্যা সহস্র সহস্র অত্যন্তসুন্দরী বরারোহা গোপী সকল অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

আরামং মনসোরামং বহুশোভিত তৎস্থিতং।

চম্পকাশোক পুন্নাগ মাধবকেশর কেশরৈঃ।

মল্লিকা মালতী যুথী করবীর করগুকৈঃ ॥ ৯৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে দ্বিজ! উক্ত গোলোকধামে মনোহর বহু সংখ্যক উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। সেই সকল উদ্যানে চম্পক, অশোক, পুন্নাগ নাগকেশর, কেশরমল্লিকা, মালতী, যুথী করবীর করগুকাদি কুসুম পাদপে পরিশোভিত ॥৯৫॥

অপরাজিতাগস্ত্যগুচ্ছ ধরণী চম্পকৈ রপি।

জয়ন্তীতগরৈঃ কুন্দৈ র্জবা কুরুবকৈ রপি ॥ ৯৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। নানাবর্ণ অপরাজিতা, বক পুষ্প গুচ্ছে এবং ভূমিচম্পক জয়ন্তী, তগর, কুন্দ ও জবা, কুরুবক তরুনিকরে আকীর্ণ ॥ ৯৬ ॥

লবঙ্গজাতী টঙ্কৈশ্চ মুচুকুন্দৈ র্নবাস্পদৈঃ।

ঝিন্টীভি র্নীলপীতাভিঃ স্থলপদ্মার্ক মাগধৈঃ ॥ ৯৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। লবঙ্গ, জাতীকুসুম, টঙ্ক, মুচুকুন্দাদিনবাস্পদ কুসুম পাদপে অর্থাৎ অভিনব পত্রান্বিত শোভাকর মহীরুহ সমূহে অপর নীল পীতাদি ঝিন্টী প্রসূন পাদপে, স্থলপদ্ম, আকন্দ, মাগধ অর্থাৎ কেন্দুক পাদপে পরিমণ্ডিত ॥ ৯৭ ॥

মাধবীভিঃ সুগন্ধিভিঃ ইল্লিকাচয় রাজিভিঃ।

বকুলৈ র্নকুলৈ রক্তপীতাপীত সিতাসিতৈঃ ॥ ৯৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সুগন্ধি কুসুমমাধবীলতা পরিমণ্ডিত তরুনিকর, ইল্লিকা, অর্থাৎ কাষ্টমল্লিকা কুসুম সমূহ তরুশ্রেণী এবং বকুল ও শ্বেত রক্ত নীল পীত শ্যামবর্ণ নকুল কুসুমচয় দ্বারা পরিশোভিত ॥ ৯৮ ॥

পারিভদ্রৈঃ পারিজাতৈরাযোজন সুগন্ধিভিঃ।

সন্তানকৈঃ পিয়ালৈশ্চ পনসাম্রৈঃ কদম্বকৈঃ ॥ ৯৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পারিভদ্র অর্থাৎ পুষ্পিত পালিতামাদার, যোজনগন্ধী পারিজাত ও সন্তানক কল্পবৃক্ষে, পিয়াল, কাটাল, আম্র এবং কুসুমিত কদম্ব তরুনিকরে পরিশোভিত ॥ ৯৯ ॥

বদরীভিঃ কোবিদারৈ গুবাকৈঃ খর্জ্জুরৈ রপি।

বিভীতকৈস্তিন্তিড়ীভির্হরীতক্যাদিভি স্তথা ॥ ১০০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বদরী, কোবিদার অর্থাৎ কাঞ্চন, গুবাক্, খর্জ্জুর বৃক্ষ সমূহে। আর বিভীতকী অর্থাৎ বহেড়া, তিন্তিড়ী এবং হরিতকী প্রভৃতি পাদপনিকর দ্বারা পরিমণ্ডিত॥১০০

অশ্বত্থ ধাতুকীভিশ্চ শিবাভীরক্তচন্দনৈঃ।

বিল্বৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ হিন্তালৈঃ খদিরৈরপি ॥ ১০১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অশ্বত্থ, ধাতুকী অর্থাৎ ধাই, আমলকী, রক্তচন্দন আর বিল্ব, তাল, তমাল, হিন্তাল ও খদির বৃক্ষসমূহ সমন্বিত ॥ ১০১ ॥

বেণু কিংশুক ন্যগ্রোধতিন্দুকেঙ্গুদ শাল্মলৈঃ।

অর্জ্জুনপ্লক্ষ জম্বাল লোধ্রবেত্র সুচন্দনৈঃ ॥ ১০২ ॥

অন্বার্থঃ। বংশ কিংশুক অর্থাৎ পলাশ বট, তিন্দুক, ইঙ্গুদী বৃক্ষ অর্থাৎ জীবোৎপত্রিকা, শাল্মলি আর অর্জ্জুন, প্লক্ষ, জম্বাল, লোধ্র, বেত্র এবং শ্বেতচন্দন মহীরুহ দ্বারা আকীর্ণ॥১০২

নাগরঙ্গ কামরঙ্গ নারীকেল সুজম্বুকৈঃ।

নিম্বৈর্দধিথৈঃ কপিথৈঃ স্বর্ণৈর্দাড়ীম সেফকৈঃ॥ ১০৩॥

অন্বার্থঃ। নাগরঙ্গ, জম্বীর, কামরঙ্গ, নারীকেল, সুজম্বুক অর্থাৎ গোলাপ জাম। নিম্ব মহানিম্ব, দধিত্থ, আম্রাতক, কপিথ, স্বর্ণাম্র দাড়ীম এবং সেফক অর্থাৎ সেব প্রাকৃত ভাষায় সেও বলে এতৎ পাদপাদিতে পরিশোভিত॥ ১০৩॥

নিত্যোদিত পুষ্পফলৈঃ স্থিরচ্ছায়ৈঃ সপল্লবৈঃ।

বসন্তো গ্রীষ্ম বর্ষাচ শরদ্ধেমন্ত শৈশিরাঃ।

স্ব স্ব পুষ্পফলা মূর্ত্তা ঋতব স্তদুপাসতে॥ ১০৪॥

অন্বার্থঃ। নিত্য পুষ্পফলাদি সমন্বিত, শোভন পল্লবাদিযুক্ত এবং স্থিরচ্ছায়া বিশিষ্ট পাদপগণ ভগবানের ক্রীড়োপবনে পরিশোভিত। এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ, হেমন্ত, শিশির এই ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান রূপে স্ব স্ব সময়োচিত পুষ্প ফল দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিতেছেন॥ ১০৪॥

সরিৎ সরোবরবরৈঃ পল্বলৈরুপশোভিতং।

নদীবাপী সরোভিশ্চ দির্ঘীকাভির্বিতস্ততঃ॥ ১০৫॥

অন্বার্থঃ। গোলোকস্থ পরমোদ্যান সকল কৃত্রিমানদী, প্রকৃষ্ট সরোবর ও পল্বল অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় খিল বলে তদ্দ্বারা উপশোভিত এবং বাপী, তড়াগ, দীর্ঘিকা ও ইতঃস্তত দেবখাং এবং নদী সকল প্রবাহবতী হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ১০৫॥

গিরিনির্ঝর দ্বৈপৈশ্চ পুণ্যৈঃ পুণ্যজলৈরপি।

অদ্রিভি মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ পুণ্যোরায়তনৈরপি॥ ১০৬॥

অন্বার্থঃ। পর্ব্বত নির্ঝর কুণ্ড, স্থানে স্থানে পবিত্র জলাশয় দ্বারা পরিমণ্ডিত গোলোক আর মূর্ত্তিমান নদনদীপর্ব্বত সকল এবং সুপুণ্য দেবালয়াদি দ্বারা পরিমণ্ডিত॥ ১০৬॥

পুণ্যতীর্থৈঃ পুণ্যজলৈ স্তৎপাদ চিহ্ন চিহ্নিতৈঃ॥ ১০৭॥

অন্বার্থঃ। এবং ভগবৎ চরণ চিহ্নে পরিচিহ্নিত পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য জলাশয় সমূহ দ্বারা গোলোক স্থান অত্যন্ত সুন্দররূপে সুশোভিত হয়॥ ১০৭॥

কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ কহ্লারৈশ্চ কুশেশয়ৈঃ।

তামরসৈঃ কোকনদৈঃ কোরকৈ কুমুদৈরপি॥ ১০৮॥

অন্বার্থঃ। ভগবদ্ধাম গোলোকস্থ সরোবর সকল কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ, শ্বেত শতদল পদ্ম এবং সহস্রদল ও শত সহস্রদল শোভন লোহিত পদ্মে পরিশোভিত, এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কুমুদ কলিকাদি সমূহ দ্বারা অত্যন্ত সুশোভিত হয়॥ ১০৮।

কোকিলৈঃ স্থকলালাপৈ র্হংসকারণ্ডবৈরপি।
ক্রৌঞ্চসারস চক্রাহ্বৈর্হংসীভিঃ কলনাদিভিঃ॥ ১০৯॥

অন্বার্থঃ। সুরম্য জলাশয় তীরস্থ বনবাজি মধ্যে পুষ্প ভারাগ্রনমিত তরুশাখাবলম্বিত সুমধুর সঙ্গীতালাপী কোকিল কুহু দ্বারা পরিশোভিত আর মনোহর সুমধুরধ্বনি বিশিষ্ট বক, সারস চক্রবাক এবং কলনাদি হংস হংসীগণ প্রভৃতি জলাশয়ে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে॥ ১০৯॥

দাত্যূহৈ র্মধুরালাপৈঃ কুক্কুটৈর্বনকুক্কুটৈঃ।
শুকৈঃ পারাবতৈশ্চৈব ময়ূরৈপরিসেবিতং॥ ১১০॥

অন্বার্থঃ। সুমধুরালাপী দাত্যূহপক্ষী সকল, এবং কুক্কুট ও বন কুক্কুট সকলে পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। প্রতি প্রাসাদ শিখরাবলম্বী শুকসারিক পারাবতাদি সকল পবিশোভিত ও সুশোভমান ময়ূরকুল কর্ত্তৃক পরিশোভিত হর্ম্ম্য সৌধতল॥ ১১০॥

বায়সৈঃ পেচকৈশ্চৈব শ্যেনৈশ্চ কলনাদিভিঃ।
ভৃঙ্গালীগুঞ্জন্ সন্নাদ হুঙ্কার মদনোৎসবৈঃ॥ ১১১॥

অন্বার্থঃ। কলকল ধ্বনি করণ পূর্ব্বক কাক্ পেচক শ্যেনাদি বিহগকুল ইতঃস্তত উড্ডীয়মান হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। আর মদনোৎসব মত্ত ভ্রমরকুল গুণ গুণ শব্দে সর্ব্বত্র ঝঙ্কার ধ্বনি বিস্তার করিতেছে॥ ১১১॥

সমীরস্থিঃ সমীরৈশ্চ গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতৈঃ।
বল্লরীভিঃ সপুষ্পাভিঃ গুল্মগুচ্ছৈর্মনোহরৈঃ॥ ১১২॥

অন্বার্থঃ। সমীরাহত কুসুমোত্থিত মকরন্দ গন্ধবহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াতে গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতগণ মনোহর সুপুষ্পিত গুল্ম লতাদিতে ইতঃস্তত পরিধাবিত, তদ্দ্বারা আবাস সমূহ পরিদৃশ্যমান হইয়াছে॥ ১১২॥

লতাকুঞ্জৈঃ স্থানভূতৈ র্মাল্যগন্ধাদিচর্চ্চিতৈঃ॥ ১১৩॥

অন্বার্থঃ। অনন্ত শোভায় পরিশোভিত অনন্তধাম গোলোক, গন্ধ মাল্যাদি পরিচর্চ্চিত লতা মণ্ডিত অতি নিভৃতনিকুঞ্জ কুটির দ্বারা পরিমণ্ডিত হয়॥ ১১৩॥

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহৈশ্চ গবয়ৈর্মহিষৈরপি।
বানরৈ র্ঋক্ষ গোমায়ুপন্নগৈঃ রূপশোভিতঃ॥ ১১৪॥

অন্বার্থঃ। স্থানে স্থানে সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, চমরী, মহিষাদি এবং বানর, ভল্লুক, শৃগাল ও উরুমস্ত্যা বিষধরগণ কর্ত্তৃক বনরাজি উপশোভিত॥ ১১৪॥

তরক্ষুনকুলৈশ্চৈব শল্লকী কৃষ্ণসারকৈঃ।
খরৈরশ্বৈশ্চ করিভিঃ করেণুভি রিতস্ততঃ॥ ১১৫॥

অন্বার্থঃ। এবং তরক্ষু, নকুল, শল্লকী, অর্থাৎ শজারু, কৃষ্ণসারাদি মৃগ কুল ও অশ্বা-

স্বতন্ত্র গর্দ্দভ, ইতঃস্তত করী করেণুগণ কর্তৃক পরিশোভিত অরণ্যানী স্থল সুশোভিত হয়॥ ১১৫॥

খড়্গিগর্ববনমার্জ্জারৈ র্মৃগৈর্নানাবিধৈরপি।

ক্রীড়াঢ্যৈঃ সর্ববতো ব্যাপ্তং শান্তহিংসৈঃ পরস্পরং॥ ১১৬॥

অন্বার্থঃ। গণ্ডার বন বিড়াল ও নানাবিধ মৃগজাতি সকল মহাহর্ষে প্রীতমনা হইয়া স্ব-স্ব প্রিয়াগণ সহিত স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতেছে, এবং হিংস্র পশুগণের সহিত শান্ত পশুগণেরা স্বরবে ধ্বনি করতঃ পরস্পর প্রীতিভাবে সর্ব্বতঃ প্রকারে খেলিয়া বেড়াইতেছে, এরূপ আশ্চর্য্যভাবে পরিব্যাপ্ত গোলোকমণ্ডল হয়॥ ১১৬॥

কল্পমন্বন্তরাঃ সৌম্যা যুগবৎসর মাসকঃ।

পক্ষাশ্চ তিথয়শ্চৈব দিনরাত্রে দ্বিজোত্তম॥ ১১৭॥

গ্রহনক্ষত্র যোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানিচ।

কলাকাষ্ঠা মুহুর্ত্তাশ্চ ঋতবস্তত্রুপাসতে॥ ১১৮॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে দ্বিজোত্তম অঙ্গিরা! কল্পমন্বন্তর যুগ বৎসর মাস পক্ষ তিথি বার দিবারাত্রি কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত ঋতু এবং গ্রহ নক্ষত্র যোগ রাশি করণাদি সকল মূর্ত্তিমান রূপে ভগবদুপাসনার্থে গোলোকধামে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন॥ ১১৭॥ ১১৮॥

যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগ কিন্নরৈঃ।

বিদ্যাধরৈশ্চারণৈশ্চ খগ সাধ্য মরুদ্গণৈঃ॥ ১১৯॥

অন্বার্থঃ। অপর যক্ষ রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বগণ এবং বিদ্যাধর চারণ, সাধ্য সুপর্ণাদি বিহগকুল ও মরুদ্গণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত॥ ১১৯॥

দৈত্যৈর্যাতুধানৈশ্চ মুনিভির্ব্রহ্মবেদিভিঃ।

যতি বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রমথৈরপি॥ ১২০॥

অন্বার্থঃ। যাতুধানাদি পুণ্য জন দৈত্যদানবাদিগণ ও বেদবেদান্তবিৎ মুনিগণ এবং যজ্ঞশীল যতিগণ, বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব ভূত প্রেতাদি প্রথমগণ কর্ত্তৃক পরিমণ্ডিত॥ ১২০॥

অদ্রিভি মূর্ত্তি মদ্ভিশ্চ ধৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগৈঃ।

সেবিতং সর্ব্বতোভদ্রৈর্ভদ্রবৃত্তৈরহিংসকৈঃ॥ ১২১॥

অন্বার্থঃ। মহীধরনিকর মূর্ত্তিমান রূপে, ধৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগগণ নররূপধারণ পূর্ব্বক এবং কল্যাণ রূপ ও কল্যাণস্বভাব অথচ অহিংসকগণ কর্ত্তৃক গোলোকধাম সর্ব্বতোভাবে পরিসেবিতঃ॥১২১

ত্যক্তদম্ভমদৈর্নিত্যং নারায়ণ পরায়ণৈঃ।

রম্যং পুরবরং সর্ব্বং মনঃশ্রোত্র সুখাবহং॥ ১২২॥

অন্বার্থঃ। গোলোকবাসি সকলে নারায়ণ, কাহারই দম্ভ মদাদি নাই। তাঁহাদিগের দ্বারা পরিসেবিত, সুরম্য, সর্ব্ব পুরোত্তম গোলোকের সকল স্থান মন এবং শ্রবণ সুখাবহ হয়॥১২২

সোপধানং সপর্য্যঙ্কং সর্ব্বতোভদ্র মৃদ্ধিমৎ।
তত্রতাভিঃ সমেতাভিঃ যোষাভিঃ সুরশত্রুহা।
রমমাণো ন বুবুধে হর্গণান্ প্রগতানপি॥ ১২৩॥

অন্বয়ার্থঃ। অপূর্ব্ব উপধান পর্য্যঙ্কাদি সমন্বিত সর্ব্বতোভাবে পরিশোভিত সমৃদ্ধিবৎ মন্দির সকল, সর্ব্বাসুরনাশন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই মন্দিরে পূর্ব্বোক্তবর যোষিৎগণের সহিত ক্রীড়া কলাপে মগ্ন থাকাতে বহুদিবস গত হইয়া যায় ইহা তৎকালে তিনি বোধ করিতে পারিলেন না॥ ১২৩॥

বিসস্মার তদাবাচং তয়োক্তা মাহৃতেন্দ্রিয়ঃ।
তাভির্বিদ্বন সহস্রাণি শতান্য গণিতানি চ।
নিনায় বর্ষপূগানি তদা স পুরুষোত্তম॥ ১২৪॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন্! পুরুষোত্তম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল অগণিত শত শত সহস্র সহস্র রমণীগণের সহিত রমমাণ থাকিয়া বহু সংখ্যক বৎসরকে অবসান করিলেন। তখন তৎসুখে মগ্নীভূত ইন্দ্রিয় একারণ পূর্ব্বোক্ত বরা প্রকৃতির সেই বর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় নাই॥ ১২৪॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে মহা প্রকৃতি রাধা একার্ণবে তাঁহাকে যে সাধনা করিতে কহিয়াছিলেন, সেই উপদেশ বাক্য বিস্মৃত হইয়া বরনারীগণ সহিত ক্রীড়মান থাকিলেন। পরে তৎপ্রকৃতির ইচ্ছাতে সনৎকুমার গোলোকে সমাগমন পূর্ব্বক সহপরিবার তৎপুরপ্রতি অভিশাপ দেন, ইহা উত্তরাধ্যায় অবধি তদ্বিবরণ সুব্যক্ত হইবে॥ ১২০॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সম্বাদে গোলোক বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

অন্বয়ার্থঃ। এই ব্রহ্মাণ্ড নামা মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে সমন্বিত গোলোকধাম বর্ণন পঞ্চম অধ্যায়ঃ সমাপনঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

কাত্যায়নীর নিকট বৃষভানুর বরপ্রাপ্তি।

ব্রহ্মোবাচ।—সনৎ কুমারস্ত শাপাৎ সর্ব্বং সংশয়িতং পুরং।
তৎশাপহত সংকল্প গণান্তে বৈকুবাস্তদা॥ ১॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি প্রিয় পুত্র মহর্ষি সমূহকে সম্বোধন করিয়া কহিতে-ছেন। হে বৎসগণেরা! শ্রবণ করহ। ঐ মহাপুর গোলোকাখ্য মহদ্ধাম সনৎকুমারের শাপে সকলে সংশয়াপন্ন হইল। সে সকল বিষ্ণু পার্ষদ বৈষ্ণবগণ ইঁহারা সকলেই ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্ন সংকল্প হইলেন। অর্থাৎ নিরন্তর গোলোকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং নিরন্ত তত্রস্থ থাকিয়া ভগবানের পরিচর্য্যা করিব তাঁহাদের যে বাসনা ছিল তাহার ব্যাঘাত জন্মিল ইত্যভিপ্রায়॥ ১॥

জজ্ঞিরে বৃষ্ণিকুরুষু মহাত্মানো মহৌজসঃ।
নন্দাদ্যা গোপবেশাঢ্যাঃ শ্রীদামাদ্যাশ্চ বালকাঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গোলোকস্থিত মহাত্মা ও মহাওজ সম্পন্ন ভগবৎ পরিবারগণ সকল পৃথিবীতে দ্বাপরযুগাবসানে যদুবংশে এবং কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর নন্দাদি গোপ সকল ও গোপ বেশাঢ্য শ্রীদামাদি কৃষ্ণের বয়স্য বালক সকল, ইহারাও ব্রজভূমে জন্ম লইলেন॥ ২॥

ললিতাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা গোকুলেষু প্রজজ্ঞিরে।
গোবর্দ্ধনাদ্রি প্রবরে নিত্য পুষ্প ফলোদয়ে॥ ৩॥
নানাধাতুভিরাচ্ছন্নে নানা মণিগণাবৃতে।
ব্রহ্মণা স্থাপিতা পূর্ব্বং কালিন্দ্যা স্তটসন্নিধৌ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। নিত্য পুষ্প ফলবান পাদপে আকীর্ণ, নানাধাতু ও নানামণি মণ্ডিত পর্ব্বত প্রবর গোবর্দ্ধনের উপত্যকায়, কলিন্দ নন্দিনী তীরে পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীরাধার প্রতিমা যেস্থানে প্রস্থাপিতা আছে, তৎসন্নিধি গোকুল নগরে ললিতাদি স্ত্রীগণ সকলে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৩॥ ৪॥

শ্রীরাধার পূর্ব্ব স্বরূপ বর্ণন।

অষ্টহস্তা বিশালাক্ষী চন্দ্রার্দ্ধ কৃতশেখরা।
কিরীটহার কেয়ূর কুণ্ডল দ্যোতিতাননা॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্ম স্থাপিতা প্রতিমা অষ্টহস্তা, বিশালনয়না, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত ললাট ফলক, মস্তকে কিরীট, কণ্ঠেহার, বাহুযুগলে কেয়ূর পরিশোভিত, শ্রুতি মূলে কুণ্ডল যুগল আন্দোলিত, তাহার দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত বদনারবিন্দ॥ ৫॥

নানাভরণ সংচ্ছন্না নাগ যজ্ঞোপবীতিকা।
রক্তাম্বর পরীধানা দাড়িম্বী কুসুমোপমা॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। নানাবিধ অলঙ্কারে আচ্ছন্ন গাত্র, ভুজঙ্গ যজ্ঞোপবীতি ভূষণ, পরিধৃত দাড়িম্বী কুসুম সম লোহিত বস্ত্র পরিধান বিশিষ্টা॥ ৬॥

রক্তমাল্য ধরাদেবী কোটি ভাস্কর ভাস্বরা।
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলং মুষল মেবচ।

দধানাভয় মব্যগ্রা বরমেবাষ্টভি র্ভুজা ॥ ৭ ॥

অস্তার্থঃ। রক্তবর্ণ কুসুমের মালাধারিণী, উদীপ্ত কোটি সূর্য্যের ন্যায় মহাদেবীর কলেবরের দীপ্তি অর্থাৎ প্রতপ্ত কাঞ্চন বর্ণা। শঙ্খ, চক্র, গদা শক্তি এবং হল, মুষল, অভয় ও বর এই অষ্ট অস্ত্র ধারণ, সুতরাং তিনি অষ্টভুজা হয়েন॥ ৭ ॥

সাদেবী পরমারাধ্যা রাধা যা পরমোত্তমা।

তিষ্ঠত্যজস্রং স্যদেবী বরদা পূজিতা সদা ॥ ৮ ॥

অস্তার্থঃ। সেই পরমোত্তমা মূর্ত্তি বিশিষ্টা পরমারাধনীয়া রাধাদেবী, তিনি নিয়ত বৃন্দাবনধামে অবস্থান করেন ঐ দেবী ব্রজেশ্বরী ব্রজধামের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহার পূজা করিলে তিনি সর্ব্বদা পূজকের বর প্রদায়িনী হন্ ॥ ৮ ॥

অঙ্গিরা উবাচ।—শ্রুতংতে বহুশস্তাত রাধিকা বৃষভানুনা।

আবিরাসীন্মহামায়া কথং তন্নোবদ প্রভো ॥ ৯ ॥

অস্তার্থঃ। অনন্তর অঙ্গিরা ঋষি বহু ভক্তি সহকারে স্বপিতা ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে তাত! আপনার বদন কমল গলিত বহু প্রকার উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এইক্ষণে ঐ মহামায়া রাধা বৃষভানু কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া তৎসাক্ষাত্তে আবির্ভূতা কি প্রকারে হন, সেই সকল কথা বিস্তার করিয়া আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—মহাভানুর্গোকুলেশো গোপানাং পৃথিবীপতিঃ।

তস্যপুত্রা মহাত্মানো বিষ্ণুভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১০ ॥

অস্তার্থঃ। অঙ্গিরার প্রশ্ন আকর্ণন করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিতেছেন। বৎস! গোকুলাধিপতি সকল গোপের ঈশ্বর মহাভানু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র, সকলেই মহাত্মা পদ বাচ্য। সকলেই জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু পরায়ণ পরম বৈষ্ণব। তাঁহাদিগের নাম ॥ ১০ ॥

বৃষভানুঃরত্নভানুঃ সুভানুঃ প্রতিভানুকঃ।

তেষাং জ্যেষ্ঠো বৃকোরাজ্য মবাপ্য পৃথিবীপতিঃ ॥ ১১ ॥

অস্তার্থঃ। মহাভানুর পুত্র চতুষ্টয় যথা বৃষভানু ইহাঁকে বৃকভানুও বলে, আর রত্নভানু, সুভানু ও প্রতিভানু। এই চারি ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃকভানু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা হন ॥ ১১ ॥

অশ্বমেধ বাজপেয় রাজসূয় শতানি চ।

অযজচ্চন্ ভগবৎ প্রীতে চকার পরম ক্রতূন্ ॥ ১২ ॥

অস্তার্থঃ। প্রাপ্ত রাজ্য বৃষভানু ভগবানের প্রীতি ইচ্ছুক হইয়া অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয় প্রভৃতি ভূরি দক্ষিণাদানে শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ১২ ॥

মহর্ষি কল্পো রাজর্ষি শ্চক্রবর্ত্তী সতাং মতঃ।

দান্তো জিতেন্দ্রিয়ো দাতা জিতারি র্ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। বৃষভানু যদীয় বৈশ্য কুলোদ্ভব বটেন, তথাপি স্বীয় বাহুবলে বহুরাজ্য শাসন করতঃ রাজর্ষি তুল্য এক চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। জগতাতে সাধুদিগের সম্মত ব্রহ্মর্ষি তুল্য দান্ত জিতেন্দ্রিয় পরমদাতা, নিঃস্বপত্ন, সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিপালক ছিলেন। তৎকালে কোন রাজাই তাঁহার প্রতিকূলবর্ত্তী ছিল না॥ ১৩॥

ক্ষময়া ধরণীতুল্যো দানে পর্জ্জন্য বদ্বশী।
তেজসা ভাস্করসমঃ স্থৈর্য্যে গিরিবরোপমঃ॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ। ঐ বৃষভানু ক্ষমাতে সর্ব্বংসহা পৃথিবীর তুল্য, দানেতে মেঘের ন্যায় সর্ব্বত্র-বর্ষী ও সর্ব্বজন চিত্ত বশীকারী, সূর্য্য তুল্য তেজস্বী, স্থিরতায় গিরিবর হিমালয় সদৃশ ছিলেন॥ ১৪॥

শৌর্য্যে রুদ্রসমঃ কোপে সপ্তজিহ্বাসমোবলী।
গাম্ভীর্য্যে সাগরসমো মহিম্নি গিরিশোপমঃ॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। শূরতায় রুদ্রতুল্য, কোপেতে অগ্নিতুল্য, বলেতে বলী সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সদৃশ, এবং মহিমাতে শিবতুল্য ছিলেন॥ ১৫॥

বিন্দুর্নাম মহানাসীৎ বৈষ্ণবো মুখরাপতিঃ।
তস্য পুত্রো ভদ্রকীর্ত্তি শ্চন্দ্রকীর্ত্তির্মহাবলঃ।
শ্রীদামাদি পূর্ব্বভ্রাতা মহাকীর্ত্তি স্তথৈবচ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। ঐ ব্রজধামে আঢ্যতম বিন্দু নামে এক গোপ প্রবর ছিলেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত, তাঁহার পত্নীর নাম মুখরা। ঐ মুখরা গর্ভে বিন্দুর পাঁচ পুত্র হয়। যথা ভদ্রকীর্ত্তি, চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবল, শ্রীদাম এবং মহাকীর্ত্তি॥ ১৬॥

ভানুমুদ্রা কীর্ত্তিমতী কীর্ত্তিদাবরজা সতী॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। ভানুমুদ্রা, কীর্ত্তিমতী ও কনিষ্ঠা কীর্ত্তিদা বিন্দুর এই তিন কন্যা উৎপন্না হয়। কীর্ত্তিদার এক নাম কলাবতী পুরাণান্তরে কহিয়াছেন॥ ১৭॥

ভদ্রকীর্ত্ত্যাদয়ো বিপ্র বৈষ্ণবা বিধিবন্ম ক্রমাৎ।
তে ব্যূহ র্মেনকাং মেনাং ষষ্ঠীং ধাত্রীঞ্চ ধাতুকীং॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! ভদ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি বিন্দু পুত্র পঞ্চভ্রাতা বিধিপূর্ব্বক, মেনকা, মেনা, ষষ্ঠী ধাত্রী ও ধাতুকী নাম্নী এই পঞ্চ কন্যার ক্রমে পাণিগ্রহণ করেন॥ ১৮॥

বৃষ স্তেষা মবরজা মুপযেমে যথাবিধিঃ।
তস্যাং বদ্ধমনঃ কামো নিনায় বহুবৎসরং॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। ঐ ভদ্রকীর্ত্ত্যাদির কনিষ্ঠা ভগ্নী কীর্ত্তিদা, বৃষভানু যথা বিধানে ঐ কীর্ত্তিদার পাণিগ্রহণ করেন। কীর্ত্তিদার উদার চরিত্র গুণে তাঁহাতে বৃষভানুর মন অতিশয় আবদ্ধ হয়, এবং ঐ বরপত্নীর সম্ভোগ সুখে মগ্ন হইয়া বহু সংখ্যক বৎসরকে অতিপাত করেন॥১৯॥

তস্যাঃ প্রসন্ন মন্নিচ্ছন্সুরেমে রমণ পণ্ডিতঃ।
নলেভেত্তনয়ং রাজা বিষণ্ণ মনসো ভবৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ কীর্ত্তিদা গর্ভে পুত্রোৎপত্তি হইবে এই কামনা করিয়া রমণ পণ্ডিত বৃষভানু প্রতি ঋতুতেই তাঁহার সহিত সুরতে রত হন। কিন্তু বহুকাল গত হইল পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না, তন্নিমিত্ত বৃষভানু অতিশয় বিষণ্ণমনা হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

ততঃ প্রবয়সৌ তৌতু চিন্তা শোক পরিপ্লুতৌ।
অটাটু মানৌ পুণ্যানি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥
সরাংসি সরিতশ্চৈব ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর দম্পতীর অনেক বয়স অবসান হইলে স্ত্রী পুরুষ দুইজনে অত্যন্ত চিন্তাতে এবং শোকেতে পরিপ্লুত হইয়া সুপুণ্য তীর্থাদি, দেবালয় সকল ও মানস বিন্দু সরোবরাদি, গঙ্গাদি নদী সকল, এবং পুরুষোত্তমাদি সুপুণ্য ক্ষেত্র সকল পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ২১।

পর্য্যাপ্ত ভূরিরত্নৌঘ দক্ষিণৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ।
ইযাজ পরমেশানাং মুনিভি র্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর মহারাজা বৃষভানু পুত্র কামনায় ব্রহ্মবাদী মুনিদিগের দ্বারা অশ্ব, মেধ, অজমেধ এবং সপ্ততন্তু প্রভৃতি ভূরি রত্ন দক্ষিণ বহু যজ্ঞদ্বারা পরমেশ্বরকে অর্চনা করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

নচোপলেভে সন্তানং রাজা শোক পরিপ্লুতঃ।
মুমোহ ধরণীপৃষ্ঠে মৃতবৎ পতিতঃ ক্ষণাৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াও যখন রাজা সন্তান লাভ করিতে পারিলেন না। তখন অত্যন্ত শোক পরিপ্লুত চিত্তে চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে মৃতবৎ নিপতিত হইলেন। ২৩ ॥

তং বীক্ষ্য পতিতং ধাত্র্যাং মূর্চ্ছিতং কীর্ত্তিদা সতী।
পতিং রাজন্ মাহেদং বচনং হিতমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পরমা সতী কীর্ত্তিদা স্বপতি মহারাজা বৃষভানুকে ধরণীতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া, তাঁহাকে তাঁহার আত্ম হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

হে নাথ শরণং যাচি জগন্মাতর মম্বিকাং।
সাচেৎ প্রসন্না তপসা বচসা মনসানঘ ॥
কর্ম্মণা নিয়মেনাপি বাঞ্ছিতার্থং প্রদাস্যতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কীর্ত্তিদা মহারাজাকে আশ্বাস করিয়া কহিতেছেন। হে নাথ। অনিত্য শোক ত্যাগ কর, এক্ষণে সন্তানাভিলাষে জগন্মাতা অম্বিকার শরণ লও, তপস্যা ও বাচনিক

স্তোত্র পাঠেও মানসে বা কর্ম অর্থাৎ পরিচর্য্যা এবং নিয়মদ্বারা যদি তিনি প্রসন্না হন্ তবে তোমাকে অনায়াসে তোমার অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন ॥ ২৫ ॥

তদন্যা নাস্তি লোকেস্মিন্ গতির্নস্বান্তনন্দনা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহারাজ! ইহলোকে তদ্ভিন্ন অন্য গতি নাই, তিনিই সকলের হৃদয়ানন্দ-দায়িনী, অতএব তৎশরণাপন্ন হওয়াই এক্ষণে আমাদিগের শ্রেয়ঃ কল্প হয়। ইতিভাবঃ ॥২৬॥

গোবর্দ্ধনাদ্রি প্রবর পার্শ্বে কাত্যায়নীশুভা।

কালিন্দ্যাঃ স্বচ্ছতোয়ায়াঃ কচ্ছান্তিক বরে নৃপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কীর্ত্তিদা রাজা বৃষভানুকে কহিতেছেন। হে নৃপ! গিরিবর গোবর্দ্ধন পার্শ্বে নির্ম্মল সলিলা যমুনার তীর সন্নিধি মনোহর উত্তম স্থানে শুভদায়িনী মহামায়া কাত্যায়নী মূর্ত্তি অধিষ্ঠাতা আছেন ॥ ২৭ ॥

নানামৃগগণাকীর্ণে নানাপক্ষী নিনাদিতে।

মঞ্জুভ্রমর সংঘুস্টে লতাকুঞ্জ সমাবৃতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে রাজন্! ঐ স্থান মনোহর তরুলতা মণ্ডিত, কত শত শত লতা মণ্ডিত কুঞ্জ গৃহে আবৃত, নানা প্রকার সুদৃশ্য মৃগগণে আকীর্ণ নানাজাতীয় পক্ষীগণের শ্রুতি রসায়ন ধ্বনিতে প্রতিনাদিত প্রমত্ত মধুপানাসক্ত ভ্রমর নিকরে নিরন্তর গুণ গুণ শব্দে পুষ্প পুষ্প ভ্রমণ করে ॥ ২৮ ॥

চিদ্রূপা পরমেশানী পরমা বরদা নৃণাং।

তামারাধয যত্নেন যদীচ্ছসি হিতং বরং ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে নাথ। সর্ব্ব জীবের বরপ্রদা, জ্ঞান স্বরূপা পরমা প্রকৃতি পরমেশ্বরী কাত্যায়নী দেবী তথায় অবস্থিতা আছেন। যদি আপনার হিতকর বরলাভের ইচ্ছা হয়, তবে সম্যক যত্ন দ্বারা সেই মহাদেবীর তুমি আরাধনা কর ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ। এতন্নিশম্য বচনং প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মাত্মনঃ।

অনপত্যঃ সুদুঃখার্ত্তো জগাম তপসেবনং ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অপত্য হীনতা প্রযুক্ত অত্যন্ত দুঃখ কাতর রাজা বৃকভানু স্বপ্রিয়া কীর্ত্তিদার মুখে আপনার প্রিয়ঙ্কর এই বাক্য শ্রবণ করতঃ অনতিবিলম্বে ঐ গোবর্দ্ধন সন্নিহিত বনে তপস্যার্থে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

কালিন্দ্যাঃ কচ্ছমভ্যেত্য অপঃস্পৃষ্ট্বা শুচিঃ শুচৌ।

প্রাণাপানৌ সমানোদানব্যানানেক মানসঃ।

নিয়ম্য যতবাক্ স্বস্মিন্না সনে বিশদ চ্যুতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহারাজা মনোহর কালিন্দী তীর সংপ্রাপ্তে, তৎপবিত্র জল স্পর্শে পবিত্র হইয়া, এক মন চিত্তে তথায় সুদৃঢ় সংকল্পে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রাণ, অপান,

সমান, উদান ও ব্যান বায়ুকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযত করতঃ যতবাক্ হইলেন অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৩১ ॥

অগ্নিং বায়ৌ জলে বায়ুং জলমাকাশতোনয়ৎ।
কুণ্ডলিন্যা মহাত্মানং সহস্রার সুপানয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অন্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানু, স্বশরীরস্থ অগ্নিকে বায়ুতে, বায়ুকে জলেতে, জলকে আকাশেতে লয় করিলেন। অনন্তর সুদৃঢ় যোগাবলম্বন দ্বারা মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীর সহিত হৃদিস্থ জীবাত্মাকে লইয়া শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলে পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিয়া চিত্তকে নিশ্চল করিলেন ॥ ৩২ ॥

একাহারো নিরাহারো বর্ষং তোয়াসনঃ স্থিতঃ।
ফলমূল পয়ঃপর্ণ বায়ুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্যার্থঃ। জিতেন্দ্রিয় বৃষভানু এক বৎসরকাল জলস্থ হইয়া মাসদ্বয় ফল মূলাহার, মাসদ্বয় শুদ্ধ জলাহার, মাসদ্বয় পত্র আহার মাসদ্বয় শুদ্ধ বায়ুমাত্র আহার করিয়া এক বৎসর একাহারে ও এক বৎসর নিরাহারে দেবীর উপাসনা করিলেন ॥ ৩৩ ॥

পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্য ধরণী মূর্দ্ধ বাহুকঃ।
ঊর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য পাদৌবাবধস্কং সমুপানয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্যার্থঃ। এই রূপে রাজা চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া কতিপয় বৎসর অতিপাত করতঃ পরে ঊর্দ্ধপাদ অধঃশিরা হইয়া ঘোরতর তপস্যায় সংলগ্ন হইবেন ॥ ৩৪ ॥

অনয়চ্ছত বর্ষাণি রাজা নিয়ত মানসঃ।
ওতদ্বর্ষশতে যাতে বাগ্‌বাচা শরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

অন্যার্থঃ। সংযত মানস রাজা বৃষভানু এইরূপ কঠোর ব্রতে শত সম্বৎসর কালকে অতিপাত করিলেন, পরে ঐ শত বৎসর অতীত হইলে অশরীরিণী বাক্যে আকাশ হইতে বাগ্‌দেবী তাঁহাকে এই কথা কহিলেন ॥ ৩৫ ॥

আভাষ্য বৃষভানুংতং নাদয়ন্তী নভস্তলং।
বৃষভানো নিবোধেদং বচনং হিতমাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানুকে সম্বোধন করতঃ বাগ্বাদিনী এমত গভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন যে সেই শব্দে সমস্ত আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। হে বৃষভানো! তোমার হিতকর যে বাক্য আমি বলি তুমি তাহা শ্রবণ করহ ॥ ৩৬ ॥

পথ্যং শ্রেয়স্করং বৎস কুরুষ তদনন্তরং ॥ ৩৭ ॥

অন্যার্থঃ। হে বৎস! অনন্তর সেই পরম কল্যাণ কর পথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ৩৭ ॥

হরির্নাম বিনা বৎস কর্ণশুদ্ধি র্ন জায়তে।
তস্মাৎ শ্রেয়স্করং রাজন্ হরিনামানু কীর্ত্তনং ॥
গৃহাণ হরিনামানি যথাক্রম মনিন্দিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্তার্থঃ। হে বৎস! হরিনাম শ্রবণ বিনা জীবের কর্ণ শুদ্ধি হয় না একারণ অতি শ্রেয়স্কর হরিনামের অনুকীর্ত্তন হয়। হে রাজন্! এক্ষণে যথাক্রমানুসারে তুমি গুরুর নিকট হরিনাম গ্রহণ কর। অর্থাৎ হরিনাম গ্রহণানন্তর অন্য মন্ত্র গ্রহণ করতঃ সাধনা করিলে সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৩৮ ॥

বৃষভানুরুবাচ।—মাতস্তৎ কীদৃশং নাম হরিনামেতি কীর্ত্তিতং।
যত্ত্বয়া জগতামস্য স্বর্গাবলয় কারিণী ॥
কৃপয়াবদ তৎ সর্ব্বং যথা তত্ত্বং যথাক্রমং ॥ ৩৯ ॥

অন্তার্থঃ। আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বৃষভানু বিনয় সহকারে দেবীকে কহিলেন, হে মাতঃ! তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী পরমা প্রকৃতি,তুমি যে হরিনাম গ্রহণ করিতে আমাকে আদেশ করিলেন, সেই হরিনামের কি মহিমা এবং যেরূপ অনুষ্ঠানে হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে, আপনি কৃপা করিয়া যথাবৎ তত্তত্ব আমাকে বলুন ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ঈরিতাং গিরমাকর্ণ্য রাজ্ঞা সা বৃষভানুনা।
অবদদ্বাক্য মব্যগ্রা মেঘ গম্ভীরয়া গিরা ॥ ৪০ ॥

অন্তার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! মহারাজা বৃষভানুর এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ মেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর শব্দে ধীরে ধীরে মহাদেবী এই বাক্য কহিলেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।—পুলিনে বিরজানদ্যাঃ পুণ্যে দেবর্ষি সেবিতে।
ক্রতুর্নাম মুনিঃ শ্রীমান্ স্তপসে তপতাম্বরঃ।
তত্রগত্বা মহাবাহো হরিনামানি সংশৃণু ॥ ৪১ ॥

অন্তার্থঃ। অনন্তর মহাদেবী কহিলেন। হে মহাবাহো! দেবর্ষিগণ সেবিত সুপুণ্য বিরজা নদীর তীরে পবিত্র পুলিনে সর্ব্ব তপস্বীশ্রেষ্ঠ তপস্বী মহামুনি শ্রীমৎক্রতু তপস্যায় সংলগ্ন আছেন। তুমি তথায় গমন করতঃ তাহার নিকট হরিনাম মহিমা শ্রবণ কর ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—নিপীয় বাক্যামৃত আত্মনোহিতং। ত্যক্ত্বা তপোঘোরমমিত্রকর্ষণঃ।
ক্রতোঃ সকাশং গতবানৃক্ষনাদিব। শ্বসন্ সুদীনো মুনিমৈক্ষতাশুসঃ ॥ ৪২ ॥

অন্তার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! শত্রু কর্ষণ মহারাজা বৃষভানু দেব্যুক্ত আত্ম হিতকর বাক্যামৃত শ্রবণমুখে পান করতঃ সুদীনমনা হইয়া অতি সত্বর গমনে ক্রতু মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোধর্ম্মে সংস্থিত ঐ মুনিবরকে দর্শন করিলেন ॥ ৪২ ॥

অর্চ্চ্যমভ্যর্চ্চ্য মাসীনং মুনিং তং সংশিতব্রতং।

পপাত চরণোপান্তে দীর্ঘ মুষ্ণং শ্বসং স্তদা।
আহগদগদয়াবাচা বৃষভানু মহাযশাঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

অস্তার্থঃ। যোগাসনে উপবিষ্ট প্রশংশিত ব্রতধারী পরমার্চনীয় মুনিকে অর্চনা করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া অতিশয় উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী রাজা বৃষভানু গদগদস্বরে মুনিবরকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

বৃষভানুরুবাচ।—পাহিপাহি মহাযোগিন্ শরণাগতপালক।
দীনানু কম্পিন্ দীনেশ নমস্তে ভগবন্মুনে ॥ ৪৫ ॥

অস্তার্থঃ। হে দীনেশ! হে মুনে! তুমি মহাযোগী, দীনানুকম্পি, শরণাগত প্রতিপালক, হে ভগবন্! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

দীনং মামব বিপ্রার্য্য সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্তার্থঃ। হে বিপ্রার্য্য! অর্থাৎ জগৎ শ্রেষ্ঠ মহামুনে! সাধু সকল দীনবৎসল হয়েন, অতএব অতি দীন জানিয়া আপনি আমাকে রক্ষা করুন্ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এবমীড়িত ঈড্যঃ স রাজ্ঞা মুনিবর স্তদা।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষয়াবাচা ভানুমাহ ঘৃণানিধিঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্তার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! পরম স্তবনীয় অকিঞ্চনবিত্ত মুনিবর ক্রতু, মহারাজা কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

ক্রতুরুবাচ।- মাভৈর্বৎস কুতোভীতি ভীরুস্ত্বমুপলক্ষয়ে।
কিমর্থং তপ্যসে রাজন্ কাতে চিন্তা হৃদিস্থিতা।
করোমিচ তবস্নেহাৎ যদ্যপিস্যাৎ সুদুষ্করং ॥ ৪৮ ॥

অস্তার্থঃ। মহামুনি ক্রতু বৃষভানুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৎস! তোমাকে ভীত দেখিতেছি, কেন কি ভীত হও, তুমি কি জন্য এত পরিতাপ করিতেছ, তোমার হৃদয় মধ্যে কোন বিষয়ের চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বল। আমি তোমার স্নেহপাশে অতিশয় আবদ্ধ হইলাম, এজন্য তোমার মনোগত চিন্তনীয় বিষয় যদিও সুদুষ্কর হয় তথাপি তাহা সুসিদ্ধ করিব ॥ ৪৮ ॥

বৃষভানুরুবাচ। -না স্যাদলভ্যং ত্রিভুবনে প্রসন্নে ত্বয়ি মে বিভো।
দেহি মে হরিনামানি যদি তেস্ত্বনুগ্রহো ময়ি ॥ ৪৯ ॥

অস্তার্থঃ। বৃষভানু ক্রতু মুনিকে সম্বোধন করিয়া আত্ম অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিলেন। হে বিভো! এ দীনের প্রতি তুমি প্রসন্ন হইলে এই ত্রিভুবন মধ্যে অলভ্য বিষয় কি আছে? যদি আমাতে আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে সুদুর্লভ হরিনাম আমাকে কৃপা করিয়া প্রদান করুন ॥ ৪৯ ॥

শরণায় নমস্তেস্তু প্রসীদ বিশ্ববিন্মম ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিশ্ববিৎ মুনে। এই বিশ্বস্থ বিষয় আপনি সকলই জানেন ও শরণাগত-পালক। আমি আপনাকে নমস্কার করি আমাপ্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মোবাচ। – প্রসন্নারুণ পাথোজাননঃ সমুনি সত্তমঃ।

প্রপন্নায় প্রসন্নোদাদ্ধরিনামাপ্যনুক্রমাৎ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস। প্রস্ফুটিত লোহিত পঙ্কজ তুল্য বদন মুনি সত্তম ক্রতু মহারাজার বিনয়াকারে সুপ্রসন্ন হইয়া শরণাগত বৃষভানুকে হরিনাম প্রদান করিলেন, এবং যেরূপ অনুষ্ঠানে নাম জপ করিতে হয় তাহাও কহিয়া দিলেন ॥ ৫১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ।—যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্ঞিতং।

মন্ত্রং ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদ নঃ বিভো ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। লোমহর্ষণ সূত অতি বিনয় সহকারে বেদব্যাস প্রতি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন। হে বিভো! হে নাথ দ্বৈপায়ন। আপনি হরিনাম সংজ্ঞক পরমার্থ সাধন ব্রহ্মপদ-প্রদ যে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন, এইক্ষণে সেই সিদ্ধি কর হরিনামাখ্য মন্ত্র কি? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া কহেন ॥ ৫২ ॥

দ্বৈপায়ন উবাচ।— গ্রহণাদ্যস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।

সদ্যঃ পূতঃ সুরাপোপি সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ। ৫৩।

অস্যার্থঃ। দ্বৈপায়ন সূতের প্রশ্ন শ্রবণান্তর হরিনাম মাহাত্ম্য কহিতেছেন। যথা! যে মহামন্ত্র হরিনাম গ্রহণমাত্রে জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয়, সুরাপানশীল ব্যক্তিও হরিনাম গ্রহণ মাত্রে তৎক্ষণাৎ পরম পবিত্র হয়, এবং কেবল পবিত্র মাত্র নহে সর্ব্বসিদ্ধি যুক্ত হয়। ৫৩ ॥

তদহং তেভিধাস্যামি মহাভাগবতোহসি ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস। তুমি মহাভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শিরোমণি অতএব তোমাকে আমি মহামন্ত্র হরিনাম কহিতেছি শ্রবণ কর ইতি আকাঙ্ক্ষা ॥ ৫৪ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর সংযুক্ত ভগবানের ষোড়শ নাম সম্বোধন পূর্ব্বক জপ করিবে এই সকল নামই ব্রহ্মবাচক হয়। হরি শব্দ মঙ্গলবাচক ইহাতে আত্মাই পরম মঙ্গল যাহার স্মরণে মৃত্যুরূপ অমঙ্গল নাশ হইয়া অমরত্ব-পদ লাভ হয়। সমস্ত জগতের আ [illegible] কৃষ্ণ শব্দে বাচ্য হন্। রাম শব্দে সর্ব্বরঞ্জন ইহাতে রাম শব্দ আত্মবাচক, যোগিগণ যাহাতে সর্ব্বজন রঞ্জক হন, যেমন। অনাত্ম বস্তুতে কাহারই আদর নাই। ইহাতে তিন নাম পর ব্রহ্মের বিশেষণ যথা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। সত্যস্বরূপ হরিনাম, জ্ঞানস্বরূপ কৃষ্ণনাম, আনন্দস্বরূপ রামনাম, এই তিনের বিশেষ্যবিশেষণ গত অভেদতা জানাইবার জন্য দুই দুই নামের দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৫

ইত্যষ্টশতকং নাম্নাং ত্রিকাল কল্মষাপহং।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। এই মহামন্ত্র হরিনাম এক শত অষ্টবার ত্রিকাল জপ সর্ব্বপ্রকার পাপের অপহারক হন্ অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এক শত অষ্টবার প্রত্যেক সময়ে জপ করাতে সকল পাতক ধ্বংস হয়। ইহার পর ভবভীক জনের ভব নিস্তারণ উপায় আর নাই, ইহা সর্ব্ববেদে কথিত আছে॥ ৫৬॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসাগম মতেষু চ।
মীমাংসাবেদ বেদান্ত বেদাঙ্গেষুসমীরিত॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ ইতিহাস আগম, আর মীমাংসা বেদবেদান্ত এবং বেদাঙ্গাদি সর্ব্ব শাস্ত্রমতে ইহাই প্রকথিত হইয়াছে॥ ৫৭॥

তন্নাম কীর্ত্তনং ভূয় স্তাপত্রয় বিনাশনং।
সর্ব্বেষা মেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্ত মুদাহৃতং॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। পুনঃ প্রকথিত হইয়াছে যে হরিনাম সংকীর্ত্তনে অধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ প্রকার তাপ সংহার হয়। যত পাতক আছে অর্থাৎ অতি-পাতক মহাপাতক ও উপপাতক, এই সমস্ত প্রকার পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হরিনাম সংকীর্ত্তন শাস্ত্রে কহিয়াছেন॥ ৫৮॥

নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
নাম সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্মদৃশ্যতে॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। তারকব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন তুল্য ত্রিলোকের মধ্যে পাপনাশ বৎকারণ আর কিছু মাত্র দেখিতে পাই না অর্থাৎ হরিনাম সংকীর্ত্তন সকল পুণ্য হইতে পুণ্যতর, অর্থাৎ ইহার তুল্য সুপুণ্যতর আর কিছুই নাই॥ ৫৯॥

নাম সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্যং বিপশ্চিত।
সুরাপ ব্রহ্মহাস্তেয়ী রোগী ভগ্নব্রতোহশুচিঃ॥ ৬০।
সাধ্যায়বর্জ্জিতঃ পাপো লুব্ধো নৈকৃতিকঃ শঠঃ।
অব্রতী বৃষলীভর্ত্তা কুলটী সোমবিক্রয়ী।
তেপি মুক্তি মবাপ্নোতি বিষ্ণোনামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। সুরাপানশীল, ব্রহ্মহন্তা স্বর্ণাদিচোর এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপভুক্ রোগী, ভগ্নব্রতী, অশুচি, বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব পাপকৃৎ পুরুষ, ব্যাধ বৃত্ত্যুপজীবি, পিশুন, প্রতারক অর্থাৎ খল ও বঞ্চক, স্বধর্ম্মত্যাগী শূদ্রাভর্ত্তা দ্বিজ, কুলটোপভোগী, শুক্রবিক্রয়ী এতৎ সর্ব্ব পাপের পাপী হইলেও সে হরির নাম সংকীর্ত্তন মহিমায় পরমা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ কারণ জ্ঞানবান পণ্ডিত দিগের সদা সর্ব্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব

বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্।
শিশুপালো গতঃ স্বর্গং কিং পুনস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৬২ ॥

ভাবার্থঃ। দমঘোষ পুত্র শিশুপাল বিদ্বেষভাবে ভগবান গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া বৈকুণ্ঠ-পরাৎপর স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, ইহাতে তৎপরায়ণ হইয়া যাহারা হরিকে স্মরণ করে তাহাদিগের কথা আর কি কহিব? ॥ ৬২।

ব্যাস উবাচ। —ইতি মন্ত্রং প্রদায়ৈব তদা স ভগবান্ ক্রতুঃ।
ইদমাহ বচঃ পথ্যং ভূয়োহরি মনুস্মরন্ ॥ ৬৩ ॥

ভাবার্থঃ। বেদব্যাস লোমহর্ষণকে কহিতেছেন। বৎস! তখন ভগবান্ ক্রতু মুনি ক এই মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করতঃ পুনর্ব্বার মনে হরিকে স্মরণ করিয়া বৃষভানুকে থ্য কথা বলিলেন। ৬৩॥

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা শৈব এব বা।
গাণপত্যো লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৬৪ ॥

ভাবার্থঃ। বৎস! শাক্ত বা বৈষ্ণব কি সূর্য্যোপাসক সৌর, অথবা শৈব, কিম্বা গণেশোপাসক গাণপত্য এই পঞ্চবিধ উপাসক হরিনাম কীর্ত্তনে কর্ণশুদ্ধি লাভ হয়। সর্ব্বাগ্রে হরিনাম দীক্ষা ব্যতীত কোন মন্ত্রেই দীক্ষিত হইবেক না, যেহেতু কর্ণের ও জন্য মন্ত্র সকল ফলপ্রদ হয় না। ৬৪

যস্য কর্ণপুটে রাজন্ ন বিশেদ্ধরিনামকং।
শবস্য কর্ণৌ তাবেব বিষ্টে শুদ্ধিমিতো ব্রজেৎ ॥ ৬৫ ॥

ভাবার্থঃ। হে রাজন্! যাহার কর্ণপুটে হরিনাম প্রবিষ্ট না হয়। তাহার সেই শবকর্ণের ন্যায় অপবিত্র, পুনঃ হরিনাম প্রবেশে পবিত্রতা লাভ হয়। অর্থাৎ হরিনাম দীক্ষা না হয় তত দিন কর্ণ অপবিত্র থাকে ইত্যভিপ্রায় ॥ ৬৫ ॥

কবাচ। —অতঃপরং মহাবাহো জপ বিষ্ণুং সমাহিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ভাবার্থ। মহারাজা বৃষভানুকে ক্রতু মুনি কহিতেছেন, হে মহাবাহো! তোমাকে হরিনাম প্রদান করিলাম, অতঃপর তুমি সুসমাহিত চিত্তে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করহ। অর্থাৎ তোমার অভিলাষ অবশ্য পূর্ণ হইবে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৬

উবাচ। —আমন্ত্র্যাচার্য্যং সংস্তূয় প্রণিপত্য চ ভূমিবং।
ভক্তিপ্রেম মতিমান্ রাজো মনুজপন দ্বিজ ॥ ৬৭ ॥

ভাবার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে দ্বিজ! মতিমান্ বৃষভানুরাজা ক্রতু অর্চ্চনা করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তবকরতঃ তদাজ্ঞা লইয়া ভক্তিতে আনন্দ কলেবরে মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে তৎ হইতে গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

কালিন্দ্যাস্তটমাগত্য জজাপ পরমং মনুং।
ততঃ কতিপয়স্যান্তে কালস্য পরম কল ॥

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রসন্নাপঙ্কজাননা।
আবিরাসীন্মহামায়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর রাজা যমুনাতীরে সমাগত হইয়া শ্রীরাধার সেই পরম মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কতিপয় দিবসান্তে কালের পরমা কলা মূলপ্রকৃতি কালরূপা প্রস্ফুটিত কমলবদনা জগন্মাতা নারায়ণী রাজার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া সেই নিত্যা ব্রহ্মরূপা সনাতনী মহামায়া আবির্ভূত হইলেন ॥ ৬৮ ॥

সা দৃষ্ট্বা ভাসমানা ভাসা মহত্যা জগদম্বিকাং।
সম্মুখং ভক্তিভাবায় নম্রস্কন্ধ শিবান্বিত।
প্রণনাম প্রহৃষ্টাত্মা সংস্তোতুমুপচক্রমে ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। বালসূর্য্যসম স্বকীয় দীপ্তিতে ভাসমানা জগজ্জননী মহাদেবীকে সম্মুখে সন্দর্শন করতঃ ভক্তিভাবে নতস্কন্ধ ও নতমস্তক হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং মহা হর্ষসমুদিত হইয়া জগদীশ্বরীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

বৃষভানুরুবাচ। রূপং তে জগদম্বিকে পরমকং বাচামবর্ণ্যং কবেঃ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং যদস্তপ্রণয়া সংদর্শিতং তৎ কদা ॥
কিং বর্ণ্যং তব সাম্পতং সুরবরাভীষ্ট প্রদে মুক্তিদে ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। হে জগজ্জননি। হে মুক্তিপ্রদায়িনি। তোমার যে এই পরম রূপ দর্শন করিলাম ইহা বাক্যেতে কবির অবর্ণনীয়, অর্থাৎ রচনা প্রবন্ধে বাক্যদ্বারা কবিগণে বর্ণন করিতে পারেন না। তোমার অচিন্ত্য পরম রূপ কদাপি কাহারও ধ্যানের বিষয় হয় না। তোমার মহিমা যে কতদূর তাহা ব্রহ্মাদিরও অগম্য অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরা নিশ্চয় বলিতে অক্ষম। হে সুরবরাভীষ্ট প্রদে। সুরবর ভগবান প্রভৃতির অভীষ্ট প্রদায়িনি। আমি অতি লঘুবুদ্ধি, আমা কর্তৃক তাহা কিরূপে বর্ণনা হইতে পারে ॥ ৭০ ॥

জাতো বাকপতিতাং গুরুস্তু যদনুধ্যানাত্তনাস্তোকজ।
যোনিস্তুৎ পরমং নিধায় হৃদি প্রাজাধিপত্যং গতঃ।
বিষ্ণু পাতি সুরেশ পূজাচরণ ত্রৈলোক্য মেতৎ সুখং।
ত্বাং নৌমি জগদীশ্বরি ত্রিজগতাং মাতর্নমে ভক্তিতঃ ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে জগদীশ্বরি। তোমার ঐ পরমরূপ ধ্যান প্রভাবে সুর গুরু বৃহস্পতি বাক্‌পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদ্ধাতা পদ্মযোনি ব্রহ্মা তব অচিন্তনীয় রূপ হৃদয়ে ধারণা করত এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়া প্রজাধিপত্য পদ লাভ করিয়াছেন। তোমার পূজ্য পাদযুগল চিন্তা করিয়া সুরপতি ইন্দ্র ত্রিলোকৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগৎপতি বিষ্ণু জগৎ পালন করিতেছেন, এবং তোমার নমস্কার প্রভাবে সম্যক্ প্রকার সুখ ভোগে ভোক্তা হইয়াছেন। হে ত্রিজগন্মাতঃ। অতএব আমি নিয়ত ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭১

ভক্তিহীনস্য মূর্খস্য দীনস্য ভুবনেশ্বরি।

দর্শিতং মে পদাম্ভোজং মমানুগ্রহ কাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ভুবনেশ্বরি! আমি অতিদীন, ভক্তিহীন মূর্খ, শুদ্ধ আমায়ে অনুগ্রহ করিয়া তোমার পাদপদ্মযুগল আমাকে দর্শন করাইলে ॥ ৭২ ॥

ভবৎ পাথোজপাদেষু মন্মূর্দ্ধ ভ্রমরায়িতঃ।

আস্তাং সদপবর্গাব্জ মকরন্দ পিপাসয়া ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মাতঃ! শুদ্ধ মোক্ষরূপ মহাপদ্মের মকরন্দপিপাসায় আমার এই মস্তক ত্বদীয় চরণকমলে ভ্রমরচর্য্যায় অবস্থিতি করিয়া রহিল ॥ ৭৩ ॥

অগম্যং তপসা বাচা কর্ম্মণা মানসে ন চ।

দর্শিতং কৃপয়া মহ্যং নমস্তে ভক্তবৎসলে ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ভক্তবৎসলে! তপস্যাদ্বারা কি বাক্যদ্বারা বা কর্ম্মদ্বারা কিম্বা মানসদ্বারা তোমার এই রূপ দর্শনের অগম্য। শুদ্ধ কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন করাইলে অতএব তোমাকে আমি নমস্কার করি।

অর্থাৎ কঠিনতর তপস্যা ও বাক্যে বিবিধ স্তব করিয়া, এবং যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাসাদি কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, এক মনে ব্রতধারণে মনন করিয়াও তোমাকে দর্শন করিতে পারেন না, সেই অচিন্তনীয় রূপ কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন করাইলে ইতিভাবঃ ॥ ৭৪ ॥

নমস্তে জগদাধারে জগতাং মোহকারিণি।

ন যথা মোহয়েন্মায়া মাং তে বিশ্বেশ পূজিতে ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে জগতের আধার স্বরূপা দেবি। তুমি জগন্মোহন কারিণী, হে বিশ্বেশ্বর পূজিতে। তোমার বিশ্বমোহিনী দুরন্ত মায়া আমাকে যেন মোহযুক্ত না করে, এই প্রার্থনায় তোমাকে নমস্কার করি। ৭৫ ॥

নমামি তে পাদপঙ্কজে দেবী বিষ্ণু পূজিতে।

নমস্তুভ্যং মহেশানি মামনাথ মহেশ্বরি ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দেবি। তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিপূজিতা তোমার চরণ কমলযুগলে আমি প্রণাম করি। হে মহেশ্বরি। হে মহাঈশানি! আমি অতি দীন অশরণ অনাথ আমাকে রক্ষা কর, তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৬ ॥

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।

সর্ব্বাধারা নিরাধারা সাধারা ধরণাধরে ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ভবতাপে তাপিত অতিদীন শরণাগত জনের পরিত্রাণ কারিণী তুমি। হে দেবি। তুমি সকলের আধার, অথচ আপনি নিরাধারা, কিন্তু, আধেয়রূপে আধারযুক্তও রূপান্তিৎ হও তুমি সর্ব্বজনধাত্রি ধরিত্রীরে ধারণা কর ॥ ৭৭ ॥

বেদ বিদ্যাধরাধারো নমস্তে বিশ্বপূজিতে ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবী! তুমি বেদবিদ্যাধারিণী এবং বেদবিদ্যা ধারণার আধারস্বরূপে; তুমি বিশ্বপূজিতা, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি সংস্তুয় সম্ভূয় প্রণম্যাভ্যর্চ্য ভক্তিতঃ।

কৃতাঞ্জলি পুটশ্চাসৌ রাজা পূর্ণমনোরথঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! রাজা বৃষভানু স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে এই প্রকার দেবীর অগ্রে স্তুতি করতঃ পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও ভক্তিভাবে অর্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুট-পাণি হইয়া রহিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।—প্রসন্না হে বৎসযমৈ স্তপসা চ সপর্য্যয়া।

ভক্ত্যা ক্ষান্ত্যা দমেনাপি স্তোত্রেণানেন বৎসকঃ ॥ ৮০ ॥

বরদাস্তে বরার্হস্ত্ব বরং বরয় বাঞ্ছিতং ॥ ৮১ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী বৃষভানুকে কহিতেছেন। বৎস! তোমার জিতেন্দ্রিয়তায় ও তপস্যায়, পূজায়, ভক্তিতে ও ক্ষমা গুণেতে দমযোগেতে এবং স্তুতি বাক্যেতে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তুমি আমার বর গ্রহণযোগ্য পাত্র, আমি তোমার বরপ্রদায়িনী, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর যাচঞা করহ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

বৃষভানুরুবাচ।—প্রসন্না যদি মে দেবী কিমন্যাপি জগত্রয়ে।

দুর্লভং ত্বৎ পদাম্ভোজ শরণন্তু গতেন সঃ ॥ ৮২ ॥

অস্যার্থঃ। বৃষভানু দেবীর নাম্নকম্পিত এই বাক্য শ্রবণ করতঃ বিস্ময়োৎফুল্ললোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! যদি অদ্য আমার প্রতি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আর এই জগত্রয়ে আমার কিছু প্রয়োজন নাই, যেহেতু তোমার পাদপদ্মাশ্রয় প্রাপ্তি অতি সুদুর্লভ হয় ॥ ৮২ ॥

সর্ব্ব স্যান্তর্গাসি মে স্বান্ত গতং জানাসি মাং কথং।

বিড়ম্বয়সি বাগ জালৈ দে হি দেয়ো বরো যদি ॥ ৮৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে দেবি! তুমি সকলের অন্তঃকরণরূপা ও সর্ব্বান্তরজ্ঞা আমার হৃদয়গত অভিলাষ আপনি জানিতেছেন, নিরর্থ বাক্‌জাল দ্বারা কেন আর বিড়ম্বনা কর, যদি দেয় হয়, তবে মম হৃদয়াভিলাষ বর আমাকে প্রদান করুন্ ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এমাভাষিতং বাচমাকর্ণ্য জগদম্বিকা।

ডিম্বং সহস্র সূর্য্যাভং প্রদায়ান্তরগাৎ ক্ষণাৎ ॥ ৮৪ ॥

বৃষভানু র্মহাতেজা সংহৃষ্টো গৃহ মাযযৌ ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস! জগজ্জননী কাত্যায়নী দেবী বৃষভানুর ভক্তিপূর্ব্ব এতদ্বাক্য শ্রবণ করণানন্তর সহস্রাদিত্য তুল্য প্রভাযুক্ত একটি ডিম্ব

তাঁহার হস্তে সমর্পণ করতঃ ক্ষণমাত্রে অন্তর্হিতা হইলেন। মহাতেজা রাজা বৃষভানু ঐ ভিন্ন প্রাপ্তে সম্যক হর্ষযুক্ত হইয়া স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন॥ ৮৪॥ ৮৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্যে মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে বৃষভানোর্বরপ্রাপ্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয়াখ্যানে কাত্যায়নী দেবীর নিকট রাজা বৃষভানুর বরপ্রাপ্তি নামে ষষ্ঠাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়ঃ।

শ্রীমতী রাধিকার জন্ম কথন।

ব্রহ্মোবাচ।—কীর্ত্তিদা মহিষীতস্য রত্নপালঙ্কমাশ্রিতা।
নানারত্নৌঘ সংচ্ছন্না সখিকোটিবৃতা সদা॥ ১॥

অন্বয়ার্থঃ। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস। শ্রবণ কর। মহাকান্তা বৃষভানুর মহিষী কীর্ত্তিদা দেবী, নানা অলঙ্কারে আচ্ছাদিত গাত্রা, সর্ব্বদা কোটি সখীতে পরিবৃতা রত্নপালঙ্কশায়িনী হয়েন॥ ১॥

দিব্যাম্বর পরীধানা দিব্যগন্ধানুলেপনা।
অনবদ্যৈ রবয়বৈমৃ গশাবকলোচনা॥ ২॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ রাজমহিষী কীর্ত্তিদা, দিব্যবস্ত্র পরিধায়িনী, দিব্যগন্ধানুলেপিত কলেবরা, আনন্দিত সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্ট, হরিণ শিশুর ন্যায় সুচঞ্চল লোচননয়না॥ ২॥

আযান্তং রাজ্ঞানালোক্য পতিং সাশ্রুভিতাননা।
ঘোরেণ তপসা ক্লিষ্টং অস্টং মলিন বাসসং।
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গ মুত্তস্থৌ সম্ভ্রমান্ত্বদা॥ ৩॥

অন্বয়ার্থঃ। মহারাজ্ঞী কীর্ত্তিদা রত্নপালঙ্কে অসংখ্য দাসীকর্তৃক পরিসেবিতা ছিলেন, এমন সময়ে রাজা বৃষভানু দেবীদত্ত ভিক্ষগ্রস্তে স্বগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ইত্যাভাসঃ। ঘোর তপস্যাদ্বারা ক্লিষ্ট, ধূলিধূসরিত কলেবর, এবং মলিন বস্ত্র পরিধান অথচ সর্ব্বচিহ্ন পতিকে গৃহে সমাগত দেখিয়া, মহারাণী তখন আসন হইতে অতি সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া লজ্জিত-বদনা হইয়া তৎসম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন॥ ৩॥

তামবীক্ষ্য বিশালাক্ষীং বিশাল জঘনোরুকাং।
উত্তুঙ্গোরু স্তনীং তপ্ত কার্ত্তস্বর সমদ্যুতিং।
তস্যাহস্তে তদাভানুঃ প্রদদৌ ডিম্বমুত্তমং ॥ ৪ ॥

অন্বার্থঃ। রাজা যুবতার বিস্তীর্ণ নয়না, বিস্তীর্ণ রম্ভাতরু সদৃশ উরু ও বিস্তীর্ণ জঘনা, অতি উচ্চতর গুরুস্তনী, প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা স্বপ্রিয়া কীর্ত্তিদাকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা অবলোকন করতঃ তখন সেই দেবীদত্ত উত্তম ডিম্বটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ৪ ॥

বাহুমাগৃহ্য তড্ডিম্বমবেক্ষ্যচ মুহুর্ম্মুহুঃ।
বিস্ময়ং পরমং লেভে তদা সা বরবর্ণিনী ॥ ৫ ॥

অন্বার্থঃ। তখন বরবর্ণিনী রাজমহিষী কীর্ত্তিদা মহারাজার বাহু ধারণ করতঃ ঐ জ্যোতির্ম্ময় ডিম্বকে বারম্বার অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্না হইলেন ॥ ৫ ॥

নানোরুগন্ধং তড্ডিম্বং সর্ব্বশক্তি সমুজ্জ্বলং।
কোটি সূর্য্য সমংভাসা তৎক্ষণাদ্বিধাভবৎ ॥ ৬ ॥

অন্বার্থঃ। ঐ ডিম্ব নানাপ্রকার উত্তম গন্ধযুক্ত, সর্ব্বশক্তিময় পরম উজ্জ্বল বর্ণ, কোটি সূর্য্যের সমান দীপ্তিমৎ। দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণমাত্র সেই ডিম্ব স্বয়ং দুই খণ্ড হইল ॥ ৬ ॥

পুণ্যগন্ধ বহৌ বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশোদশ।
প্রসন্নাঃ সলিলাধারাঃ প্রসন্নাশ্চ মনাংসিনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বার্থঃ। ডিম্ব দ্বিধা হইবামাত্র পবিত্র মনোহর গন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল, দশদিক সুপ্রসন্নরূপে প্রকাশ পাইল, নদ নদী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় সকল সুপ্রসন্ন এবং সর্ব্বজীবের মন সহসা অতিশয় প্রসন্ন হইল ॥ ৭ ॥

আসীন্নির্ম্মল মাকাশং যযুস্তুষ্টা সমং তদা।
দেবদানব গন্ধর্ব্বা যক্ষ রাক্ষস পন্নগাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বার্থঃ। আকাশমণ্ডল অতি নির্ম্মল হইল, আর দুষ্ট গ্রহ সকল সাম্য গুণে স্ব স্ব উচ্চগৃহে অবস্থান করিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও ভুজঙ্গগণ সকল আকাশে সমাগত হইলেন ॥ ৮ ॥

বিদ্যাধরাপ্সরঃ সিদ্ধ সাধ্য ভৈরব কিন্নরাঃ।
খগাঃ পিশাচ দৈতেয়া নাগাং ক্রুরতরাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বার্থঃ। বিদ্যাধর, অপ্সর, সিদ্ধ, সাধ্য, ভৈরব, কিন্নর, এবং সুপর্ণাদি পক্ষীগণ, পিশাচ, দৈত্য, নাগগণ ও যত ক্রুরতর জীব সকলে আইলেন ॥ ৯ ॥

অহং বিষ্ণুর্ভবো বিশ্বে দেবাশ্চ অশ্বিনাবপি।
গ্রহ নক্ষত্র ভূতানি বায়বঃ পিতরস্তদা ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অম্বিকাকে কহিতেছেন। বৎস। সে সময় আমি ও বিষ্ণু এবং ভব মহাদেব, আর বিশ্বদেব ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়। গ্রহ, নক্ষত্র, অশেষ অন্তরীক্ষচর জীবসমূহ ঊনপঞ্চাশৎ সমীরণ এবং পিতৃগণ সকল আগত হন ॥ ১০ ॥

ঋষয়ো মনবো বেদাঃ শাস্ত্রাণি চ চতুর্দ্দশ।
সবাহনাঃ সানুগাশ্চ সায়ুধাঃ সপরিচ্ছদাঃ।
স্বং স্বং যান সমারুহ্য সর্ব্বে খস্থা স্তদাভবন্ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। যত ঋষিগণ, মনুগণ ও চারিবেদ, চতুর্দ্দশ শাস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান রূপে স্ব স্ব বাহন ও অনুগামীগণের সহিত স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছদ সমন্বিত আপন আপন রথে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপরিভাগে আকাশমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

জনন্যাং জায়মানায়াং কীর্ত্তিদায়াং শুভোদয়ে।
গায়ৎগন্ধর্ব সন্নাদে গীয়মানাপ সরোগণে ॥ ১২ ॥
সাধুনাং সমচিত্তানাং প্রসন্নেষু মনঃ সুচ।
স্তুবৎস্বমুনি সাধ্যো পুষ্পবৃষ্টিসমাকালে ॥ ১৩ ॥
চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে নবম্যাং শোভনেঽহনি।
শুভযোগে চ শুভদে নক্ষত্রেঽদিতি দৈবতে ॥ ১৪ ॥
আবিরাসীৎ পরা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বার শুভোদয়ে, গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, অপ্সরগণেরা গান করিতে লাগিল, সমচিত্ত সাধুদিগের মন প্রসন্ন হইল, মুনিগণ ও সাধ্যগণ স্তব করিতে লাগিলেন আকাশ হইতে দেবগণেরা পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিতে লাগিলেন, শুভ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে শুভপ্রদ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, শোভনদিনে শুভযোগে জগজ্জননী অযোনিসম্ভবা পরাদেবী আসন্ন প্রসবা কীর্ত্তিদা ক্রোড়ে আবির্ভূতা হইলেন, যেমন পূর্ব্বদিকে চন্দ্রোদয় হইলে জন সকলের চিত্ত আনন্দোদয় হয়, তদ্রূপ দেবীর জন্ম হইল বলিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য। চৈত্র মাসে দেবীর জন্ম যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা কল্পান্তরীয় বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমান বরাহকল্পে ভাদ্রমাসে রাধার জন্ম হইয়াছিল যথা। (ভাদ্রেমাসি সিতেপক্ষে অষ্টম্যাং শুভেদিনে, আবিরাসীৎ কলাবত্যাং স্বয়ং রাধা হরেঃ প্রিয়া) ভাদ্রপদমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শুভদিনে হরিপ্রিয়া রাধা কলাবতী অর্থাৎ কীর্ত্তিদা ক্রোড়ে স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েন।

রক্ত বিদ্যুল্লতা কারা সর্ব্বসৌভাগ্য নন্দিনী।
হার কেয়ূর মুকুট নানালঙ্কার ভূষিতা ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। [illegible]

নানা অলঙ্কারে সুদীপ্ত গাত্রা, সম্যক সৌভাগ্য বৃদ্ধিকারিণী দেবীরাধা, জননী ক্রোড়ে বিরাজমানা হইলেন ॥ ১৬ ॥

কোটিসূর্য্য প্রভা তথা মনোনয়ন নন্দিনী।
দিব্য মাল্যাম্বরা দিব্যগন্ধানুলেপনা ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। মনোহর কলেবরা কোটি সূর্য্যের ন্যায় অঙ্গপ্রভা অথচ মন এবং নয়নের আনন্দবর্দ্ধিনী সৌম্যরূপা, দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনধারিণী, দিব্য গন্ধে অনুলেপিত গাত্রা ॥ ১৭ ॥

অষ্টহস্তা বিশালাক্ষী চারু চন্দ্রার্দ্ধশেখরা।
কৃপাণং শঙ্খ চক্রঞ্চ গদা মুষল মেবচ।
অভয়ং বরশক্তিঞ্চ দধানঞ্চাষ্টভির্ভুজৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী বিশালনয়না, অষ্টভুজা মূর্ত্তি ললাটফলকে মনোহর অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতা। কৃপাণ শঙ্খ চক্র গদা এবং মুষল অভয় বর শক্তি এই অষ্ট প্রহরণ অষ্টহস্তে পরিশোভিত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে কৃপাণ ও শঙ্খ তদধো হস্তদ্বয়ে চক্র ও গদা। তাহার নিম্ন হস্তদ্বয়ে মুষল ও অভয়। তদধো ভুজদ্বয়ে বর ও শক্তিধারিণী ॥ ১৮ ॥

কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদাং কীর্ত্ত্যা প্রপূরিত জগত্রয়ং।
তনয়াং বিষ্ণুতনয়াং জগন্মাতর মম্বিকাং ॥ ১৯ ॥
জাত মাত্রাং তদোদ্বীক্ষ্য স্বুগ্রেণ তপসা মুনে।
ভাসয়ন্তীং পুরীং রম্যাং বিশ্বরূপাং সনাতনীং ॥
অযোনিজাং বরারোহাং রাধিকাং বৃষভানুনা ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! কীর্ত্তি প্রদায়িনী কীর্ত্তিত পরিপূর্ণ জগৎ সেই জগন্মাতা অম্বিকা কীর্ত্তিদা-তনয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণু প্রভবা বিশ্বরূপা সনাতনী মহাদেবী জন্মিবামাত্র তদঙ্গজ্যোতিতে সকল পুরী দীপ্তিমতী হইল, রাজা সেই অযোনিসম্ভবা বরারোহা কন্যাকে অবলোকন করতঃ এই অনুমান করিলেন যে ইনি প্রাকৃতা কন্যা নহেন, বৃষভানু কর্ত্তৃক আরাধিতা সেই জগদীশ্বরী উগ্রতপঃ প্রভাবে পুত্রীরূপে আবির্ভূতা হইলেন ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

প্রেষয়ৎ প্রৈষ্যা মাত্মজাং স্বাং নিবিবিৎসু র্নৃপায়তাং।
অদ্ভুতাং চারু সর্ব্বাঙ্গী মদ্ভুতাম্বর ধারিণী ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদা দেবী স্বক্রোড়ে অদ্ভুত বসন পরিধারিণী অদ্ভুতাকারা সুশোভনা সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্টা স্বীয়া তনয়া অবলোকন করিয়া তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য দাস দাসীগণ দ্বারা রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন ॥ ২১ ॥

তথাগমৃত সংহৃষ্টো বৃষভানু র্মহাযশাঃ।
সমস্তৈশ্চৈব হর্ষোষা স্তুনৌ তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। স্ত্রীরত্নজার উৎপত্তি শ্রবণে মহাযশস্বী মহাত্মা রাজা বৃষভানু প্রেষ্য দিগের মুখবিগলিত সেই অমৃততুল্য বাক্যে সম্যক্ সংতৃপ্ত হইলেন। এবং সম্যক্‌রূপে আনন্দ সমূহ তাঁহার শরীরে পরিপূর্ণ রূপে উদয় হইল ॥ ২২ ॥

হৃষ্টঃ প্রাদাদ্বহুবিধং প্রীতয়ে জগতাং জনোঃ ॥
ধন বাসাংসি রত্নৌঘ কম্বলানা জিনানি চ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা পরম হর্ষযুক্ত হইয়া জগৎজনে ভগবানের প্রীতির নিমিত্তে নানাধন্ত নানাধন, নানাপ্রকার বস্ত্র সকল এবং কম্বল শালপট্টু বনাৎ প্রভৃতি বহুবিধ বহুমূল্যের দ্রব্য সকল দান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মণিমাণিক্য বস্ত্রাণি বহুবার্হণি সহস্রশঃ।
গোগ্রাম হয রত্নানি করিণী করিণ স্তথা ॥ ২৪ ॥
শতশোহস্ত্র পূর্ণানি পরিতানি রথাং স্তথা।
খরোষ্ট্র মহিষান্ ছাগান দধিক্ষীর ঘৃতানি চ ॥ ২৫ ॥
শালি মুদ্গ মসুরাংশ্চ বিবিধান্ ভূমিজন্মনঃ।
ক্লিবেভ্যঃ পঙ্গুভ্যশ্চ অনাথ বৃদ্ধ বালকে। [illegible]

অস্যার্থঃ। [illegible] উপরোক্ত দান করিলেন মহারাজ, মণিমাণিক্য ও তাহাদিগের উপযুক্ত সহস্র সহস্র উত্তম বস্ত্র সকল, ও গো, গ্রাম, অশ্ব, নানাবিধ রত্ন, করিণী সহিত হস্তী সহস্র সহস্র, এবং শত শত অস্ত্রে পরিপূরিত রথ সকল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, ছাগ, শত শত, দধি, দুগ্ধপূরিত কুম্ভ সকল, ও শালি তণ্ডুল, মুদ্গ মসুর প্রভৃতি ভূমিজাত শস্য সকল রাশি রাশি করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ও পঙ্গু জড়ান্ধ ব্যক্তি সকলকে এবং অনাথ বৃদ্ধ বালকদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

দরিদ্রেভ্যো বহুবিধং বণিগ্‌ভ্যোহপ্য সহস্রশঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। দরিদ্র দীনদুঃখীদিগকে তাহাদের আশাপূর্ণ করিয়া ধন দান করিলেন। আর নানাদেশ বণিকদিগকে অর্থাৎ পণ্যজীবী সদাগর দিগকে বহুবিধ উপঢৌকন স্বরূপ মূল্যবান দ্রব্য সকল পাঠাইয়া দিলেন। ২৭ ॥

নর্ত্তক্যো বারযোষাশ্চ শিল্পিনশ্চ সলঙ্কৃতাঃ।
গায়কা সুস্বরাবিষ্টা বাদকাশ্চ সহস্রশঃ ॥
আজগ্মু স্তস্য নগরং সূতমাগধ বন্দিনঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজার কন্যা সম্ভব সংবাদ শ্রবণে, অলঙ্কৃত হইয়া বারবধূ নর্ত্তকীগণ ও শিল্পজীবী জন সকল এবং সুস্বরলাপী গায়ক গণ ও সহস্র সহস্র বাদ্যকর ও স্তুতিপাঠক মাগধ, সূত এবং বন্দীগণ সকলে মহাসমারোহ পূর্ব্বক বৃষভানুর ভবনে আগমন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

জগুর্নন্তু রাজম্নু স্তুষ্টুবুস্তে মুদান্বিতাঃ।
হৃষ্টঃ প্রাদাদ্ধনং রাজা তেভ্যোবহুবিধং দ্বিজ ॥ ২৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে দ্বিজ! অপ্সরা, ঐ আগত গায়ক সকল সুস্বরে গান করিতে লাগিল, নর্ত্তকীগণেরা নৃত্য করিতে ও বাদ্যকরগণেরা বাজাইতে লাগিল, মহামোদযুক্ত হইয়া স্তুতি-পাঠক গণেরা যশোবর্ণন পূর্ব্বক কল্যাণকর স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল, তৎশ্রবণ দর্শনে রাজা পরম হর্ষযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য ধন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃশতসহস্রশং।
নাগরাঃ শিল্পিমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদা অপি।
তৎশ্রুত্বা প্রাযযুঃ সর্ব্বে বিচিত্রা ভরণোজ্জ্বলাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বার্থঃ। মহারাজার সুলক্ষণা কন্যা জন্মিয়াছে, এতৎবার্ত্তা শ্রবণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় আর প্রধান প্রধান শিল্পকরগণ, এবং জনপদবাসীও পুরবাসীগণ সকল বিচিত্রালঙ্কারে স্বালঙ্কৃত হইয়া কন্যাদর্শন মানসে রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মন্যমানো মনাঃ সদা।
সাফল্যং তপসোবাপি জন্মনশ্চাপি ভূমিপঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ। অবনীপতি বৃষভানু আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া তখন উৎফুল্লমানা হইলেন। এবং আপনার তপস্যার ও জন্মের সফলতা মানিলেন ॥ ৩১ ॥

দ্রষ্টুং প্রতিযযৌ কন্যাং বন্ধুভিঃ পরিবারিতঃ।
ব্রাহ্মণান্ পুরতঃকৃত্বা স্বস্তিবাচ্য দ্বিজোত্তম ॥ ৩২ ॥

অন্বার্থঃ। হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণগণকে অগ্রেকরতঃ বন্ধু বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া মহারাজা বৃষভানু কন্যামুখ দর্শন কামনায় কন্যাসন্নিধি গমন করিলেন এবং জাতকর্ম্ম করণার্থ ব্রাহ্মণদ্বারা স্বস্তিবাচন করিলেন। ইতি উত্তরান্বয় ॥ ৩২ ॥

বিধিবৎ মন্ত্রপূতেন হবিষেষ্ট্বা হুতাশনং ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ। পুরোহিত বিধিবৎ মন্ত্রপূত দ্বারা বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক ঘৃতাহুতি দানে অগ্নির অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৩৩ ॥

পৌরৈঃ প্রকৃতিভিশ্চৈব গণিকা সূত মাগধৈঃ।
বন্দি গাথক যথৈশ্চ বাদিত্র কুশলৈঃ নরৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বার্থঃ। স্তুতিপাঠক, গায়ক, বাদ্যকর সমূহ, এবং স্তুতি সংগীত বাদিত্র নিপুণ মনুষ্য-গণের সহিত, আর পুরবাসী ও অমাত্যগণ ও নৃত্যকীগণের নৃত্যদর্শন পরায়ণ হইয়া রাজা চলিলেন ॥ ৩৪ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবৈশ্যশ্চ শূদ্রৈশ্চাপি সহস্রশঃ

চিত্রাম্বরধরৈশ্চিত্র গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।

মরুদ্গণৈঃ সমাসীনো বভাবিন্দ্র ইবাপরঃ॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ। বিচিত্র বস্ত্র পরিধায়ী, বিচিত্র গন্ধ মাল্যানুলেপিত গাত্র সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে পরিবৃত হইয়া রাজা অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইলেন; যেমন মরুদ্গণে পরিবেষ্টিত সুরপতি সুরলোকে স্বব সভাতে সমাসীন হইয়া পরিশোভিত হয়েন॥ ৩৫॥

তমায়ান্তমুপাজ্ঞায় সবন্ধুং কীর্ত্তিদা তদা।

প্রোৎফুল্ল নয়নাম্ভোজা রাজ্ঞে সাচ দদে বচঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত রাজা আগমন করিলেন ইহা দেখিয়া মহারাজ্ঞী কীর্ত্তিদা তখন উৎফুল্লকমলনয়না হইয়া রাজাকে আনন্দপূরিত এই বাক্য কহিলেন॥ ৩৬॥

কীর্ত্তিদোবাচ।—রাজীবরাজিনয়নাং তনয়াং তনয়প্রদাং।

রাজেন্দ্রতেপবর্গায় জাতাং ত্রৈলোক্যমোহিনীং॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদা হর্ষে গদ্গদাক্ষরে বৃষভানুকে কহিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! তোমার অপবর্গ সাধিনী, প্রফুল্ল নলিন রাজি নয়না ত্রিলোক মোহিনী, তনয়প্রদা তোমার তনয়া হইয়া জন্মিয়াছেন দর্শন কর॥ ৩৭॥

আবয়োস্তপসা জাতা সর্ব্বভূতহিতায চ।

দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয় ভূভার হরণায জগন্ময়ী॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। মহারাজ! আমাদিগের তপোদ্বারা অর্থাৎ তপস্যা সফলার্থে ও সর্ব্ব-জীবের হিতের নিমিত্তে এবং দুষ্ট দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়ভরে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারহরনার্থে বিশ্ব-রূপিণী জগন্ময়ী জগজ্জননী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥ ৩৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—এতদাকর্ণ্য তদ্বাক্যং প্রত্যুফুল্ল মুখাম্বুজঃ।

প্রণম্য দণ্ডবৎ ভূমৌ প্রাঞ্জলির্ভক্তি নম্রধীঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! কীর্ত্তিদার মুখে এইবাক্য শ্রবণমাত্র মহারাজার বদনকমল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় প্রসন্ন হইল। তখন কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি নম্রবুদ্ধিরাজা পরমা ভক্তি সহকারে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন॥৩৯॥

হর্ষ গদ্গদয়া বাচা হর্ষাশ্রু পূর্ণলোচনঃ।

উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো জগন্মাতরমম্বিকাং॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব বচনজ্ঞ মহারাজা হর্ষাশ্রুতে পরিপূর্ণ নয়ন হইয়া হর্ষ গদ্গদস্বরে জগন্মাতা অম্বিকা দেবীকে এই বাক্য বলিলেন॥ ৪০॥

বৃষভানুরুবাচ।—মাতঃ কাত্বং বিশালোরু নয়না চিত্রভূষণা।

স্থানত্বং নৈবতত্ত্বে ন জানে তৎকথয়স্ব মাং॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ। বৃষভানু মহাদেবীকে কহিতেছেন। হে বিশালোরু! হে মাতঃ! বিশালনয়নে!

বিচিত্র ভূষণা তুমি কে? আমি তত্ত্বদ্বারা তোমাকে জানিতে পারিতেছি না, অতএব অনুকম্পা করিয়া আমাকে তোমার স্বরূপ তত্ত্ব কহেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।—বিদ্ধি তাত পরাং শক্তিং নারায়ণ কৃতাশ্রয়াং।

বিষ্ণুনারাধিতামুগ্র তপস্যা ব্রতচারিণা ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বৃষভানু প্রতি মহাদেবী কহিতেছেন হে পিতঃ! তুমি আমাকে নারায়ণ কৃতাশ্রয়া পরমা ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া জানিহ। উগ্রতপঃ ও উগ্রব্রতাচরণশালী বিষ্ণুকর্তৃক আমি সম্যক্ রূপে আরাধিত ॥ ৪২।

বিশ্বসর্গাবনলয় বিধাত্রীং বিদ্ধি দেহিনাং।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং মূল প্রকৃতি সংজ্ঞিতাং ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে তাত! এই বিশ্বের সৃজন পালন নিধন কর্ত্রী আমি জগৎ বিধাত্রী, সমস্ত লোকের অভিলষিত ফল প্রদাত্রী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল স্বরূপা আমার প্রকৃতি সংজ্ঞা ॥ ৪৩।

সর্ব্বান্তঃ পঞ্চবর্ণাং সংসারার্ণবতারিণীং।

যুবয়োস্তপসা জাতা পুত্রী ভাবেন লীলয়া।

তববেশ্মনি রাজেন্দ্র দুষ্ট নিগ্রহণায় চ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে রাজেন্দ্র! সর্ব্ব জীবের অন্তঃকরণ গামিনী, সংসার রূপ ঘোর সমুদ্র নিস্তারিণী বলিয়া আমাকে জানিহ। শুদ্ধ তোমার দিগের উভয়ের তপঃ প্রভাবে ও লীলা করণার্থে এবং দুরাত্মাদিগের নিগ্রহার্থে তোমার গৃহে আমি জন্মগ্রহণ করিলাম ॥ ৪৪

বৃষভানুরুবাচ।—অম্ব ত্বং কৃপয়া যদীশ্বরি গৃহে জাতা স্বয়ং লীলয়া।

তন্মে ভাগ্য চয়াগিতান্ত সুকৃত ...... মহন্মোক্ষদং ॥

দৃষ্টং রূপমিদং পরাৎ পরতরং ধ্যেয়ং ভবাদ্যৈঃ সদা।

তস্মান্ন শিবতনুং যদীশ্বরি কৃপা মে দর্শয়াং তে নমঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বৃষভানু দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে মাতঃ! যদি কৃপা করিয়া মম গৃহে তুমি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে ঈশ্বরি! তবে আমার বহু ভাগ্য বশতঃ একান্ত পুঞ্জ সুকৃতির ফলসিদ্ধ জ্ঞান করিলাম। যেহেতু ভবাদি দেবগণের নিত্যধ্যেয় এবং পরম মোক্ষদ পরাৎপরতর তোমার এই রূপ আমার দর্শন হইল। হে ঈশ্বরি! যদি আমার প্রতি কৃপা হয়, তবে তোমার এই স্বচ্ছা শিবতনু আমাকে দর্শন করান্। আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ।—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য রূপ মমুত্তমং।

ছিন্দ্যাসং সংশয়ং তাত সর্ব্বদেবময়ং মম ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। প্রার্থনা সূচক বৃষভানুর বাক্য শ্রবণানন্তর মহাদেবী তাঁহাকে কহিলেন।

শঙ্খ চক্রাব্জ গদিনা প্রোল্লসৎ করপঙ্কজং।

প্রসন্ন বদনং নেত্রং শ্রিয়োজ্জ্বলং সুনাসিকং ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে করকমল চতুষ্টয় পরিশোভিত, সুপ্রসন্নায়ত প্রফুল্ল কমল নয়নদ্বয়, সুশোভন নাসিকা পরমোজ্জ্বল শ্রীযুক্ত কান্তি ॥ ৫৩ ॥

শ্বেতমাল্যাম্বরধর শ্বেতগন্ধানুলেপনং।

অব্জযোনীন্দ্র সুবন্দ্য পাদ পাথোরুহাম্বিতং ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। শুক্ল পুষ্পমালা ও শুক্লাম্বর পরিধৃত, শুক্ল গন্ধানুলিপ্ত গাত্র, ব্রহ্মেন্দ্র কর্তৃক বন্দনীয় পাদ পদ্মদ্বয়। অনন্তর অন্তরূপ দর্শন করাইলেন, ইহা উত্তর শ্লোকে ব্যক্তহইয়াছে॥৫৪

সহস্রবাহ্বক্ষি শিরোবরাননং সহস্র তাড়ঙ্ক ভুজপ্রভাসিতং।

সহস্র কর্ণাম্বর কুণ্ডলান্বিতং সহস্র শক্ত্যষ্টি গদাসি তোমরং ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবৎ স্বরূপ রূপ ধারণ করতঃ মহাদেবী রাজাকে দর্শন দিলেন। সহস্র বাহু, তাঁহাতে সহস্র সহস্র তাড়ঙ্কাদি আভরণ বিভূষিত, সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক, সহস্র মুখ, সহস্র কুণ্ডলমণ্ডিত সহস্র কর্ণ, সহস্র বস্ত্র পরিধান, সহস্র ভুজে সহস্র সহস্র গদা, খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, তোমরাস্ত্র পরিশোভিত অতিপ্রভাসিত রূপ ॥ ৫৫ ॥

সহস্রদেবেন্দ্র শিরোমণিপ্রভা সভাজিতং দৈত্যগণ প্রণাশনং।

সহস্র যোগীন্দ্র সুলালিতাঙ্ঘ্রিকং সহস্রধারা প্রবিরাজিতাঙ্ঘ্রিকং ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। সহস্র সহস্র দেবরাজের মুকুট মণিতে প্রতিভাসিত সহস্রচরণ, সহস্র যোগীন্দ্র কর্তৃক সুললিত পাদপদ্ম, সহস্র ধাম, অনন্তের শিরঃস্থিত মণিপ্রভাতে পরিরাজিত সহস্র অঙ্ঘ্রি, এরূপ দৈত্যসূদন ভগবানের পরিশোভিত রূপ সম্পদ হয়। ॥ ৫৬ ॥

নিরীক্ষ্য তদ্রূপমিদং পরাৎপরং ননাম মূর্দ্ধা ভুবি রাজসত্তমঃ।

কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ ভবিপ্রদায়াং শ্রিয়া দিদৃক্ষরম্যমনসাভিলাষিতং ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। রাজসত্তম বৃষভানু তৎকালে এই পরাৎপর রূপ দর্শন করিয়া অতিশয় ভয়প্রযুক্ত ভূমিগত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর অভিলষিত অন্য মনোহর সৌম্য রূপ দর্শনেচ্ছু হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক হরিপ্রদা রাধাকে কহিলেন ॥ ৫৭ ॥

বৃষভানুরুবাচ। — "তদেবং পরমং রূপমৈশ্বরং পরমাদ্ভুতং।

ভীতোহহং তন্নিরীক্ষ্যান্য দ্রূপং দর্শয় তে নমঃ ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় ভীত হইয়া বৃষভানু দেবীকে নিবেদন করিলেন। হে মাতঃ। অতি আশ্চর্য্যময় তোমার এই পরম ঐশ্বররূপ দর্শন করিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। এক্ষণে অন্য মনোহভিলষিতরূপ আমাকে দর্শন করান্। হে দেবি তোমাকে নমস্কার করি ৫৮

প্রসন্না যস্য মাতস্ত্বং তস্য কিং দুর্লভং ভবেৎ।

তৎপ্রাপ্তং ময়া মাতরহং কৃপণধীর্ভৃশং ॥ ৫৯ ॥

নমঃ প্রসীদ মাতর্মে কৃপয়া বনমালিনং।
রূপং দর্শয় দেবেশি স্বরূপং চিত্তরঞ্জনং ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ! তুমি প্রসন্না যাহার প্রতি হও, ত্রিজগতে তাহার দুর্লভ কি আছে? আমি অতিশয় দীন, অতি দুঃখী অতএব আমাকে তুমি অনুগ্রহ কর। হে দেবেশি! তোমাকে নমস্কার করি প্রসন্না হও। কৃপা করতঃ স্বরূপ চিত্তরঞ্জন বনমালীরূপ আমাকে দর্শন করান।

ব্রহ্মোবাচ—ইত্যাদারিত মাকর্ণ্য পিত্রা সা বৃষভানুনা।
অপহৃত্য পুনর্দেবী অন্যদ্রূপং সমাদধে ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরাকে ব্রহ্মা কহিতেছেন। পিতা বৃষভানুর এই বিনয়োক্তি শ্রবণ করতঃ জগন্মাতা রাধা ঐ বিশ্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বন্দনীয় ও সুদর্শনীয় অন্যরূপ ধারণ করিলেন ॥ ৬১ ॥

নব পাথোধর শ্যামমিন্দীবর নিভচ্ছবিং।
বনমালা রাজিত শ্রীবৎসবক্ষঃ স্থলান্বিতং ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। নবীন নীল নীরদনায় শ্যামবর, ইন্দীবর সদৃশ কান্তি সম্পন্ন, গোড়ুলমালা বনমালা শোভিত ভৃগু শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত বক্ষঃস্থল বিরাজিত।

দ্বিভুজং কৌস্তুভোরস্কং বেণুবাদন তৎপরং।
গোপালবৃন্দ সংসক্তৈ নর্ত্তন্তং প্রমুদান্বিতং ॥ ৬৩

অস্যার্থঃ। দ্বিভুজ মুরলীধর, বক্ষভূষণ কৌস্তুভমণির দীপ্তিতে উজ্জ্বল স্বরূপশোভিত বেণুবাদন তৎপর হইয়া সংসারে পাবন গোপবালকদিগের সহিত সহর্ষে নৃত্য পরায়ণ হয়েন ৬৩।

প্রসন্ন পাথোরুহ সন্নিভাননং ভবাদিভিগ্যানমার্জিত যুগ্মকং।
সুনন্দনন্দ প্রমুখা সভাজিতং শুভাঙ্গ বাজাঙ্কি পদাম্বুজান্বিতং। ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। প্রস্ফুটিত সরোজবদন প্রসন্নবদন, শিবাদি দেবগণ কর্তৃক অন্বেষিত, চরণারবিন্দ, সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি প্রমুখ পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সুলক্ষণ শুভ্রাগা চন এবং ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নযুক্ত যুগল চরণকমল সুশোভিত ৬৪ ॥

ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিঃ প্রভয়া দিগন্তরং প্রকাশিতা জ্ঞান তমোহপি সন্নিভং।
গোপালবেশং সুরসিদ্ধ সংস্তুতং বিনোদয়ন্তংগণ মুদান্বিতং ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম মনোহর মূর্ত্তিপ্রভা দিগদিগন্তর প্রকাশক দিনকর সদৃশ দীপ্তিমান রূপে জন হৃদয়স্থ অজ্ঞানধ্বান্তরাশিকে ধ্বংস করিয়াছেন। সুরগণ ও সিদ্ধগণ কর্তৃক সম্যকস্তবনীয় মনোহর গোপালবেশ, সমস্ত গোপ গোপীগণকে তদ্রূপে স্ফূর্ত্তিময় আনন্দযুক্ত করেন ॥ ৬৫ ॥

রূপং সুসূক্ষ্মং তব দেবি নিত্যাযা যদ্‌যোগিনো ব্রহ্মময়ং বদন্তি।

মাতঃ স্তুবেদং মনসোঽপ্যবাসদং বাচা মগম্যং বচসোপাবর্ণ্যং॥ ৭১॥

অন্বার্থঃ। হে মাতঃ! তোমার এই সূক্ষ্মরূপকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অবলোকন করিয়া যোগিগণেরা ব্রহ্মময় বলেন, হে জননি! তোমার এই মহত্ত্ব পারমার্থিক রূপ মনের অগোচর, বাক্যের অগম্য বর্ণনা করিতে বাণী অসমর্থা হন। ৭১॥

ত্রিলোক বীজং পরমোরু বিশ্ব বিসর্গ সংহার বিধায়কে নমঃ।

কৃপাণ শঙ্খাব্জ গদাদ্যায়ুধং সহস্রভানু প্রতিমানুভাসিতং॥ ৭২॥

অন্বার্থঃ। হে মাতঃ! কৃপাণ, শঙ্খ, গদা, পদ্মাদি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি মণ্ডিত এই তোমার পরম উরুরূপ ত্রিলোকের বীজস্বরূপ হয়, ইহার দ্বারা এতৎ বিশ্বের উৎপত্তি সংহারাদির বিধান হইতেছে। সহস্র সূর্য্যের তুল্য প্রতিভাসিত নিরূপম রূপ বিশিষ্টা তুমি॥৭২॥

মাহেশি মাহেশ্বধৃতং মনোহরং রূপং বরেণ্যং পরমোক বর্চ্চসা।

সহস্র শীতাংশু সুশীত ভাস্বরং বালাং ত্রিনেত্রাং শশীবর্দ্ধিভূষিতাং॥ ৭৩॥

অন্বার্থঃ। হে মাহেশ্বরি! যা তোমার পরম দীপ্তিমৎ মনোহর, সহস্র চন্দ্রের ন্যায় সদৃশ শীতল, এই মাহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়াছ, তুমি বালা ত্রিপুরা ত্রিলোচনা, চন্দ্রার্দ্ধ শশধর বিভূষণা, তোমাকে নমস্কার করি, ইহার পুণ্যের সহিত অন্বয়॥ ৭৩॥

যোগীন্দ্র যোগেশ সুযোগ যোগিতং ভবপ্রভাব প্রভব প্রভুপ্রদং।

নাগেন্দ্রভূষং বরভাস্তিমিশ্রিতং প্রপঞ্চ পঞ্চাস্য বরাননং বিভো॥ ৭৪॥

অন্বার্থঃ। হে মাহেশ! যোগীন্দ্র যোগেশ্বর শোভন যোগাত্মক তোমার মহেশ্বররূপ যাহারা ধ্যান করিলে এই সংসারে, পুনরুৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না। ঐ রূপ বরভাস্বর সম্মিত ও নাগেন্দ্র ভূষণ। সুপ্রকাশিত পঞ্চবদন সুশোভিত হয়॥ ৭৪॥

ত্রিভিঃ স্তুতমাননং লোচনৈর্লসৎ ধৃতার্দ্ধচন্দ্রং জটয়া বিভূষিতং।

ভবাদ্যগম্যং ভবভাবসংহৃদং নমামি তে রূপ মমুত্তমং শ্রিয়া॥ ৭৫॥

অন্বার্থঃ। হে দেবি! উত্তম শ্রীযুক্তা তোমার মাহেশ্বরীরূপ অতি ভয়ঙ্করা, তিন তিন লোচন দ্বারা মুখারবিন্দ সুশোভিত, কপাল ফলকে ধৃত অর্দ্ধচন্দ্র, জটা দ্বারা বিভূষিত মস্তক, শিবাদিদেবতার অগম্য ও অচিন্ত্যনীয় ভবভাব সংহরণ তোমার এবম্ভূতরূপ, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ৭৫

দোর্ভিশ্চতুর্ভিঃ পরিমণ্ডিত শঙ্খা দ্যায়ুধং কোটি শশাঙ্ক শোভনং।

স্বদেহদীপ্ত্যা জগতাং বিমোহয়ন্ শ্রিয়াভিলিপ্তং গলশোভিকৌস্তুভং।

নমামি তে রূপ মিদং স্মিতাননং স্বভক্ত সংলালিত পাদপদ্মং॥ ৭৬॥

অন্বার্থঃ। হে দেবী! অতঃপর তোমার শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবরূপকে আমি প্রণাম করি। গদা পদ্ম শঙ্খ চক্রাদি বরাস্ত্র দ্বারা সুশোভিত বাহু চতুষ্টয়, তোমার স্বদেহ দীপ্তিকে সমস্ত

জগৎ বিমগ্ধ হয়। গলদেশে পরিশোভিত কৌস্তুভ মণি, শ্রীবৎস চিহ্নে শোভিত উজ্জ্বল উরঃস্থল। স্বীয়ভক্তগণ কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত পাদপদ্ম যুগল, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রী থর্গুল। ৭৬॥

নবীন নীলাম্বুজ সন্নিভং রুচা প্রোৎফুল্ল পঙ্কেরুহ নেত্রপঙ্কজ।
স্বকান্ত কান্ত্যা নিজগদ্বিমোহনং স্মিতাননং রত্ন বিচিত্র ভূষণং॥ ৭৭॥

অন্বার্থঃ। হে মাতঃ! তোমার নবীন নীল নীরদ সদৃশ প্রসন্ন বনমালী রূপ, কমনীয় কান্তি চ্ছটাতে ত্রিজগৎ বিমুগ্ধ হয়। উৎফুল্ল সরোজ তুল্য যুগল নয়ন কমল, বিচিত্র রত্ন ভূষণে ভূষিত, ঈষৎ হাস্য বদন রূপ। ৭৭।

কেয়ুর হারাঙ্গদ বাহুবলয়সংযুতং শ্রোত্রা বিরাগং বনমাল্যালঙ্কৃতং।
নমামি নমামি নমনীয় পাদপাথোরুহং রূপ মনন্তরূপং॥ ৭৮॥

অন্বার্থঃ। হে মাতঃ! কেয়ূর হারাঙ্গদ অলঙ্কার শোভিত জগৎ নমনীয় ও সুরাসুর বন্দনীয় তোমার বনমালাদ্যরূপ, বনমালাতে শোভমান, যে রূপ চিন্তা করিবা মাত্র দর্শন করিলে বা রূপের কথা শ্রবণ করিলে মনের এবং শ্রবণের অভিরঞ্জন হয় অতএব অনন্ত রূপের সংস্থান তব পাদপদ্ম যুগলে আমি নমস্কার করি। ৭৮॥

অনন্তরূপং তব নাম মাতঃ কোবা গুণং তে পরিবর্ণিতুং ক্ষমঃ।
বেদৈরগম্যা মনসো দুরাসদং বাচা অগম্যং স্বরলোক বিক্ষিতং॥ ৭৯॥

অন্বার্থঃ। হে মাতঃ! তোমার নামের ও রূপের এবং গুণের অন্ত নাই এমন ব্যক্তি জগতে কে আছে যে তাহা বর্ণন করিতে সক্ষম হয়? মনের দুরাসদ, অর্থাৎ মনের গম্য নীয় নহে যে হেতু চতুর্ব্বেদের অগম্য অর্থাৎ বেদ সকল বর্ণনা করিতে অসমর্থ, এ হেতু বাক্যের অতীত, মনুষ্যলোকের কথা কি? দেবাদিরাও ধ্যানে, অনুদর্শন করিতে সমর্থ নহেন॥ ৭৯।

বিশ্বাত্মকং বিশ্ববিমোহনঞ্চ বিড়ম্বনং লোক হিতায়তে ধৃতং।
মর্ত্তোঽথবা দেব বরেণ্য গণেষু শক্তোঽস্তি তে রূপমদো বিবর্ণিতুং॥ ৮০॥

অন্বার্থঃ। হে জগজ্জননি! বিশ্বমোহন বিশ্বাত্মক তোমার এইরূপ লোকের হিতের নিমিত্ত এবং লোককে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত তৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এই জগতে মনুষ্য সকল অথবা দেবতা সকলের মধ্যে কে তোমার স্বরূপ রূপের বর্ণন করিতে শক্ত আছে॥ ৮০॥

যুগৌঘ সহস্রে রহমেব মানুষো বর্ণামি মে দেবিকথং স্বরূপকং।
ভবৈঃ স্বকায়ে বরদে ন নন্দয় স্বকায়মায়া গুণ বন্ধনেন মাং॥ ৮১॥

অন্বার্থঃ। পূর্ব্বাভিপ্রায়ে সহস্র২ যুগ তপোযোগে যুক্ত হইয়াও যোগীন্দ্র-মুনিন্দ্রগণেরা অনুদর্শনে অক্ষম, ইহাতে আমি অতি লঘুজীব মনুষ্য, হে দেবী! কি প্রকারে তোমার স্বরূপ বর্ণিতে শক্ত হইব? হে মাতঃ! হে বরদে! তুমি আপন গুণে আমাকে তোমার স্বকীয় মায়া গুণ দ্বারা বন্ধন করিও না এক্ষণে এই প্রার্থনা করি। ৮১

বিশ্বেশি বিশ্বেশ্বর পূজ্য পূজ্যে নমামি তে পাদসরোজ যুগ্মকং।
ধন্যঃ কৃতার্থশ্চ জগৎত্রয়েনম ভূলোঽস্তি কঃ পাদসরোরুহং সদা ॥ ৮২ ॥

অন্বার্থঃ। হে বিশ্বেশ্বরি। হে পূজনীয়ে। বিশ্বেশ্বর কর্তৃক পূজ্য তোমার পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রণাম করি। ধন্য এবং কৃতার্থ পুরুষ এই জগতে সম্প্রতি আমার তুল্য আর কে আছে? যেহেতু তোমার চরণ সরোজ মকরন্দ আমি নয়নমুখে পান করিলাম। ইতি উত্তর শ্লোকার্থাভিপ্রায়ঃ ॥ ৮২ ॥

যতোপিবং দেবি দৃশা ভবচ্ছিদং ততঃ কৃপাপাঙ্গ বিলোকনং ময়ি।
পরাবরে ব্রহ্মাণী নিষ্কলে মলে ত্বমাস্তু চিত্তং মমনস্ততং বিভৌ ॥ ৮৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে দেবি। ভববন্ধন মোচন তব কৃপাসব যখন আমি এই নয়ন রূপ মুখে পান করিলাম। তখন আমাতে তোমার কৃপাপাঙ্গবলোকন আছে ইহা সর্ব্বতোভাবে আমি অঙ্গীকার করিলাম। অতএব মম প্রার্থনা এই যে পরাবর নিষ্কল ব্রহ্মরূপা তুমি তোমাতে আমার চিত্ত প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে দীপ্তিমান হউক ॥ ৮৩ ॥

ভবস্য সাফল্য মতোঽনুমেয়ং যতস্তদঙ্ঘ্র্যম্বুজবরাসবামৃতং।
দৃশাপিবং মোক্ষবরোন দুর্লভং কৃপাবসার্দ্রা মম সন্নিধিং গতা ॥ ৮৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে মাতঃ। অদ্য আমার জন্ম সফল অনুমান করি যেহেতু নেত্র মুখে তোমার অনুত্তম পাদপদ্মাসব আমি পান করিলাম। যখন আপনি কৃপারসে আর্দ্র হইয়া মম সন্নিধানে সমাগতা হইয়াছেন, তখন আমার পরম মোক্ষপদ আর দুর্লভ নহে ॥ ৮৪ ॥

ক্ষন্তব্যমেতৎ কৃতকিল্বিষোঽং করং ত্বয়া গুণৈশ্বর্য্য বিমুক্তি সম্পদা।
গৃহে গৃহোৎসাহ করীস্বমায়য়া বিড়ম্বনা য়ৈ নরদেব রাক্ষসাং ॥ ৮৫ ॥

অন্বার্থঃ। হে দেবী। মোক্ষসম্পদ প্রদ ঐশ্বর গুণময়ি। তোমা কর্তৃক অস্মৎকৃত উৎকট পাপ সমূহ ক্ষমা করণীয় হইয়াছে, তুমি স্বীয় মায়াতে আমার গৃহে অবতীর্ণা হইয়া আমাকে গৃহোৎসাহ প্রদান করিয়াছ অর্থাৎ অনপত্যতা দোষে আমার গৃহবাসেচ্ছা ছিল না, তুমি দেব রাক্ষস ও মনুষ্যাদিগের বিড়ম্বনার্থ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অনপত্যতা দোষ নিবারণ পূর্ব্বক আমাকে গৃহধর্ম্ম পালনার্থ উৎসাহযুক্ত করিলেন ॥ ৮৫ ॥

জাতাসি ভূভার হৃদে সুদুর্হৃদাং বধায় দেবেন্দ্রকৃত দ্বিষাং মম।
তাতস্তমম্বেতি কুতোঽস্ত্যসম্ভবঃ পাথোজ জন্মেন্দ্রভবা সবিত্র্যা ॥ ৮৬ ॥

অন্বার্থঃ। হে দেবী। দুর্হৃদ দেবেন্দ্র শত্রুদিগের বধের নিমিত্ত, এবং অধর্ম্ম ভরা পৃথিবীর ভার হরণার্থ তুমি মম গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছ, তোমার কে মাতা, কে পিতা, জন্মই বা কোথায়? যেহেতু তুমি জগন্মাতা, ব্রহ্মা চন্দ্র ভবাদির জন্ম তোমা হইতে হইয়াছে। ৮৬ ॥

তাতেতি মাতেতি বিড়ম্বনং ত্যজ ত্বং মাতৃতাতো জগতাং মমভূতাম।
প্রসীদ বিশ্বেশ সমর্চ্চনার্চ্চিতে নরাজ্জিত পাদোরুহ যুগ্মকে নমঃ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মাতঃ! পিতা মাতা বলিয়া আমাদিগকে যে সম্বোধন করিতেছ, এই বিড়ম্বনাবাক্য এখন ত্যাগকর। যেহেতু এই জগত্রয়ে সকলের মাতাও সকলের পিতা তুমি। বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক সম্যক অর্চ্চিত তব পাদপদ্ম যুগলে প্রণাম করিয়া বলিতেছি এক্ষণে আমা প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৮৭ ॥

পুরো নমস্তে স্তপুবঃ স্থিতায়াঃ পশ্চান্নমস্তে বরদে ভবচ্ছিদে।

ব্রবীমিভাগ্যং মমকিং গিরেশ্বরি প্রসাদজাতাসি যতোঽনুকম্পয়া ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বরদে! পুরতঃ স্থিতা তুমি তোমার অগ্রে আমি নমস্কার করি। এবং ভববন্ধন ছেদনকর্ত্রী তুমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি প্রসন্না হও। হে সর্ব্ব বাক্যেশ্বরী আমার ভাগ্যের কথা কি কহিব? যেহেতু তুমি আমার প্রতি সানুকম্পিতা হইয়া মম গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৮৮ ॥

বিভাসি শুদ্ধ স্ফটিকান্তরং গতা জবা যথা দেবি সমীপ সংস্থিতা।

তথা বিভাসি জগদীশ্বরি ত্বং জড়েষু রূপেষু পরাত্মরূপে ॥ ৮৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দেবি! নিকটস্থিত জবার রক্ততায় যেমন নির্ম্মল স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখায়। হে জগদীশ্বরী! তদ্রূপ তোমার চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মারূপে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ। —ইতি সংস্তুব সংস্তুয় প্রণিপাতত্য চেশ্বরীং।

ভক্তি নম্রাত্মধী রাজা প্রাহগদ্গদয়া গিরা ॥ ৯০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! এইরূপ প্রকারে বারম্বার পরমেশ্বরীকে স্তব করিয়া ভক্তিতে নম্রকায় ও নম্রবুদ্ধি রাজা বৃষভানু গদ্গদ বাক্যে এই কথা কহিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

বৃষভানুরুবাচ।—অদঃ সংহর রূপং ম্যলৌকিক মিতোরবং।

বিশ্বাত্মাংস্তে স্বরূপশং যোগিনামপি তে নমঃ ॥ ৯১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাদেবীর পুনতঃ বৃষভানু কহিতেছেন। হে বিশ্বাত্মন! পরমাত্ম স্বরূপা দেবি! যোগী দগের দুর্দ্দর্শ অনুত্তম এই অলৌকিক রূপ তুমি সংহরণ কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯১ ॥

কিং ব্রূমঃ কীর্ত্তিদায়শ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতং।

ভবত্রিজগতাং মাতুর্বপিমাতা ভবদ্যতঃ ॥ ৯২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে জগন্মাতঃ! কীর্ত্তিদার ভাগ্যের কথা কি বলিব? যেহেতু ত্রিজগতের মাতা তুমি, শত শত জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে তিনি তোমার মাতা হইয়াছেন ॥ ৯২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—নর বৃকাস্তুস্ত মুদাগিরেড়িতা প্রসন্ন পাথোরুহ সন্নিভাননা।

জগাদ তাতং করুণার্দ্রধীশ্বরী স্ফুরন্তী পাথোনয়নে শনৈরিব ॥ ৯৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস। মহারাজা বৃষভানুর করুণোক্তি পূর্ব্বক স্তুতি বাক্য শ্রবণে প্রফুল্ল পঙ্কজনয়নী জগদীশ্বরী রাধা করুণার্দ্র বুদ্ধি হইয়া নয়ন যুগলে অল্প অল্প অশ্রুজল ত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ হর্ষাশ্রুজলে ছল ছল নেত্রা হইয়া পিতাকে এই কথা বলিলেন॥ ৯৩।

শ্রীদেব্যুবাচ।—মহতা তপসোগ্রেণ ত্বয়াতাত গৃহস্থয়া।

অম্বয়া রাধিতা রাজং স্তৎ পুত্রীত্বমিতোগমং॥ ৯৪॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবী কহিলেন। হে তাত! গার্হস্থ বৃত্তির সংস্থাপন জন্য অতিশয় উগ্রতপদ্বারা মাতা কীর্ত্তিদার সহিত তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে, হে রাজন! তোমাদিগের দ্বারা আমি আরাধিতা হইয়া তোমার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম॥ ৯৪॥

দর্শিতানি স্বরূপাণি ময়া প্রত্যয় কারণাৎ।

ময়িবিশ্বমিদং ব্যাপ্ত মাকাশেনৈব সর্ব্বতঃ॥ ৯৫॥

পয়োবা সর্পিষা যদ্বন্নিবেশ মণ্যযং জগৎ॥ ৯৬॥

অন্বয়ার্থঃ। হে পিতঃ! তোমায় প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমার যাবৎরূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম। আমাতে সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করিতেছে, যেমন আকাশকে অবলম্বন করিয়া সকলের স্থিতি হয়। অথবা আকাশ যেমন সর্ব্বত্রব্যাপ্ত, সেইরূপ আমাকর্ত্তৃক জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং ঘৃত যেমন দুগ্ধ মধ্যে প্রবিষ্ট আছে, তদ্রূপ এতজ্জগতে আমার অনুপ্রবেশ আছে জগন্ময় সর্ব্বব্যাপ্তা আমাতে বিশ্ব ও বিশ্বেতে আমি আছি॥ ৯৫॥ ৯৬॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীর্য্য তদা তাতং সঙ্কহার স্বরূপকং॥

আবায় স্বাঙ্গুলী বক্ত্রে বালেব প্ররুরোদ চ॥ ৯৭॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস। স্বপিতা বৃষভানুকে দেবী এই কথা বলিয়া স্বমায়া দ্বারা পুনর্ব্বার আচ্ছন্ন করতঃ প্রাকৃত বালিকার ন্যায় চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী বদনে দিয়া স্তন্যার্থিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৯৭॥

দাড়ীম্বী কুসুমাকারা সহস্রাদিত্য বর্চ্চসা

রূপেণাসদৃশ্রী রমা বাভীসর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী॥ ৯৮॥

অন্বয়ার্থঃ। প্রস্ফুটিত দাড়িম্বী কুসুমের ন্যায় আরক্তবর্ণা, সহস্র সূর্য্যের সদৃশ উজ্জ্বল দীপ্তিমতী, অতি রমণীয় রূপা, তৎসদৃশা নারী জগতে নাই, এতদ্ভূতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপে দেবী প্রকাশ পাইলেন॥ ৯৮॥

ভূতং ভবাং ভবিষ্যঞ্চ যদ্রূপং ত্রিষু বিষ্টপে।

লোকেষু দ্বিজ শার্দ্দুলাঃ কিঞ্চিন্নসদৃশং ভবেৎ॥ ৯৯॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠেরা! এই ত্রিলোকমধ্যে যত রূপ হইয়া গিয়াছে, যত রূপ বিদ্যমান আছে, আর যত রূপ হইবে, কিন্তু এ রূপের নিকট সে সকল রূপ কোন অংশে তুল্য হইবে না। ১০০॥

ততো বৃকো নরবৃকো জাতকর্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
চকার মন্তিমাংস্তস্যা ব্রাহ্মণৈ ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ১০০॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর নরব্যাঘ্র, মন্তিমান্ রাজা বৃষভানু, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা কন্তার জাতকর্মাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন॥ ১০০॥

রাধিতা তপসোগ্রেণ বাধ্যারাধ্যাতরামুনে।
তেনরাধেতি তস্যাঃ স নাম চক্রেপিতাতদা॥ ১০১॥

হে মুনে! পরমারাধ্যা দেবী উগ্রতপস্যা দ্বারা আরাধিতা হইয়া বাধ্য হইয়াছিলেন, একারণ পিতা বৃষভানু তাঁহার রাধা বলিয়া নামকরণ করিলেন॥ ১০১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
রাধোৎপত্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

এই ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধিকার জন্মকথন সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

গোলোকপ্রতি সনৎকুমারের অভিশাপাখ্যান।

অঙ্গিরাউবাচ।--যোগিযোগেশ্বরেশ্বর্য্যা ব্রুহি যোগেশ্বরেশ্বর।
কস্মাৎ সপ্তং পুনস্তেন গোলোকাখ্যং মহাপ্রভং॥ ১॥

অন্বয়ার্থঃ। অঙ্গিরা ঋষি রাধিকার উৎপত্তি কথা শ্রবণ করিয়া জগৎ পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে যোগেশ্বরেশ্বর! যোগেশ্বর ও যোগসিদ্ধ যোগীদিগের ঈশ্বরী রাধা মহাদীপ্তিমৎ গোলোকাখ্য তাঁহার মহৎপুর কি কারণে অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়॥ ১॥

সনৎকুমার মুনিনা সুতেনা তে পয়োজজ।
কুত্রায়ত কিংকর্ম্ম কুত্রস্থঃ কৃতবান্ হরিঃ॥ ২॥

অন্বয়ার্থঃ। হে পদ্মজ! তব পুত্র মহাজ্ঞানী সনৎকুমার, তৎকর্ত্তৃক ভগবদ্ধাম গোলোক কি নিমিত্ত অভিশপ্ত হয়। এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকিয়া তাঁহার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তিনি কোপিত হইয়া উৎকট শাপ প্রদান করেন?॥ ২॥

ভক্তায় গুরবো ব্রূয়ুঃ প্রণতায় সুগুহ্যকং।

নতৃপ্যামঃ পিবন্তস্তৎ কথামৃত মনুত্তমং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রভো! অত্যন্ত গুহ্যকথা যদিও হয় তথাপি প্রণত ভক্তকে গুরুগণেরা তাহা কহিয়া থাকেন। অতএব আপনি সদয় হইয়া আমাদিগকে কহেন। আমরা অনুত্তম হরিকথামৃত পান শীল অর্থাৎ তদমৃত পানে আমাদিগের তৃপ্তি জন্মে না, যত শুনি ততই শুনিতে ইচ্ছা হয় ॥ ৩ ॥

পিপাসা বর্দ্ধতে নিত্যং পিবতাং তদ্‌গুণামৃতং ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে পিতঃ! হরিলীলামৃত পানশীল জনগণের তৎকথামৃত পানে নিত্যই পিপাসার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (একারণ তদ্‌গুণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি) ইত্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—মনসা যেন নধ্যাতা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।

চিদ্রূপা পরমেশানী তৎস্বান্তং মলগর্ত্তবৎ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! চিৎস্বরূপা পরমেশ্বরী নিত্যা ব্রহ্ম রূপিনী রাধা, যৎকর্ত্তৃক মন দ্বারা হৃদয়ে চিন্তনীয়া না হয়েন। তাহার সেই হৃদয় পুরীষ গর্ত্ত সদৃশ জানিহ ॥ ৫ ॥

পদ্ভ্যাং যাভ্যাং নিরতস্থা য়তনানি গতা নতাঃ।

তে পদে ধরণী জন্ম বন্ধ্যাতোলং মমানঘ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে অনঘ! নিকলুষ অঙ্গিরা। আমি সারোপদেশ কহিতেছি, শ্রবণ কর ইত্যাভাব। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মনুষ্য পাদদ্বয় দ্বারা তত্তীর্থ স্থানে গমন না করে। তাহার সেই পাদদ্বয় ব্যর্থ, স্থাবর মহীরুহের তুল্য হয় ॥ ৬ ॥

অব্জনাভা স্তকধ্বংসি মহেশোতচ্চরণাম্বুজৌ।

অর্চ্চিতৌ নার্চ্চিতৌ যেন সবাহুঃ শববাহুবৎ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। অব্জনাভ নারায়ণ, অন্তকারি পঞ্চানন এবং পদ্মাসন, জগদম্বিকা রাধিকার পাদপদ্মযুগল অর্চ্চনা করেন, সেই পাদপদ্ম যুগল যাহাদের করদ্বয় দ্বারা অর্চ্চিত না হয়, সেই কর তাহাদিগের শবকর সদৃশ অশব কর জানিহ ॥ ৭ ॥

শ্রোত্রে বিলেতেদ্বিজবর্য্য বর্য্য যাভ্যাং নপীতং গুণকর্ম্মচামৃতং।

নবিগ্রহতো যে তুলসী সুগন্ধং যে নাসযুগ্মে শুষিরে মলস্য ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবর্য্য বর্য্য! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তুমি অতিশয় শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি তোমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছি। যে শ্রবণ যুগলে ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন ও তল্লীলাকথামৃত পান না হয়, সেই শ্রবণ শুদ্ধ মলগর্ত্ত স্থায়। অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণহীন শ্রোত্র ধারণের ফল কি? ॥ ৮ ॥

তে চক্ষুষী তচ্চরণারবিন্দ মন্দাসবং সর্ব্ববিমোহ মোচকং।
যাভ্যাং নপীতং মুহুরন্থমানে দ্যান্তেন পক্ষেতি মৃষৈবধত্তে॥ ৯॥

অন্যার্থঃ। দেখ, সম্যক্ মোহ নিবারক ভগবৎ চরণারবিন্দ যুগলের শোভামৃত যে চক্ষুদ্বয়ে ঐকান্তিকচিত্তে নিয়ত পান না করে, সেই নয়ন যুগল ময়ূরপুচ্ছ চিত্র চন্দ্রিকার ন্যায় ধারণ করা হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ শোভাসাধক কার্য্য সার্থক নহে ইতি ভাবঃ॥ ৯॥

বিবিৎসা বর্দ্ধতে সাধো জন্ম কর্ম্মাদিলাপনে।
ভবেৰুদার বৃত্তস্য ভিধৎস্তে শৃণু সত্তম॥ ১০॥

অন্যার্থঃ। হে ঋষি সত্তম! উদারচরিত্র হরির জন্ম কর্ম্মাদি লীলাকথার আলাপনে সাধুদিগের শ্রবণেচ্ছা জন্মে, অর্থাৎ হরিকথালাপ শ্রবণে সাধুর অনন্তানন্দের উদয় হয়॥ ১০॥

উগ্রেণ তপসাপ্রাপ্তা হরিণোদার কর্ম্মণা।
সা রাধা পরমারাধ্যা চিদ্রূপা বিশ্বমোহিনী॥ ১১॥

অন্যার্থঃ। বৎস! চৈতন্যরূপা বিশ্ববিমোহিনী পরমারাধ্যা শ্রীরাধা, উদার কর্ম্মা ভগবান নারায়ণ অতি কঠিনতর রূপ উগ্রতপস্যা দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১১॥

হিমালয়োদারগিরেঃ সুতাং গঙ্গাং সরিদ্বরাং।
গাত্রেনিলীয়াভ্য রক্ষৎ ভীরুর্বাণ্যাঃ শ্রিয়শ্চসঃ॥ ১২॥

অন্যার্থঃ। ভগবান নারায়ণ লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর ভয়ে শ্রেষ্ঠতম হিমালয়ের কন্যা সর্ব্ব নদীশ্রেষ্ঠা যে গঙ্গা, তাঁহাকে আত্মকলেবরে লয় করিয়া রাখেন॥ ১২॥

দারৈশ্চতুর্ভিঃ পরমৈ রমমাণো বসৎসুখং।
তাসু সর্ব্বাস্বভ্যধিকা প্রিয়া প্রিয়তরা দপি।
আসীদ্রাধা বিশ্বরূপা পরমাত্মা স্বরূপিণী॥ ১৩॥

অন্যার্থঃ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী আর বিরজা ভগবানের চারিজন পত্নী এই চারিপত্নীরমধ্যে পরমা প্রিয়া, তাঁহারদিগের সহিত রমমাণ গোবিন্দ পরমসুখে অবস্থান করেন। কিন্তু সকল প্রিয়তরা হইতে বিশ্বরূপিণী পরমাত্মা স্বরূপা রাধা তাঁহার অধিকতরা প্রিয়া ছিলেন॥ ১৩॥

একদা বিরজ্জোৎ সঙ্গে রমমাণোবসদ্ধরিঃ।
আজ্ঞায়াবক্ত নয়না প্রেষ্য্যাভিযোগমাস্থিতা॥ ১৪॥

অন্যার্থঃ। কোন এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরজা ক্রোড়ে রমমাণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহা স্বীয় সখীগণের মুখে রাধা শ্রবণ করিয়া কোপে তাঁহার নয়ন যুগল ঘোরতর রক্তবর্ণ হইল। সেই রক্তনয়না রাধা স্বীয় সখীগণ সমভিব্যাহারে তৎস্থানে গমনোন্মুখী হইলেন। ১৪।

রাধাগমদ্বয়া তত্র যত্রযোগেশ্বরো হরিঃ।
চালয়ন্ত্যাঃ পদেতস্যা ভুশ্চচাল সসাগরা॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় ত্বরাযুক্তা হইয়া যথায় সর্ব্ব যোগেশ্বর হরি অবস্থান করিতেছেন তথায় গমন করিলেন। তাঁহার গমনকালে প্রতিপদক্ষেপে সসাগরা পৃথিবীর কম্প হইতে লাগিল॥ ১৫॥

সপর্ব্বত বনোদ্দেশা সপুরাট্টাল তোরণা।

সদিঙ্নাগা সুরাসুরা সযক্ষোরগ রাক্ষসা॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। ঐ পৃথিবী কেবল সাগর সহিতা নহেন, পর্ব্বত বন প্রদেশরাষ্ট্র, পুরী সতোরণ অট্টালিকা, দিকহস্তী ও সুরাসুর যক্ষ রাক্ষসাদির সহিত কাঁপিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

তদ্বীক্ষ্য ত্রস্তমনসো গমন্ সর্ব্বেদিবৌকসঃ।

কৈলাস মদ্রিপ্রবরং সোমোযত্রাবসচ্ছঙ্করঃ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। এতদ্ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সমস্ত দেবগণেরা ত্রাসযুক্ত মনে পর্ব্বত প্রবর কৈলাসে গমন করিলেন, যেখানে চন্দ্রমণ্ডলাখ্য ধামে সোমাখ্য দেব শঙ্কর বিরাজমান আছেন॥ ১৭॥

হরোঽপিতদানাজ্ঞায় তৈঃসার্দ্ধং তৎপুরঃ সরঃ।

আসেতু র্গোলকং সর্ব্বে স্তুবন্তোরু পরাক্রমং॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। মহাদেব তাহা জ্ঞাত হইয়া সকল দেবগণের সহিত গোলকধামে গমন করিলেন। তথায় গমন করতঃ অনন্তর উরুপরাক্রম গোবিন্দকে সকলে স্তুতি করিতে করিতে পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন॥ ১৮॥

তানাহূয় সুরান্ সর্ব্বাংস্তৈঃ সার্দ্ধং প্রাবিশৎ পুরং।

বিরজোৎ সঙ্গ আসীনং বীক্ষ্যোবাচ রুষান্বিতা॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। অতঃপর শ্রীরাধিকা হরাদিদেবগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং বিরজা ক্রোড়ে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ রোষযুক্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১৯॥

ময়িজীবতি গোলোকে ভূতাদুর্ব্বৃত্তিরীদৃশী।

দুর্ব্বৃত্তং শঠ দুর্ব্বৃত্তং বরাবৃত্তো মযাকরোৎ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ। হে দুর্ব্বৃত্ত! হে শঠরাজ! আমি গোলোকে জীবিতা থাকিতেই তোমার এতাদৃশী দুর্ব্বৃত্তি উপস্থিতা হইল। হে দুর্ব্বৃত্ত! প্রবঞ্চনা মূলক এত চাতুরী আমার সহিত করিলে। অর্থাৎ নিঃশঙ্কে এতাদৃশী ধৃষ্টতা, প্রকাশ করিতেছ, শঙ্কা নাই ইতি ভাবঃ॥ ২০।

সংগৃহ্যেমাং প্রিয়ামিষ্টাং গোলোকাদ্গচ্ছ লম্পট।

ভাবজ্ঞাত্বাপুরা সর্ব্বং সখীভির্ব্বারিতং মুহুঃ॥ ২১॥

পুনর্ব্রজ্যো বিরজয়া সার্দ্ধং চন্দন কাননে॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। এইরূপ বিরজার সহ পূর্ব্বে বিহার করিয়াছিলে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিয়া সখীগণ দ্বারা তোমাকে বারম্বার বারণ করিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার সেই বিরজার

চন্দনকাননে দেখিতেছি। রে লম্পট! রতি চৌর এই স্বভাব তোমার চিরকাল অতএব এক্ষণে ঐ মনোভিলাষ পূরিণী প্রিয়াকে লইয়া শীঘ্র গোলোক হইতে গমন করহ॥২১॥২২

এব মাকর্ণ্য তদ্বাক্যং রাধাং বীক্ষ্য ক্রোধান্বিতা।

বিরজা যোগ মাস্থায় সরিদ্রূপা ভবৎক্ষণাৎ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থ। বিরাজ গোপী শ্রীরাধাকে ক্রোধান্বিতা দেখিয়া এবং তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ যোগ প্রভাবে নদীরূপা হইয়া গেলেন ॥ ২৩ ॥

ষট্‌ত্রিংশদেযাজনায়াম দৈর্ঘে যোজনকং শতং।

নেদ্বিন্ট ধরণী জাতান্ ভঙ্ক্ত্যা গমদধোমুখী ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। ছত্রিশ যোজন প্রস্থে দীর্ঘ্যে শত যোজন ধরণীতল জাত বৃক্ষ সকলকে ভঙ্গ করিয়া ক্রমে অধোমুখী হইয়া গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিরজেতি তদালোকে বিদ্বন্‌সা প্রথিতা ভুবি ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বান! অদ্যিয়া তদবধি পৃথিবীতে লোকে বিরজা বলিয়া তাঁহাকে খ্যাত করিয়া থাকে; অর্থাৎ নদীরূপে বিরজা পৃথিবীতে বিশ্রুতা হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ততঃ সংভূয়ো দেবর্ষি গন্ধর্ব্বোরগকিন্নরাঃ।

অহং ভবোজনাস্ত শক্রাদি প্রমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২৬ ॥

সগদগদঃ সাশ্রুনেত্রাঃ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাঃ।

স্তুবন্ত্যো মুহুরব্যগ্রা ভগবন্তং পরাৎপরং ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবানের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অতি ধীরে ধীরে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব নাগ, কিন্নরগণ এবং আমি ব্রহ্মা, বাসুদেব বিষ্ণু, ভব মহাদেব আর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সকল সজলনয়নে গদগদ বচনে পুলকে অম্বিত দেহ হইয়া পরাৎপর পরম পুরুষ ভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

জ্যোতির্ম্ময়ং পরংব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণং।

অমূল্যরত্ন নির্ম্মাণ রত্নসিংহাসন স্থিতং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, সকল কারণের কারণ, পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রত্ন-নির্ম্মিত ভবনে রত্নসিংহাসনোপরি সমাসীন ॥ ২৮ ॥

সেব্যমানঞ্চ গোপালৈঃ শ্বেতচামর বায়ুনা।

গোপালিকা নৃত্যগীতৈঃ পশ্যন্তং সস্মিতাননঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। শ্বেত চামরের সমীরণ দ্বারা গোপালগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান, ঈষৎ হাস্য যুক্ত মুখ-চন্দ্র, গোপীগণে নৃত্য গীত দ্বারা সেবা করিতেছেন, তদ্দর্শন পরায়ণ হইয়া অবস্থিত আছেন॥২৯

পরিবৃত্তো ব্যাবৃতং শশ্বৎ গোপৈশ্চ শত কোটিভিঃ।

চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণ ভূষিতং ॥ ৩০ ॥

অন্বার্থঃ। চন্দন চর্চ্চিত সর্ব্ব কলেবর, রত্ননির্ম্মিত ভূষণে পরিভূষিত, এমত শতকোটি গোপ চতুঃপার্শে পরিবেষ্টিত ॥ ৩০ ॥

নবীন নীরদশ্যামং কিশোরং পীতবাসসং।
যথা দ্বাদশবর্ষীয় বালং গোপালরূপিণং ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ। অভিনব জলধর সমশ্যামবর্ণ সুন্দর কলেবর, পরিধৃত পীতবসন, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালকের ন্যায় গোপালরূপী পরমাত্মা গোবিন্দের মনোহর রূপ ॥ ৩১ ॥

কোটি শীতাংশু সংশীত দ্যুতিং শ্রীলক্ষ বক্ষসং।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য লীলালাবণ্য ধামকং ॥ ৩২ ॥

অন্বার্থঃ। কোটি শীত রশ্মি ন্যায় সুশীতল কান্তিমান, শ্রীবৎস চিহ্নে সুলক্ষিত বক্ষঃস্থল, কোটি কন্দর্প তুল্য লাবণ্য এবং লীলা লাবণ্যের এক ধাম স্বরূপ অর্থাৎ সংসারের যত লাবণ্য সে সকল ঐ শ্যামসুন্দর রূপকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

সস্মিতানন পাথোজ গোপীভিঃ সংস্পৃহং দ্বিজ।
রত্নেন্দ্রসার মাণিক্য বিচিত্রাভি র্মুর্দ্দেক্ষিতং ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে দ্বিজ! অঙ্গীবা গোপীগণের সম্যক্ স্পৃহনীয় রূপ, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনারাবিন্দ, অত্যুত্তম রত্নসার ও মাণিক্য নির্ম্মিত বিচিত্রাভরণ দ্বারা ভূষিত কলেবর, অতি হর্ষ জনক দর্শনীয় রূপ ॥ ৩৩ ॥

প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধা বক্ষঃস্থলস্থিতাং।
তয়াদত্তঞ্চ তাম্বুলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতং ॥ ৩৪ ॥

অন্বার্থঃ। বক্ষঃস্থলে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা রাধা অবস্থিতা, সেই রাধাদত্ত সুবাসিত তাম্বুল ভক্ষণ পরায়ণ, এবম্ভূতরূপ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ॥ ৩৪ ॥

পরিপূর্ণ তমং রাসে দদৃশু রীশ্বরং সুরাঃ।
মুনয়ো মনবঃ সিদ্ধা স্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রহৃষ্ট মানসাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃপরম বিস্ময়ং।
পরস্পরং সমালোচ্য তে সমূচু শ্চতুর্ম্মুখং ॥ ৩৬ ॥

অন্বার্থঃ। সমস্ত দেবগণেরা পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলে দর্শন করিলেন এবং মুনি মনু সিদ্ধগণ, ও তপস্যা দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে পাপরাশি এমন তপস্বীগণ, ইঁহারা প্রহৃষ্ট মানসে সকলে ভগবৎ রূপ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়যুক্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর সমালোচনা করিয়া সকলে ভগবান ব্রহ্মাকে কহিলেন ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

নিবেদিতং জগন্নাথং স্বাভিপ্রায় মভীপ্সিতং।
অহংতদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুংস্মৃত্বা স্বদক্ষিণে ॥ ৩৭ ॥
জগন্নাং সংস্মৃতঃ কৃষ্ণো বচনং মধুরোপমং ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অভিলষিত অভিপ্রায় জগন্নাথ ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস! তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতঃ দণ্ডায়মান থাকিলাম। অনন্তর আমা কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার দক্ষিণে আমাকে দেখিয়া মধুর তুল্য বাক্যে কহিলেন॥ ৩৭॥ ৩৮॥

অথ গোলোক বাস রচনা।

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।——ব্রহ্মন্ বাদয় বাদ্যানি নৃত্যন্ত্বপ্সরসাং গণাঃ।
ভবোগায়ত্তু গীতানি প্রীতয়ে মেঽতিসুস্বরং॥ ৩৯॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া অনুমতি করিলেন। হে ব্রহ্মণ! তুমি স্বয়ং বাদ্য বাদনকর, অপ্সরাগণেরা নৃত্য করুক, মহাদেব সদাশিব আমার প্রীতির নিমিত্তে অতি সুস্বরে স্বয়ং সংগীতে প্রবৃত্ত হউন॥ ৩৯॥

তস্মিন্ মহোৎসবে রাসে সর্ব্বেষাং প্রীতিদেহনঘ।
ততোমুঞ্চন্ প্রিয়ারোষং বিভজ্যাত্মান মাত্মনা॥ ৪০॥

অন্বয়ার্থঃ হে অনঘ! নিষ্পাপ অঙ্গিরা! সর্ব্বজীবের প্রীতিদায়ক এই মহামহোৎসব রাসে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ক্রোধ নিবারণ করতঃ আপনি আপনার শরীরকে অনেকরূপে বিভক্ত করিলেন॥ ৪০॥

শতধা রূপ লাবণ্যৌদার্য্য মাধুর্য্য বিষ্ঠিতং।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং বনমালা বিরাজিতং॥ ৪১॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ আপন রূপকে শত শত রূপে বিভাগিত করিলে সকল রূপই সমরূপে বর্দ্ধিত হইল, অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর বনমালা ভূষিত, রূপলাবণ্য ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য সকল রূপেই সমান॥ ৪১॥

ময়ূর পুচ্ছচূড়ঞ্চ কৌস্তুভেন লসদ্ধৃদি।
দিগ্ভূষণ গুণৌঘেন বয়ো রূপৌ জসাশ্রিয়া॥ ৪২॥

অন্বয়ার্থঃ। শিরোপরি শিখিপুচ্ছ চূড়া, কৌস্তুভমণি জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হৃদয় সুশোভিত সর্ব্বদিকের ভূষণ স্বরূপ গুণনিকরে ও বয়সে, রূপে, ও ওজ এবং শ্রীতে সমান করয়॥ ৪২॥

মূর্ত্তি কীর্ত্তি যশোবাসো ভঙ্গিমা সমশোভনং।
কৃষ্ণঃ ব্যস্তিত মাত্মানং সমং শতবিধং মুনে॥ ৪৩॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনে! সমমূর্ত্তি, সমকীর্ত্তি, সমযশ, সমবাস, সমান শোভা, সমানভঙ্গী, এরূপ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শতবিধরূপে বিভাগ করিলেন॥ ৪৩॥

বীক্ষ্যাত্মানং শতবিধ মকরোৎ বিশ্বমোহিনী।
রাসোৎসবং রসোপেতং রসিকাভি রসাচ্যুতঃ।
রচয়ামাস সর্ব্বাভি স্তাভিঃ স্বাংসভবৈরপি॥ ৪৪॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবর! শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সমরূপে শতবিধরূপে বিভাগ করিলেন তদৃষ্টে বিশ্বমোহিনী রাধাও শতরূপে বিভাগিতা হইলেন। সে সকল আত্ম সম্ভব মূর্ত্তির সহিত রাধাঙ্গ সম্ভবা সকল গোপীতে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরসযুক্ত রাস মহোৎসবের রচনা করেন॥ ৪৪॥

ভুজা বাবদ্ধা বাহুভ্যাং স্বাভ্যাং মধুরিপুর্হরিঃ।

নরী নৃত্যন্তিঃ কৃষ্ণৈস্তু নৃত্যন্তীভি রিতস্ততঃ॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ। ভগবান মধুসূদন স্বভুজদ্বয় দ্বারা গোপীদিগের পরস্পর ভুজদ্বয় আবদ্ধকরত নৃত্যপরা যোষিৎগণ সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং নৃত্যমানা গোপবালাগণেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নটন চর্য্যাদ্বারা চতুর্দ্দিগে নৃত্য করিয়া ভ্রাম্যমাণা হইলেন॥ ৪৫॥

অচোচুম্বদনে লিঙ্গদনরী নৃত্যদচ্যুতঃ।

মধ্যে মধ্যে স্থিত স্তাসা মুড়ুরাড়ুডভি র্যথা॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ। নৃত্যমানা এক এক গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে মধ্যে আলিঙ্গন করতঃ সকল গোপীরই বদন কমল চুম্বন করিতে লাগিলেন। যদ্রূপ গগণমণ্ডলোপরি উড়ুগন বেষ্টিত উড়ুপতি চন্দ্রের শোভা তদ্রূপ গোপীমণ্ডল মধ্যস্থিত জগন্নিবাস গোবিন্দ পরিশোভিত হইলেন॥ ৪৬॥

রমমাণো বভৌ কৃষ্ণো নিরীহো দ্বিজ সত্তম।

মুখবাসন তাম্বুল চর্ব্বণোৎকবলং দদৌ।

আস্যেষু তাসাং রাধানাং মধ্যে কৃষ্ণো দ্বযোর্দ্বয়োঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ সত্তম! শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপিও নির্গুণ সর্ব্ব চেষ্টারহিত বটেন তথাপি রাধানুরাগে অনুরাগীর ন্যায় রমণমূর্ত্তিতে দীপ্তিমান হইলেন। সমস্ত রাধা মূর্ত্তির বদনাম্বুজে সুবাসিত চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন এবং দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৪৭॥

অথেশ্রিন দথানন্দ সন্দোহাব্ধিবরং গতাঃ।

ভুজা বাচ্ছিদ্য ভবসা ভুজাভ্যাং কৃষ্ণ মাহরৎ॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। আনন্দ সন্দোহ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া গোপীমূর্ত্তি সকল শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছেন। কেহবা ভুজবন্ধ ছাড়াইয়া সহসা স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যমান কলেবরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥

রাসোৎসবে সংপ্রবৃত্তে বাণী মধুরনাদিনীং।

বীণা মাদায় বাহুভ্যা মবাদয়ত সুস্বরা॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। এরূপ গোলোকমণ্ডলে রাসস্থলে রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে। বাগ্দেবী বেদবিদ্যাধীশ্বরী সরস্বতীদেবী হস্তদ্বয়ে সুস্বর বিশিষ্টা মধুরবাদিনী বীণা ধারণ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন॥ ৪৯॥

ব্রহ্মোবাচ।—অহং মৃদঙ্গং পণবং বিষ্ণুর্দ্দেবগণারিহা।
ভবস্তম্বুরুণা সার্দ্ধং সগণেভ্যো ব্যজীগণৎ॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! ঐ সময় আমি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলাম, সর্ব্বাসুর মর্দ্দন বিষ্ণু পণব অর্থাৎ তম্বুরা যন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বাজাইতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞান প্রদায়ক ভূতপতি ভব মহাদেব সংগীতনায়ক তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের সহযোগে এবং কাল মহাকাল ভৈরবাদি স্বগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মাধুর্য্যরস সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫০॥

সুস্বরো মধুরালাপৈ মূর্চ্ছনা মূর্চ্ছিতৈঃ ক্রমাৎ।
মূর্চ্ছিতং সর্ষি গন্ধর্ব্ব সুরা সুর মহোরগং॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ। শিবকৃত সুস্বরালাপ সংগীতে ও মূর্চ্ছনা মূর্চ্ছিত শুদ্ধ সংগীত ক্রমে অনন্তাদি নাগরাজ দেবাসুর গন্ধর্ব্ব এবং সভাস্থ সকল সিদ্ধঋষিগণ একেবারে সংমূর্চ্ছিত হইলেন॥ ৫১॥

সযক্ষো রক্ষ কিং মর্ত্ত্য বিদ্যাধর মুনীশ্বরং।
বিসংজ্ঞং হরগীতেন মধুরালাপ মূর্চ্ছনৈঃ॥ ৫২॥

অস্যার্থঃ। যক্ষ, রাক্ষস, কিংপুরুষ, বিদ্যাধর ও মুনীন্দ্রগণ মূর্চ্ছনা সমন্বিত রাগ রাগিনী মধুরালাপচারি শিবসংগীত শ্রবণে এককালে সংজ্ঞারহিত নিস্পন্দ জড়বৎ হইলেন॥ ৫২॥

বীণাবাদ রবৈ র্বিপ্রন্ সমস্তাদ্রাসমণ্ডলং।
চিত্রার্পিত মিবা ভাতে সতদারাসমণ্ডলং॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ। হে বিপ্রন অঙ্গিরা! মহাদেবী সর্ব্ব বিদ্যা বিনোদিনী বাণীর বীণাবাদন রবে সমস্ত রাসমণ্ডল এবং রাসমণ্ডল গত জন মাত্রেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ প্রায় হইলেন। অর্থাৎ সেই বীণা গান শ্রবণে কাহারই সংজ্ঞা রহিল না॥ ৫৩॥

অথ শিব সংগীত শ্রবণে রাধাকৃষ্ণদ্রব।

অত্যন্তং মধুরঞ্চৈব সুকোমল মধুস্বরং।
ভূয়োনিশম্য তদ্গাতং দ্রবীভূতো ক্ষণাদিব॥ ৫৪॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় সুকোমল সুমধুর স্বর এবং সুমধুর রাগালাপ মূর্চ্ছনা সমন্বিত বারম্বার ভব সংগীত শ্রবণ করতে করিতে তৎক্ষণ মাত্রে শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণ এককালে জলপ্রায় দ্রবীভূত হইয়া গেলেন॥ ৫৪॥

নির্ম্মলং স্ফটিকা ভাসং জলং গোলোক ধামকং।
ব্যাপ্ত বত্তেন সংভ্রান্তাঃ সর্ব্বেদেবাঃ সবাসবাঃ।
হাহাকারং তত চক্রুঃ কিমত্তে দিতিচিন্তয়ন্॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ। স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল সেই জল সম্যক্ গোলোক ধামে পরিব্যাপ্ত হইল,

তদূর্দ্ধে শচীপতি ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, আঃ একি হইল? এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

অহো দৌর্ব্বল্য মাহাত্ম্যং কর্ম্মোক্ত যশসো গুণাম্।
কর্ম্মণশ্চ পরিজ্ঞাতুং ন শক্যামঃ কথঞ্চন ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পরস্পর অমরগণেরা পরমেশ্বরের কর্ম্ম ওক্ত যশ গুণাদি বিষয়ে আপনাদিগের দুর্ব্বলতা জানিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন। আহা? কি আশ্চর্য্যের বিষয়, ভগবানের কর্ম্মের কি মহিমা পরিজ্ঞানে আমরা কিছুমাত্র সমর্থ নহি। অর্থাৎ কর্ম্মে যে কখন কি ঘটনা হয় তাহা কিছু বলা যায় না ॥ ৫৬ ॥

ক্বযাতা মূর্ত্তয়ো হ্যেতাঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাধায়া বা মহেশান্যঃ ক্বগতং রাসমণ্ডলং।
কুতোবা তোয়মায়াতং সর্ব্বং ব্যাপোতি গোলকং ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কি আশ্চর্য্য? পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি কোথা গমন করিল? আর মহেশ্বরী রাধারই বা সেই সকল মূর্ত্তি কোথায় গেল? এবং সেই মনোহর রাস মণ্ডলইবা কোথায় গমন করিল? আর ঐন্দ্রজালিক খেলবৎ এত জলই বা কোথা হইতে আইল? যাহাতে সমস্ত গোলকধাম প্লাবিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৭ ॥

অহো অদ্ভুত মেতন্নো দৃষ্টং কর্ম্ম মহাত্মনঃ।
তুষ্টুবু স্তেতদা কৃষ্ণং সরাধং দেবসত্তমাঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেবগণে কহিতেছেন। অহো পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের একি অদ্ভুত কর্ম্ম আমরা দর্শন করিলাম, অর্থাৎ ইহার মর্ম্ম কিছুমাত্র আমাদিগের উপলব্ধি হয় না, ইহা আলোচনা করিয়া দেব সত্তমেরা সকলে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন

দেবা উচুঃ।—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাশ্রয়ায় চ।
নির্গুণায় চ শান্তায় রাধাকান্তায় তে নমঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অধিবাসস্থল, সর্ব্বভূতের একাশ্রয়, শান্ত, নির্গুণ, শ্রীরাধিকার একান্ত প্রিয়, হে গোবিন্দ। তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫৯ ॥

বিরিঞ্চি ভব সুত্রাম্নো ধ্যায়ন্তেহর্নিশং বিভো।
তৎপাদ পাথোজননং ভূভ্যং নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বিভো! জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা, জগৎসংহর্ত্তা শঙ্কর এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ অভিনিবিষ্ট দিবা রাত্রি তোমার পাদপদ্মকে ধ্যান করেন, অতএব তোমাকে আমরা ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি ॥ ৬০ ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ানাং কারণং করুণানিধে।
হরি বিরিঞ্চিহরাণাং ত্বং জনকত্বাং নতাস্মতে ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে করুণানিধে। তুমি এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ, হরি হর হিরণ্যগর্ভের জনক, অতএব তব পাদপদ্মে আমরা নত হই ॥ ৬১ ॥

সদেব সৌম্যেদ মগ্র আসীদ্বাধ্যন্দিনা জগুঃ।

ত্বং হিতৎ পরমং ব্রহ্ম ভূত্যাং নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীরা বলেন সদ্রূপ চিন্মাত্র যে ব্রহ্ম সকলের অগ্রে ছিলেন। হে গোবিন্দ। সেই পরম ব্রহ্ম তুমি; নিত্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥

যস্মাদ্বিশ্বমিদং জাতং যস্মিন্নেব প্রলীয়তে।

তদ্ব্রহ্ম শাশ্বতং তস্মৈ প্রণমামি জগৎপতে ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে জগৎপতে। যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, পুনর্ব্বার যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, শ্রুত্যুক্ত যে পরং ব্রহ্ম, সেই পরমব্রহ্ম তুমি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬৩ ॥

দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যঞ্চ শব্দ ব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।

তৎ ত্বংহি শব্দ পরমং ব্রহ্ম তস্মৈ নতাবয়ং ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মুণ্ডক শ্রুত্যুক্ত অপরাবিদ্যা ও পরা বিদ্যা এই বিদ্যাদ্বয় দ্বারা শব্দ ব্রহ্ম ও পরম ব্রহ্মকে জানা যায়, সেই সগুণ নির্গুণ উভয়রূপ তুমি তোমাকে আমারা নমস্কার করি ॥৬৪॥

তাৎপর্য্য। অপরা বিদ্যা কে বিজ্ঞান, আর অপরাবিদ্যা কে জ্ঞান স্বরূপা বলিয়া মুণ্ডক শ্রুতিতে উক্ত করিয়াছেন। ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এবং ব্যাকরণ এই ছয় বেদের অঙ্গ, অর্থাৎ প্রণবাবলম্বন পর্য্যন্ত যাবৎ বেদোক্ত তত্ত্ব সে সমস্তই অপরাবিদ্যার বিষয়, তাহা কার্য্য ব্রহ্ম হৈরণ্যগর্ভের উপাসনা হয়। যাহার দ্বারা পরব্রহ্মে অধিগমন হয় তাঁহার নাম পরাবিদ্যা। অতএব শব্দ ব্রহ্মকে জানিলে পর পরব্রহ্মে অধিগমন করা যায়। হে গোবিন্দ! তুমি সেই উভয়রূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬৪ ॥

একমেবা দ্বিতীয়ং যদ্বৃহদারণ্যকোহব্রবীৎ।

তদেকং ব্রহ্ম ত্বং দেব তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দেব। বৃহদারণ্যকশ্রুতি যে এক মেবাদ্বিতীয়ং বলিয়াছেন সেই অদ্বিতীয় পরং ব্রহ্ম তুমি, তোমাকে নিত্য নমস্কার করি ॥ ৬৫ ॥

একোহবৈ পুরুষো যো নিত্যং সদসদাত্মকং।

শ্রুতিদ্বয়স্ত বিষয়ং ত্বাং নৌমি পুরুষোহব্যয় ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অব্যয় পুরুষ গোবিন্দ! একমাত্র পুরুষ যিনি সকলের অগ্রে ছিলেন নারায়ণাদি শ্রুতিতে কহেন। এবং মণ্ডল ব্রাহ্মণাদিতে সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক ব্রহ্ম বলেন। এই শ্রুতি দ্বয়ের বিষয় পরব্রহ্ম তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৬৬ ॥

ইতিপ্রভৃতিভিঃ স্তোত্রৈর্মধুরৈঃ সুপদৈরপি।
ততো দেবান্ প্রহস্যাহ শিবোদারাভ্যনুসান্ত্বয়া॥
বিক্রুয়ান্ সজলস্নিগ্ধ মেঘগম্ভীরয়া হরিঃ॥ ৬৭॥

অস্যার্থ। শোভন পদ মিলিত, মধুরস্বর সমন্বিত এই প্রভৃতি উক্ত স্তব দ্বারা সন্তোষিত হইয়া ভগবান হাস্যবদনে দেবগণকে সজল স্নিগ্ধ জলদ ন্যায় গম্ভীর স্বরে অতি উদার এবং কল্যাণকর সকল বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতেছেন॥ ৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—সুস্থা স্থতো নভেতবাং কর্ম্মণা বোঽমরা মম।
কৃতা পরীক্ষা হ্যেতেন ব্যেতু বো মনসোজ্বরঃ॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। দেবগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। হে অমরাঃ! তোমরা সুস্থ হও। অস্মৎ বিস্মাপনীয় কর্ম্ম দ্বারা তোমরা ভীত হইও না, এই কর্ম্ম দ্বারা আমি তোমা-দিগের পরীক্ষা মাত্র করিলাম, তোমরা মানস চিন্তাকে ত্যাগ কর॥ ৬৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাভাষিত মাকর্ণ্য দেবা ভব পুরোগমাঃ।
সুপ্রসন্ন মুখাঃ সর্ব্বে শান্তাঃ শান্তেন শান্তিতাঃ॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। শিবাদি দেবগণেরা ভগবানের অশরীরী বাক্য শ্রবণ করিয়া সুপ্রসন্ন বদন হইলেন। এবং আশ্বস্ত বাক্য দ্বারা সকলে তৎকর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইলেন। অর্থাৎ চিত্তস্থ উদ্বেগকে ত্যাগ করিলেন॥ ৬৯॥

বিস্ময়োৎফুল্ল পাথোজ মনোবদন চক্ষুষঃ।
তমাবভাষিরে দেবাঃ কৃষ্ণমম্বুজদলেক্ষণং॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ। ভগবৎ কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত দেবগণের প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মুখ পদ্ম ও চক্ষু এবং মন সুপ্রসন্ন হইল, পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই তখন বিনয় সহকারে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৭০॥

দেবাঊচুঃ।—নৈতচ্চিত্রং ভগবতি ত্বয়িযোগেশ্বরেশ্বরে।
বিচিত্র কর্ম্ম মাহাত্ম্যং রূপৈশ্বর্য্য বিমুক্তিদে॥ ৭১॥

অস্যার্থঃ। ভগবৎ প্রতি দেবগণেরা সাদরে এই বাক্য কহিলেন। হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বযোগেশ্বরের ঈশ্বর, তোমার এরূপ, ঐশ্বর্য্য এবং মোক্ষপ্রদ অভাবনীয় কর্ম্ম মহিমা তোমাতে অসম্ভব নহে। যেহেতু সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ঈশ্বরীয় সকল কর্ম্মই অলৌকিক, তাহাতে কোনমতে অনীশ্বরজনের যুক্তি চলিতে পারে না?॥ ৭১॥

কোবিজ্ঞাতুং ক্ষমোদেব ভব বিশ্বাত্মকর্ম্মণঃ।
চরিতং মনসাগম্যং বচসা কর্ম্মণা হরে॥ ৭২॥

অস্যার্থঃ। হে হরে! তুমি বিশ্বাত্মা, সমস্ত বিশ্বকার্য্য তোমা হইতে সম্পন্ন হয়,

তোমার মাহমা লোকের বাক্য মন কর্ম্মের অগম্য, অর্থাৎ অবাঙ্মনসো গোচর, তুমি অতীন্দ্রিয়, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর, হে দেব! তোমার কার্য্য জানিতে অনেক অসমর্থ হয়? ॥ ৭২॥

যদিতেস্মু গ্রহোস্মাস্মু ভক্তাভীপ্সিতদো যদি।

কৃপণেষু চ বাৎসল্যাং দেহি নো দর্শনং বিভো ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বিভো! যদি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ হয়, আর কাতরজন প্রতি করুণা থাকে, হে গোবিন্দ! তবে অনুগ্রহ প্রকাশে এই দান দেবগণকে দর্শন দাও। কেননা তব অদর্শনে আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়াছি ইত্যাদি প্রার্থনা। ৭৩॥

ব্রহ্মোবাচ।--এবং সম্প্রার্থিতো দেবৈ রলক্ষ্য গতিরীশ্বরঃ।

সহসাবিরভূৎ প্রেম্না পরিষক্ত কলেবরঃ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন! অলক্ষ গতি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রেম পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া, তদ্দর্শনার্থি দেবগণের এই প্রার্থনাসূচক বাক্য শ্রবণমাত্র সহসা সেই আবির্ভূত হইলেন ॥ ৭৪

নবীন সজলশ্যাম পাথোধর বরচ্ছবিঃ॥

বনমালারাজিতোরঃ স্থলোগ্যাধোরসিস্থিতঃ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সজল নবীন জলধর ন্যায় সুদীপ্ত শ্যাম শরীর, বনমালাতে সুশোভিত বক্ষঃস্থলঃ এবং হৃদয়গতা শ্রীরাধিকা এবম্ভূত নয়ন রঞ্জন মনোহর রূপে সুপ্রকাশিত হইলেন॥ ৭৫॥

বর্হচূড়ঃ সস্মিতাস্যো দ্বিভুজশ্চারুলোচনঃ।

মনোহরন্ বেণু গীতৈ মূর্চ্ছনা মধুরস্বরৈঃ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শিখিপুচ্ছ চূড়ায় সুশোভিত মস্তক, ঈষৎহাস্যযুক্ত শ্রীমুখচন্দ্রিমা, দ্বিভুজ মুরলীধর, সুচারু বঙ্কিম নয়ন যুগল সুমধুর স্বর মূর্চ্ছনা সমন্বিত বেণুগীত দ্বারা সকলের মনোহরণ করিলেন॥ ৭৬॥

কোটিগোপাল গোপীভি বীক্ষ্যমাণো মুদান্বিতৈঃ।

স্তূয়মানো মুনিগণৈঃ সুনন্দ নন্দকাদিভিঃ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পরম হর্ষযুক্ত চিত্ত কোটি গোপালগণ ও কোটি গোপীকাগণ কর্ত্তৃক বীক্ষ্যমাণ দর্শনীয় রূপ, নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত এবং সুনন্দনন্দাদি পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত॥৭৭॥

তৎপ্রোক্ষ সকলাদেবা মুদমাপুরনুত্তমাং॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সর্ব্ব মনোভিরম রূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সকল দেবগণেরা নিরতিশয় অনুত্তম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন॥ ৭৮॥

অথ গোলোকে সনৎকুমারাগমন।

এতস্মিন্নন্তবে বিদ্বংশ্চরন্ননুগতৈঃ সহ।

শৈষাঃ প্রশিষ্যৈ স্বাচ্ছন্দ্যৈ মুনিভিঃ সংশিত ব্রতৈঃ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পঞ্চ বৎসর বয়স্ক প্রায় দৃশ্যমান্ পরমযোগী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার, গোলোকমণ্ডলে ঐ সময়ে সমাগত হইলেন, ক্রমে তৎপরিবারাদির বর্ণনা করিতেছেন। ইত্যাভাসঃ ॥ ৭৯ ॥

তাৎপর্য্য। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! দেবগণ কর্ত্তৃক স্বরূপ দর্শনান্তর শ্রীকৃষ্ণ সুখোপবিষ্ট হইলেন। এমত সময় যদিচ্ছাচরণশীল সনৎকুমার, ব্রতকর্ষিত মুনিগণ এবং অনুগামী শিষ্য প্রশিষ্যগণ এবং তৎ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকে উপস্থিত হন ॥ ৭৯ ॥

বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত পুরাণাগম বেদিভিঃ।
পঞ্চষট্ শত সংখ্যৈস্তু বায়ুবদগতিভির্মুনে ॥ ৮০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনে! ঐ সকল মুনি শিষ্যগণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ ছয় শত, তাঁহাদিগের বায়ু তুল্য গতি, এবং সকলেই বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ও পুরাণ, আগমাদি শাস্ত্রের পারদর্শী ও পরম সাধক ॥ ৮০ ॥

আশুরোষা মহাতেজা গ্রীষ্ম তীক্ষ্ণকরপ্রভাঃ।
ধমনীভিরবচ্ছন্ন কলেবর বরঃ সুধী ॥ ৮১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সকলেই শীঘ্র ক্রোধী, মহাতেজস্বী, গ্রীষ্মকালের সূর্য্যের ন্যায় অত্যুগ্র প্রভাযুক্ত, অস্থি চর্ম্মাবিশিষ্ট শরীর শিরাজালে আবৃত, সকলেই শোভন বুদ্ধিমান ॥ ৮১ ॥

মেরু লগ্নোদরামাংসঃ কোটরাবিষ্ট লোচনঃ।
আনাভিদোলিতশ্মশ্রু রাজিচ্ছন্ন কলেবরঃ ॥ ৮২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উদরের মাংস সকলেরই মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কোটরে প্রবিষ্ট চক্ষু নাভিদেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত শ্মশ্রুজালে আচ্ছন্ন শরীর, অতিশয় শীর্ণাবয়বধারী ॥ ৮২ ॥

রৌরবাজিন বাসোভিঃ পরীধানোত্তরীয়কঃ।
প্রবৃদ্ধ বৃদ্ধতাপন্নঃ প্রগলভ বদনোরুবাক্ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মৃগ বিশেষ রুরুজাতি তৎচর্ম্ম পরিধৃত ও উত্তরীয় বস্ত্র, অতিশয় বৃদ্ধরূপে আপন শরীর এবং প্রগলভতা পূর্ব্বক বাক্জাল সমন্বিত প্রসন্নবদন, অর্থাৎ কেহই পাণ্ডিত্যে শূন্য নহেন ॥ ৮৩ ॥

আপিঙ্গায়ত কেশৌঘ জটামণ্ডল মণ্ডিতঃ।
কমণ্ডলু ব্যগ্রদণ্ড করদ্বিতয় শোভিতঃ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সংযত পিঙ্গলবর্ণ কেশ সমূহ জাত জটা, সেই জটাজাল মণ্ডিত মস্তকমণ্ডল। দণ্ড ও কমণ্ডলুতে পরিশোভিত সকলেরই করদ্বয় ॥ ৮৪ ॥

শ্রীনারায়ণ নামৌঘানুচ্চৈরুচ্চারয়ন্মুহুঃ।
শ্রীনারায়ণ নামৌঘ কৃতং তিলক মাবহন্ ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ শ্রীমন্নারায়ণ নাম রাজি উচ্চারণ পরায়ণ এবং নারায়ণ নামশ্রেণী কৃত চিত্রিত তিলক সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত ॥ ৮৫ ॥

স্তঃ স্তূয়মানস্থ প্রভয়েব হুতাশনঃ।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসাগম বিদাম্বরঃ॥ ৮৬ ॥

অন্বার্থঃ। উপরোক্ত মুনিগণ কর্তৃক, স্তূয়মান, প্রচণ্ড প্রভাযুক্ত সাক্ষাৎ হুতাশন প্রায়, এবং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এবং আগমাদি শাস্ত্রজ্ঞ সকলের শ্রেষ্ঠতম॥ ৮৬॥

সনৎকুমারো দেবর্ষিঃ কৃষ্ণ দর্শন লালসঃ।

প্রতীহারপতীন্ প্রৈত্য প্রোবাচ মধুরং বচঃ॥ ৮৭ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেচ্ছু দেবর্ষি প্রবর সনৎকুমার গোলকধামে সমাগত হইয়া দ্বারপালদিগের ঈশ্বরের নিকট গিয়া সুমধুরবাক্যে এই বাক্য কহিলেন॥ ৮৭॥

মার্গং দদত ভদ্রংবো দিদৃক্ষা স্বজনাভকং॥

কৃষ্ণং কৃষ্ণ ঘনশ্যামং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং॥ ৮৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে দ্বারপালক পতে। তোমাদিগের মঙ্গল হউক ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহবান ভগবান পদ্মনাভ নবোদিত মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দর্শন করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে দ্বার ছাড়িয়া পথ দাও॥ ৮৮॥

প্রতীহারিণ উচুঃ।—রহঃস্থো নাধুনাদ্রষ্টুং শক্যঃ কেনাপ্যুরুক্রমং।

ক্ষণং বিশ্রম বিপ্রর্ষে সক্ষণং দ্রক্ষ্যসি প্রভুং॥ ৮৯ ॥

অন্বার্থঃ। সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করতঃ দ্বারপালগণ তাঁহাকে কহিলেন। হে বিপ্রর্ষে! এ সময় ভগবান্ উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণ অতি গোপন স্থানে রাধাসহ অবস্থান করিতেছেন, একারণ কেহই তাঁহাকে এমন সময় দর্শন করিতে সক্ষম নহে। অতএব ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া আপনি বিশ্রাম করুন, পশ্চাৎ বহির্নিষ্ক্রান্ত হইলে প্রভুকে দর্শন করিবেন॥ ৮৯॥

সনৎকুমার উবাচ।—অধুনৈব ময়াকৃষ্ণো দ্রষ্টব্যোসহসি স্থিতঃ।

দেহিদ্বার মবে মূঢ় ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশৎ বলাৎ॥ ৯০ ॥

অন্বার্থঃ। ভগবান সনৎকুমার সর্বজ্ঞ ধ্যানযোগে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, যে দেবগণ কর্তৃক স্তূয়মান কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে অবস্থিত আছেন, দ্বারী তাঁহাকে রহঃস্থ বলিয়া মৃষা বাক্য উল্লেখ করিল, একারণ জাত রোষ ঋষি সকোপান্তরে তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন। ইত্যাভাসঃ॥ ৯০॥

ওরে মূঢ় মিথ্যা বচন শীল। রহসি স্থিত শ্রীকৃষ্ণ এইক্ষণেই আমার দ্রষ্টব্য হইবেন, তুমি আমাকে দ্বার ছাড়িয়া দাও, এই কথা বলিয়া বলপূর্ব্বক পুর প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন॥৯০

অবরোধিতোবেত্রেণ দেবর্ষিঃ প্রাহতং রুষা।

নসেহে প্রতিঘাতঃ রে ক্ষণং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে॥ ৯১ ॥

অন্বার্থঃ। দ্বারপাল কর্তৃক বেত্রদ্বারা প্রতিবারিত হইয়া মহাক্রোধে দেবর্ষি তাঁহাকে কহিলেন। রে মূঢ়! ক্ষণমাত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ব্যাঘাত আমি সহ্য করিতে পারিনা॥ ৯১॥

দ্বারংদেহি নচেৎ শপ্স্যে সপুরং ত্বাং নরাধম।
নজানাসি চ রে জাল্ম পশ্চমে তপসো বলং ॥ ৯২ ॥

অন্বার্থঃ। একে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে রোষ জন্মিয়াছে, তাহাতে বেত্রদ্বারা প্রতি-বারিত হওয়াতে সনৎকুমার দ্বিগুণ ক্রোধে জাজ্বল্যমান হইয়া প্রতীহারদিকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ইত্যাভাসঃ।

অরে জাল্ম, মূর্খ! ওরে নরাধম! তুই আমাকে জানিস্ না দ্বারছাড়িয়া দে, যদি আমাকে পুর প্রবেশ করিতে নাদেও, তবে এইক্ষণ মাত্রেই পুরসহিত তোমাকে অভিশপ্ত করিব, অদ্য তুমি আমার তপস্যার যে কি পর্য্যন্ত বল, তাহা দেখ ॥ ৯২ ॥

প্রতীহারিণ উচুঃ।—অনুগৃহ্ণ মুনেনাথ সুদীনান্ দীনবৎসল।
গতশ্রমেণ হি পুরং প্রবেষ্টব্য ত্বয়াগুরো ॥ ৯৩ ॥

অন্বার্থঃ। দ্বারপালপ্রতি প্রভু অতিক্রোধিত দেখিয়া তদধীন প্রতিহারিগণে সান্ত্বনয় বাক্যে দেবর্ষি সনৎকুমারকে কহিতেছেন। হে নাথ! হে দীনবৎসল! হে প্রভো! আমরা অতিশয় দীন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন্। হে গুরো! এই স্থলে কিঞ্চিৎ কাল উপ-বেশন করতঃ শ্রান্তিদূর হইলে পর আপনি পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। প্রেষ্যগণ প্রতি কোপ করিবেন না ॥ ৯৩ ॥

সনৎকুমার উবাচ।—অনুগ্রহস্য পাত্রাণি নো মদান্ধা বিচেতসঃ।
মূঢ়াঃ পণ্ডিতমাত্মানং মন্যমানাঃ স্বপৌরুষং ॥ ৯৪ ॥

অন্বার্থঃ। সংজাতমন্যু সনৎকুমার দ্বারীগণ প্রতি কহিছেন। হে প্রতীহারিগণ! তোমরা এক্ষণে যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছ তাহা সফল হইবেনা। কেননা যাহারা মদান্ধ হতজ্ঞান, আপনাকে পণ্ডিতমানী মূঢ় সর্ব্বাপেক্ষা আপনাতে পৌরুষাভিমান করে, তাহারা কদাচ সাধু সন্নিধানে অনুগ্রহের পাত্রভূত হয় না ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—উদীর্য্যবচনং রোষাৎ স্ফুরদ্রক্তান্তলোচনঃ।
মুনির্জগ্রাহ তোয়ংস স্ফুরদোষ্ঠঃ কমণ্ডলোঃ ॥ ৯৫ ॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে, কহিতেছেন। বৎস! দ্বারপালগণ প্রতি সনৎকুমার এইবাক্যমাত্র কহিয়া তাঁহার ক্রোধে প্রস্ফুরিত ওষ্ঠ ও আরক্তবর্ণ চক্ষু হইল, বীরকরবৃত্তি কমণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ করিয়া মহামুনি কহিলেন ॥ ৯৫ ॥

মুনিরুবাচ।—ঐশ্বর্য্য মদমত্তাস্থ্য যাদৃশা দুর্ম্মদা জনাঃ।
পুরস্থা ভ্রষ্টদৌরাত্ম্যাদ্ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যামরপ্রভাঃ।
সেশ্বরাঃ সানুগাঃ সর্ব্বে যায়াস্থ ধরণীযিতিঃ ॥ ৯৬ ॥

অন্বার্থঃ। মুনীশ্বর প্রজাপতি তনয় সনৎকুমার তাহাদিগকে রোষভরে কহিতে লাগি-লেন। রে পামরেরা! ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুর্ম্মদ মদান্ধজন সকল অমরতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও

নষ্ট শ্রীক হয়। অতএব তোমরা ঐশ্বর্য্যমদে অত্যন্ত মত্ত, অতি অহঙ্কারী, আপন বশে তোমরা তোমাদিগের ঈশ্বরের সহিত ও পুরস্থ অনুগতজনগণের সহিত সত্বধাম গোলোক হইতে অতি সত্বর পৃথিবীতলে গিয়া মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৯৬ ॥

ইত্যুক্ত্বাধীর্য্যবচোঘোরং মুনি বৈশ্বানরোপমঃ।
সশিষ্যো গতবাংস্তস্মাদযথা গত মমিত্রহন্ ॥ ৯৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অমিত্রহন! এই ঘোরতর অভিশাপ বাক্য প্রয়োগানন্তর অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহামুনি সনৎকুমার যথা হইতে আগত হইয়াছিলেন, গোলোকহইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত সেইস্থানে পুনরায় গমন করিলেন ॥ ৯৭ ॥

তাৎপর্য্য। মহাজ্ঞানী সনৎকুমার, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, মহাযোগি সমদর্শী সত্বগুণাবলম্বী, উদার স্বভাব, লাভালাভ জয় পরাজয়, মানাপমানে সমানজ্ঞান, তিনি স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের পরবশ হইয়া এমত অভিসম্পাত কেন করিলেন? তদুত্তর। সর্ব্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ নিজাপ মানে ক্ষুব্ধহন্ নাই, শুদ্ধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা ভগবানের মনোগত ভাব বুঝিয়া অভিশপ্ত করণাভিপ্রায়েই গোলোক আগমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেবী বাক্যে ভগবান মর্ত্যলীলা করণার্থে ধরাতলেগমন করিবেন, কিন্তু নিষ্কারণে গোলোক ত্যাগ করাহয় না, ইতি বিবেচনায় ছল সনৎকুমার শাপ প্রকাশ করিলেন ইতিভাবঃ ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—গতেতস্মিন্ মুনৌ বিপ্রং শ্চচাল তৎপুরংমহৎ।
দেব দেবো ববর্ষাদৌ শোণিতং সাস্থিচোল্বণং ॥ ৯৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বিপ্রন! মহামুনি তথা হইতে গমন করিলে পর সেই মহাপুর গোলোক তথন সহসা কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্বদ দেব দেব ভগবান অস্থির সহিত উগ্র শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

সনির্ঘাতং ববুর্বাতা শ্চণ্ডবেগাঃ সুদারুণাঃ।
রাহুরগ্রসদাদিত্যমপর্ব্বণি নিশাকরং ॥ ৯৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অতি ভয়ঙ্কর বেগে নির্ঘাত শব্দবান সুদারুণ বায়ু বহিতে লাগিল। অপূর্ব্ব কালে দিবাকর ও নিশাকরকে রাহু গ্রাস করিল। অর্থাৎ অমঙ্গল সূচক উৎপাত সকল সমুপস্থিত হইল ॥ ৯৯ ॥

গতশ্রীকা গতবলা গতপ্রাণা গতৌজসঃ।
গতোৎসবা গতোৎসাহা গতোত্তম পরাক্রমাঃ ॥ ১০০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অরিষ্ট সূচক নিমিত্ত দর্শনে গোলোক বাসি জন সকল, বিগতশ্রী, বল বর্জ্জিত, প্রাণহীন প্রায় তেজওজ রহিত, বিগতোৎসব, বিগত উৎসাহ, সর্ব্বোত্তম শূন্য এবং সকলেই বিক্রম হীন হইলেন ॥ ১০০ ॥

উদ্ভ্রান্ত মনসঃ সর্ব্বে ভগবন্তং জনার্দ্দনং।
প্রোচুস্তৎ সর্ব্ব বৃত্তান্তং বৈশসং নির্বিবিৎসবঃ ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থঃ। ক্ষয়সূচক অরিষ্ট দর্শনে সকলে ভ্রান্তমনা হইয়া বিনাশ প্রায় গোলোকের বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন॥ ১০১॥

প্রণমাভ্যর্চ্চ্য সংস্তূয় কৃতাঞ্জলিপুট স্থিতাঃ।
তান সংপ্রেক্ষ্য তথা ভূতান্ জনান সর্ব্বমশেষতঃ॥ ১০২॥

অস্যার্থঃ। ভগবচ্চরণারবিন্দে প্রণিপাত পূর্ব্বক অর্চ্চনা করতঃ বিনয় বাক্যে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি যুগল হইয়া সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া ভগবান সবিশেষ সকল বৃত্তান্ত আত্মমনে উপলব্ধি করিলেন। অর্থাৎ সনৎকুমার গমনাবধি পুরাভিশপ্ত ও সংশয় সূচক নিমিত্ত দর্শনাদি কুৎসিত বিবরণ সকল আত্মহৃদয়ে অবগত হইলেন॥ ১০২॥

নিঃশ্বস্য পরমংকৃষ্ণঃ কিঞ্চিৎকালং নিনায চ।
প্রহস্য স্বানুগানাহ ভগবান মধুসূদনঃ॥ ১০৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কালকে অতিপাত করতঃ পশ্চাৎ ভগবান মধুহন্তা হরি হাস্য করিয়া স্বীয় অনুগত জনগণকে এই কথা কহিলেন॥ ১০৩।

সর্ব্বং জানে সুরশ্রেষ্ঠা বৈশসং মুনিনা কৃতং।
ভুবং গচ্ছত ভদ্রংবঃ কুরু বৃষ্ণ্যন্ধকেষু চ॥ ১০৪॥
কুকুরেষু দশার্হেষু ভোজ পাঞ্চাল মন্মথ।
কুরুপাঞ্চাল বাহ্লীক যদুদেবেষু তেম্বথ॥
জায়ন্তাং সর্ব্ব সদ্গুনাং প্রধানেষমরোত্তমাঃ॥ ১০৫॥

অস্যার্থঃ। হে অমরোত্তমেরাঃ। মহামুনি সনৎকুমার কর্ত্তৃক বৈশস প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষয়দশা সংপ্রাপ্ত গোলকের বিবরণ সকল আমি জানি তাহা আমাকে বলিতে হইবে না এক্ষণে তোমরা সকলে পৃথিবীতে গমন কর, মঙ্গল হইবে। কুরু, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর, দশার্হ ও ভোজ পাঞ্চাল দেশে এবং কুরুবংশে ও পাঞ্চাল রাজকুলে, বাহ্লীকালয়ে, এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যদুকুলে অপর প্রধান মনুষ্য গৃহে সকলে জন্মগ্রহণ কর। কদাপি মুনিশাপ অন্যথা হইবে না ইতিভাবঃ॥ ১০৪॥ ১০৫॥

মৎপরা মৎকথালাপ মদনুধ্যান তৎপরাঃ।
মন্নাম কীর্ত্তনপরা মদগুণ শ্রবণেরতাঃ॥ ১০৬॥

অস্যার্থঃ। ধরাতলে নরদেহ ধারণ করতঃ আমাতে ভক্তি পরায়ণ, আমার কথা আলাপন ও আমার স্বরূপ ধ্যান পরায়ণ এবং আমার নাম সংকীর্ত্তন পরায়ণ হইবে আর আমার গুণলীলা শ্রবণে সর্ব্বদা রত থাকিবে॥ ১০৬॥

মদ্ভক্ত সঙ্গনিরতা মৎপাদ সেবনেরতাঃ।
বিদ্বাংসঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্ব ধনুষ্বতাং ॥ ১০৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আমার ভক্তসঙ্গে নিয়ত সঙ্গ করিবে, অবিরত আমার চরণ সেবায় রত থাকিবে। আর আমার আজ্ঞায় সকলে সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্বান ও সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহার অন্যথা হইবেনা ॥ ১০৭ ॥

অজেয়া দেব দৈতেয় যক্ষ রাক্ষস পন্নগৈঃ।
কিঞ্চিৎ কালং তত্রনীত্বা পুনরপ্যাগমিষ্যসি ॥ ১০৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগগণ কর্ত্তৃক অজেয় হইয়া তদ্রূপে তথায় কিছুকাল অবশেষ করতঃ পুনর্ব্বার এই মম ধাম গোলোকে সকলে আগমন করিবে ॥ ১০৮ ॥

কিং বিষাদেন শোকেন বৈক্লব্যেনা ধুনাচবঃ।
অমোঘমুক্তং মুনিনাবাগ্বজ্রং পরমোল্বণং ॥ ১০৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ! হে প্রিয় প্রিয়েরা! এক্ষণে তোমরা আর কি বিষাদ কর? আর কি নিমিত্তই বা শোক কর? আর বৈক্লব্যাচরণে সুসার কি হইতে পারিবে? পরম উগ্র-তেজ প্রায় মুনি কর্ত্তৃক অমোঘ বাকবজ্র পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাতে কোনমতেই পরিত্রাণ নাই ইতিভাবঃ ॥ ১০৯ ॥

অহমপ্যাগমিষ্যামি প্রার্থিতো হ্যব্জযোনিনা।
দুষ্টক্ষত্রিয় ভূভার বলৌঘক্ষয় জিষ্ণুনা ॥ ১১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তোমরা কেহ মদ্বিরহ শঙ্কা করিও না। যেহেতু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিশ্বরক্ষার্থ আমিও পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইব। ভূভার অপনয়ন জন্য জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুনের সহিত দুরাত্মা ক্ষত্রিয় বল সমস্ত সংক্ষয় করিব ॥ ১১০ ॥

মৎপরা যাশ্চ গোপ্যশ্চ গোপালাশ্চ সহস্রশঃ।
গোকুলেষু সমৃদ্ধেষু মদ্ভক্তি পরমেষু চ ॥ ১১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মৎপরায়ণা ভক্তি মতে যে সকল গোপিকা, আর ভক্তিমান সহস্র সহস্র যে গোপগণ, ইহারা সকলেই মদ্ভক্তি পরায়ণ, পরমধাম সমৃদ্ধিমৎ গোকুলে গিয়া গোপগৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন ॥ ১১১ ॥

যাত্বং রাধাভুবং দেবি প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী।
কীর্ত্তিদায়াং বৃষগৃহে সম্ভব স্তেভবিষ্যতি ॥ ১১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মম প্রাণাধিক প্রিয়তমা দেবি! হে রাধে! তুমিও ধরণীতল গমন কর। নন্দব্রজে বৃষভানুগৃহে কীর্ত্তিদা ক্রোড়ে তোমার সম্ভব হইবে ॥ ১১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এব মাদিশ্যতান্ সর্ব্বান্ শোকাপহতচেতনঃ।
স্বাংকলাং প্রেষয়ত্যেকাং গোকুলেষু চ তৈঃসহঃ ॥ ১১৩ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান সেই সকলকে এই আদেশ করতঃ শোকে অপহৃত চিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত আপনার এক কলাংশকে গোকুলে প্রেরণ করিলেন ॥ ১১৩ ॥

মৌন্যাস সক্ষণং দেবো নিঃশ্বসন্ বিলপন্ হসন্ ॥ ১১৪ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান গোবিন্দদেব তাঁহাদিগকে গোকুলাভিমুখে প্রেরণ করতঃ ক্ষণেক-কাল মৌনাবলম্বী হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন হাস্য কখন বা বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১১৪ ॥

ততঃ সর্ব্বে মহাত্মানঃ পঞ্চাল কুরুবৃষ্ণিষু।
যদ্বন্ধক দশার্হেসু ভোজ বাহ্লীকয়োরপি ॥ ১১৫ ॥
অজায়ন্ত মহাভাগা বৈষ্ণবা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১১৬ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ঐ সকল মহাভাগ বিষ্ণুগণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা, কৃষ্ণ নির্দ্দেশে পৃথিবীতলে গিয়া কুরু, বৃষ্ণি, যদু, অন্ধক, দশার্হ, এবং ভোজ ও বাহ্লীকাখ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১১৫ ॥ ১১৬ ॥

গোকুলেষু ব্যজায়ন্তঃ গোপগোপ্যঃ সহস্রশঃ।
রাধাপিকলয়া বৃন্দা কলয়াবর্ব্বরী তথা ॥
স্বয়ং যাজ্ঞে কীর্ত্তিদায়াং কাত্যায়ন্যা প্রসাদতঃ ॥ ১১৭ ॥

অস্যার্থঃ। অপর সহস্র সহস্র গোপ ও সহস্র সহস্র গোপী সকল গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। রাধাও অংশ দ্বয়ে গোকুলে বৃন্দা ও তুলসীরূপে জন্ম লইলেন। অপর কাত্যায়নী বৃষভানুর প্রতি প্রসন্না হইয়া অযোনিসম্ভবা দেবী রাধারূপে কীর্ত্তিদার তনয়া হইয়া জন্মিলেন ॥ ১১৭ ॥

কৃষ্ণস্তু কলয়া যজ্ঞে জটিলায়াং প্রভাসতঃ।
তিলকো দুর্ম্মদশ্চাপি আয়ানাবরজৌ সুতৌ ॥ ১১৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও অংশ কলাতে জটিলা গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম আয়ান হয়। আয়ানের জ্যেষ্ঠ তিলক ও দুর্ম্মদ নামে জটিলার অপর দুই পুত্র প্রসব করেন ॥

তেষা মবরজা কন্যে কুটিলাচ প্রভাকরী।
জঘন্যজা বরারোহা যশোদা নন্দগেহিনী ॥ ১১৯ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ আয়ানাদি তিন সহোদরের কনিষ্ঠা কুটিলা ও প্রভাকরী নামে জটিলার দুই কন্যা হয়। কিয়ৎকাল পরে যশোদা নামে সর্ব্ব কনিষ্ঠা আরো এক কন্যা হয়। ঐ যশোদা গোপরাজ নন্দের গৃহিনী হয়েন ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম সপ্তর্ষিসংবাদে
সনৎকুমার শাপোনামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রসঙ্গে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে সনৎকুমারের অভিশাপ এবং শ্রীরাধাদি গোপ গোপীর জন্ম প্রস্তাবে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

অথ শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গঃ।

অঙ্গিরা উবাচ।—প্রসীদ নাথ নো ব্রহ্মন বিবিৎসামো বয়ং গুণান।

তস্যোদার চরিতস্য জন্ম কর্ম্মাদি শংসনঃ॥ ১॥

অজন্মনোঽব্যয়স্যাস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। মহর্ষি অঙ্গিরা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন। হে ব্রহ্মন। অস্মদাদির প্রতি প্রসন্ন হও, যেহেতু তুমিই সকলের এক রক্ষক। হে নাথ। আমরা উদার চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের গুণ শ্রবণ ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব যিনি অজ অব্যয় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোকে যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে বলুন॥ ১॥ ২॥

ব্রহ্মোবাচ।—সাধো তে মনসঃ প্রীতিঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুত কর্ম্মণঃ।

গুণানুবাদ শ্রবণে সাধু তে বিহিতং মনঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিতেছেন। হে সাধো। যখন অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে তোমার মনের প্রীতি জন্মিয়াছে অর্থাৎ শুনিতে উৎসাহ হইয়াছে, তখন তুমি সাধু এবং তোমার মনও যথার্থ সাধুসম্মত॥ ৩॥

দুষ্ট দৈত্যাংশ সম্ভূতা দুষ্টক্ষত্রি ভরামতী।

রুদন্তী শনকৈঃ প্রায়াৎ সুত্রাম ধাম ভূস্তব॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। হে ভূদেব। দুষ্ট দৈত্যগণের অংশে উৎপন্ন দুরাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের ভারে আক্রান্তা ধরণী, অসহ্য ভারবহনে অশক্ত হইয়া অতি রোদন করিতে করিতে আত্মপীড়া নিবেদনার্থ স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিলেন॥ ৪॥

তাং রোদমানাং সংপ্রাপ্তাং প্রেক্ষ্য সর্ব্বে সবাসবাঃ।

দিবৌকসো ভয়োদ্বিগ্না হতোৎসাহাঃ সভাসদঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্র রোদনপরা ধরণীকে সমাগতবতী দেখিয়া, সভাসদগণের সহিত দেবগণেরা সকলে সর্ব্ব একবারে উৎসাহবর্জ্জিত ও মহাভয়ে উদ্বিগ্নমনা হইলেন॥ ৫॥

তাং দৃষ্ট্বাতু তদা দেবী উপেন্দ্র বাক্যমাদদে॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। কাতরাবস্থা সংপ্রাপ্তা জগদ্ধাত্রীকে অবলোকন করতঃ সাম্য বাক্যে দেবরাজ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৬॥

উপেন্দ্র উবাচ।—ভয়স্য কারণং ভদ্রে ব্রূহি মাং বরবর্ণিনি।

কস্মাৎ রোদিষি সর্ব্বং ত্বং যথাবৃত্তং মনিন্দিতে॥ ৭

অন্বয়ার্থঃ। উপেন্দ্র কহিতেছেন। হে ভদ্রে! নির্দ্দোষা বরবর্ণিনী ধরণি! তুমি কি কারণ এত ভয়যুক্তা হইয়াছ? আর কি নিমিত্তেই বা রোদমানা হইয়া সুরলোকে আগমন করিলে? যথাবৎ ইহার সম্যক বৃত্তান্ত আমাকে বল? ॥ ৭ ॥

ধরণ্যুবাচ।—নৃশংসাঃ পাপ কর্ম্মাণো যেচধর্ম্ম বিদ্বেষকাঃ।

পৃথিব্যাং পৃথিবীপালা স্তান সোঢ়ুং নক্ষমেনঘ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উপেন্দ্র বাক্য শ্রবণে ধরিত্রী কহিতেছেন। হে অনঘ! যে সকল পাপকর্ম্মা, ক্রুর অনৃতবাদী, নিয়ত ধর্ম্ম ব্যাঘাৎকারী দুষ্ট ক্ষত্রিয় সকল পৃথিবীতে রাজা হইয়া অধর্ম্মে প্রজাপালন করিতেছে, সেই সকল দুরাত্মাদিগের ভারবহনে আমি অসমর্থা হইয়াছি ॥ ৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচোদেব্যা ধরণ্যা ধরণীসুর।

সত্য লোকং যযুং সর্ব্বে যদ নাহং স্থিতঃ সুখী ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ধরণীদেব! অঙ্গিরা দেবীর এই কাতরবাক্য শ্রবণে ইন্দ্রাদি সকল দেবগণে সত্যাখ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন, আমি নিত্য সুখে যেস্থানে অবস্থান করি ॥ ৯ ।

ময়ি সর্ব্বং যথাবৃত্তং প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য তে ন্যবেদন।

তৎ শ্রুত্বাত বিষণ্ণাত্মা তৈঃ সার্দ্ধমগমদ্দ্বিজ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে দ্বিজ! দেবগণেরা প্রণাম পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া যথাবৎ পৃথিবীর অবস্থা আমাকে বলিলে পর, আমি ঐ সকল দেবগণের সহিত বিষাদিত চিত্তে গমন করিলাম ॥ ১০ ॥

ক্ষীরোদস্যোত্তরং তীরং যত্র সর্ব্বেশ্বরোচ্যুতঃ।

শেতেশেষে মহাবাহু বিরাট পুরুষাকৃতিং।

লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ রমমাণো বসৎ সুখং ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর তীর যেখানে সর্ব্বেশ্বর ভগবান অচ্যুত অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই পুরুষাকৃতি মহাবাহু বিরাট রূপ ভগবান লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত রমমাণ হইয়া পরম সুখে অবস্থিত আছেন ॥ ১১ ॥

তত্রতং গন্ধমাল্যাদ্যৈ রচ্চয়িত্বার্ঘ্য ধূপকৈঃ।

অস্তুবং পরমেশানং বাগ্ভির্বিষ্টাভি রচ্যুতং ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তথায় গন্ধমাল্য অর্ঘ্য ধূপাদি প্রদান দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করতঃ স্বাভীষ্ট ফল সিদ্ধার্থে রচন বিন্যাসে সেই ক্ষয়োদয় রহিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা স্তব করিতে লাগিলাম ॥ ১২ ॥

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্মেঘ গম্ভীরয়া গিরা।

অদৃশ্যমানুবাচেদং বচনো হিতমাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর অস্মদাদির প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবান মধুসূদন অদৃষ্ট রূপে মেঘ গম্ভীরস্বরে আমাদিগের হিত সাধক এই বাক্য কহিলেন॥ ১৩॥

অপনেষ্যে ধরাভারং ধরাধা মভবনসুরাঃ।
বহবো বৃষ্ণি ভোজাদি বংশে মৎপরমাশ্চমে॥ ১৪॥

অন্বার্থঃ। হে দেবগণেরা। আমি পৃথিবীর, ভারাপহরণ করিব ভয় কি?। তোমরা সকলে পৃথিবীতে নররূপে স্থানে স্থানে জন্মগ্রহণ কর। মৎপরায়ণ অনেক বৃষ্ণিবংশে, ও ভোজ বংশাদিতে আবির্ভূত হইযাছেন॥ ১৪॥

জায়ায়াং বসুদেবস্য দেবক্যাং গর্ভপঞ্জরে।
অহং জাযাং সুরবরা ব্যেতুবো মানস জ্বরঃ॥ ১৫॥

অন্বার্থঃ। হে সুরবরেরা। তোমরা সকলে মানসী চিন্তাকে দূর করহ। আমি স্বয়ং বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিব ভয় কি?॥ ১৫॥

দেবক্যা অষ্টমোগর্ভে ভাবযিষ্যাত্মান মাত্মনা।
অপনেষ্যে ধরাভারং তৈঃসার্দ্ধং শূক্ষণীরিব॥ ১৬॥

অন্বার্থঃ। দেবকীর অষ্টমগর্ভে আমি আপনি আপনার শরীরকে উৎপন্ন করিব। অবতীর্ণ সুরবল গণের সহিত প্রলয়াগ্নির ন্যায় পৃথিবীরভার অপনয়ন করিব॥ ১৬॥

শেষোঽযং যাতু দেবকন্যা গর্ভে পরবলার্দ্দনঃ।
ততোঽহং বলদেবেন সহ বৎস্যামি গোকুলে॥ ১৭॥

অন্বার্থঃ। পরবল মর্দ্দন এই অনন্ত দেব দেবকীগর্ভে গমন করতঃ বলদেব নামে খ্যাত হইবেন। অনন্তর আমি ঐ বলদেবের সহিত কিছুকাল গোকুলে বাস করিব। ইত্যাদেশঃ॥১৭॥

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা দেব স্তে শার্ঙ্গ ধন্বনা।
যযুঃ স্বং স্বং প্রমুদিতা ধামতে ত্রিদিবৌকসঃ॥ ১৮॥

অন্বার্থঃ। শার্ঙ্গধনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের প্রতি এই আদেশ করিলে পর, দেবতারা তদাদেশে পরম হর্ষযুক্ত হইয়া সকলে আপন আপন ধামে গমন করিলেন॥ ১৮॥

অঙ্গিরা উবাচ।—নমামিতে পাদ পঙ্ক জন্মনাথ পুনীহিনঃ।
বাসুদেব গুণোৎকর্ষ স্বর্ধুনী পাথসা বিভো॥ ১৯॥

অন্বার্থঃ। অঙ্গিরা ব্রহ্মাকে কহিতেছেন। হে নাথ! তোমার চরণ যুগল, সরসীরুহে আমরা প্রণাম করিব। হে বিভো। জাহ্নবীজল তুল্য বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট গুণকথন দ্বারা আমাদিগকে আপনি পরম পবিত্র করুন॥ ১৯॥

তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি ভবাদীনি ভবস্যচ।
ব্রুহিনঃ শ্রদ্দধানানাং শুশ্রূষুণাং পিতামহ॥ ২০॥

অন্বার্থঃ। হে পিতামহ! ব্রহ্মন্! ভগবানের অত্যুদার কর্ম্ম সকল, এবং জন্মাদি কথা সকল, আমরা শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে শ্রবণেচ্ছু হইয়াছি আমাদিগকে সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া কহেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—আসীন্মহৌক্ষি দোজস্বী মথুরায়াং পরার্দ্দনঃ।

শূরসেনো বৃহৎকীর্ত্তি গু´ণো ভোজান্ধকেষু চ ॥ ২১ ॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! পরবল মর্দ্দনঃ মহাতেজস্বী, অতিবিস্তার কীর্ত্তিমান, এবং অতিমহৎ গুণবান্ ভোজ ও অন্ধক বংশে শূরসেন নামে মথুরাতে এক রাজা ছিলেন ॥ ২১ ॥

মথুরান্ শৌরসেনাংশ্চ যামুনান্ ব্রজকোশলান্।

চীনহূন বিদর্ভাংশ্চ বর্ব্বরান্ পার্ব্বতাম খশান্ ॥ ২২ ॥

পটচ্চর কিরাতাংশ্চ যবনান কাশি গোপুরান।

রাজধান্য ভবত্তস্য মথুরায়াং নবেশিতু ॥ ২৩ ॥

অন্বার্থঃ। মথুরাতে সৌরসেন, যমুনাতীরস্থ ব্রজভূমি, অযোধ্যা, চীন হূন, বিদর্ভ, বর্ব্বর, পার্ব্বতীয়দেশ, এবং খশ অপগণাদি পারসীক দেশ পটচ্চর অর্থাৎ অগ্নিময় শৈল ক্ষেত্রে যে সকল দেশ, কিরাত, কম্বোজাদি যবনদেশ, এবং কাশী ও গোপুর ইত্যাদি যে সকল দেশ তাঁহার অধীনে ছিল, ঐ শূরসেনের মধ্যে সর্ব্বলোক পূজিতা মথুরাতে তাঁহার রাজধানী ছিল ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ বৈশ্বানর সমদ্যুতী।

অধরায়া মজায়েতাং মহাদেব্যাং তপস্বিনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে তপস্বী প্রবর ঋষিগণেরা। মহাদেবী অধরা নাম্নী পত্নীগর্ভে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী দেবক ও উগ্রসেন নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে ২৪ ॥

বলবন্তৌ মহাত্মানৌ সর্ব্বাস্ত্রবিদুষাম্বরৌ।

পারগৌ সর্ব্বশাস্ত্রাব্ধে বৃহদগুণ যশস্বিনৌ ॥ ২৫ ॥

অন্বার্থঃ। ঐ দুই ভ্রাতা মহাবলবান উভয়ই মহাত্ম, সর্ব্বাস্ত্র বিজ্ঞজন হইতেও উৎকৃষ্ট অস্ত্রবিৎ। সমস্ত শাস্ত্র সাগরে পারগামী, অতি বিস্তার যশস্বী উৎকৃষ্ট গুণশালী ॥ ২৫ ॥

উভৌ সুহৃদ কর্ম্মাণৌ শত্রুসংঘবিমর্দ্দনৌ।

অন্বশাস ত্বুগ্রসেনোগ্র্যো রাজ্যমাপ্ত ধর্ম্মতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বার্থঃ। উভয়েই সুহৃৎগণের প্রিয় কর্ম্মসাধক, সমস্ত শত্রু নিগ্রহকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উগ্রসেন স্বীয় ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে যৌবরাজ্য সংপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৬ ॥

অব্যুবাহ কোশলজাং জয়ন্তাং জয়তাম্বরঃ।

দেবকো দেবসংকাশ মনবদ্যাং শুচিগুণাং ॥ ২৭ ।

অন্বয়ার্থঃ। সর্ব্বজয়শীলের জ্যেষ্ঠ উগ্রসেন জয়ন্তী নামে কোশল রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করেন। আর দেবতুল্য দীপ্তিমান্ দেহ দেবক, অনিন্দিতা দেবরূপা পবিত্র গুণবিশিষ্টা শুচিনাম্নী পত্নীব পাণিগ্রহণ করেন ॥ ২৭ ॥

অস্যাং যজ্ঞে বরারোহা দেবকী দেবসূর্দ্বিজ।
জয়ন্ত্যা মুগ্রসেনস্য জজ্ঞিরে বহবঃ সুতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দ্বিজ! সেই দেবকীপত্নী শুচিব গর্ভে দেবমাতা বর আরোহা অর্থাৎ সুধর্ম্মিণী মহাদেবী দেবকীব জন্ম হয়। আর কোশল রাজকন্যা জয়ন্তী দেবীকে মহারাজা উগ্রসেনেব বহুতর পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল ॥ ২৮ ॥

কংসাদ্যাঃ সুদুরাত্মানো মহাবল পরাক্রমাঃ।
দেব ব্রাহ্মণহন্তারো যজ্ঞাহংণ বিহিংসকাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাবল পরাক্রম কংসাদি উগ্রসেনাত্মজেরা, সকলেই দুরাত্মা অর্থাৎ নবদেহাপন্ন আসুর ধর্ম্মী, তাহারা দেবতা ও গো ব্রাহ্মণ হন্তা, এবং যাগ যজ্ঞ পূজাদি সমস্ত ইষ্ট কর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হয় ॥ ২৯ ॥

দেবকো মার্গমাণোঽপি নোপলেভে বরং বরং।
কন্যার্থে পরিতো বিদ্বন্ রাজ ক্ষত্রান্বয়েষু সঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বিদ্বন! রাজা দেবক স্বকন্যা দেবকীকে বয়সস্থা দেখিয়া তৎসম্প্রদানার্থ নানাদেশে নানাস্থানে বর অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই দেবকীর তুল্য শ্রেষ্ঠ গুণ রূপশালী বর ক্ষত্রিয়কুল কোন রাজাকে প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর সংকল্প করিলেন যে সুগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় অরাজা হইলেও তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য ৩০ ॥

অধিগত্য মুনে সর্ব্বগুণোজ্জ্বলান যশসঃ পরান।
বসুদেবস্য মৈত্রেয়াদদত্তাং যোষিতাং বরাং ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ার্থ। হে মুনে। অনন্তর বসুদেবকে পরম যশস্বী, সর্ব্বগুণশালী, ও উচ্চস্থান দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন। এবং বসুদেবের সহিত পূর্ব্ব মৈত্রতাও ছিল তন্নিবন্ধন আর বিধি নির্দিষ্ট প্রজাপতি নির্বন্ধ বিবেচনায় সর্ব্বযোষা মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবকীকে বসুদেবে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিধিনাহূয় সম্বোধ্য বিধি দৃষ্টেন কর্ম্মণা।
কৃতো দ্বাহায প্রদদৌ পারিবর্হাণ্যনেকশঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিধিবৎ সম্বোধন পুরঃসর বসুদেবকে আহ্বান করতঃ যথাশাস্ত্র বিধি দৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা কন্যাদান করণান্তর কৃতোদ্বাহ জামাতা বসুদেবকে দেবক বহুবিধ প্রকারে পারিবর্হ অর্থাৎ যৌতুক প্রদান করিলেন ॥ ৩২ ॥

দাসীনং নিষ্কণ্ঠীনাং সহস্র দ্বিতয়ং দ্বিজাঃ।
দাসাশ্ব করি পাদাত রথাস্ত্র মহিষান খরান্ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজাঃ! সুবর্ণ মালাধারিণী দুই সহস্র দাসী তৎপার্শ্বস্থ দাস, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক, অস্ত্রপূর্ণ বহুরথ এবং মহিষ ও গর্দ্দভ অসংখ্যেয়॥ ৩৩॥

উষ্ট্র মেষাজ বস্ত্রাণি মহার্হাভরণানি চ।

বজ্র মাণিক্য হীরাণি মণিমত্রপ সঞ্চয়ান্॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ। উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, এবং তল্লোমজাত বস্ত্রাদি ও মহারাজোপযুক্ত আভরণাদির মাণিক্য বজ্র হীরকাদি মণিময় বপোপকরণ সকল॥ ৩৮॥

শ্বেতচ্ছত্রাণি শতশো বাসাং স্যজিন কম্বলান।

প্রাযচ্ছৎ পৃথিবীপালো দুহিতৃপতয়ে স্বকান॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ। শত শত শ্বেতচ্ছত্র, অপূর্ব্ব বসন জাত, মৃগাদি চর্ম্ম ও কম্বলাদি নানাবিধ স্বীয় ব্যবহারীয় দ্রব্য সকল দুহিতা পতিকে রাজা দেবক স্বয়ং যৌতুক প্রদান করিলেন॥ ৩৫॥

কৃতোদ্বাহ শ্বস্যায়নো হুতাগ্নি র্মন্ত্রমন্তরঃ।

পত্ন্যা নবোঢয়া সার্দ্ধং রথ মারুহ্য কে নগ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। হে নিষ্পাপ! অঙ্গিরা! বিবাহ করণান্তর বসুদেব কৃত স্বস্ত্যয়ন হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিতে হুতাহুতি প্রদান করতঃ নববিবাহিত পত্নীর সহিত রথে আরোহণ করিয়া স্বভবন গমনে উদ্যত হইলেন॥ ৩৬॥

তং প্রযান্তং রথারূঢ় মৌগ্রসেনি ররেক্ষ্য চ।

কংসঃ পাময় সংহৃষ্টমনা রথ মরাকহৎ॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। দৈবকীকে সঙ্গে লইয়া বসুদেব গৃহাভিমুখে গমন করেন ইহা দেখিয়া উগ্রসেন পুত্র কংস ভগিনীর মোহে আবদ্ধ হইয়া আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, অত্যন্ত, হর্ষযুক্ত মনে সেই রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ৩৭॥

প্রণযাত্তপ যন্তুত্ব মপগম্যা ভূদশ্বয়ান।

সান্ত্বয়ন ভগিনীং সাম বাচামধুরযাদ্বিজ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ! কংস ভগিনী প্রতি প্রণয় প্রদর্শনার্থ বসুদেব দেবকীর সঙ্গে চলিলেন এবং আপনি স্বয়ং সারথি হইয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। শ্বশুরালয় গামিনী ক্রন্দমানা ভগিনীকে সামপূর্ব্বক মধুর বাক্য বিন্যাস সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন॥ ৩৮॥

যচ্ছতো হয় রশ্মীনানুবাচ মেঘ নিস্বনা।

বাচামধুরয়া কংস মকযা বাক্ ধরামর॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। হে অমর অঙ্গিরা! অশ্ববল্গাধারণ করতঃ কংস গমন করিতেছেন এমত সময় আকাশ হইতে দেবগণেরা মেঘ গম্ভীর মধুরস্বরে অশরীরী বাক্যে কংসকে সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিলেন॥ ৩৯॥

তুম্যন্তে ত্বং নিবোধেদং যাযান্তো সুপদং বচঃ।

অস্যা ভূভার হারায় ভগবান প্রত্যাগক্ষজ ॥
জনিতা হ্যষ্টমে গর্ভে সম্ভূয়ত্বাং হনিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। রে দুষ্টমতি কংস! আমি তোমায় সুখদ বাক্য যাহা কহিতেছি তাহা শ্রবণ কর। তুমি যে দেবকীকে রথারোহণপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছ প্রত্যাগাত্মা অজ অক্ষয় অব্যয় ভগবান নারায়ণ পৃথিবীর ভার হরণার্থ ইহার অষ্টমগর্ভে জন্মিবেন এবং জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে বিনাশ করিবেন ॥ ৪০ ॥

এব মাকর্ণ্য তদ্বাক্য সসম্ভ্রান্তগ্রহদর্সিং।
হন্তুকামো বরারোহাং দৈবকীং সোভ্য ধাবত ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। এই দৈবীভাষা আকর্ণন করতঃ দুরাত্মা কংস আর কোন বিবেচনা না করিয়া নিস্কোষিত খড়্গধারণ পূর্ব্বক বরারোহা দেবীকে বিনাশ করিবার কামনায় ধাবমান হইল ॥৪১॥

মূর্দ্ধজং প্রতিসংগৃহ্য মন্যুনাচ পরিপ্লুতঃ।
তং তথাভূত মালক্ষ্য বসুদেবঃ সুদুর্ম্মনাঃ
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মৃদুপূর্ব্ব মব্রিত্র তন্ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কংস তখন দৈবকীর শিরস্তবেণী নির্ম্মিত কেশ রাজীকে বামহস্তে ধারণ করিল। এবম্ভুত অবস্থাপন্ন দেখিয়া বসুদেব চিন্তাযুক্ত চিত্তে কংসকে নীতিগর্ভ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য। কংস দৈববাক্য শ্রবণ করতঃ অতিশয় ভীত হইয়া তৎকালে এই বিবেচনা করিয়াছিল, যে দৈবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান আমাকে নষ্ট করিবে? আমি যদি অদ্য ইহাকে বিনাশ করি, তবে আর অষ্টম গর্ভের শঙ্কা কি? কেননা তরু নিপাতন করিলে ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা আর কখনই থাকিতে পারে না? ইতিভাবঃ।

বসুদেব উবাচ।—হন্তেমাং কৃপণাং বালামবলাং রাজসত্তম।
অযশোক্ষয়া মৈনস্ত্ব মবাপ্সসি সুদারুণং ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। বসুদেব কংসকে এই প্রবোধ দিতেছেন। হে রাজসত্তম! শত্রুমর্দ্দন! তুমি সর্ব্ব রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ গুণশালী পরম সাধু স্বভাবাপন্ন। এই কনিষ্ঠ ভগিনী তোমার পুত্রিকোপমা, অবলা বালা, অতি দুঃখিনী, বিবাহ পূর্ব্বে ইহাকে বধ করিলে তোমার সুদারুণ অক্ষয় অপকীর্ত্তি লাভ হইবে? অতএব ভোজ যশস্কর হইয়া এমন কর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥৪৩

যদহ্নি যৎক্ষণে পুংসাং বিয়োগো যোগ এববা।
নির্দ্দিষ্ট বেধসা রাজন্ সত্যং তদন্যথা নহি ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজন! আমি সত্য কহিতেছি পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু যে দিন যেক্ষণে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই দিন সেইক্ষণে তাহার উৎপত্তি ও নিধন অবশ্যই হইবে তাহার অন্যথা নাই অতএব নিরর্থ স্ত্রীহত্যা করিয়া আপনি কলঙ্কিত কেন হও ইতিভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

জায়মানস্য লোকস্য মৃত্যুর্ধাবতি পৃষ্ঠতঃ।

অবশ্যং জায়মানস্য মৃত্যুর্জন্ম মৃতস্য চ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। ভোভূপতে! যে সকল লোক জন্মিয়াছে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত্যুও ধাবমান আছে। অর্থাৎ জায়মান ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যই হয় এবং মৃত ব্যক্তিরও জন্ম হইয়া থাকে, যেহেতু জনম মরণ এই দুই চক্রবৎ ভ্রমণ করে ইতিভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

যদাহ্নি যৎক্ষণে দণ্ডে যল্লগ্নে যন্মুহূর্ত্তকে।

তস্মিং তস্মিন ভবেৰ্ত্তন্নান্যথা রাজসত্তম ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজসত্তম কংস! যে যে দিনে, যে যে ক্ষণে, যে যে দণ্ডে, যে যে লগ্নে যে যে মুহূর্ত্তে, মনুষ্যদিগের যাহা হইবার তাহাই হয়, ইহার অন্যথা কদাচ হয় না, তন্নিবারণ জন্য উপায় চিন্তাকরা নিরর্থক, কেবল ব্যাকুলতা মাত্রই সার হয় ॥ ৪৬ ॥

বেধসা যত্তু বিহিতং সুকৃতৈর্ব্বিশাম্পাং।

অঘোনার্হসি হন্তুত্ব মিমাংতে পুত্রিকোপমাং ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজ! স্বীয় সুকৃত দ্বারা বিধাতা কর্ত্তৃক মনুষ্যদিগের যে বিহিত বিধান সুস্থির হইয়াছে। তাহা কিছুতেই খণ্ডন হয়না, অবশ হইয়াও তাহা করিতে হয়। অতএব তোমার কন্যাতুল্যা লালনীয়া এই দৈবকীকে বিবাহপক্ষে হত্যা করিতে তুমি প্রবৃত্ত হইও না॥৪৭

রোগিণাং বালবৃদ্ধৌ চ গাং স্ত্রিয়ং ব্রাহ্মণং গুরুং।

নহন্যাচ্ছত দোষাপ্তং হন্নেনাক্ষয্য মাপ্নুয়াৎ।

অযশো ব্যাপ্নুয়াৎসর্ব্বং ত্রিলোকং সচরাচরং ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজন! রোগী, বালক, বৃদ্ধ, গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও গুরু ইঁহারা শতপ্রকার দোষে লিপ্ত হইলেও হন্তব্য হয় না? ইঁহাদিগকে হত্যা করিলে অক্ষয়নরক মাত্র প্রাপ্ত হয়। এবং সচরাচর ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বত্র তাহার অযশ ব্যাপ্ত রূপে চিরস্থায়ী থাকে ॥ ৪৮ ॥

বরং মৃত্যু নচাশ্রেয়ঃ কর্ম্ম ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজ! বরং মৃত্যুও উত্তমকল্প, তথাপি পুরুষের অযশস্কর কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি অশ্রেয়ঃ কর্ম্ম করিতে সাহস করিবেন না, যে হেতু তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত অযুক্ত কর্ম্ম হয় ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

সম্ভাবিতোসি শূরাণাং রাজ্ঞাং পুণ্যবতা মপি।

অসম্ভাব্যং কথং কুর্য্যাৎ কর্ম্ম লোক বিগর্হিতং ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। ভোভূপতে! তুমি বিখ্যাত মহাশূর,পুণ্যবান রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অর্থাৎ তুমি সদ্বংশজাত শূর সম্মত পুরুষ, লোকনিন্দিত অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম করিতে আপনি কি প্রকারে সাহস করিতেছেন ॥ ৫০ ॥

ত্যক্তৈনাং কৃপণাং বালাং রাজংস্ত্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বার্থঃ। হে রাজন্! তুমি দীনবৎসল, দয়ার্দ্রচিত্ত, তোমার পুত্রিকোপমা সুদীনা, তব বালিকা ভগিনী অতএব দেবকী, বধে নিবৃত্ত হইয়া ইহাকে ত্যাগ কর॥ ৫১॥

ব্রহ্মোবাচ। তস্য পথ্যং শ্রেয়োবাক্যং নিশম্য দুর্ম্মনাভৃশং।
জগৌ শোক পরীতাঙ্গো বীরঃ স্বগৃহমাগমং॥ ৫২॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা সর্ব্বগণকে কহিতেছেন। বৎস! বসুদেবোক্ত শ্রেয়স্কর যথার্থ পথ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন অনন্তর সাতিশয় শোকাভিভূত শরীর হইয়া দৈবকীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন, অর্থাৎ আর বসুদেব দৈবকীর নিকট কিছু বাক্য প্রয়োগ করিলেন না। ৫২॥

বসুদেবোঽপি স হৃষ্টো নিবৃত্তে কুলপাংশনে।
কংসে স্বভার্য্যা মাদায় জগাম স্ব নিবেশনং॥ ৫৩॥

অন্বার্থঃ। কুলাঙ্গার কংস ভগিনী বধে নিবৃত্ত হইলে পর অত্যন্ত হর্ষযুক্ত চিত্ত হইয়া বসুদেব ও স্বীয় নবোঢ়া ভার্য্যা দেবকীকে লইয়া স্বভবনে গমন করিলেন॥ ৫৩॥

এতস্মিন্নন্তরে দেবো বিবিচ্য পরমং হিতং।
নারদং প্রেষয়ামাস ত্বরা কৃষ্ণাগমাশয়া॥ ৫৪॥

অন্বার্থঃ। বসুদেব স্বগৃহ প্রাপ্তানন্তর দেবগণে আপনাদিগের পরমহিত বিবেচনা করিয়া পৃথিবীতে যাহাতে শ্রীকৃষ্ণাগমন শীঘ্র হয় এজন্য ত্বরায় কংসালয়ে দেবর্ষি নারদকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন॥ ৫৪॥

গচ্ছত্বং মোহিতার্থায় যথাশীঘ্রং ধরাং প্রভুঃ।
ঈয়াত্তৎ প্রযত্নং ত্বং হিনঃ পরমোগুরু॥ ৫৫॥

অন্বার্থঃ। দেবতারা দেবর্ষিকে সাতিশয় বিনয় বাক্যে কহিলেন। হে মুনে! কংসাসুরকে মোহিত করিবার নিমিত্ত এবং ধরাতলে প্রভু নারায়ণ শীঘ্র জন্মগ্রহণ করেন, এ বিষয়ে আপনি বিশেষ যত্নপর হউন। তুমিই দেবতাদিগের পরমহিতসাধক ও পরম গুরু হন॥ ৫৫॥

ইত্যাদিষ্টো মঘবতা নারদো দেবদর্শনঃ।
ইচ্ছন্দেব হিতং সর্ব্বদাত্মনশ্চ বিশেষতঃ॥ ৫৬॥

অন্বার্থঃ। মঘবান ইন্দ্র আদেশ করিলে পর দেবদর্শন নারদমুনি দেবতাদিগের হিতইচ্ছুক যত্ত হউন বা না হউন বিশেষতঃ আপনার হিত ইচ্ছায় অতিশয় যত্নবান হইলেন॥ ৫৬॥

আসসাদ ক্ষণার্দ্ধেন রণযন্মধুরাং মুনিঃ।
বাণাং কৃষ্ণগুণৌঘাঢ্যাং কংসস্য পুরমাবিশৎ॥ ৫৭॥

অন্বার্থঃ। দেবর্ষি মধুরশব্দময়ী বীণায় শ্রীকৃষ্ণগুণ সমূহ গান করিতে করিতে ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে ভোজরাজ কংসের পুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ৫৭॥

আরাদায়ান্ত মালোক্য দেবর্ষিং দেবলোকতঃ।
মন্যমানঃ কৃতার্থং স্ব মাত্মানং পরমাশিষাং॥ ৫৮॥

অন্বার্থঃ। স্বীয়সিংহাসনে বসিয়া কংস দেখিলেন, যে দেবলোক হইতে দেবর্ষি নারদ মমভবনে সমাগত হইলেন। তাহাতে রাজা আপনাকে সম্পূর্ণ কল্যাণ নিধান এবং আত্ম কৃতার্থতা সিদ্ধি মনে মনে মান্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

প্রত্যুত্থানাভি বাদাদ্যৈ বহমার্হন্মুনীশ্বরং।

কৃতাতিথ্যোপবিশ্যঃস মুনিরাহ নৃপংতদা ॥ ৫৯ ॥

অন্বার্থঃ। নারদমুনিকে সমাগত দেখিয়া কংস আসন হইতে গাত্রোত্থান করতঃ প্রণাম পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করিলেন। রাজদত্ত আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদ রাজাকে তখন এই কথা বলিলেন ॥ ৫৯ ॥

সাধু প্রীতির্বদৃশীতে মদ্বিধেষু নরেশ্বর।

প্রীতোহংতে নবদোন শীলেন বচনেন চ ॥ ৬০ ॥

অন্বার্থঃ। হে নরপতে! আমার মত ব্যক্তি প্রতি সাধুলোকের এইরূপ প্রীতিই হইয়া থাকে। অতএব তোমার সবিনয় বচনে এবং আনন্দিত স্বভাবগুণে আমি সাতিশয় প্রীতি যুক্ত হইলাম ॥ ৬০ ॥

বচোবৎস নিবোধেদং হিতংতে বাগিশাশ্বতং।

যে জাতা বৃষ্ণিভোজাদৌ যদ্বন্ধক বংশেষুচ ॥ ৬১ ॥

অন্বার্থঃ। বৎস কংস! তোমার এবং তোমার বংশেশ্বরগণের নিত্য হিত হয়, এমত বাক্য আমি তোমাকে কহি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৃষ্ণি, ভোজ, যদু এবং অন্ধক বংশে যে সকল লোক জন্মিয়াছে ॥ ৬১

কুরুপাঞ্চাল বাহ্লীক কুকুরেসু নরেশ্বর।

গোকুলে নন্দগোপাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বার্থঃ। হে নরেশ্বর! কুরু, পাঞ্চাল, বাহ্লীক এবং কুকুর বংশে। আর গোকুল নগরে নন্দাদি গোপ, অপর যদুবংশে দেবকী প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীগণ জন্মিয়াছে ॥ ৬২ ॥

যশোদাদ্যা গোপনার্য্যঃ শ্রীদামাদ্যাশ্চ বালকাঃ।

সর্ব্বেদেব নিকরাস্তে গোলকা দাগতা নৃপ ॥ ৬৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে রাজন! যশোদা প্রভৃতি গোপনারীগণ এবং শ্রীদামাদি যে সকল গোপ-বালক জন্মিয়াছে। তাহারা সকলেই দেবরূপ দেবপ্রায় দেবকার্য্য সাধনার্থে গোলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন ॥ ৬৩ ।

ত্বাদৃক্ক্ষত্রিয় ভূভার হারায়াজ ভুবার্থিতঃ।

কৃষ্ণঃ কমল পত্রাক্ষো দেবক্যাষ্টম গর্ভজঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বার্থঃ। তোমার মত অসুর প্রায় ক্ষত্রিয় ভারে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারহরণার্থ ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পদ্মপলাশলোচন মধুসূদন দেবকীর অষ্টমগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥৬৪॥

সংভূয় অচিরা দেব কন্তা তাদৃগগণ্ড্‌নরেশ্বরান্।

যথা ন নাশ মর্ভ্যেতি লোকং তৎ কুরু মা চিরং॥ ৬৫॥

অন্তার্থঃ। ভোরাজন্। দৈবকীরগর্ভে জন্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেবল তোমাকেই 'বনাশ করিবেন এমত নহে, তবদ্বিধ নৃপতিগণ সকলকেই নষ্ট করিবেন। এক্ষণে আমি তোমাকে এই কথা বলি যাহাতে সকল লোক নাশ না হয় অবিলম্বে তুমি তাহার বিহিত উপায় করহ॥৬৫॥

তৎশ্রুত্বা বচনং তস্ত পবমোদ্বিগ্ন মানসঃ।

আনায্য প্রকৃতীঃসর্ব্বাঃ পুরোহিত পুরোগমাঃ॥ ৬৬॥

অন্তার্থঃ। মহারাজা কংস নারদ কর্তৃক ঈরিত আত্ম অমঙ্গল সূচক সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন। অনন্তর সপুরোহিত সমস্ত অমাত্য মন্ত্রীগণকে আপন নিকটে ডাকাইযা আনিলেন॥ ৬৬॥

মন্ত্রয়ামাস যত্নেনা স্বিচ্ছন্নাত্ম হিতং নৃপঃ।

কংসো দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং তৃণাবর্ত্ত বকাদিভিঃ॥ ৬৭॥

অন্তার্থঃ। অনন্তর সমস্ত দুষ্টমন্ত্রী তৃণাবর্ত্ত বক প্রভৃতির সহিত রাজা কংস, আপনার হিতান্বেষী হইয়া প্রযত্ন সহকারে যথা বিহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন॥ ৬৭॥

নিগৃহ্য পিতবং রাজ্য মহরণাৎ পৃথিবীপতিঃ।

আনীয বসুদেবঞ্চ দৈবকীং পিতরংতদা।

কারাগারে কধল্লৌহনিগড়ে বৃষ্ণি ভোজকান॥ ৬৮॥

অন্তার্থঃ। কংস স্বপিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করিয়া রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি পৃথিবীপতি হইলেন এবং বসুদেব দৈবকীকে আনিয়া কারাগারে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করতঃ রোধ করিয়া রাখিলেন। এতদ্ভিন্ন বৃষ্ণিবংশ ও ভোজবংশে উৎপন্ন যে সকল ব্যক্তি তাহার দিগের সকলকেই কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন। ৬৮॥

দৈবকী প্রসবে পুত্রান ষট্‌কং সোন্যহনচ্চতান্।

ততোধক্ষজ আজ্ঞাপ্য শেষং পয্যঙ্ক রূপিণং।

দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে জন্মর্থং স্বাংশ রূপিণং॥ ৬৯॥

অন্তার্থঃ। অনন্তর দৈবকীর কারাগৃহ মধ্যে ক্রমে ছয় পুত্র জন্মে, দুরাত্মা কংস সেই সকল সন্তানকে নির্দ্দয় হইয়া বিনাশ করে। ভগবানের পর্য্যঙ্করূপী অনন্তকে শ্রীনারায়ণ দৈবকীর সপ্তম গর্ভে স্বীয় অংশে জন্মিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন॥ ৬৯॥

তেনাজ্ঞপ্তো ভগবতা সহস্রানন মূৰ্দ্ধবান।

বিবেশ দৈবকী গর্ভং দরীংমেরো মৃগেন্দ্রবৎ॥ ৭০॥

অন্তার্থঃ। ভগবান আদেশ গ্রহণ করতঃ সহস্রবদন ও সহস্র মস্তক ধারি অনন্তদেব স্বীয় অংশ দৈবকী গর্ভে আসিয়া প্রবেশ করেন, যেমন সুমেরু পর্ব্বতের গুহা মধ্যে পশুরাজ সিংহ প্রবিষ্ট হয়॥ ৭০॥

তস্মিন প্রবিষ্টে তস্মিংস্তু বীক্ষ্য সর্ব্বদিবৌকসঃ।
বৃষ্ণীন্ ভোজান্ধকাদীংশ্চ বসুদেবঞ্চ দৈবকীং।
ত্রস্তান ধ্বস্তান নিলীনাংশ্চ ক্লৃশ্যমানান্ দুরাত্মনা ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দৈবকী গর্ভে অনন্তদেব প্রবেশ করিলেন এবং বৃষ্ণি ভোজ অন্ধকাদি বংশীয় পুরুষ মধ্যে দেবগণকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, আর দুরাত্মা কংস কর্ত্তৃক দৈবকী বসুদেব প্রভৃতি যাদববর্গকে বিলীন, বিধ্বস্ত প্রায় ক্লিশ্যমান, অতি ত্রাসিতাবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া ভগবান কাত্যায়নীকে আদেশ করেন ॥ ৭১ ॥ ইতি উত্তরান্বয়ঃ।

কাত্যায়নীং মহামায়া মাজ্ঞাপয়ত জন্মনে।
আকৃষ্য দৈবকী গর্ব্ভাৎ শেষং গোকুলমণ্ডলে।
রোহিণ্যা গর্ভ আধায় যশোদায়াং ভবিষ্যসি ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। স্নেহ পুরঃসর বসগর্ভ বাক্যে বলদেবের জন্ম বিষয়ে মহামায়া কাত্যায়নী দেবীকে নারায়ণ এই কথা কহিলেন। হে মাতঃ। তুমি দৈবকী গর্ভ হইতে অনন্তকে আকৃষ্ট করিয়া গোকুলে রোহিণী গর্ভে সংস্থাপন করতঃ আপনি যশোদা গর্ভে জন্মগ্রহণ কর। ৭২ ॥

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা দেবী কাত্যায়নী শুভা।
আকৃষ্ট দেবকী গর্ভং রোহিণ্যা গর্ভ আদধৎ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শুভ দর্শনী মহামায়া কাত্যায়নী দেবী, ভগবানের আদেশে মথুরা হইতে দৈবকী গর্ভে আবিষ্ট অনন্তকে লইয়া গোকুলে বসুদেব পত্নী রোহিণী গর্ভে সংস্থাপন করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে রোহিণী গর্ভস্থ মৃত বালককে লইয়া দৈবকী ক্রোড়ে রাখিয়া আইলেন। বৃন্দাবনে নন্দাদি গোপ কি মথুরাতে বসুদেব দৈবকী এবং কংস দুস্তরা মায়ার এই কার্য্য কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন না দৈবকীর গর্ভস্রাব হইল সকলে তথায় এই মাত্র বাক্যের ঘোষণা করিল ॥ ৭৩ ॥

ততো মুকুন্দো ভগবাং স্বযাস্বাংশেন চাবিশৎ।
যশোদা গর্ভ আনন্দ মুদ্বহন গোকুলোকসাং ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর মোক্ষপ্রদ ভগবান্ গোবিন্দ সেই মহামায়া ভগবতীর সহিত স্বয়ং অংশ রূপে যশোদা গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে গোকুল বাসি সকলের পরম আনন্দোদয় হইল অর্থাৎ যশোদা দেবী ব্রজরাজ পত্নী, সকলের মাননীয়া, একারণ তাঁহাকে গর্ভবতী দেখিয়া সকলে পরমানন্দিত হইলেন। ৭৪ ॥

আবির্ব্বভুব ভগবন স্বয়ং দেবোরমাপতিঃ।
দৈবকী গর্ত্তদর্গ্যাস্তু শঙ্খচক্র গদাধরঃ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু দৈবকী দেবীর গর্ভ গুহাতে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। অর্থাৎ অযোনিসম্ভব নারায়ণ বায়ুরূপে দেবকী গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৫ ॥

অথ বলদেবাবির্ভাবঃ।—তং প্রবিষ্টং মৃগাক্ষ্যায ভগবন্ত মুরুক্রমং।

সচাবতিরহং বিষ্ণুঃ সশ্রীঃ সোমামহেশ্বরঃ॥ ৭৬॥

অন্বয়ার্থঃ। উরুবিক্রম ভগবান দৈবকীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা জানিয়া লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ আর সর্ব্বভূতপতি দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর॥ ৭৬॥

ঐরাবত করীন্দ্রস্থঃ সঙ্খভুক্ষঃ সহস্র দৃক্।

স্বাহয়া হুত ভুগ্দেব সমবহ্নী সবাহনঃ॥ ৭৭॥

অন্বয়ার্থঃ। মহা গজেন্দ্র ঐরাবতারূঢ় সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত। আর স্ববাহনারোহণ পূর্ব্বক দেব হুতাশন স্বপত্নী স্বাহাদেবার সহিত॥ ৭৭॥

নৈঋতঃ পবনো মৃত্যু রপাংপতি রুদাবধীঃ।

সগুহ্য গুহ্যকাধীশো ঈশো রাক্ষসখেচরাঃ॥ ৭৮॥

অন্বয়ার্থঃ। পুণ্যজন নৈঋতাধিপতি পবন, প্রেতপতি যমরাজ, উদার বুদ্ধি জলাধিপতি বরুণ, যক্ষগণের সহিত যক্ষাধিপতি কুবের, সবাহন ত্রিশূলধারী ঈশান এই অষ্ট দিক্‌পালগণ এবং রাক্ষস ও আকাশচারীগণ॥ ৭৮॥

অন্বয়ঃ সবিতাং শ্রেষ্ঠৈ গ্রহাবসব এব চ।

দেবরাজর্ষযশ্চৈব ব্রহ্মা বিপ্রষযোনঘাঃ॥ ৭৯॥

অন্বয়ার্থঃ। হে নিষ্পাপ অঙ্গিরা! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নদী নিকরের সহিত জলাধিপতি সমুদ্রগণ, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ধ্রুবাদি অষ্ট বসু এবং দেবর্ষি রাজর্ষিও ব্রহ্মর্ষিগণ সহিত ব্রহ্মা॥ ৭৯॥

মুনযো মুনিপত্ন্যশ্চ মনবো মনুজাপরে।

কিন্নরোরগ পৈশাচ দৈত্য দানব পন্নগাঃ॥ ৮০॥

অন্বয়ার্থঃ। মুনি ও মুনিপত্নীগণ, অপর মনু ও মনুপুত্র সকল এবং কিন্নর সর্প পিশাচ দৈত্য দানব ও পন্নগ অর্থাৎ সরীসৃপগণ॥ ৮০॥

ধৃতরাষ্ট্রাদি নাগেশো যাতুধানাঃ সহস্রশঃ।

কুষ্মাণ্ড ভৈরবাঃ সর্ব্বে ডাকিনী পুতনাদয়ঃ॥ ৮১॥

অন্বয়ার্থঃ। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নাগেন্দ্রগণ, আর সহস্র সহস্র যাতুধান, কুষ্মাণ্ড ভৈরব সকল ডাকিনী বালঘাতিনী পুতনাদি সকলে দৈবকীর সূতিকাগারে সমাগমন করিলেন॥ ৮১॥

নারদোগস্ত্য ভৃগবো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।

যমদগ্নি র্ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ॥ ৮২॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর মুনিগণ সকল আইলেন। যথা নারদ, অগস্ত্য, ভৃগু মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয়, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ আর অকৃত ব্রণাদি শিষ্যগণের সহিত পরশুরাম॥ ৮২॥

কৌশিকো দেবলো ধৌম্যো মৈত্রেয়স্তথাকোমুনী।

দ্বৈপায়নঃ শুকঃ কণ্বো গর্গ গৌতমকাদয়ঃ॥ ৮৩॥

অন্বয়ার্থঃ। কৌশিক, বিশ্বামিত্র, দেবল, ধৌম্য, মৈত্রেয়, উতথ্য, প্রভৃতি আর বেদ-বিভক্তা পুরাণ প্রণেতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, তৎপুত্র মহাযোগী শুকদেব, আর যজুঃ শাখাধ্যায়ী কণ্ব, জ্যোতির্ব্বিদগণ এবং তর্কশাস্ত্র প্রণেতা গৌতমাদি মুনি সকল ॥ ৮৩ ॥

সশিষ্যাঃ সানুগাঃ সর্ব্বে সপ্রিয়াঃ সপরিচ্ছদাঃ।

সায়ুধাঃ সহযানাশ্চ সহভূষাঃ সবস্ত্রকাঃ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উপরি উক্ত সকলে স্ব স্ব শিষ্য ও অনুগামীজন, সপরিচ্ছদ পত্নীগণ সহিত, আর অস্ত্র শস্ত্র, যানবাহন, স্ব স্ব বেশ ভূষণ বসন সমন্বিত আগমন করিলেন ॥ ৮৪ ॥

পরমংযোগ মাস্থায় দেবকী গর্ভ পঞ্জরং।

বিবিশু র্যোনিরন্ধ্রেণ ভগবন্তমধোক্ষজং ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উক্ত দেবাদিগণেরা পরম যোগাবলম্বন করতঃ যোনিরন্ধ্র দ্বারা দৈবকী গর্ভ পিঞ্জরে সকলে প্রবেশ করতঃ আধোক্ষজ ভগবান নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ইতি উত্তরে অন্বয় ॥ ৮৫ ॥

শঙ্খ চক্রাব্জ পরিঘ প্রোল্লসৎ করপঙ্কজং।

পীতাম্বরং স্মেরপাথো জম্বুবদরুণাননং ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কিম্ভুত রূপ ভগবান। শঙ্খ চক্র, পদ্ম ও গদা দ্বারা পরম শোভিত কর পদ্ম চতুষ্টয় পীতবস্ত্র পরিধান, ঈষৎ হাস্যযুক্ত রক্ত পদ্ম ন্যায় প্রসন্ন বদনায় বিন্দ ॥ ৮৬ ॥

কিরীট হার কেয়ুর তাড়ঙ্কাভাভি ভানিতং।

কৌস্তুভোরস্ক মাসীনং কুণ্ডলদ্যোতিতাননং ॥

কোটি কন্দর্প লাবণ্য মুরুহাস মুরুক্রম ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়াথঃ। মণিময় কিরীট ভূষিত মস্তক, রত্নময় হার শোভিত কণ্ঠ, কেয়ূর ও তাড়ঙ্ক ভূষণে উদ্দীপ্ত কলেবর, কোটি কন্দর্প তুল্য লাবণ্য, উরুক্রম ভগবানের কৌস্তভ শোভিত হৃদয়, শ্রুতিমূলে আন্দোলিত রত্নকুণ্ডলে দীপ্তিমত মুখ পঙ্কজ, দৈবকীর হৃদিপদ্মোপরি বিরাজমান গোবিন্দকে দেবতারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

দেবা উচুঃ।—নমঃ পঙ্কজ নাভায় নমস্তে পঙ্কজাংঘ্রয়ে।

পঙ্কজোদ্ভবয়ে পঙ্কজোদ্ভবো ভূতয়ে নমঃ ॥ ৮৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ভগবন! তুমি পদ্মনাভ, কমলাংঘ্রি, পদ্মোৎপাদক এবং পদ্মোদ্ভবের উৎপত্তির কারণ, তোমাকে আমরা প্রতিপদে নমস্কার করি ॥ ॥ ৮৯ ॥

পঙ্কজাস্যায় তেনাথ নমঃপঙ্কজ বাহবে।

নমঃ পঙ্কজনেত্রায় ভক্তহৃৎপদ্ম ভানবে ॥ ৯০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে নাথ! তুমি প্রসন্ন পঙ্কজ বদন, পদ্মবাহু, প্রফুল্ল তামরস নয়ন এবং ভক্তদিগের হৃদয়কমলে ভানু স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯০ ॥

হৃষীকেশায় দেবায় হৃষীকপতয়েনমঃ।

হৃষীকানামধিষ্ঠায় হৃষীকায় নমো নমঃ॥ ৯১॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ভগবন্। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ঈশ্বর, সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিবাস, অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় রূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ৯১।

সাধুত্রাণায় সাধুনা মভবায় নমো নমঃ।

সাধুপূজ্যানুগম্যায়াসাধু.পেশয়তে নমঃ॥ ৯২॥

অন্বয়ার্থঃ। হে জগদ্বন্ধো। তুমি সাধু পরিত্রাণের এবং অসাধুদিগের বিনাশের কারণ, তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার। তুমি সাধুদিগের সদা পূজনীয়, সংরক্ষণার্থে সাধুদিগের পশ্চাৎগামী ও সাধুদিগের হৃদয়াধিবাস, তোমাকে নমস্কার করি॥ ৯২॥

সাধবে সাধুসাধ্যায় সাধুবৎসলতে নমঃ।

দৈত্যারয়ে দৈত্যদর্প সূদনায় নমো নমঃ॥ ৯৩॥

অন্বয়ার্থঃ। হে পরমাত্মন। তুমি সাধুরূপ, সাধুদিগের সাধনীয় ও সাধুবৎসল, তোমাকে নমস্কার। তুমি দৈত্য নিপাতন এবং দৈত্যদিগের সম্যক্ দর্পাপহারক, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ৯৩॥

গোবিন্দায় গোপবাল বয়স্যায়ারি নাশিনে।

যোগায় যোগগম্যায় যোগনাথায়স্তে নমঃ॥ ৯৪॥

অন্বয়ার্থঃ। হে গোলোকাধিপতে। তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিশ্ব রক্ষাকর্ত্তা, ও সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিপালক, শ্রীদামাদি গোপবালকের সখা সম বয়স্ক এবং গোকুল শত্রুহারি। তুমি যোগরূপ, সর্ব্বযোগেশ্বর, যোগগম্য যোগনাথ তোমাকে নমস্কার করি॥ ৯৪॥

প্রপন্নান দুঃখশোকার্ত্তান শরণাগত পালক।

ত্রাহিমাং পরমেশান হ্যংহিনঃ পরমাগতিঃ॥ ৯৫॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শরণাগত পালক দীনবন্ধো। এই দীন দেবগণের তুমিই পরমাগতি, তোমাভিন্ন আর গতি নাই। দুঃখ শোকে অত্যন্ত কাতর তব অনুগত শরণাকাঙ্ক্ষী, আমাদিগকে তুমি রক্ষাকর ৯৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং ভূতভাবন ভাবনঃ।

প্রসন্নারুণ পাথোজ নয়নঃ প্রহসংশ্চতান্॥

অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো ভগবানাদি পুরুষঃ॥ ৯৬॥

অন্বয়ার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস। সর্ব্ব জীবের উৎপত্তির এক কারণ, সমস্ত বক্তৃশ্রেষ্ঠ ভগবান আদিপুরুষ গোবিন্দ, দেবগণের এতৎ স্তুতিবাক্য শ্রবণে অরুণ পদ্মায়তলোচন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে ঈষৎহাস্যযুক্ত বদনে এই কথা বলিলেন॥ ৯৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।—ততর্থোয়ং মমারম্ভো নাস্তিবো ভয়মণ্পি।

স্বপদং প্রাপ্সথ ক্ষিপ্রং মুক্তিযোগ মহৈতুকং॥ ৯৭॥

অন্বার্থঃ। ভগবান আশ্বাস করিয়া দেবগণকে কহিলেন। হে দেবগণেরা। তোমাদিগের ভয়লেশ মাত্রও নাই। যেহেতু তোমাদের ভয় নিবারণ নিমিত্ত আমার এই অবতার হওয়া। মুক্তিযুক্ত স্বীয় স্বীয় পদ তোমরা নিঃসংশয় প্রাপ্ত হইবে॥ ৯৭॥

সাধুনাং সমচিত্তানাং মভাবায় সুরদ্রুহাং।

ধরা ভারায়মানানাং মভারায় সুরাধিপাঃ॥ ৯৮॥

অন্বার্থঃ। হে সুরাধিপতিরা? সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুদিগের ভয় নিবারণার্থে এবং দেবশত্রুদিগের বিনাশার্থে আর দৈত্য ভাবে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারাবতারণ জন্য আমার সমাবস্থ জানিবে॥ ৯৮॥

সম্ভবোঽয় মব্যয়স্যা মূর্ত্তস্য পরমেষ্ঠীনঃ।

ধাম গচ্ছত ভদ্রং বঃ করিষ্যে নাত্রসংশয়ঃ॥ ৯৯॥

অন্বার্থঃ। অব্যয়াত্মা, নিরীহ, নিরঞ্জন, সর্ব্বাকার বর্জ্জিত, পরমেশ্বরের এই অবতার হইয়াছে, তোমরা সকলে নিঃশঙ্করূপে আপন আপন ধামে গমন কর, কোন ভয় নাই, অসংশয় আমি তোমাদিগের কল্যাণ বিধান করিব॥ ৯৯॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাভাষিত মাশ্রুত্য দেবাস্তে মম্মুখান্মুনে।

ধাম স্বং স্বং প্রমুদিতা যযুঃপ্রণতকন্ধরাঃ॥ ১০০॥

অন্বার্থঃ। মহর্ষিপ্রবর অঙ্গিরাকে ভগবান ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে দ্বিজবর! ভগবানের এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রকৃষ্ট রূপে হর্ষযুক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবগণ সকলে আপন আপন ধামে গমন করিলেন॥ ১০০॥

অথ বলদেবের জন্ম।—জ্যৈষ্ঠেমাসি সিতাষ্টম্যাং নক্ষত্রে যমদৈবতে।

জাতোরামো রৌহিণেয়ঃ শেষোঽশেষ পরাক্রমঃ॥ ১০১॥

অন্বার্থঃ। দেবগণেরা স্বাধামোপগত হইলে পর, শুভ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষয়া অষ্টমী তিথিতে, যমদৈবত মঘানক্ষত্রে অনন্ত পরাক্রম পরমাত্মা অনন্ত, সর্ব্বজন চিত্তরঞ্জন রামরূপে রোহিণীর গর্ভ পিঞ্জর হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন॥ ১০১॥

দেবাস্তুন্দুভয়োনের্দুঃ পুষ্পবৃষ্টির্মুচো দিবি।

জগুর্গন্ধর্ব্ব পতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরো গণাঃ॥ ১০২॥

অন্বার্থঃ। বলরাম দেব আবির্ভূত হইলে পর সূতিকাগারোপরি আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং গগণান্তরাল স্থিত দেবগণেরা মহোৎসব জ্ঞানে দুন্দুভি বাদ্য করিলেন। গন্ধর্ব্বপতি হাহা হুহু, তুম্বুরু প্রভৃতি ভগবদ্ঘোষণ সংগীত এবং অপ্সরগণেরা নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ১০২॥

অথ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবঃ।—ভাদ্রেমাস্যাসিতাষ্টম্যাং রোহিণ্যক্ষ যুতেঽহনি।
হরিস্তান সুদৃঢান্ মত্বা কারাগারস্থ রক্ষিণঃ॥
মায়েশো মায়য়া মেঘৈ রাবণোৎ খংখরস্বনৈঃ॥১০৩॥

অন্বয়ার্থঃ। বলদেবাবির্ভাব হওনানন্তর, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হইলে, ভগবান কংসস্থাপিত কারাগার রক্ষক গণকে সুদৃঢ় জানিয়া সর্ব্বমায়েশ্বর ভগবান গোবিন্দ খরতর শব্দবান মেঘদ্বারা সমস্ত আকাশ মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিলেন॥ ১০৩॥

ইরম্মদস্ফুর্গাম্বুভি স্তনন্তি স্তনয়িত্নুভিঃ।
ঘন ঘঘর সংঘোষ প্রবহা ঘোর ঘর্ষণৈঃ।
ভাকসম্ভ্রাপ্ত জননৈঃ ভাগযন্নিদিশোম্বরং॥ ১০৪॥

অন্বয়ার্থঃ। আকাশ হইতে স্ফুর্যমান মেঘরাজি বারিধারা বর্ষন করিতে লাগিল। অশনি শব্দ মহাপ্র [illegible] হইল। ঘন ঘন ঘর্ঘরিত শব্দে স্তব্ধপ্রায় জনসকল এবং ঘোরতরশব্দ [illegible] সাংশয় ভয়োদ্ভাবন হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দশদিক ও গগণ মণ্ডল [illegible] প্রভাব দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল॥ ১০৪॥

কুর্ব্বণৈ ধ্বান্তপটলং নিবিড়ং পয়মোল্বণং।
হ্রদাগার গিরিবরৈঃ প্রাসাদাট্টাল তোরনৈঃ॥ ১০৫॥

অন্বয়ার্থঃ। হ্রদ, আগার, পর্ব্বত, প্রাসাদ, অট্টালিকা তোরণসহ পরম ভয়ঙ্কর রূপ ঘোর তর অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল, অর্থাৎ কোথা গৃহাট্টাল প্রাসাদ, কোথা হ্রদ, কোথা বা পর্ব্বত, ব্যাপ্তময় অন্ধকার সমূহে কিছুই লক্ষকরা যায় না॥ ১০৫॥

প্রাচীর গিরিশৃঙ্গৈশ্চ পতিতৈ ধরণী স্তর।
চণ্ডবাত প্রনুদিতৈ নাদিশৃঙ্গ ধরাতলং॥ ১০৬॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অবনীশ্বর। অজির। পুরপ্রাচীর সকল ও পতিত পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল প্রচণ্ড সমীরণে উদ্ধৃত সর্ব্বত্রে আবৃত হইয়া পড়া ও পৃথিবীতল দৃশ্য হয় না॥ ১০৬॥

সতরু দ্রুমসংঘানাং প্রাচীর গিরিবেশ্মনাং।
প্রাসাদ তোরণাট্টাল রথাশ্বখর দন্তিনাং।
নাদিতৈ নাদিতাঃ সর্ব্বা ধরা কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে॥

অন্বয়ার্থ। পতন বৃক্ষসমূহের ও গৃহভিত্তিপ্রাচীর সমূদয়ের, আর অট্টালিকা মন্দির ফটক এবং গিরি শৃঙ্গপাতের শব্দে, রথবাজী গর্দ্দভ হস্তী সকল ভীত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, সেই সকল নাদিতে অদৃশ্য মানা ধরণীর সকল স্থানই প্রতিশব্দিত হইল এবং ভগ্ন-গৃহাদিতে আচ্ছন্না পৃথিবীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ১০৭॥

খরস্থূলোল্বণৈ র্লোকানাসারৈ রিষ্টকোপমৈঃ।
পয়োদাঃ পীড়য়া মাসুর্যুগান্তইব সম্মতঃ॥ ১০৮॥

অন্বয়ার্থঃ। সম্বর্ত্তাদি মেঘ সকল অতিতীব্র, অতি ভয়ঙ্কর রূপ অতিবড় ইষ্টকন্যায় বর্ষধারা

দ্বারা সকল লোককে পীড়িত করিল, তৎকালে সকলেই এমন অনুমান কর্‌রিলেন, বুঝি সর্ব্বতোভাবে যুগান্ত কালের ন্যায় প্রলয় উপস্থিত হইল॥ ১০৮॥

গোশ্বোষ্ট্র মহিষান্ দন্তি খরমেষ বরাহকান।

মনুজান পীড়িতান বাক্ষা মেনিরে যুগ সংক্ষয়ং॥ ১০৯॥

অস্যার্থঃ। গো, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ, হস্তী, গর্দ্দভ মেষ, বরাহ, এবং মনুষ্য সকলকে বৃষ্টি ও ঘোররূপ ভয়ঙ্কর বাত্যায় পরি পীড়িত দেখিয়া তৎকালে মহাপ্রলয় হইল বলিয়া সকলে অনুমান করিলেন॥ ১০৯॥

নধবা ননভোভাতি নপ্রভানং সুযে গ বিং॥ ১১০॥

অস্যার্থঃ। আশার সম্পাতে এমত দুর্য্যোগোপস্থিত হইল যে অন্ধকারময়দর্শদিগের অপ্রকাশ সুযোগস্তজনের রাত্রি কি দিবা, কি সন্ধ্যা এবং পৃথিবী কি আকাশ, প্রভাত কি অপ্রভাত ইহার কিছুই উপলব্ধি হয় নাই॥ ১১০॥

আসারৈঃ প্লাব্যমানাভূ র্নালক্ষ্যত নভোস্বতং।

পেতিরে শতশস্তত্র নভসোল্কাশনি প্রভাঃ॥ ১১১॥

অস্যার্থঃ। আসারবর্ষা পাতে অকালে প্রলয় সদৃশ ভূমিতে পরিপ্লাবিত হইল, কোন মতে স্বপ্রকাশ রূপ আকাশ দৃশ্যমান হয় নাই, তৎসময়ে সকল অন্ধকারময় কেবল মেঘস্থিত শত শত বিদ্যুৎ প্রভাতে কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল॥ ১১১॥

এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বন নিশাদ্ধং সমভ্যত।

তে বাক্ষা দুর্দ্দিনং ঘোরং কারাগারস্থ রক্ষিণঃ।

সুষুপুর্নিদ্রযাচ্ছন্না মাযযা শার্ঙ্গধন্বনঃ॥ ১১২॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন! দিনভাগে দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়া ক্রমে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উপস্থিতা হইল, তদনন্তর ঘোরতর মেঘাচ্ছন্না রাত্রিকে দেখিয়া দৈবকীর কারাগার রক্ষিত কংস কিঙ্করগণ সকলে ভগবন মায়াতে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাতে সমাচ্ছন্ন হইল॥ ১১২॥

এতস্মিন্নন্তরে নন্দ গেহিনী সূতিকাগৃহং।

প্রাবিশৎ প্রসবায়ৈব বেদনার্ত্তা ধরাসুর॥ ১১৩॥

অস্যার্থঃ। হে অবনীদেব। অঙ্গিরা। এমত সময় উপস্থিত হইলে পর নন্দরাজ গৃহিণী যশোদা দেবী প্রসব বেদনাতে অতি কাতরা হইয়া, প্রসব হইবার নিমিত্ত সূতিকা গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১১৩॥

সুসুবে মিথুনং রাজ্ঞী কন্যামেকাং সুতপ্তহ॥ ১১৪॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর নন্দ মহিলা যশোদা রাণী একাকন্যা আর একটি পরম সুন্দর পুত্র, এই যুগল সন্তান প্রসূতা হইলেন॥ ১১৪॥

নবীন জলদ শ্যাম পাথোধর বরচ্ছবিং।
সুনাসং সুকপোলঞ্চং সাম্যদন্তৌষ্ঠ বাহুকং ॥ ১১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। নবীননীল নীরদস্তায় শ্যাম সুন্দর এবং সজল মেঘের ন্যায় সুস্নিগ্ধ কান্তি সুশোভন নাসিকা সুশোভন কপোলদেশ, সমান দন্ত পংক্তি শোভিত, সমান ওষ্ঠাধর ও সমান বাহুদ্বয় ॥ ১১৫ ॥

চার্ব্বায়ত ভুজ দ্বন্দ্বং বনমালা বিরাজিতং।
বেত্রবেণু বিষাণাদি স সংন্যাস্ত মুরুচ্ছবিং ॥ ১১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আজানুলম্বিত সুশোভন ভুজদ্বয়, বনমালা বিরাজিত বক্ষঃস্থল, অবয়ব বিশেষে বেত্র, বংশী, শৃঙ্গাদি সংন্যস্ত অর্থাৎ করদ্বয়ে সংধৃত মুরলী, কটিতটে সংন্যস্ত বেত্র ভৃঙ্গাদি এবম্ভুত মনোহর কান্তিমান বপুঃ ॥ ১১৬।

বেণু বাদন নিরতঃ প্রসন্নাস্য কঞ্জাননং।
অজ যোনীন্দ্র সংবন্দ্য কোটিসূর্য্য প্রভাঙ্ঘ্রিকঃ ॥ ১১৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। নিরত বেণু বাদ্যরত, প্রস্ফুটিত অরুণ পদ্মের ন্যায় মুখারবিন্দ শোভা, কোটি সূর্য্য প্রভার ন্যায় যুগল চরণতল, অজযোনি ব্রহ্মা এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বন্দনীয় সেই চরণ-কমল দ্বয় ॥ ১১৭ ॥

কোটি কন্দর্প লাবণ্য মংশজং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কোটি কন্দর্পের ন্যায় সুপলাবণ্যযুক্ত ভগবানের রূপ সম্পদ, কিন্তু কন্দর্পের সহিত তুলনা করাও অবিহিত, যেহেতু সর্ব্বত্রেই কন্দর্পকে ভগবানের অংশজ বলিয়া আখ্যাত করেন ॥ ১১৮ ॥

প্রভাতারুণ সন্নাভাং দ্বিভুজাং পরমা রুচা।
নচোপলেপতাং কন্যাং যশোদানন্দ গেহিনী ॥ ১১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। প্রভাত কালের সমুদিত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় দীপ্তিমতী, দ্বিভুজা একটী কন্যাও জন্মিল, কিন্তু নন্দগৃহিণী যশোদা দেবী তাঁহাকে তৎকালে দর্শন করিতে পারিলেন না ॥১১৯ ॥
ইহার তাৎপর্য্য এই যে কেবল পুত্র মাত্র জন্মিয়াছে এইমাত্র মনে করিলেন কন্যা জন্ম তাঁহার উপলব্ধি হইল না তৎকালে মহামায়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, যেহেতু দৈবকীর কন্যা হইয়াছিল ইহা তিনি পশ্চাৎ ব্যক্ত রূপে জানিবেন। ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

এবং বাক্ষ্য দম্পতী তৌ জ্ঞাত্বা তৎপরমেশ্বরং।
তুষ্টাবতু মুদাযুক্তৌ নত্বাপ্রণত কন্ধরৌ ॥ ১২০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এবম্ভুত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর লক্ষণে লক্ষিত পুত্রকে পরমেশ্বর রূপ জানিয়া অতি হর্ষ-যুক্ত মনে, নত মস্তকে প্রণাম করতঃ নন্দ যশোদা তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবত্ত হইলেন॥ ১২০

মায়েশো মায়যাচ্ছন্নৌ দম্পতী ব্যাকুলেন্দ্রিয়ৌ।
নিদ্রয়াচ্ছন্ন গাত্রৌ তৌ সুস্বাপতু রথোনিশাং ॥ ১২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সর্ব্বমায়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া নন্দ যশোদা উভয়েই তাঁহাকেই স্তব করিতে পারিলেন না। যেহেতু যোগমায়া প্রভাবে তৎকালে উভয়ের গাঢ়ই গাঢ় নিদ্রাতে সমাচ্ছন্ন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত উভয়েই ভূমিতলে শায়িত হয়েন, অবস্থাতেই প্রায় সমস্ত যামিনী গতবতী হয়॥ ১২১॥

এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বন্ নির্ম্মলক্ষ্মা ভবন্নভঃ।

ববুর্গন্ধবহা দিব্যা ননৃতুশ্চাপ্সরো গণাঃ॥ ১২২॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন! অনন্তর মথুরামণ্ডলে ঐ সমস্ত সুদারুণ বাত বৃষ্টির উপরমে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমালা সুপ্রকাশ হইল, মনোহর শোভন গন্ধবান সমীরণ বহিতে লাগিল। যত অপ্সরগণেরা সুললিত গীত গাইতে আরম্ভ করিল॥১২২

জায়মানে জনে সর্ব্বে দেবাঃ সর্ষিগণাঃ খগাঃ।

বিদ্যাধরোরগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ উপাবিশন॥ ১২৩॥

অন্বয়ার্থঃ। গোকুলে গোকুলচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে পর মথুরাতে আসন্ন প্রসব দৈবকী দেবী কষ্ট বেদনাতে অবসন্না হইলেন। সে সময়ে আকাশ মণ্ডলে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত দেবগণ ঋষিগণ, পক্ষীগণ, বিদ্যাধরগণ, উরগগণ, যক্ষগণ এবং পিশাচগণেরা (অজ অব্যয় পরমাত্মা নারায়ণকে সকলে স্তব করিতে লাগিলেন)॥ ১২৩।

আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ শঙ্খাব্জ পরিঘায়ুধঃ।

পীতবাসা বৃহদ্বাহু রক্তাম্ভোজ পদদ্বয়ঃ॥ ১২৪॥

অন্বয়ার্থঃ। এমত সুশোভন সময়ে দেবকীর সূতিকাগারে জগন্নাথ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী আজানুলম্বিত চতুর্ভুজ, পীতবসন, বনমালী, প্রসন্ন কমলবদন, সুপ্রসন্ন সুন্দর লোহিত কমল সদৃশ চরণ ভগবান নারায়ণ নিজপরিকর সহ আবির্ভূত হইলেন॥ ১২৪॥

এবমালোক্য তদ্রূপং বসুদেবো মুদান্বিতঃ।

অস্তৌষীদবধার্য্যাথ দণ্ডবৎ প্রণমন্মুহুঃ॥ ১২৫॥

অন্বয়ার্থঃ। পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণে লক্ষিত পুলক দর্শন করিয়া বসুদেব অতিশয় হর্ষ চিত্ত হইলেন। অনন্তর মম গৃহে ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা স্বীয় বুদ্ধিতে নিশ্চিত অবধারণা করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতঃ বহুবিধ স্তব করিলেন॥ ১২৫॥

তাৎপর্য্য। কিরূপ স্তব করিলেন, তাহা ভাগবতে সুব্যক্ত আছে। এখানে প্রকাশ নাই, এক প্রস্তাব সকল পুরাণে বাহুল্য রূপে প্রকাশ করা বেদব্যাসের অভিপ্রেত নাই। এক পুরাণে যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য পুরাণে আর তাহার বিস্তার করেন নাই। কিন্তু মূলানুগত প্রস্তাবানুসারে প্রসঙ্গতঃ যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ভাগবতে বিশেষ রূপে রাধার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন নাই, মাহাত্ম্য বর্ণন সংযুক্ত রাধানাম উল্লেখও করেন

নাই। শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাতেই তাহার সমুদয়াংশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাসাদি বর্ণনা স্থলে প্রসঙ্গতঃ প্রধানা গোপী বলিয়া যথা কথঞ্চিৎ উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। এ পুরাণে শুদ্ধ শ্রীরাধা মাহাত্ম্য বর্ণন সংকল্প বিধায় কৃষ্ণাবির্ভাবাদি প্রসঙ্গ সংক্ষেপতঃ সুবর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবে বসুদেব যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহা না করিয়া কেবল ঈশ্বর বুদ্ধিতে বসুদেব স্তব করিলেন এই মাত্র সঙ্কেতানুসারে বর্ণনা করেন। অতএব যে যে স্থানে সংক্ষেপ বর্ণন, দৃষ্ট হইবে সেই সেই স্থানে এই অভিপ্রায় বোধ করিতে হইবে ॥ ১২৫॥

ভগবানঙ্গৈস্তোষ্টোচাচ্যুতোদেবং প্রাহ তাং দয়ানিধিঃ।
মেঘ গম্ভীরয়া বাচা প্রসন্ন পঙ্কজাননং ॥ ১২৬ ॥

অস্যার্থঃ। এই বসুদেব কর্ত্তৃক স্তব সন্তুষ্ট মনা হইয়া প্রফুল্ল কমল বদন ভগবান অচ্যুত, অকিঞ্চন প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীরস্বর স্বপিতা বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। - তাত মাং বিদ্ধি পরমং তপঃফল মুপাগতং।
ইত্যুক্ত্বা সংজহারাশু রূপমৈশ্বর মুত্তমং ॥ ১২৭ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান কহিলেন। হে পিতঃ। তোমার পরম তপস্যার ফল স্বরূপ আমাকে জ্ঞান করহ। এই মাত্র কহিয়া অতি সত্বর আত্ম পরমোত্তম ঈশ্বর রূপ সংহরণ করিলেন॥১২৭

তাৎপর্য্য। বসুদেবকে ভগবান এই আভাসে কহিয়াছেন, যে তোমার পূর্ব্বজন্ম কৃত তপস্যার ফলে পুত্ররূপে আমার আবির্ভাব হইয়াছে, তুমি পূর্ব্বে প্রশ্নি নামে বিখ্যাত ছিলে, শত রূপা নাম্নী তোমার পত্নী, তোমরা দুইজনে আমাকে পুত্র ভাবে প্রাপ্ত হইবার মানসে অনেক কঠিন তপস্যা করিয়াছিলে, সেই ফলে বসুদেব দেবকী নাম ধারণ করতঃ ইহ জন্মে আমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইল। ১২৭ ॥

অথ বাসুদেবাবির্ভাবঃ।

তাত প্রাক্ পুনঃ শীঘ্রং নয়মাং গোকুলং প্রতি।
তদাগত্য ত্বয়ানীতাং মন্বেষ ন্নন্দ গোকুলং ॥
সূতিকা গৃহমধ্যে তু প্রবিশ্য নয়ন সুতাং।
যশোদয়া মহাভাগ কারাগার মথাগমঃ ॥ ১২৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে মহাভাগ অর্থাৎ। ভগবান পুনর্ব্বার পিতাকে এই উপদেশ করিলেন। হে তাতঃ। তুমি অতি শীঘ্র আমাকে লইয়া গোকুলে গমন কর। তথায় নন্দালয়ে যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্রোড়ে আমাকে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে আনয়ন কর) বসুদেব এই উপদেশ কথা শ্রবণ করিয়া অতি সত্বর গমনে নন্দ গোকুল প্রাপ্ত হইয়া সূতিকা গৃহমধ্যে যশোদা ক্রোড়ে আত্ম বালককে নিবেশিত করতঃ তাঁহার কন্যাটিকে লইয়া পুনর্ব্বার আপনাদিগের কারাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১২৮ ॥

দশম অধ্যায়।

দেবদানবের যুদ্ধ বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।—অহন্যহনি সাত্বতস্য গেহে রাধাবিবর্দ্ধিত।

ঐন্দবী সিতপক্ষীয়া কলাবৎশাবদী শুভা ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। অঙ্গিরাকে ব্রহ্মা শ্রীরাধার জন্মানন্তর যেরূপে বৃষভানু পুরে বৃদ্ধিদশা প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবী যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। হে বৎস! বৃষভানুপুরে শুক্লপক্ষীয় শরৎ শশধর কলার ন্যায় সেই মহাদেবী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

কলবাগ্‌ভিঃ সুললিতৈঃ পদ্দোর্গমন পেশলৈঃ।

হাস্যালাস্যধরৈর্ভঙ্গ্যা লাবণ্যরূপ সম্পদা ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবতী রাধাদেবী প্রাকৃত কালিকার ন্যায়, সুললিত আধ আধ মধুর বাক্য দ্বারা এবং হস্ত পদ দ্বারা খেলগতিতে গমন দ্বারা সুভঙ্গিম নৃত্য ও শোভন লাবণ্য রূপ সম্পৎ এবং সুমধুরহাস্য দ্বারা নিরত মাতা পিতাকে রঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

অর্দ্ধস্ফুটাক্ষর গিরা রময়া মাস দম্পতি।

আনন্দাব্ধি নিমগ্নৌ তৌ কীর্ত্তিদা বৃষভানুকৌ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। রাধিকার নৃত্য ভঙ্গী, হাস্য আর অর্দ্ধস্ফুট বাক্য মাধুর্য্য এবং বদনারবিন্দ শোভা সন্দর্শনে, তন্মাতা কীর্ত্তিদা ও তৎপিতা বৃষভানু নিয়ত আনন্দ সাগরে মগ্ন প্রায় হইতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

রাধাকর্ত্তৃক মাকরী গ্রস্থাকীর্ত্তিদার উদ্ধারণ।

ব্রহ্মোবাচ। - একদাহর্ক্কর সুতা পুলিনে স্নাতা কীর্ত্তিদা।

স্বাঙ্কাৎ সখ্যঙ্ক মারোপ্যাগাৎ পাথসি শনিস্বসুঃ ॥ ৪ ॥

বরদা' সাসবারোহা সুতাং বিষ্ণুস্বরূপং তদা ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। তৎপরে পিতা পিতামহ অঙ্গীরাকে কহিতেছেন। বৎস। কদাচিৎ প্রত্যুষকালে অবগাহনার্থ বরারোহা কীর্ত্তিদারাজ্ঞী বিষ্ণু প্রসূতা বরদা স্বকন্যা শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সখিগণ সমাভিব্যাহারে দিবাকর তনয়া যমুনার ঘাটে উপস্থিতা হইয়া আপনার ক্রোড় হইতে তীরস্থা সখীর কোলে রাধিকাকে সমর্পণ করতঃ শনৈশ্চর ভগিনী কালিন্দীর জলে, অবতরিতা হইলেন। এবং যমুনার স্বচ্ছজলে মগ্না হইয়া গাত্রমার্জ্জনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

স্নানার্থঃ থর গম্ভীরোত্তুঙ্গ তারঙ্গকে মুনে।

বাতোল্লসিত কল্লোলৈঃ কূর্ম্ম নক্রঝসাকুলে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনে। গাত্র মার্জ্জনানন্তর বরাননা কীর্ত্তিদা খর স্রোতা অতি গম্ভীরতোয়া অতিশয় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ যুক্তা, সমীরণ প্রবাহে উল্লসিত কল্লোলবতী, কূর্ম্ম কুম্ভীর মৎস্যাদি জলচর নিকর ব্যাপ্তা যমুনার দূর জলে স্নানার্থ অবতরিতা হইলেন ॥ ৬ ॥

ভীরুণাং ভাতিদে গাধে তচ্চ কুচ্ছেচরৎ খগে।

সুভীমা মকরা রোষা দ্রবমাশ্রুত্য সংরম্ভা ॥

জগ্রাহাভোত্য জঙ্ঘেদ্বে স্নাননাদাকু কন্তদা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ অতি ভয়ঙ্করা যমুনা, ভীরুদিগের অতি গাঢ় ভয় প্রদ তাঁহার অগাধ জল, তদ্গর্ভে হংস হংসী কাদম্ব কঙ্ক কৌঞ্চ, সারসী, চক্রবাকাদি জলচর পক্ষী নিকর প্রচরিত এবম্ভুতা যমুনার জলে স্নাতুমতী কীর্ত্তিদা কর্তৃক আস্ফালিত জল শব্দ শ্রবণে এক মহাভীম মূর্ত্তি মকরী তরসা মহাক্রোধে আসিয়া মহারাজ্ঞীর জঙ্ঘাদ্বয় গ্রহণ করিল। তদ্গ্রাসিতা রাজ্ঞী ঘাহলা অত্যন্ত কাতরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। (এবং সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন) হে সখিগণেরা। আমাকে উদ্ধার কর আমি সুভীম গ্রাহগ্রস্তা হইলাম ॥ ৭ ॥

সপ্যাস্ত্রস্তাঃ স অভ্রান্তা দিক্ষুপশ্যন্নবং নরং।

স্বাক্ষস্রবত্তোয় ধারাসাদ্রবাঙ্গাঃ সবাসসঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মকরী গ্রস্তা মহারাজ্ঞীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে তাঁবস্থা সখীগণেরা সম্ভ্রান্তমনা, অতিশয় ত্রাসযুক্তা হইয়া চারিদিগে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক কোন এক জন মনুষ্যকেও দেখিতে পাইলেন না যে তাহাকে ডাকিয়া উদ্ধার করিতে বলেন। তচ্ছ্রবণে নিরাশা হইয়া সকলের চক্ষুতে শত শত অশ্রুধারা ব্যাপ্তা হইল, তজ্জলে সকলের অঙ্গ এবং অঙ্গাবৃত বসন আর্দ্র হইয়া গেল ॥ ৮ ॥

হাহেতি কাচিদযুবর্তী কিমেতদিতি চাপরাঃ।

হানাথ তাত দেবেতি হাভ্রাত রিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কীর্ত্তিদার জীবন রক্ষণের উপায় না দেখিয়া সকল সখীগণেরা একেবারে হাহাকার করিয়া উঠিল। হা এ কি হইল এ কি হইল? হা নাথ। হা গোবিন্দ। ঠাকুর কি করিলে? কেহবা হা পিতা হা মাগো হা ভ্রাতা ইত্যাদি (বাপ মা ভাই এই নাম ব্যাহরণ পূর্ব্বক কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা হইল) ॥ ৯ ॥

নাসাগ্রদত্ত করজা কচ্ছেকাচি দ্বরাঙ্গনা।

ভয়ার্ত্তা নাস্পৃশং স্তোয়ং তাঃ সখ্যো ধরণাস্তর ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অবনীদেব। অঙ্গিরা। কোন বরনারী যমুনা গর্ভে অবতারিতা নাসাগ্রে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল, কিন্তু অতিশয় ভয়ার্ত্তা হইয়া সখীগণেরা কেহই তজ্জল স্পর্শ করিতে সাহস পান নাই ॥ ১০ ॥

ধূলি ধূষর সর্ব্বাঙ্গা কদন্ত্যা কাচি দঙ্গনা।

অটাট্টমানা লোলুণ্ঠ্যমানা, কুর্চ্চিই বরাঙ্গনা ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। তীরের উপরে কোন সখী ভূমিতলে লুণ্ঠ্যমানা ধূলিতে অবলিপ্ত গাত্রা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কোন কোন সখী হাহাকার রবে ব্যাকুল চিত্তে ইতস্তত চারিদিগে ধাবমানা হইয়া ভ্রমণ পরায়ণা হইলেন ॥ ১১ ॥

হা স্বামিন্নিতি স্বামিন বা প্রভোএকাতি চাব্রবীৎ।

তমগাঃ স্বামিনি ক্ষিপ্র মেতাং পরম দুর্দ্দশাং ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। কোন সখী মহারাজা বৃষভানুকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে স্বামিন্। কোথা রহিলে একবার শীঘ্র আসিয়া মহারাণীর দুর্দ্দশা অবলোকন কর। কেহ কেহ মহা রাজাকে সম্বাদ দিতে মহাবেগে চলিলেন। কেহবা হে প্রভো! হে অনাথ নাথ গোবিন্দ! হে মধুসূদন! এই বিপদে রক্ষা কর বলিয়া ক্রন্দমানা হইতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

কুরর্য্যা ঘোরসন্নাদ ম্নপায়া রাজ্ঞি কীর্ত্তিদে।

কথমস্মানপাহায় নোনাথা নয় সুন্দরি ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। কোন সখী কুররীর ন্যায় ঘোর শব্দে চীৎকার করতঃ মহাখেদে রোদন করিয়া বিলাপ করিতেছেন, হে মহারাজ্ঞি কীর্ত্তিদে। তোমা ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই তুমি কি নিমিত্ত আমা সকলকে পরিত্যাগ করতঃ অনাথা করিয়া যে গমন করিতেছ, এ তোমার উচিত নহে। হে সুন্দরি। আমাদিগকে ত্যাগ করহ না সঙ্গে করিয়া লহ, ইহা কহিয়া সকলেই যমুনা জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যতা হইলেন ॥ ১৩ ॥

সুপ্রভে সুভ্রুনয়নে পীনোন্নত পয়োধরে।

স্তন্যপ্রাণাং কথমিমামপহায় গতাহসি ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। কোন সখী শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে করিয়া সাক্ষেপ বাক্য কহিতেছেন শোভন প্রভাযুক্তা সুনয়না পীনোন্নত পয়োধরে হে কীর্ত্তিদে। শুদ্ধ স্তন দুগ্ধপানে প্রাণ রক্ষা হয় এমন কন্যাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে (আমরা কন্যা মুখ দেখিয়া যে প্রাণ ধরিতে পারি না? অতঃপর আর কাহার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া রহিব?) ॥ ১৪ ॥

রাজ্ঞে কিং বা বাদয্যাম স্তন্যজীবা মিমাং কথং।

বালমবালক্ত ন্যাং পালয়িষ্যাম সুন্দরি ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুন্দরি। আমরা গৃহে গিয়া রাজাকে বা কি বলিব? এবং দুগ্ধ পোষ্যা কেবল স্তন্যপানে অদ্ভুত এরূপ এই বালিকাকেই বা কিরূপে প্রতিপালন করিয়া বাঁচাইব ॥ ১৫ ॥

কিং রুষ্টাসি ননোদেবি দেহ্যস্মাস্থু সুদর্শনং।

প্রহাসার্থং নিলীনাসি তোয়ে গাধে শুচিস্মিতে ॥

আত্মানং রাজ্ঞবিষ্টভ্য প্রাণান রক্ষস্বমধ্যমে ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে পবিত্র হাসিনী! কীর্ত্তিদে দেবী! তুমি কি একণে দাসীগণ প্রতি রোষ করিয়া, না পরিহাস করিবার জন্য অগাধ যমুনা জলে মগ্না হইয়া রহিয়াছ? আমরা যে তব

অদর্শন রূপ দাবদাহে দগ্ধ হইতেছি ঝটিতি আমাদিগকে তোমার স্বীয়রূপ দেখাইয়া জীবন দান করহ॥ ১৬॥

ব্রহ্মোবাচ।—এবমাহত্য তাঃ সর্ব্বাঃ করোণারো মুহুর্মুহুঃ।
বিলেপিরে মুক্ত কণ্ঠৌ মুক্ত্বা ভরণ বাসসঃ॥ ১৭॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন হে দ্বিজ! এবং প্রকারে মহাখেদ যুক্ত চিত্তে সকল সখী গণেরা বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করতঃ বারম্বার হৃদয়ে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

রোরূয়মানাঃ সন্ত্রাসা মুক্ত মূর্দ্ধজ পংক্তয়ঃ।
মূচ্ছর্য়া সম্পরীতাঙ্গাঃ সুস্বুপুঃসর্ব্বে যোষিত॥ ১৮॥

অন্বার্থঃ। রোরুয়মানা সকল সখীগণেরা কেশপাশ আলুলায়িত হইল সম্যক্‌ত্রাস সমন্বিত গাত্রা সকলে মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতলে নিদ্রিতার ন্যায় শয়ন করিলেন। (কোন মতে আর সংজ্ঞাব লেশমাত্রও থাকিল না)॥ ১৮॥

মূচ্ছর্ান্ধাস্তাঃ সমালোক্যা পতদ্রাধাম্ভসি ক্ষণাৎ।
রুষাকালানল প্রখ্যা ত্রিনেত্রা ঘোর রূপিণী॥ ১৯॥

অন্বার্থঃ। মূচ্ছাগত সখীগণকে অন্ধপ্রায়া দেখিয়া প্রলয়ানল সদৃশ ঘোররূপা রাধিকা তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে মহাক্রোধে তৎক্ষণাৎ সেই যমুনার অগাধ জলমধ্যেনিপতিত হইলেন॥ ১৯॥

খড়গ খট্টাঙ্গ পরিঘাসিতোমরাদিবরায়ুধা।
অনন্তরূপা জননী সাগ্রহীত্তবসাম্বিকা॥
মকর্য্যা সহকৌসুম্য মাল্যবৎ কতিচিৎ পদে॥ ২০॥

অন্বার্থঃ। মহাদেবী খড়্গ, খট্টাঙ্গ, গদা, অসি, তোমরাদি, বরায়ুধধারিণী অনন্ত রূপিণী বিশ্বজননী অম্বিকা অতি সত্বর কতিপয় পাদপ্রক্ষেপানন্তর পুষ্পমালা ন্যায় মাত্র কীর্ত্তিদার সহিত ভয়ঙ্করী মকরীকে গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ (পুষ্পমালা গ্রহণে যেমন লোকের শ্রম বা ভারবোধ হয় না তদ্রূপ তদ্গ্রহণে তাঁহার কোন আয়াস বোধ হইল না॥ ২০॥

পদ্ভ্যামতাড়য়দ্দুষ্টাং মকরীং তাং রুষান্বিতা।
আনিনায় তটে ধৃত্বা কৃপাণেন নিরোহবৎ॥ ২১॥

অন্বার্থঃ। ভগবতী রাধা মহারোষযুক্তা হইয়া জল মধ্যে সেই দুষ্টা মকরীকে চরণদ্বয়ে আঘাত করতঃ যমুনাতীরে আনিয়া কৃপাণ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন॥ ২১॥

কায়াৎ কায়াপতত্তস্যা শ্চালয়ন ভূমিজন্মনঃ।
ভঞ্জন্ সহস্রশো বিদ্বন্ কম্পয়ন্ ধরণীতলং॥ ২২॥

অন্বার্থঃ।হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! রাধাকর্ত্তৃক ছিন্ন মকরী শরীর হইতে মস্তক ভূমিতলে নিপতিত

আর যমুনা তীরস্থ মহীরুহ সমূহ প্রচলিত হইল, তন্নিবন্ধন বৃক্ষে বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া সহস্র সহস্র বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। এবং পৃথিবীও প্রকম্পিতা হইয়া উঠিলেন ॥ ২২ ॥

অদ্যপ্যাস্তে মুনে ব্যাপ্য কায়ঃ কচ্ছে যমস্বসুঃ।
তাঁরু ভীমো মহারৌদ্রো যোজনানি চতুর্দ্দশঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাত্রা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! অদ্যাপিও সেই মহাভয়ঙ্কর ঘোর তর ভীমরূপা মাকরী তনু পাষাণময়ী হইয়া যমুনাতীরে চতুর্দ্দশ যোজন ব্যাপিয়া অবস্থিতা আছে ॥ ২৩ ॥

খগাঃ সখগদৈতেয় দানবোরগরাক্ষসাঃ।
বিদ্যাধরাপ্সরঃ সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ ॥ ২৪ ॥
পিশাচাশ্চারণাঃ সর্ষি গণা রাজর্ষয়শ্চ যে।
মুমুচুঃ সুমনো রাজী রাজীবেতাং সুরামুনে ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! মকরীরতনু নিপতনানন্তর গগণান্তরাল হইতে দেবতা যক্ষ রাক্ষস কিং পুরুষ, সিদ্ধ, চারণ, উরগ, খগ, দৈত্য, দানব, পিশাচ, বিদ্যাধর ও অপ্সসগণ আর দেবর্ষি রাজর্ষি মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি সকলে শ্রীমতি রাধিকার উপরি সুগন্ধ কুসুমরাজী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং অপ্রতিহতা ভক্তি সহকারে দেবতারা মহাদেবীকে বেদোদিত স্তুতিবাক্যে বহুশঃ স্তব করিলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

উদ্গাত্য কায়ান্মাকর্য্যাঃ সর্ব্ব ভূষণ ভূষিতা।
দিব্যস্রগগন্ধ সংচ্ছন্না দিব্যাম্বর ধরাশুভা ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। মাকরী তনু নিপতিত হইলে তদ্দেহ হইতে সর্ব্ব ভূষণে পরিভূষিতা, দিব্যমাল্য ধারিণী সুগন্ধ লিপ্ত গাত্রা, দিব্য বস্ত্র পরিধানা সুশোভনা একা কামিনী উদ্গাতা হইল ॥ ২৬ ॥

রথোপস্থে স্থিতা সর্ব্বান দিব্যাঙ্গী সুরোপমা।
দেবকন্যাকর বরোদ্ধৃত চামরব্বীজিতা ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। দেব গর্ভ সদৃশ উত্তমা অনিন্দিতাঙ্গী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ঐ কন্যা বরমালাভূষিত শূন্যাগত দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। এবং শত শত দেব কন্যাদিগের হস্ত উদ্ধৃত সুশ্বেত চামর ব্যজন সমীরণে উপবীজিতা হইলেন ॥ ২৭ ॥

তামেত্যাভ্যর্চ্চ্যচ মুদা প্রহ্বারাধাং বরাঙ্গনা।
ক্রীড়া মনুজতাং প্রাপ্তা মস্তোষাদ্বৃষনন্দিনীং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ বরাঙ্গনা মুক্ত দেহা বর নারী, পরম ভক্তি সহকারে লীলার্থ মানুষ রূপিণী বৃষভানু নন্দিনী রাধার পুরতঃ সমাগতা হইয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা তদর্চ্চনা করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

জানেহং তাং পরাত্মান মীশ্বরং জগদম্বিকে।

নমস্তে সর্ব্বভূতানাং জননী মর্ত্তসম্ভবাং ॥ ২৯ ॥

পরাৎপরাং চিদানন্দরূপিণীং বিশ্বমোহিনী ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। হে মাতঃ। আমি তোমাকে জানি, তুমি অণ্ড হইতে উৎপন্না পরমাত্ম স্বরূপা, পরমেশ্বরী, জগদম্বিকা সর্ব্বজীবের উৎপাদন কর্ত্রী, হে জগদম্বিকে! তুমি পরাৎপরা জ্ঞান-স্বরূপা বিশ্বমোহনকারিনী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥

অহং রম্ভাপ্সরা পূর্ব্বং শপ্তা দুর্ব্বাসসোম্বিকে।

ত্বৎ প্রসাদাদবাপ্তাস্মি স্বাং গতিং দেবি তে নমঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। অতি বিনয়াবনত কন্ধরে রম্ভা শ্রীরাধিকাকে কহিতেছেন হে জগদম্বিকে। আমি রম্ভানাম্না অপ্সরা, পূর্ব্বে মহর্ষি দুর্ব্বাসা আমাকে অভিশপ্তা করেন, একারণ আমি মাকরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া এই কালিন্দী সলিলে অধিবাস করিয়াছিলাম। অদ্য তব প্রসাদে স্বীয়া গতি প্রাপ্তা হইলাম। অর্থাৎ মকর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হই-লাম। হে দেবী! তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩১ ॥

ইত্যুক্ত্বা স্বাং গতিং পদে রম্ভা সাপ্সরসাং বরা।

বিস্ময়োৎফুল্ল পাথোজ নয়নাস্তাস্ত্রিয় স্তদা ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বাপ্সরার শ্রেষ্ঠা রম্ভা, দেবী প্রসাদে পরিমুক্তা হইয়া বিবিধ প্রকার স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে বিনয় করিয়া স্বধামে গমন করিলেন। এই পরমাশ্চর্য্য ময় শ্রীরাধিকার কর্ম্ম দেখিয়া কীর্ত্তিদান সখীগণেরা তখন অতিশয় বিস্ময়াপন্না হইলেন ॥ ৩২ ॥

দীক্ষ্যাতি মানুষং কর্ম্ম রূপঞ্চ পরমাদ্ভুতং।

প্রণেমুঃ সার্দ্রচিত্তাস্তাঃ সশংসুননৃতু র্জগুঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। কীর্ত্তিদা প্রভৃতি সমস্ত স্ত্রীগণেরা শ্রীরাধার পরম অদ্ভুত ঐশ্বর রূপ, আর মনুষ্যাতিরিক্ত আশ্চর্য্যকর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বরী বলিয়া সকলেই প্রণাম করিলেন। এবং স্নেহরসে আর্দ্রচিত্তা হইয়া তদগুণানুকীর্ত্তন পূর্ব্বক অনেক প্রশংসা করতঃ মহাহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

চুচুম্বু শিশ্রিয়ু রাধাং জগদু শ্চ কুতূঃ বরং।

অঙ্কাদঙ্কং সমারোপ্য মমৃজু র্বদনং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকার অলৌকিকী ক্রিয়া দর্শনে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর সকল সখীগণেরা রাধাকে বক্ষঃস্থলে করিয়া তাঁহার মুখারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং মনো-হর ঐ মধুর কথা ব্যবহার করনা ও একজনের কোল হইতে অন্যজনে আপনার কোলে লইয়া স্ব স্ব অঞ্চলে শ্রীরাধার মুখপদ্ম মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

তাং তোষয়ন্ত্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ সন্তুষ্ট নগরং যযুঃ।

কৃষ্ণমারাধয়াঞ্চক্রুবাঞ্ছে সর্ব্ব মশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সমস্ত যোষিৎগণেরা সংহৃষ্টমনা হইয়া রাধিকাকে লইয়া নগর মধ্যে গমন করিলেন। এবং সম্পূর্ণরূপ রাধাকর্ত্তৃক গ্রাহগ্রস্ত কীর্ত্তিদার উদ্ধার ও তাঁহার অদ্ভুত মূর্ত্তিধারণ ও মকরী বধ, বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানুকে বিস্তারিত রূপে কহিলেন। অর্থাৎ (মহারাজ! তোমার এই তনয়া সামান্যা মানুষী নহেন, ইনি জগজ্জননী পরমারাধ্যা পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি হয়েন, ইতি ভাবঃ॥ ৩৫॥

তদা শ্রুত্বাবচ স্তাসাং সর্ব্বং স্নানমশেষতঃ।

গুহ্যং নোল্লাটয়া মাস ধাত্র্যা স্ত্রিজগতাং তদা॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল সখীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন মহারাজা বৃষভানু কিছুই বলিলেন না। আত্মকন্যা শ্রীমতী রাধা যে ত্রিজগতের জননী তাহা তিনি বিশেষরূপ জানেন। কিন্তু লোকে প্রকাশ হইবে বলিয়া শঙ্কিত মনে তাঁহার গোপনীয় তত্ত্ব কাহার সাক্ষাতে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন না॥ ৩৬॥

অঙ্কেনিধায তাং রাজা বাপ্পাদযদনিন্দিতাং।

মাভৈর্ব্বৎসে কুতোভীতি মদঙ্কে শ্বসিতামুখিং।

ত্রস্তা ব্যস্তা নিশ্বীনাচ ভীতেব পরিলক্ষ্যসে॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। স্বরূপ তত্ত্ব গুপ্ত করিয়া প্রাকৃত ভীতিযুক্ত বালককে যেমন মাতা পিতা আশ্বাস করে সেই রূপ রাজা বৃষভানু রাধাকে নিজাঙ্কে লইয়া আশ্বাস করিতে লাগিলেন। বৎসে! তুমি অতি ত্রাসযুক্ত ব্যস্ত সমস্তা, সঙ্কুচিত কলেবরা ভীতাবনতার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত অবলোকন কেন করিতেছ। মাতঃ! ভয় নাই, ভয় নাই, আমার ক্রোড়ে আছ তোমার কি ভয়? এই আশ্বাস বাক্যে সেই অনিন্দিতা কন্যাকে বহুলঃ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন॥ ৩৭॥

এবমাশ্বাস্য তাং বালাং বৃষভানু র্মহাযশাঃ।

ব্রাহ্মণৈ র্বেদবিদ্বদ্ভিঃ পুণ্যেবাযতনেস্ সঃ॥

দেবীমভ্যর্চ্চয়া মাস জগন্মাতর ম্বিকাং।

সর্ব্বলোক শ্রেয়স্কর্য্যাঃ শ্রেয়স্কর্য্যো মহামনাঃ॥ ৩৮॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। মহাযশস্বী মহামতি রাজা বৃষভানু আপন কন্যাকে এই প্রকার আশ্বাস বচনঃ অনন্তর আপ কল্যাণকারী হইয়া সর্ব্বলোকের কল্যাণকারিণী মহাদেবীর প্রতিষ্ঠিত পুণ্যাত্মালয়ে গিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা জগন্মাতা অম্বিকাকে বিবিধোপচারে গাঢ় ভক্তির অনুসারে অর্চ্চনা করিলেন। ৩৮॥ ৩৯॥

অথ ব্রহ্মার শাপ বৃত্তান্ত কথন।

অঙ্গিরা উবাচ। —নাথ ত্বেস্মাস্মু প্রাপ্ত মস্তীত্যেবোপলক্ষয়ে।

শপ্তা বস্তাপ্সরাঃ পূর্ব্বং কেন দুর্ব্বাসসাকৃত॥ ৪০॥

অন্বয়ার্থঃ। অঙ্গিরা বিনত কন্ধরে পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নাথ! হে পদ্মযোনে! বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, যে আপনার কর্তৃক আমরা অনুগৃহীত হইয়াছি অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি কারণে পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা বরাঙ্গনা রম্ভাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন? ॥ ৪০ ॥

কারণং তত্রনো ব্রূহি গরীয়ো ভাতি নোমনঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ব্রহ্মন! তৎকারণ জানিতে আমাদিগের মনের অত্যন্ত আগ্রহতা জন্মিয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে তাহা বিস্তার করিয়া কহেন ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—একদা নন্দনে রম্যে কল্পদ্রু শত বেষ্টিতে।

সর্ব্বর্ত্তু ফলপুষ্পাঢ্যে নানা গুণ সমন্বিতে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস অঙ্গিরা! পূর্ব্বযুগে কোন এক সময়ে নন্দন বনে দুর্ব্বাসা ঋষি রম্ভা বিদ্যাধরীর সহিত রমমাণ হইয়াছিলেন। সেই নন্দনবন কিরূপ তাহা শ্রবণ কর। নানাবিধ প্রকার গুণে সম্যক অন্বিত, অতি রমণীয় শত শত কল্প পাদপ পরিবেষ্টিত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত এই ছয় ঋতুর সমাগাচিত ফল পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষসকল ॥ ৪২

স্থিরচ্ছায়া কিশলয় নবশাখা দ্রুমান্বিতে।

মন্দসৌগন্ধ সংশৈত্য বতানিলগণার্চ্চিতে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বৃক্ষসকল স্থিরছায়াবিশিষ্ট, নবীন পল্লবে পল্লবিত শাখা সমূহ সমাশ্রিত, সুশীতল কুসুম সৌগন্ধ লইয়া দক্ষিণাগত মলয় সমীরণগণ ইতস্তত বর্ত্তমান হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

কুজদলানি সংঘোষে মধুরং পিকনাদিতে।

পারিজাত প্রসনোগন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পুনঃ পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণপর ভ্রমর নিকরের মনোহর ধ্বনি বিশিষ্ট এবং সুমধুর কোকিলগণের কুহুনাদে প্রতিনাদিত প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুমোত্থিত গন্ধে আকৃষ্ট ঝঙ্কারনাদি মধুব্রত মণ্ডিত ও কুঞ্জ সমূহে সমন্বিত ॥ ৪৪ ॥

শীতাংশুশীত কিরণা চুম্বিতে মদনাস্পদে।

মন্দাকিনী তরঙ্গোঘ মঞ্জুমন্দনিনাদিতে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সমুজ্জ্বল সুশীতল চন্দ্র চন্দ্রিকা কর্তৃক আচুম্বিত, এবং উন্মাদ মদনাশ্রয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ মনোভবের বিহার স্থান, সমূহ তরঙ্গ মালিনী মন্দাকিনীর মনোহর জলকল্লোল শব্দে প্রতিশব্দিত ॥ ৪৫ ॥

নাগ কিং পুরুষা যক্ষা রমমাণাঃ প্রিয়াজনৈ।

নাসন্ যত্র তদা কেচি ত্রতি বেশধরান বিনা।

নরমাণান্ স্মরশরাক্রান্ত শ্রান্তকলেবরান ॥ ৪৬ ॥

তত্রেত্য ঋষি গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগাঃ।
অতংসগার্ভবঃ সোমঃ সরমো বিষ্ণুর ব্যয়ঃ॥
বৃহস্পতিঃ সতারশ্চা স্তবং স্তাং দৈত্যদর্পহাং॥ ৫৮॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ঋষিবর অঙ্গিরা। কীর্ত্তিদা বাক্তীব উদ্যান গমনানন্তর গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগবর অনন্ত এবং ঋষিগণ সমাজল্যাহারে আমি সরস্বতীর সহিত, মহাদেব শিব পার্ব্বতীর সহিত, অব্যয় অচ্যুত বিষ্ণু কমলাদেবীর সহিত ও তারার সহিত দেবগুরু বৃহস্পতি শ্রীরাধার শয়ন গৃহে সমাগত দৈত্য দর্প দলনী দীন দয়াময়ী রাধাকে সকলে স্তব করিতে লাগিলেন॥৫৮

দেবা উচুঃ। নমোদৈত্যারি স্মরারি প্রজাপতি পতিস্তুতে।
দৈত্যারয়ে নমস্তুভ্যং পুরারিপতয়ে নমঃ॥ ৫৯॥

অন্বয়ার্থ। দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণ স্মরারি মহাদেব শঙ্কর, প্রজাপতি ব্রহ্মা, এই তিন দেব কর্ত্তৃক সংস্তুতা তুমি হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। আর দৈত্যারি বিষ্ণু ও কামারি শিব, ইহা-দিগের উৎপাদন কর্ত্রী তুমি। হে দৈত্য সূদনি তোমাকে আমরা নমস্কার করি। (দৈত্যারয় পুরারিপতয়ে ইতি পাঠে তদ্বয়স্থ শ্রীকৃষ্ণকেও উদ্দেশতো নমস্কার করিতেছেন। অর্থাৎ দেবকার্য্য সংসাধনার্থ উভয়েরি আবির্ভাব হয়) ইতি ভাবঃ॥ ৫৯॥

মুরারি পূজ্য পাথোজ পাদায়ৈ পরমাস্পদে।
ধরাধর ধরাপাল ধরাধরবয়ে নমঃ॥ ৬০॥

অন্বয়ার্থঃ। হে পরমাস্পদে। অর্থাৎ তুমি জগতের পরম আশ্রয় ভূতা মুরমার কর্তৃক পূজিত তোমার পাদপদ্ম যুগল, অচলাধর নাগও ধরাপালক নারায়ণ, ধরাধর ধারক কচ্ছপ কর্তৃক পরি নমস্কৃত তব পদারবিন্দে নমস্কার করি॥ ৬০॥

নমোদৈত্যান্তক পূজ্যাঙ্ঘ্রি কমলায় বরাবরে।
পরাবার বরে দেবি পারাবার বরেশ্বরি॥ ৬১॥

অন্বয়ার্থঃ। দৈত্যগণান্তক অন্ধক বপু কর্ত্তৃক পূজিত তব পাদপদ্মদ্বয়, অতএব তোমার চরণ কমলদ্বয়ে প্রণাম, হে দেবি! পারাবার স্বরূপা ও পারাবার সকলের তুমি ঈশ্বরী তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬১॥

পালাধাত্রী বিধাত্রাসি ধাতৃধাত্রী কৃপাকরে।
দৈত্য দর্পাগ্নি সন্তপ্ত দেহানাং শরণং ভব॥ ৬২॥
শরণ্যে শরণ প্রাণে শরণ্যেশ্বরিতে নমঃ॥ ৬৩॥

অন্বয়ার্থঃ। হে কৃপাকরে! অর্থাৎ করুণার আকার স্বরূপা দেবী! তুমি বিশ্বধারিণী, বিশ্ব পরিপালনী, বিধাতা এবং ধাতার ধাতা স্বরূপা হে মাতঃ! এক্ষণে দৈত্যগণের দর্পরূপ হুতাশন জ্বালায় সম্যক্ পরিতাপিত কলেবর দেবগণের তুমি আশ্রয় ভূতা হও। হে শরণ্যে তুমি জগদাশ্রয় শরণাগত ত্রাণ কারিণী, তুমি সকল শরণ্যদের ঈশ্বরী তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬২। ৬৩।

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাভিষ্টুয়তাং দেবীং প্রহ্বস্কন্ধ শিরোহংশকাঃ।
প্রণিপাপত্য ভূয়স্তা মর্হা মর্হন্ধধরামরাঃ॥ ৬৪॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে অবনিদেবেরা! শ্রবণ কর্‌হ, এইরূপ বিশেষ ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে দেবগণের পরমার্চ্চনীয়া মহাদেবীকে প্রণাম করতঃ বিবিধোপচারে অর্চ্চনা করিলেন॥ ৬৪॥

স্মিত্বাহ তান্ সুরান্ সর্ব্বান্ সম্মুখামণ্ড সম্ভবা।
ভানবী পরমেশান মর্চ্চ্যা পাদপযোরুহা॥ ৬৫॥

অন্বার্থঃ। হে ভূসুর অঙ্গিরা! আমাদিগের সকল দেবতার স্তুতি বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্টা হইয়া পরমেশ্বর পূজিত পাদপদ্ম অণ্ড সম্ভবা মহাদেবী বৃষভানুনন্দিনী রাধা ঈষৎ হাস্য মুখে অস্মদাদি দেবগণকে এই কথা বলিলেন॥ ৬৫॥

দেব্যুবাচ।—শ্রেয়োস্তুবো মহাভাগাঃ স্বাধিকার ভুজঃ সুরাঃ।
বিবর্ণবদনাম্ভোজা দৈন্যা হত বব শ্রিয়ঃ॥ ৬৬॥
হতোৎসাহা হতবলা হতপ্রাণা হতৌজসঃ।
লক্ষয়ে কথমেবং হি সর্ব্বে সংগ্রাম কোবিদাঃ॥ ৬৭॥

অন্বার্থঃ। মহাদেবী দেবগণকে কহিতেছেন। হে মহাভাগ। স্ব স্ব অধিকার ভুক্ দেবগণেরা! তোমাদিগকে অতিশয় মলিন বিবর্ণবদন কেন দেখিতেছি অর্থাৎ তোমাদিগের বদনাম্ভোজ অতিশয় মলিন কেন হইয়াছে? এবং অতি দীনতাপ্রাপ্ত বিগতশ্রী, হতবল, সর্ব্বোৎসাহ ওজহীন ম্রিয়মান প্রায় কেন দেখিতেছি। ইহার যে কারণ তাহা বল তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, তোমরা সকলেই সাংগ্রাম পণ্ডিত (তথাপি এমত অবস্থার ঘটনা কেন হইয়াছে) শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ৬৬॥ ৬৭॥

দেবাউচুঃ।—রোষেণো মর্ষণশ্চৈব দানবৌ যুদ্ধ দুর্মদৌ।
কালনেমী সুতৌ বীরৌ ভবদত্ত বরায়ুধৌ॥ ৬৮॥

অন্বার্থঃ। দেবী বাক্য শ্রবণে হর্ষ গদ্গদস্বরে দেবগণেরা নিবেদন করিতেছেন। ভো ভুবনেশ্বরা! পূর্ব্ব কালে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত দুর্জ্জয় কালনেমা দানব তৎপুত্র রোষণ ও মর্ষণ নামে মহাবীর দুই দানব শিবদত্ত বরায়ুধধারী অতিশয় বলবান দুর্ম্মদ যোদ্ধা॥ ৬৮॥

দুরাত্মানৌ দুরাচারৌ সুরর্ষি সুরহিংসকৌ।
সপ্ততন্তু বিতানাদি ভঞ্জকৌ লোলচক্ষুষৌ।
অস্মান যুধি বিনির্জ্জিত্য স্বৌজসাতুদুরাসদৌ॥ ৬৯॥

অন্বার্থঃ। হে দেবি! ঐ দুরাত্মা দানবদ্বয় অতি দুরাচার, দেব দেবর্ষি হিংসক, ঘোর রক্তবর্ণ চঞ্চল চক্ষু, সপ্ততন্তু বিনতাদি সমস্ত যাগ যজ্ঞ বিধ্বংসক, অতি দুরাসদ, তাহারা স্বীয় বলদ্বারা আমাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য অপহরণ করিয়াছে॥ ৬৯॥

সৌত্রামং বারুণং সৌম্যং যাম্য মাগ্নেয় সৌরকং।
শৈবং নৈঋত মৈশানং কৌবেরং পদমাসতে ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মাতঃ! দেবগণ পরাজিত হইলে পর ইন্দ্রলোক বরুণ লোক, চন্দ্রলোক, যমলোক, অগ্নিলোক, সূর্য্যলোক এবং নাগলোক, নৈঋতিলোক, ঈশানলোক ও কুবের-লোক প্রভৃতিকে অধিকার করতঃ ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছে ॥ ৭০ ॥

আয়ুধানিচ যানানি স্বাসনানি পৃথক পৃথক্।
তয়োরনুচরাঃ সর্ব্বে মহাবল পরাক্রমাঃ।
অধ্যাসাতে পদং তৌতু সৌত্রামং দানবর্ষভৌ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র যান বাহনাদি সমস্ত গ্রহণ করতঃ মহাবল পরাক্রম ঐ দুই দানবের অনুচরগণেরা সর্ব্বলোক পৃথক পৃথক্ আপনাদিগের সিংহাসন কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ (অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, নৈঋতি, বরুণ, পবন, কুবের, ঈশানাদি পদ এক একজন গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব শাসনে রাখিয়াছে) কেবল ইন্দ্রের ইন্দ্রপদ লইয়া ইন্দ্রাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া রোষণ ও মষণ নাম দুই ভ্রাতা অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৭১ ॥

বয়ং নিরস্ত ভূয়িষ্ঠা মর্ত্ত্য বন্মর্ত্ত্য বাসিনঃ।
বিচরামো জগদ্ধাত্রি পাহিনঃ শরণং গতান্ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মাতঃ! হে জগদ্ধাত্রি! আমা সকলে স্বপদ ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতলে মনুষ্যবৎ মনুষ্যদিগের সহিত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, অতএব হে মাতঃ! আমরা তোমার শরণাগত, অতএব কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৭২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—শ্রাব্যমাণ মৃপাশ্রুত্য দৈববাচাৰ্য্যাহিত স্বরৈঃ।
আদদৌ বাঙ্গিতং পথ্যং শ্রেয়স্কর সুখাবহং ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস আত্মহিতকর, এবং কল্যাণদায়ক, সর্ব্বসুখাবহ শ্রবণোপযোগ্য দেবগণ কর্ত্তৃক উক্তবাক্য শ্রবণকরতঃ মহাদেবী তাঁহাদিগকে পথ্য এবং শ্রেয়স্কর বাক্য ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

দেব্যুবাচ।- বো দুরো মানসোত্তাপ জ্বরে দেবাহিতঙ্করঃ।
বিধাস্যে তত্র শৃণুত বচো ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীরাধিকা দেবগণকে কহিলেন। হে ভগবতোত্তম দেবগণেরা তোমাদিগের অহিতকারী অতিশয় উত্তাপ বিশিষ্ট মানসজ্বর শান্ত্যর্থে অমি মহৌষধি স্বরূপ যে বাক্য কহিতেছি, তোমরা তাহা শ্রবণ করহ, চিন্তা করিও না আমি তথায় গিয়া ইহার বিশেষ বিধান করিব ॥ ৭৪ ॥

পুরয়াত্বা পুরাভাসং তয়োরাহ্বয়তা ময়াঃ।
সংগ্রামায়ানুগত্যাহং শ্রেয়োধাস্যেপ্যসাচবঃ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অমরগণেরা! আমার বাক্যে তোমরা সকলে তৎপুরের পুরসন্নিধানে সমাগত হইয়া যুদ্ধার্থে রোষণ ও মর্ষণ এই দুই দানবকে আহ্বান কর, পশ্চাৎ আমি তথায় গমন করতঃ অনায়াসে তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব, ইহাতে কোন শঙ্কা নাই ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাদিশ্য সুবান্ সর্ব্বান্নারায়ণ মনোহরা।

ছায়ামাধায় পর্য্যঙ্কে নির্জ্জগাম স্ববেশ্মনঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অঙ্গিরা ঋষিকে পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন। বৎস! শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহিনী শ্রীরাধিকা শয়ন মন্দিরে পালঙ্কের উপরে স্বীয় ছায়ামূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে স্বয়ং গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

দেবাস্তে সম্মুখায়াত্বা পুরাভ্যাসং তদাতযোঃ।

আহবায় সমাহ্বায় স্থিতাঃ সমর দুর্জ্জয়াঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অঙ্গিরা! সংগ্রামে অজেয় সমাশ্রিত দেবগণেরা সকলে দেবীবচন শ্রবণানুসারে দানব পুরসমীপে গমন করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক দৃঢ়ধারা সমরার্থে দানবদ্বয়কে আহ্বান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

তমাশ্রুত্বাববং তেষাং দেবানামাহবৈষিণাং।

নির্যযুর্নগরাচ্ছুরা ব্যূঢানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সমরেচ্ছু দেবগণের আহ্বানে এবং সৈন্যগণের তুমুল কোলাহল রব শ্রবণে মহাস্ত্রপ্রহারা বহুতর দানবী সেনা এবং বহুতর অনীকপতি মহাবীর সকলে রণোন্মুখ হইয়া অতি সত্বর নগর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

সেনান্যঃ কোটিশ স্তেষাং রথ যুগপ যুগপাঃ।

তেষাং সুতুমুলোঘোরঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দানবদিগের কোটি কোটি রথ যুথপতি, কোটি কোটি গজ যুথপতি ও সেনানী সকল বহির্নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবসেনা ও দেবসেনাপতি দিগের সহিত সমবেত হইয়া পরস্পর ঘোরতররূপে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অর্থাৎ তৎযুদ্ধ দর্শনে সকলেরই লোমাঞ্চিত কলেবর হইল ॥ ৭৯ ॥

আসন্মৃধাশ্চ দৈবৈশ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধানি কোটিশঃ।

সুত্রামা দানবেন্দ্রেণ বলাসেন সহাভবৎ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সংগ্রাম সম্মুখে সমাগত কোটি কোটি দানবগণেরা দেবগণের সহিত দুই দুই জন মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দানবেন্দ্র রোষণ ও বলাস মর্ষণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৮০ ॥

ভাস্করো যুযুধে বিপ্রচিত্তিনা সহসত্বর।

দস্তেন সমরং চক্রে শান্তিরশ্মিমহাত্মনঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দিনকর সূর্য্যদেব অতি সত্বর হইয়া বিপ্রচিত্তি দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, আর মহাত্মা তুহিনকর কুমুদিনী কান্ত চন্দ্রের দন্তনামা দানবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয় ॥ ৮১ ॥

কালেশ্বরেণ কালস্য গোকর্ণেন হুতাশনঃ।
কুবেরঃ কালকেয়েন বিশ্বকর্ম্মা ময়েন চ ॥ ৮২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কালেশ্বর নাম দানবের সহিত কালের সংগ্রাম, গোকর্ণের সহ অগ্নি, কালকেয়ের সহিত যক্ষাধিপতি কুবের, ময়দানবের সহ বিশ্বকর্ম্মা সমরে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮২ ॥

মৃত্যুর্ভয়ঙ্করেণাপি সংহারক যমস্তথা।
কলবিঙ্কেন বরুণশ্চঞ্চলেন সমীরণঃ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ভয়ঙ্করের সহ মৃত্যু অর্থাৎ সর্ব্ব সংহারক যম তাঁহার সংগ্রাম হয়, কলবিঙ্কের সহিত বরুণ, আর চঞ্চলাসুর সমভিব্যাহারে সমীরণ বায়ু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

বুধশ্চন্দ্রতধূম্রেণ রক্তাক্ষেণ শনৈশ্চরঃ।
জয়ন্তো রত্নসারেণ বসবো বর্চ্চসাংগণৈঃ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। চন্দ্রপুত্র বুধগ্রহ ঘৃতধূম্রনামা অসুরের সহিত, আর রক্তাক্ষের সহিত সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর গ্রহ, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত রত্নসারাখ্য দানবের সহিত, বর্চ্চসাখ্য অসুরগণের সহ মহাহবে বসুগণেরা সংপ্রবৃত্ত ॥ ৮৪ ॥

অশ্বিনৌ রক্তপুষ্পেণ ধূম্রেণ নলকুবরঃ।
ধুরন্ধরেণ ধর্ম্মশ্চ কোটরাক্ষেণ ভূমিজঃ ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অশ্বিনী কুমারদ্বয় রক্তপুষ্পের সহ ধূম্রাসুরের সহিত কুবের পুত্র নল কুবর দ্বৈরথ্য যুদ্ধে সংমিলিত হন। আর ধুরন্ধর নামা দানবের সহিত ধর্ম্ম, এবং কোটরাক্ষের সহিত ভূমিপুত্র মঙ্গল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

পিঙ্গলাক্ষেণ চৈশানঃ পিঠরেণ চ মন্মথঃ।
গোমুখেন বৃষাক্ষেণ নালেন পবনেন চ ॥
শিশুমারেণ পিঙ্গেন ধূম্রেণ সহ নন্দিনঃ ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দিক্পতি ঈশানদেব যুদ্ধ পিঙ্গলাক্ষ নামা অসুরের সহিত আরম্ভ, আর পিঠরের সহ রতিপতি কন্দর্পের সংগ্রাম হয় ॥ গোমুখ, বৃষাক্ষ, নীল, ইহাদিগের সহিত পবনের যুদ্ধারম্ভ হয়। শিশুমার, পিঙ্গ, ও ধূম্রের সহিত নন্দীর যুদ্ধ ॥ ৮৬ ॥

বরাহাস্যেন বীরেণ বিষ্ণুর্গন্ধ বহেন চ।
অহং শঙ্খেন দৈত্যানাং চমূনাথেন শর্ম্মণা ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাবীর বরাহ বদন ও গন্ধবহ, ইহাদিগের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ, আর দৈত্যাদিগের সেনাপতি মহাবীর শঙ্খের সহ আমার যুদ্ধ হয় ॥ ৮৭ ॥

ভবোপি দানবেন্দ্রেন যুযুধে বৃষপর্ব্বণা।
একাদশ রুদ্রগণো যুযুধে দানবৈ সহঃ ॥ ৮৮ ॥

অস্যার্থঃ। দানবেশ্বর বৃষপর্ব্বার সহিত ভব মহাদেব শিব স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একাদশ রুদ্রগণেরা অপর অপর দানবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ৮৮ ॥

মহামারীচ যুযুধে চোগ্রচণ্ডাদিভিস্তথা।
নন্দীশ্বরা দয়ঃ সর্ব্বে দানবানাং গণৈঃ সহ ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ। দৈত্য সৈন্যাধিকারিণী মহামারি উগ্রচণ্ডাদি দেবীগণের সহিত, আর নন্দীশ্বর প্রভৃতি শিবপার্ষদগণেরা, অপর দৈত্যদানবদিগের দলবলের সহিত যুদ্ধে সংপ্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৮৯ ॥

অসিপট্টিশ নারাচ ভল্ল তোমর মুদ্গরৈঃ।
গদাপরিঘ নিস্ত্রিংশ বৎসদন্ত ক্ষুর প্রকৈঃ ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থঃ। অসি, পট্টিশ নারাচ ও ভল্ল, তোমর, মুদ্গর, গদা পরিঘ কৃপাণ এবং বৎস দন্তাখ্য অস্ত্র ও ক্ষুরপ্র অর্থাৎ ক্রকচাদি নানা অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৯০ ॥

ক্ষুদ্রকৈঃ শক্তিভিঃ শৈলৈশ্চ পাশৈঃ পরম দারুণৈঃ।
ধরারুহৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈ যুযুধুস্তে পরস্পরং ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। অপর ক্ষুদ্র শর, ও শক্তি সমূহ, পরম দারুণ পাশাস্ত্র দ্বারা, এবং বৃক্ষ ও পর্ব্বত শৃঙ্গ উৎপাটন করতঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৯১ ॥

বহ্নিসিংহাসনস্থো তৌ প্রেক্ষকৌ দানবোত্তমৌ।
দেবাশ্চক্রদ্রুতং সর্ব্বে দানবৈর্দ্দণ্ডিতা দৈ ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর বহ্নিসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ শোষণ ও মর্দ্দণ উভয় ভ্রাতার উভয় দলের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে দুর্ম্মদ দানবগণ কর্তৃক সুপীড়িত হইয়া দেবতারা সকলেই ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯২ ॥

পরাজিতাঃ শরৈর্শীঘ্রং সর্ব্বেচ ক্ষত বিক্ষতা।
নশক্রুবন বারয়িতুং স্বশস্ত্রৈ দানবোত্তমান ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ। সকল দেবতাগণেরা পরাজিত, এবং দানব শরে সকলেই অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। উত্তম যুদ্ধি দানবগণের অস্ত্র নিবারণে অমরগণেরা সক্ষম হইতে পারিলেন না ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে দেব দানবাহবারম্ভো নাম দশমোধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয়াখ্যানে দেবদানবের যুদ্ধারম্ভনামে দশম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

রোষণ ও মষণ অসুরদ্বয় বধ।

ব্রহ্মোবাচ।—ততঃস্কন্দো মহাতেজাঃ কোপমুল্বণ মাহরন্।

যযৌ যুদ্ধায় বিস্ফার্য্য ধনুরৈন্দ্রং মনুত্তমং ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! দানব সৈন্য কর্ত্তৃক দেব সৈন্য পরাজিত হওনানন্তর শিব সন্তান মহাতেজস্বী কার্ত্তিকেয় অতিশয় উল্বণ ক্রোধাহরণ পূর্ব্বক পরমোত্তম ঐন্দ্রধনুতে অর্থাৎ ইন্দ্রদত্ত ধনুতে টঙ্কার দিয়া যুদ্ধার্থ মহাবেগে সংগ্রাম স্থলে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

ময়িস্থিতে ন ভেতব্যং সংগ্রামে রণকোবিদাঃ।

এবমাশ্বাসয়িত্বাদৌ দেবানিন্দ্র পুরোগমান্ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। মহাসেন শরজন্মা প্রথমতঃ সংগ্রাম ভূমি প্রবেশ করতঃ ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলকে এইরূপ আশ্বাস করিলেন। হে রণ পণ্ডিত দেবগণ সকল! আমি বিদ্যমান থাকিতে ভয় কি? তোমরা কেন অযথা ভীত হইতেছ তা বল দেখি? ॥ ২ ॥

ববর্ষ শরজালানি তোয়ধারা ইবাম্বুদঃ।

রথান্ ধ্বজান্ পদাতীংশ্চ করিণোশ্বান সহস্রশঃ।

চর্ম্ম বর্ম্ম ধনুঃ শক্তি শরনালাস্ত্র ধ্বংসয়ন্ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। ইহা বলিয়া মহাবীরবর শিবসুত কার্ত্তিকেয় মহাকোপে মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক করতঃ শত্রু সৈন্যোপরি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন আষাঢ়কালে অনবরত মেঘ সকল জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে তাহাতে শত্রু পক্ষীয় সধ্বজ রথ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। হস্তীর সহিত হস্তীযোধি অশ্বের সহিত অশ্বারোহী এবং পদাতি সৈন্য সকল নিহত হইয়া নিয়ত ধরণী পৃষ্ঠে শয়ন করিতে লাগিল। চর্ম্ম বর্ম্ম ধনুঃ শক্তি ও দানবকৃত শরজাল ছেদন পূর্ব্বক নিজাস্ত্রে দানবাঙ্গ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বংসহা শবৈরাসীদগম্যা তত্র সংসদি।

হাহাকার মভূৎতত্র যত্রাভূৎস মহারণঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। সেই মহা সংগ্রামে নিহত শব শরীর দ্বারা তথাকার ভূমি অগম্যা হইল অর্থাৎ মার্গ রহিত প্রযুক্ত মনুষ্যের গতি রহিত হইল। হতাহত সৈন্যের হাহাকার রবে সেই সংগ্রাম ভূমি পরিপূর্ণা হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥

শিরঃসু সাঙ্গদভুজান্ শীর্যোজ্ঘ্রি জঘনোরুকান্।

বাণৈ রাসীদ্ভীমাকারৈঃ সরস্রংশু করপ্রভৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাসেন প্রহিত বিষধর সদৃশ বাণ সকল প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রভার ন্যায় জাজ্বল্যমান, তদ্দ্বারা দানবদলের দলপতি সকলের কুণ্ডল উষ্ণীষ কিরীট সহিত মস্তক সকল ও অঙ্গদ বলয়াদি ভূষিত বাহু সকল, এবং ছিদ্যমান পদাতীদিগের মস্তক জঙ্ঘা পাদাদি অবয়ব সকল ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

মুসলৈঃ পটিশৈঃ প্রাশৈর্ভল্ল মুদ্গর শক্তিভিঃ।
পাতয়ামাস বাণোঘৈরাশীবিষ সুতেজনৈঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। রণ শৌণ্ড মহাসেন। ভুজঙ্গোপম বাণৌঘ দ্বারা আর মুষল মুদ্গর প্রাশ পট্টিশ শক্তি ও সুতেজন অর্থাৎ খরশাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শত্রু সৈন্যকে ভূমিতলে নিপাতন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

অক্ষৌহিণীনাং শতকং দানবানং মহাবলং।
ক্ষণেন তৎসহগ্রং হি শৈবির্নিন্যে যমক্ষয়ং ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এক শত অক্ষৌহিণী পরিগণিত দানবদিগের মহা সৈন্য ; শিব সুত মহাসেন কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক ক্ষণমাত্রে সে সমুদায় শমন সদনে নীত হইল ॥ ৮ ॥

শোণিতোদাং মহাভীমাং নদীংতত্র প্রবর্ত্ততে।
দৈতেয় কচশৈবালাং শিরোশ্ম চর্ম্ম কচ্ছপাং ॥
গৃধ্রকঙ্ক বকাং ভীমা মৃত্তুঙ্গ লহরী মুনে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনে! অঙ্গিরা! সেই সংগ্রাম স্থলে তৎক্ষণাৎ দানব শরীর নিঃসৃত শোণিতময়ী মহাভীমরূপা একা নদী বহিতে লাগিল। দানবদিগের কেশরাজী শৈবালরূপ ভাসমান হইল, মস্তক সকল তীরস্থ গণ্ডশৈল, চর্ম্ম অর্থাৎ ফলক সকল কূর্ম্মরূপ, শকুনি কঙ্ক বক চিল্লাদি ভয়ঙ্কর উত্তুঙ্গ লহরী স্বরূপ হইল ॥ ৯ ॥

যানোড়ুপাং রথাঙ্গোরু নক্রচক্র নিষেবিতাং।
বীরাপঘন সংঘোঘান্ রোহানাং ভুজমৎস্যকান্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ রৌধিরী নদীতে ভেলার ন্যায় রথ সকল ভাসিতে লাগিল ; রথের ভগ্ন কুবরাদি নক্র চক্র এবং হাঙ্গর কুম্ভীরাদির ন্যায় ভয়জনক হইল, নিহত বীরবরদিগের শরীর তিমির ন্যায় ও আরোহীদিগের ভুজ সকল মৎস্য সদৃশ সঞ্চরিত হইল (অশ্ব সকল রাঘবাকার মৃত হস্তী মকরাকারে পরিশোভিত হইয়া ভীরুদিগকে ভয় প্রদান করিতে লাগিল) ইত্যাভাসঃ ॥ ১০ ॥

হাতাত বন্ধো দৈবেতি আসীদার্ত্ত স্বন স্তথা।
খর্পরেণ পপৌরক্তং কালীকমললোচনা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ সংগ্রাম স্থলে আহত হইয়া কেহ হা তাত হা তাত বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, কেহবা হা ভ্রাত! হা ভ্রাত! কেহবা হা পরমেশ্বর! অপরে আপন

আপন বন্ধু বান্ধবগণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, সেই সংগ্রামের তৎকালে এরূপ অবস্থা হইয়াছিল, অপার আর্ত্তনাদ ব্যতীত আর কিছুমাত্র শুনা যায় নাই। এমত সময়ে কমললোচনা মহাকালী খর্পর পরিপূর্ণ করিয়া দানবদিগের শোণিত পান করিতে লাগিলেন ॥ ১০।

দশলক্ষ গজেন্দ্রাণাং শতলক্ষঞ্চ ঘোটকং।
সমাদায়ৈক হস্তেন মুখেচিক্ষেপ লীলয়া ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। সংগ্রাম মধ্যে পার্ব্বতী কালী দশ লক্ষ হস্তী ও শত লক্ষ অশ্বকে এক হস্তে আকর্ষণ করিয়া অবলীলাক্রমে বদনমধ্যে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

রথানাং দশসাহস্রং রথং সারথিনা সহ।
তুরঙ্গৈঃ পৃষ্ঠ পার্ষ্ণিভ্যাং গৃহীত্বা মলাবক্রমা ॥
আস্যে চিক্ষেপতান্ কালী হসন্তী শনকৈরিব ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। রথী এবং সারথির সহিত দশ সহস্র রথ ও রথাশ্ব সকলকে উভয় চরণের পার্ষ্ণি দ্বারা আকর্ষণ করত, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে নিঃক্ষেপ করিয়া সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

কবন্ধানাং সহস্রাণি ননৃতুঃ কথিতানিতি।
স্কন্দস্য বাণ বর্ষেণ দানবাঃ ক্ষতঃ বিক্ষতাঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের শরবর্ষণ দ্বারা সমস্ত দানবসৈন্য অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হইল। আর সম্মুখ যোদ্ধা এত সৈন্য নিপাতিত হইল যে তাহাতে কথিত শাস্ত্রানুসারে সহস্র সহস্র কবন্ধ উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ১৪ ।

হতশিষ্টা দানবাস্তে পলায়ন পরায়ণাঃ।
বৃষপর্ব্বা বিপ্রচিত্তি দম্ভশ্চাপি বিকঙ্কনঃ ॥
যুযুধেন সার্দ্ধ স্কন্দেন যুগপৎ ক্রমাশোপিচ। ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। দানবসৈন্য দলের মধ্যে সংহারাবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা সকলেই সংগ্রামস্থল হইতে পলায়ন পরায়ণ হইয়া ধাবমান হইল, কোনক্রমে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। পরে দানব সেনাপতিরা ভগ্নীয়মান সৈন্যদিগকে আশ্বাস করতঃ বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ, আর বিকঙ্কন এই চারিজনে ক্রমে একত্র মিলিত হইয়া এককালীন কার্ত্তিকেয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ।

মহামারীচ যুযুধে ন বভুব পরাঙ্মুখী।
নসোঢ়ঃ শরজালানি শক্তাঃ স্কন্দস্য তেজবন্ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ মহাযুদ্ধ সংগ্রাম করতঃ কেবল মহামারী দানবী পরাঙ্মুখী নহেন। বৃষ-

পর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ ও বিকম্পন এই চারিজনে কার্ত্তিকেয়ের শর নিকর বর্ষণের নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া তদাঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ১৬ ॥

পরাঙ্মুখা হতোৎসাহা হতোত্তম পরাক্রমাঃ।
দুদ্রুবুঃশঙ্খ তূর্য্যাণি বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
নেদুর্হৃ ষ্টভয়ো বিব্বান্ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত খাৎ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন। বৃষপর্ব্বাদি দানব সকল কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রাম সহ্য করিতে না পারিয়া ভগ্নোৎসাহ সর্ব্বোত্তম শূন্য, হত পরাক্রম হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তদ্দৃষ্টে দেবগণেরা জয় সূচক সংখ্যধ্বনি করতঃ সহস্র সহস্র বাদিত্র ও দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন। এবং কার্ত্তিকেয়ের মস্তকোপরি আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টিপাত হইল ॥ ১৭ ॥

স্কন্দ স্যাহব মন্বীক্ষ্য পরমাদ্ভুত মুল্বণং।
দানবানাং ক্ষয়করং যুগান্ত ইব সর্ব্বতঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। দানবাধিপতি মর্ষণ, পরম অদ্ভুত অত্যুগ্র যুগান্তকালের ন্যায় দানবদিগের ক্ষয়কর কার্ত্তিকের সংগ্রামদৃষ্ট মহাপ্রলয় জ্ঞান করিলেন ॥ ১৮ ॥

হবিসেব হুতেনাগ্নিং বিধূমং জ্বলিতং মুনে।
কালজ্বদয়দং বীক্ষ্য শুকাস্মুক বরং তদা।
মর্ষণো যান মারুহ্য শরৈরাচ্ছাদয়দগুহং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত ধূমবর্জ্জিত প্রজ্বল্যমান উদ্দীপ্ত অগ্নিবৎ পার্ব্বতীনন্দনকে সংগ্রাম সমাজে অবলোকন করতঃ মর্ষণ দানব মহাক্রোধে স্বরথে আরূঢ় হইয়া বরকার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক অতি সত্বর শরনিকর বর্ষণদ্বারা কৃত্তিকানন্দনকে আচ্ছাদন করিলেন ॥ ১৯॥

বাণৌঘ মুখতো বহ্নি নির্গত্যা শতশঃ ক্ষণাৎ।
খেট খর্ব্বট বাটৌঘ রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ।
দদাহ নর সংঘাশ্চ কার্ত্তিকেয়স্য মুক্তঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের হস্ত হইতে বিমুক্ত যে সকল বাণ, তন্মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়া শত শত গ্রাম নগর রাষ্ট্র ও খেট খর্ব্বট বাটী এবং সমূহ মনুষ্যগণকে ক্ষণমাত্রে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিল। ২০ ॥

ততো জগ্রাহ পার্জ্জন্যং দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
অক্ষিপচ্চ ততো মেঘৈ রাবৃত্য নভস্তলঃ ॥
ববর্ষুঃশর বর্ষাণি ঘনাঘনগণা মুনে ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। কার্ত্তিকেয়ের অগ্ন্যস্ত্রে সেনা সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, ইহা অবলোকন করতঃ মহাবলী দানবেন্দ্র মর্ষণ, অগ্নি নির্ব্বাপণার্থে চাপে মেঘ বাণ সন্ধান করিল সেই বাণ আকাশমার্গে

উত্থিত হইয়া মেঘ রূপ গগণ মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া জলরাশি বর্ষণদ্বারা তদগ্নি নির্ব্বাণ করিল, এবং সেই মেঘ হইতে মহাসেনের উপর শরনিকর নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

ততঃ শিবাত্মজঃ ক্রুদ্ধো বায়বাং পরমাদ্ভুতং।
সন্দধে কার্ম্মুকে মৃক্তস্তেন মেঘানবারয়ৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর দেব সেনানী শঙ্কর তনয় মহাক্রোধে পরমাশ্চর্য্য ময় বায়ুবাণ ধনুকে সন্ধান করিলেন। সেই মহাস্ত্র মহা বাত্যা রূপে ঘোর বেগে বহিতে লাগিল, তৎপ্রচণ্ড প্রতাপে দৈত্যেন্দ্র প্রেরিত মেঘাস্ত্রকে এক বারে ছিন্নভিন্ন করতঃ নিবারণ করিল ॥ ২২ ॥

পার্জ্জন্যেন চ পার্জ্জন্যং বায়ব্যেনচ মারুতং।
আগ্নেয় মগ্নি সম্বন্ধাদিতেন সমবারয়েৎ ॥ ২৩ ॥

অ[illegible]। দ[illegible] [illegible] [illegible]উভয়ের যুদ্ধ অতি আশ্চর্য্যময়। পরস্পর ক্ষিপ্ত পার্জ্জন্যাস্ত্র বায়ব্যাস্ত্র বায়ব্যাস্ত্রে, আগ্নেয়াস্ত্রকে আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা, এবং অগ্নি সম্পর্ক হেতু সম্যক্‌রূপে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

সৌম্যেন সৌম্যং কৌবেরং কৌবেরেণ শিবাত্মজঃ।
ঐন্দ্রেনৈন্দ্রং নৈর্ঋতেন নৈর্ঋতং সমবারয়ৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দানবত্যক্ত চন্দ্রাস্ত্রকে চন্দ্রাস্ত্র দ্বারা, কুবেরাস্ত্রকে কুবেরাস্ত্র দ্বারা, ইন্দ্রাস্ত্রকে ইন্দ্রাস্ত্রদ্বারা, নৈর্ঋতাস্ত্রকে নৈর্ঋতাস্ত্র দ্বারা শিবপুত্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সম্যক্‌রূপে নিবারণ করেন ॥ ২৪ ॥

যাম্যেন যাম্য মৈশান্য মৈশেন সমবারয়ৎ।
বারুণং বারুণেনৈব শৈবং শৈবেণ সর্ব্বতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যমাস্ত্রকে যমাস্ত্রদ্বারা, ঈশানাস্ত্রকে ঈশানাস্ত্রদ্বারা, বরুণাস্ত্রকে বরুণাস্ত্রদ্বারা, শৈবাস্ত্রকে শৈবাস্ত্রদ্বারা কার্ত্তিকেয় সর্ব্বতঃ প্রকারে নিবারণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

পার্ব্বতেন পার্ব্বতঞ্চাপি গান্ধর্ব্বং তেন বারিতং।
গান্ধর্ব্বেণচ পৈশাচ মৌরগঞ্চোরগেনচ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবসেনাপতি দৈত্যেন্দ্রে, পর্ব্বতাস্ত্রদ্বারা পর্ব্বতাস্ত্রকে, গন্ধর্ব্বাস্ত্রকে গন্ধর্ব্বাস্ত্রদ্বারা, এবঞ্চ পৈশাচাস্ত্রদ্বারা পৈশাচাস্ত্রকে, উরগাস্ত্রদ্বারা উরগাস্ত্রকে অর্থাৎ সর্পাস্ত্রকে সর্পাস্ত্রে নিবারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

রাক্ষসং রাক্ষসেনৈব দানব দানবেনচ।
পাশুপতাং মহাশস্ত্রং পাশুপতেন বারিতং ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। রাক্ষসাস্ত্র রাক্ষসাস্ত্রদ্বারা, দানবাস্ত্র দানবাস্ত্রদ্বারা নিবারিত হইল। এবং পশুপতিনন্দন পাশুপতের কার্ত্তিকেয়, পাশুপতাস্ত্রকে পাশুপতাস্ত্র দ্বারা সমতা করিলেন ॥ ২৭ ॥

নাগাস্ত্রং বারিতং সোনোবার্হেণ সমহাবলঃ।
এবং সর্ব্বাস্ত্র বিচ্ছুরপার্ব্বত্যা নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥
শময়ামাস শস্ত্রৌঘং মর্ষণসা দুরাত্মনঃ ॥ ২৮

আগ্নেয়েন রথং দিব্যং স্কন্দস্য ব্যদহৎক্ষণাৎ।
ময়ূরং জর্জরীভূতং দিব্যাস্ত্রেণ চ কারসঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বার্থঃ। ক্ষণমাত্রে মহাসুর মর্ষণ কার্ত্তিকেয়ের মনোহর রথকে অগ্নিবাণে ভস্মসাৎ করিল এবং ধ্বজোপরি ময়ূরকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা একেবারে জর্জ্জরী ভূত করিয়া তুলিল ॥ ৩৫ ॥

শক্তিং চিক্ষেপ স্কন্দায় শত সূর্য্য সমপ্রভাং।
তয়া প্রদলিত প্রাণঃ ক্ষণং মূর্চ্ছা মবাপসঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বার্থঃ। শত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এক শক্তি কার্ত্তিকেয়ের প্রতি দানবেন্দ্র নিঃক্ষেপ করিল। সেই মহাশক্তিতে আপীড়িত প্রাণ শঙ্কর সুত ক্ষণকালমাত্রে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন॥৩৬

সংপ্রাপ্য চেতনা মন্য দাদত্ত কার্ম্মুকং মহৎ।
যদ্দত্তং বিষ্ণুনা পূর্ব্বং বিস্ফার্য্য সমবাকিরৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বার্থঃ। ক্ষণকালান্তরে সংজ্ঞালাভ করতঃ কার্ত্তিকেয় পুনর্ব্বার অন্য এক মহাধনু গ্রহণ করিলেন, যাহা তাঁহাকে পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণু প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ধনু আকর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করতঃ মহাবেগে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

শরৌঘৈ মর্ষণং ভূয়ো ব্যচ্ছাদয় দমষণঃ!
রুক্ম পুংখৈঃ শিলাধৌতৈ স্বাকর্ণা কর্ষিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বার্থঃ। মহাবর্ষী কার্ত্তিকেয় জাতক্রোধে আকর্ণাকৃষ্ট ধনুঃ সন্ধিত স্বর্ণপাখা বিশিষ্ট শিলা-শাণিত তীক্ষ্ণশর নিকর দ্বারা পুনর্ব্বার দানবেন্দ্র মর্ষণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

মুষ্টিদেশে দ্বাদশভি রাচ্ছিনজ্জ্যাং সমমণঃ।
স্কন্দক্রুদ্ধো গৃহীচ্চক্রং শতাবর্ত্ত মুরুপ্রভং ॥ ৩৯ ॥

অন্বার্থঃ। মহাক্রোধে মর্ষণবীর দ্বাদশ শরদ্বারা কার্ত্তিকেয়ের করস্থিত ধনুকের মুষ্টিদেশে জ্যা ছেদন করিল, অনন্তর, মহাবীর কার্ত্তিকেয় মহাপ্রভাযুক্ত শতাবর্ত্ত এক মহৎ চক্র ধারণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং তত্যাজঃ শম্ভুজঃ ক্ষণাৎ।
আযাতং চক্র মালোক্যং রথা দবরুরোহ স।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তদগচ্ছ দ্বিহায়সা ॥ ৪০ ॥

অন্বার্থঃ। মহাসেন শম্ভুসুত সেই চক্রকে এক শত বার ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ ঘুরাইয়া ক্ষণমাত্রে দানবোদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। আগত সেই মহাচক্রকে দর্শন করিয়া দানবেশ্বর রথহইতে ভূমিতলে অবতরণ পূর্ব্বক ভূমিগতশিরা হইয়া প্রণিপাত করিলেন, তখন তাহাকে নকুশিবা ছেদ না করিয়া সেই চক্র ঊর্দ্ধদেশে আকাশ পথে চলিয়া গেল ॥ ৪০ ॥

ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা পাবকিঃ পাবকোপমঃ।
শতচন্দ্রং শতাব্রুৎং শততারং শতাক্ষিমৎ।
চর্ম্মাসিক্ত মজগ্রাহ বেগাদগচ্ছৎ বিহায়সা ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর পাবক পুত্র পাবক তুল্য মহাতেজস্বী শত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি শতধার যুক্ত ঘণ্টা বিশিষ্ট, এক শত আবর্ত্তন, শতলোচনযুক্ত চর্ম্ম ও তীক্ষ্ণধার এক খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া অতিবেগে গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

হন্তুকাম শিবস্তস্য সোচ্ছিন্নদসি চর্ম্মণী।

বৎসদন্তৈস্তু রুক্মপুংখৈ রাশীবিষ সমপ্রভৈঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মর্ষণের মস্তক চ্ছেদনাভিলাষে অসি চর্ম্মধারী শিব সুত গমন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া মর্ষণ বিসধর সমপ্রভ স্বর্ণ পক্ষ বিশিষ্ট বৎস দন্তবাণ দ্বারা তাঁহার সেই খড়্গ চর্ম্ম-দ্বয় চ্ছেদন করতঃ ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

ততস্তু কৃত্তিকা পুত্রঃ প্রাহসন্নবলীলযা।

তোমরেণ ধনুশ্ছিত্বা সারথিং তুরগান্ রথং ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর মহাসেন কৃত্তিকাসুত কার্ত্তিকেয় ঈষৎ হাস্য করত তোমরাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে মর্ষণের করস্থিত ধনুঃচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার রথ যোজিত অশ্ব সকলকে এবং সারথির সহিত রথকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩ ॥

সন্নাহং রত্ন মাণিক্য কিরীটং তিলশঃ শরৈঃ।

চিচ্ছেদ দ্বাদশ শরৈ স্তোমরৈ গা রবাজিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ার্থং। মর্ষণকে ছিন্নধনু হতাশ্ব, হত সারথি এবং বিরথ করতঃ শম্ভুতনয় প্রথর খরশাণিত শরদ্বারা তাহার গাত্রাবরণ কবচ চ্ছেদন করতঃ রত্ন মাণিক্য মিশ্রিত মানাভব শিরঃ স্থিত মুকুটকে শকুনিপক্ষ শোভিত দ্বাদশ তোমরাস্ত্র দ্বারা তিল তিল করিয়া কর্ত্তন করিলেন

শক্তি মাদস রত্নোঘ ভূষিতাং গন্ধ চর্চ্চিতাং।

অক্ষিপ চ্চন্দ্ৰযুক্তো বিন্দন দানবেন্দ্রস্য বক্ষসি ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শম্ভুনন্দন সেনানী কার্ত্তিকেয়, দিব্য রত্নে পরিশোভিত সুগন্ধ চন্দন অনু-লিপ্তা এক লৌহসার বিনির্ম্মিতা শক্তি দানবেন্দ্র মর্ষণের হৃদয়ে আঘাত করিলেন ॥ ৪৫ ॥

মুক্ত কম্পা মর্ষণোপি ধ্বজ যষ্টিং সমাশ্রিতঃ।

সংজ্ঞামবাপ্য রোষাত্তু জগৃহে সোসিধর্ম্মণী ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনিবারিত সেই শক্তির আঘাতে মর্ষণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া রথের ধ্বজ দণ্ডকে সমাশ্রয় করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা পাইয়া অতিশয় ক্রোধের আহরণ করতঃ অসি চর্ম্ম ধারণ করেন। ৪৬ ॥

উৎপ্লুত্য মর্ষণো হন্তু কামঃ শিব সুতং তদা।

বিহায়সা তমালোক্য গচ্ছন্তং পার্ব্বতিস্তদা ॥

চিচ্ছেদ শরবর্ষেণ তীব্রেণ সোসি চর্ম্মণী ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ অসি চর্ম্মধারণ পূর্ব্বক শিবতনয় কার্ত্তিকেয়কে নাশ করিবার অভিলাষে

বর্দ্দণ আকাশে যখন ধাবমান হইল, তদ্দৃষ্টে তখন অগ্নি সম্ভব বিশাল সুতীব্র শর বর্ষণ দ্বারা তাহার করস্থিত অসি চর্ম্মকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭ ॥

ততোপি মদনো ভূয়ঃ শক্তি মাগৃহ্য সত্বরঃ।

প্রলয়াগ্নি শিখাকারাং শত সূর্য্য সমপ্রভাং ॥ ৪৮ ॥

অন্বার্থঃ। তদনন্তর আবার্নি মর্দ্দণ এক শত সূর্য্যের সমান দেদীপ্যমানা এবং প্রলয়-কালে উত্থিত অগ্নি শিখার ন্যায় জাজ্বল্যমানা মহাশক্তি বব্দ্বারে ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কার্ত্তি-কেয় প্রতি আঘাত করিবার মানসে অতিসত্বর হইল ॥ ৪৮ ॥

অমোঘং গন্ধ মাল্যাদ্যৈশ্চর্চ্চিতাং দানবৈঃ সদা।

চিক্ষেপতাং মহাজ্বালাং স্কন্দোবসি সদানবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বার্থঃ। সেই অমোঘা শক্তি দানবগণ কর্ত্তৃক গন্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা পরি-পূজিতা, মহাজ্বালমালা সমন্বিতা ঐ শক্তি মহারোষে মর্দ্দণ দানব কার্ত্তিকেয়ের হৃদয়োপরি নিক্ষেপ করিল ॥ ৪৯ ॥

পপাতোরসি সা শক্তিঃ স্কন্দস্য পরমাত্মনঃ।

তয়া বিভ্রংসিত জ্ঞানঃ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বার্থঃ। ঐ অমোঘা শক্তি পরমাত্মা কার্ত্তিকেয়ের হৃদয়োপরি পতিত হইল, তদা-ঘাতে ভিন্ন বক্ষঃস্থল সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছিত হইয়া পার্ব্বতী পুত্র ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

কালী গৃহীত্বা তংক্রোড়ে নিনায শিব সন্নিধৌ।

জীবয়ামাস মন্ত্রেণ স্কন্দং দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বার্থঃ। কার্ত্তিকেয়কে সংগ্রাম স্থলে মৃত দেখিয়া কালিকা দেবী তাঁহাকে ক্রোড় করিয়া শিব সন্নিধানে গমন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্র প্রভাবে ষড়াননকে পুনর্জ্জীবন দান দিলেন ॥ ৫১

অনন্ত বল মাধায চোত্থাপযদনিন্দিতং।

পিতুঃ সকাশে তস্থৌসঃ আহবায যযৌ শিবা ॥ ৫২ ॥

অন্বার্থঃ। এবং সেই অনিন্দিত পুরুষ কার্ত্তিকেয়কে মহাদেব অপরিমিত বল প্রদান পূর্ব্বক উঠাইয়া বসাইলেন। দেবসেন গাত্রোত্থান করতঃ পিতার সন্নিধানে অবস্থান করি-লেন। তদনন্তর মহাদেবী কালিকা সংগ্রাম করণার্থে রণসমাজে স্বয়ং গতবতী হইলেন ॥৫২॥

ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা অনুজগমুঃ সহস্রশঃ।

দেবকিন্নর গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগ রাক্ষসাঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বার্থঃ। রণোন্মুখী হইয়া রণোন্মত্তা কালিকা সংগ্রামাভিমুখে যখন গমন করেন তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রাদি দিক্‌পতিগণ ও দেব, কিন্নর গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসগণ তখন সহস্র সহস্র তাঁহার পশ্চাদগামী হইয়া চলিলেন ॥ ৫৩ ॥

খগাঃসিদ্ধাশ্চারণাশ্চ বিদ্যাধর সভৈরবাঃ।

ডাকিনী যাতুধানাংশ্চ পূতনা মাতৃকাদিভিঃ॥ ৫৪॥

অস্যার্থঃ। এবং পুণ্যজন যাতুধানাদিগণ, সুপর্ণগণ, সিদ্ধচারণগণ, আর বিদ্যাধর ও অসিতাঙ্গাদি মহাভয়ানক ভৈরবগণ, ডাকিনী যোগিনী ও বালঘাতিনী পূতনাদি এবং গৌরী পদ্মাদি মাতৃকাগণ ও ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবশক্তিগণও তদনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন॥ ৫৪॥

ততঃ সা সিংহনাদেন ভীষয়ন্তী জগত্রয়ং।

হৃষ্টামধু পপৌ কালী ননর্ত্ত সমরেচ সা॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর কালী সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোরতর ভয়ঙ্কর সিংহনাদ দ্বারা ত্রিজগতকে অতি ভয়যুক্ত করিলেন। এবং সমরহর্ষে হর্ষিতমনা কালী কৈরাতক মধুপান করতঃ উন্মত্তারূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৫৫॥

উগ্রচণ্ডাদযোষ্টৌ চ পপুর্ম্মধু যথেষ্টতঃ।

যোগিন্যঃ কোটিশ স্তত্র ননৃতুরাসবং পপুঃ॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। উগ্রচণ্ডাদি অষ্ট নায়িকাগণ যথেচ্ছা পর্য্যন্ত অভিলাষ পূর্ণ করিয়া মধুপান করিলেন। আর কোটি কোটি যোগিনীগণেরাও আসবপানে প্রমত্তা হইয়া সংগ্রামভূমে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন॥ ৫৬॥

ঘোষণো মর্দ্দনশ্চৈব রথমাস্থায় সত্বরৌ।

মর্দ্দনঃ প্রাহরাজানং তিষ্ঠেতি ভ্রাতরং রুষা॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ঘোষণ আর মর্দ্দন দুই ভ্রাতায় রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধার্থে গমনে অতি সত্বর হইলেন। কিন্তু অতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা ঘোষণকে মর্দ্দন কহিতে লাগিলেন। মহারাজ। আপনি স্থির হইয়া অবস্থিতি করুন আমি একাই এ ক্ষুদ্র সংগ্রাম জয় করিব ইতিভাবঃ॥ ৫৭॥

তাৎপর্য্য। মর্দ্দন এই অভিপ্রায় কহেন, যে আপনি মহাধনুর্দ্ধর ত্রৈলোক্যাধিপতি, অতএব অবলা স্ত্রীলোকের সহিত আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে। এ সংগ্রাম একা আমা-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে তাহাতে সংশয় করিবেন না॥ ৫৭॥

আভাষ্য কবচী খড়্গী শরীরত্র বরস্থিতঃ।

বদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রাণঃ প্রগৃহীত শরাসনঃ॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। এই বাক্য রাজসমীপে স্পর্দ্ধা করতঃ মর্দ্দন স্ব গাত্রে তনুত্রাণ পরিয়া শর চাপ খড়্গধারণ পূর্ব্বক রথবরে আরূঢ় হইয়া গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলি ত্রাণ করে আবদ্ধ করিলেন॥ ৫৮॥

দানবা ভয়সংবিগ্না পলায়ন পরায়ণাঃ।

কালী চিক্ষেপ নারাচং প্রলয়াগ্নি শিখোপমং॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। অত্র সংগ্রামে মহাকোপে কাল মহিলা জগদম্বিকা কালী, তাহাতে দহ্যমানা দানবীসেনা সকল সভয়ে পলায়ন পরায়ণা হইতে লাগিল॥ ৫৯॥

নির্ব্বাপয়ন্মহাস্ত্রেণ পার্জ্জন্যেন স মর্ষণঃ।
তস্মাদক্ষিপদৈশান্যং গান্ধর্ব্বেণ সমর্ষণঃ॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। মহাকালী ক্ষিপ্ত অগ্নি অস্ত্রকে সক্রোধে মহৎ মেঘাস্ত্রদ্বারা মর্ষণ নির্ব্বাপণ করিলেন। তদ্বিঘাতে কালী অতি কোপিনী হইয়া ঈশানাস্ত্র সন্ধান করেন। গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা তদস্ত্রকে মর্ষণ নিবারণ করেন॥ ৬০॥

পাশুপতং সা চিক্ষেপ শত সূর্য্য সমদ্যুতিং।
দানবেন্দ্রায় দেবেশী বারুণেন ন্যবারয়ৎ॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। মহাকালী সর্ব্বদেবেশ্বরী দানবেন্দ্র মর্ষণ বধেচ্ছায় পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহামর্ষী দানবকুলপতি মর্ষণ সুতীক্ষ্ণ বরুণাস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিবারণ করেন॥ ৬১॥

নারায়ণাস্ত্রং মন্ত্রেণ পবিত্রা নগনন্দিনী।
অক্ষিপৎ ত্বরয়া রাজা বরুহ রথ সত্তমাৎ॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। নগরাজ হিমালয় তনয়া দেবী মন্ত্রপূত করতঃ দানব প্রতি নারায়ণাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। তদস্ত্র সন্দিগ্ধ দানবরাজ মর্ষণ রথ সত্তম হইতে সত্বর ভূমিতলে অবতরিত হইলেন॥ ৬২॥

ননাম পরয়া ভক্ত্যা তজ্জগাম বিহায়সা॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ। সম্যক্ ভক্তি সহকারে রাজা দেবী প্রক্ষিপ্ত নারায়ণাস্ত্রকে অবনত শিরা হইয়া প্রণাম করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজার কোন হানি না করিয়া ঐ মহাস্ত্র আকাশপথে চলিয়া গেল॥৬৩

ব্রহ্মাস্ত্রঃ শক্তি মুক্তাভাং দশযোজন বিস্তৃতাং।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ তদারাজা নিরবাপয দচ্যুতাং॥ ৬৪॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাদেবী ব্রহ্মাস্ত্র আর দশযোজন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদীপ্তিমতী আকাশ সন্নিভা শক্তি এই উভয়াস্ত্রকে এককালে দানবোদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। দানবেন্দ্র মর্ষণ এক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সেই ব্রহ্মাস্ত্র ও বিস্তীর্ণা অমোঘা মহাশক্তিকে এককালে নির্ব্বাপণ করিলেন॥ ৬৪॥

সাচিক্ষেপ মহাশস্ত্রং মন্ত্রেণ দানবোরসি।
মর্ষণোপাস্ত্র জালেন নিরবাপয দচ্যুতং॥ ৬৫॥

অস্যার্থঃ। মন্ত্রপূত করতঃ কালী দানব হৃদয়ে মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মর্ষণ দানব বাণ জাল বর্ষণ দ্বারা দেবী প্রক্ষিপ্ত সেই অমোঘ মহাস্ত্রকে নিবারণ করেন॥ ৬৫॥

যোজনায়াম বিস্তারং শূলং দীপ্তাগ্নি সন্নিভং।
অসিনা শতধা কৃত্বা প্রাচ্ছিনোৎ পরমাস্ত্রবিৎ॥ ৬৬॥

অস্যার্থঃ। একযোজন দীর্ঘ তদনুরূপ বিস্তীর্ণ প্রজ্বলিত বিধূম অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত এক ভয়ঙ্কর শূল দানবোদ্দেশে কালিকা দেবী নিঃক্ষেপ করিলেন। পরম রণ পণ্ডিত সর্ব্বাস্ত্রবিৎ দানব অসির আঘাতে সেই দেবী প্রহিত শূলকে শতধা করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥৬৬॥

পর্ব্বতং পার্ব্বতী তস্মৈ প্রাহিণোদ্দানবায় সা।

ববর্ষ পর্ব্বতৌঘাং স্তদস্ত্রং দানব মূর্দ্ধনি॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দানবোদ্দেশে পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতী পর্ব্বতাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। সেই পর্ব্বতাস্ত্র দেবীর কর চ্যুত হইয়া দানবরাজের মস্তকোপরি অনবরত পর্ব্বত বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ৬৭॥

বায়ব্যেন মহাস্ত্রেণ দানবো নাশয়চ্চতং॥ ৬৮॥

অস্যার্থঃ। পর্ব্বতাস্ত্র কর্ত্তৃক পর্ব্বত বর্ষণ দ্বারা দানবসৈন্য সকল উপদ্রুত হইতে লাগিল, ইহা অবলোকন করিয়া মহাসুর মর্ষণ বায়ু অস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন॥ ৬৮॥

তপ্ত জাম্বুনদ প্রখ্যাং জাম্বুনদ বিভূষিতাং।

মুখেঽগ্নি লোকপালাশ্চ ফলে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। দানব কর্ত্তৃক পর্ব্বতাস্ত্র কর্ত্তিত হইলে পর হিমশৈলসুতা প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিমতী এবং কাঞ্চনাভরণ ভূষিতা এক শক্তি ধারণ করিলেন। ঐ শক্তির মুখে অগ্নির এবং লোকপালদিগের অবস্থান আর তাহার ফলাতে স্বয়ং নিত্য সত্য বিষ্ণুর অবস্থিতি হয়॥ ৬৯॥

মধ্যেঽহং পৃষ্ঠত স্তিষ্ঠন্ ভাস্করা দ্বাদশাত্মকাঃ।

তামাদায়তদা ক্ষেপ্তুং কালী শক্তিময় স্ময়ীং॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! তন্মধ্যে আমি অবস্থিতি করি আর তৎপৃষ্ঠদেশে দ্বাদশাত্মক সূর্য্যের অবস্থান, সেই সর্ব্বায়সী মহাশক্তি গ্রহণ করতঃ কালী দানব প্রতি নিঃক্ষেপ করণোদ্যতা হইলেন॥ ৭০॥

বাগুবাচ মহাদেবীং নাদয়ন্তী নভস্থলং।

নৈতৎ ক্ষেপ্তুং বরারোহে উচিতং দানবোরসি॥ ৭১॥

অস্যার্থঃ। ঐ শক্তি পরিত্যাগের অব্যবহিত কালে সমস্ত আকাশ মণ্ডলকে গম্ভীর শব্দে প্রতিনাদিত করতঃ মহাদেবী কালিকার প্রতি এই দৈববাণী হইল। হে বরারোহে! হে শম্ভুদয়িতে কালি! দানব হৃদয়ে তোমার এতৎ শক্তি নিঃক্ষেপ করা উচিত হয় না॥৭১॥

ইত্যুক্তা বিররামাথ কালী কমললোচনা।

শত লক্ষং দানবানা মহনৎ শিববল্লভা॥ ৭২॥

অস্যার্থঃ। এই আকাশবাণী শ্রবণ করতঃ কমলনয়না শিববল্লভা কালী সেই শক্তি নিঃক্ষেপের বিরাম করিয়া দানবদিগের শত লক্ষ সৈন্য হনন করিলেন॥ ৭২॥

গ্রস্তুং জগাম তরসা মর্ষণং শক্র মর্দ্দিনী।
তদাস্তং পুরয়ামাস শরজালৈ রনেকধা॥ ৭৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর চণ্ডরূপা মহোগ্র মূর্ত্তি শক্র মথনী কালী অতি বিস্তীর্ণ রূপে মুখ ব্যাদন করতঃ মর্ষণাসুরকে গ্রাস করিতে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে মহামর্ষী মর্ষণ অনেক প্রকার বাণ জাল বর্ষণ দ্বারা তাঁহার অতি বিস্তার বদনকে পরিপূর্ণ করিলেন॥ ৭৩॥

পয়োদধিজ মাদায় ক্ষিপত্রোষ সমন্বিতা।
দিব্যাস্ত্রৈস্তং মহাশঙ্খং শতধা প্রছিণোত্রুষা॥ ৭৪॥

অস্যার্থঃ। মহাকোপ সংযুক্তা কালী জলধিজাত এক বর শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক দানবেন্দ্র প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন। আগত শঙ্খাবলোকনে মহারোষ যুক্ত হইয়া মর্ষণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাহাকে শতভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৭৪॥

পুনর্গ্রস্তুং মহাদেবী তরসা তমধাবত।
সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান ববৃধে বৈষ্ণবোত্তমঃ॥ ৭৫॥

অস্যার্থঃ। মহাকালী অতিবেগে তাহাকে পুনর্ব্বারগ্রাস করিতে যখন উদ্যতা হইয়া ধাবমানা হইলেন। তদ্দৃষ্টে সর্ব্ব যোগ সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব ঐ দানবোত্তম অতি বিপুলতর আত্ম শরীরকে তখন বাড়াইতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীমান্ মর্ষণ কালীর গ্রহণাযোগ্য অতিশয় বর্দ্ধমান শরীরাপন্ন হইলেন॥ ৭৫॥

গৃহীত্বাতং ভুজাভ্যাং সা কোপেন দ্বিগুণীকৃতা।
বভঞ্জত রথং তস্য তুরগান সহসারথিং॥ ৭৬॥

অস্যার্থঃ। পরম ভীষণা সেই মহাকালী দ্বিগুণ কোপান্বিতা হইয়া দানবকে বাহুদ্বয়ে আকৃষ্ট করতঃ সুদৃঢ় পদাঘাতে সতুরঙ্গ সারথির সহ তাহার রথকে ভঙ্গ করিয়া চূর্ণীকৃত করিলেন॥ ৭৬॥

পার্ষ্ণিগ্রাহান বরারোহান্ সাপ্রৈষীন্মৃত্যবেতদা।
অচিক্ষিপন্মহাশূলং প্রলয়াগ্নি শিখোপমং॥ ৭৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাকালী দানবের পার্শ্ব রক্ষক সেনাগণকে সহসা যমরাজ সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এবং প্রলয়াগ্নি শিখার ন্যায় অতি জাজ্বল্যমান এক মহাশূল দানব প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন॥ ৭৭॥

দানবেন্দ্র স্ততঃক্রুদ্ধো নৈষীৎ ক্ষয় চমুং যদা।
মুষ্ট্যাজগ্রাহ কেশেষু মাল্যবর্ত্তস্য কোপিতা॥ ৭৮॥

অস্যার্থঃ। মহা প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দানবপতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ঐ শূলকে ছিন্ন করিয়া নিপাতিত করিলেন। তখন মহৎ কোপ পরীতাঙ্গী হইয়া চণ্ডরূপা কালী মুষ্টি দ্বারা মাল্যের ন্যায় তাহার কেশপাশকে গ্রহণ করিলেন॥ ৭৮॥

অবভ্রমদ্দ্যো দৈত্যং গতচেতন মাশুতং।

অচিক্ষিপত্তং:তরসা নগান্নগ মিবাশনিঃ॥ ৭৯॥

অস্যার্থঃ। কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে গগণান্তরালে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দৈত্যপতি তদ্ভ্রমণে একেবারে চৈতন্য শূন্য হইল। সেই গত চৈতন্য দানবকে সত্বর দেবী পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না, ক্রমে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পতিত হইতে লাগিল; বজ্র স্পর্শে যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গ চূর্ণ হয়, তদ্রূপ তাহার বজ্রাঙ্গ স্পর্শে পর্ব্বত সকল বিচূর্ণিত হইতে লাগিল॥ ৭৯॥

মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞঃ পাংশুগুণ্ঠিতঃ।

ক্ষণং বিশ্রাম্য দৈত্যেন্দ্র সংজ্ঞা মাপাস সত্বরঃ॥ ৮০॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দৈত্যপতি ধূলি ধূসরিতাঙ্গ সংজ্ঞা রহিত মূর্চ্ছিত প্রায় ভূমিতলে পতিত হইল। ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া পরে চৈতন্য লাভ করতঃ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে সত্বর হইয়া আগমন করিল॥ ৮০॥

ত্বরস্বী কোপনো পচ্ছন্নভঃ কশ্মল মোহিতঃ।

সাগচ্ছত্তরসা দেবী বাহু যুদ্ধং তদা করোৎ॥ ৮১॥

অস্যার্থঃ। মহাকোপন অতি ত্বরস্বী মর্ষণ অতিশয় কোপে মূর্চ্ছিত হইয়া অতিবেগে আকাশ পথে আগমন করিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে মহাদেবীও অতি সত্বরা হইয়া তখন তাহার সহিত শূন্যে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন॥ ৮১॥

তেনসার্দ্ধ মহোরাত্রং ননামতেন সাপুনঃ।

নাস্ত্রং মুমোচ তস্যৈ স মাতৃবুদ্ধ্যা চ বৈষ্ণবঃ॥ ৮২॥

অস্যার্থঃ। মহাদেবী কালিকা মর্ষণের সহিত পুনঃ পুনঃ অহোরাত্র ব্যাপিয়া বাহু যুদ্ধ করিলেন। মহাবৈষ্ণব দানবপতি মর্ষণ ভগবতীর প্রতি আর অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না মাতৃজ্ঞানে তাঁহাকে নতশিরা হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন॥ ৮২॥

গৃহীত্বা দানবং দেবী ভ্রাময়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।

ঊর্দ্ধেচ প্রেরয়ামাস পুনঃ সোব্যপতদ্ভুবি॥ ৮৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর মহাদেবী কালিকা দনুতনয় মর্ষণকে গ্রহণ করতঃ বারবার ভ্রাম্যমাণ করিয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে নিঃক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সেই দানবপতি প্রাপ্ত মাং হইয়া পুনরপি ভূমিতলে নিপতিত হইল॥ ৮৩॥

তরসা স সমুত্তস্থৌ দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।

প্রণিপত্য মহাকালী মারুরোহ মহারথং॥ ৮৪॥

অস্যার্থঃ। মহাপ্রতাপশালী দানবরাজ অতিবেগে ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করতঃ মহাকালীকে প্রণিপাত করণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বীয় মহারথে আরোহণ করিল॥ ৮৪॥

ভ্রমমার যদা দৈত্য স্তুতশ্চিন্তা পরাভবৎ ।
সর্ব্ব মাখ্যাপয়া মাস বৃত্তং দেবী মহেশ্বরে ॥ ৮৫ ॥

অন্বার্থঃ । মহাকালী দৈত্য নিধনার্থ বিবিধোপায় করিলেন কিন্তু কিছুতেই যখন দানবেন্দ্র মৃত্যু পথে গমন না করিল, তখন অতিশয় চিন্তা যুক্তা হইলেন । অনন্তর সংগ্রামাবকার করতঃ সত্বর শিব সন্নিধানে গিয়া সমস্ত সংগ্রাম বিবরণ ব্যক্ত করিয়া মহাদেবকে কহিলেন ॥ ৮৫ ॥

তৎশ্রুত্বা তস্য বৃত্তান্তং সোপিচিন্তা পরঃশিরঃ ।
সস্মার রাধাং মনসা রক্ষা স্মানিতি চাব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥

অন্বার্থঃ । ভগবতী কালিকার মুখে দানবপতির সম্যক বিবরণ শ্রবণ করতঃ দেব দেব মহাদেব সদাশিবও অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন । অনন্তর ভক্তি সহকারে মানসে শ্রীমতী রাধিকাকে স্মরণ করিয়া বলিতেলাগিলেন । হে মাতঃ । হে হৃষীকেশ মহিলে । রাধে । আমরা অত্যন্ত বিপদার্ণবে পতিত হইয়াছি আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৮৬ ॥

ততঃখস্থা মহামায়া চিদ্রূপা পরমোত্তমা ।
আজ্ঞায়া চিন্তিতং তস্য বধার্থং দৈত্যযোস্তদা ॥ ৮৭ ॥

অন্বার্থঃ । অনন্তর চৈতন্যরূপিণী মহামায়া রাধিকা আকাশমণ্ডলে আবির্ভূতা হইয়া মর্দ্দণাসুর বিনাশার্থ মহাদেবকে পরম চিন্তিত দেখিলেন । ঐ দৈত্যদ্বয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভয়ানক রূপ হয় ॥ ৮৭ ॥

অজেযযোঃ সুরৈরন্যৈ বৈষ্ণবোত্তমযো স্তথা ।
শতচন্দ্রং শতাবর্ত্তং সহস্রারং শতাক্ষিমৎ ॥ ৮৮ ॥

অন্বার্থঃ । উভয় দানব বৈষ্ণবোত্তম, অন্য দেবগণ কর্ত্তৃক অজেয়, তাহাদিগের বধার্থে মহাদেবী স্বীয় দয়িতাস্ত্র সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন । ইতি উত্তরান্বয়ঃ ঐ অস্ত্র কিরূপ না শত চন্দ্র সমান ও ভমান, একশত আবর্ত্তনে তেজস্বী হয়, সহস্র ধারাযুক্ত, একশত চক্ষু বিভূষিত ॥ ৮৮ ॥

কামগং কামহং কাম কামৌঘং পরমোল্বণং ।
দৈত্যান্ত করণং নাম চক্রং দেবগণার্চ্চিতং ॥ ৮৯ ॥

অন্বার্থঃ । কামগামী ঐ অস্ত্রবর চক্র ইচ্ছামত গমন করেন পরাভিলাষ নাশন, কামনানুরূপ কর্ম্ম সাধক অমোঘ, পরম উল্বণ তেজোযুক্ত, সমস্ত দৈত্য দানব সংহারক ও সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক নিত্য প্রপূজিত হয়েন ॥ ৮৯ ॥

জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃ কোটি সূর্য্য সমপ্রভং ।
সস্মার মনসা দেবী নির্ম্মিতং চক্রিণা ততঃ ॥ ৯০ ॥

অন্বার্থঃ । কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং সম্যক তেজো দ্বারা জাজ্বল্যমান, অতি ভয়ানক রূপ, চক্রধর নারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, সেই পরম প্রিয়াস্ত্রকে তৎকালে দেবী স্মরণ করিলেন ॥ ৯০ ॥

তস্যা চিন্তিত মাত্রায় প্রাঞ্জলিঃ পূরতঃ স্থিতঃ।
কিং করোমীতি তাং দেবী মুবাচ নতকন্ধরঃ॥ ৯১॥
তদাশ্রুত্য বচস্তস্য দেব্যবভাষত সাদরং।
বৎসাব দেবান্ দৈত্যাভ্যাং ভবব্রহ্ম পুরোগবান্॥ ৯২॥

অন্বার্থঃ। শ্রীরাধিকা স্মরণ করিবা মাত্র সুদর্শনাস্ত্র মূর্ত্তিমান রূপে কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণী হইয়া তৎসমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক সাতিশয় বিনয় সহকারে দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! কি কারণে আহ্বান করিলেন? আর কি করিতে হইবে? তাহা আজ্ঞা করুন। চক্রবরের এতদ্বাক্য আকর্ণন করতঃ মহাদেবী আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। বৎস! রোষণ ও মর্ষণ উভয় দানব কর্ত্তৃক পরমার্দ্দিত হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণকে তুমি অস্ত্রবক্ষা কর॥ ৯১॥ ৯২॥

ত্বং বিনা নাস্তি দেবানাং ত্রাতা কশ্চিৎ সুবারিহন্।
সাদনং সর্ব্ব দুর্গানাং শূলনাশন আকৃষঃ॥
ত্রৈলোক্য স্বৌজসা দগ্ধুং শক্তস্ত্বং নান্যথা ক্বচিৎ॥ ৯৩॥

অন্বার্থঃ। হে সুর শক্রনাশন! তোমা ব্যতিরেকে দেবতাদিগের পরিত্রাণ কর্ত্তা আর কেহই নাই, তুমি সমস্ত দুর্গনাশন, সম্যক্ বেদনাপহারক, এবং সমস্ত আর্ত্তি বিনাশক হও। তুমি স্বকীয় তেজো দ্বারা ত্রিজগৎ দাহ করিতে সমর্থ ইহার অন্যথা নাই॥ ৯৩॥

নারায়ণ্যাঃ সমাকর্ণ্য বচশ্চক্রং তদাত্মনা।
আত্মানং বর্দ্ধযামাস সম্বর্ত্তক সমং মুনে॥ ৯৪॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে মুনে! তখন পরমা শক্তি নারায়ণীর বদন কমল বিনির্গত এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ চক্রাস্ত্র রাজ সুদর্শন আপনি আপনার কলেবরকে সেইরূপ বর্দ্ধমান করিলেন যেমন প্রলয়কালে সম্বর্ত্তক নামা হুতাশন বৃদ্ধি হইয়া থাকেন॥ ৯৪॥

ধরাচচাল বেগেন চুক্ষুভুঃ সাগরা স্তথা।
হাহাকার মভূৎ সর্ব্বং জগৎ সসুর মানুষং॥ ৯৫॥

অন্বার্থঃ। চক্র বেগে ধরণী টলটলায়িতা হইলেন, সমস্ত সাগর সংক্ষুব্ধ হইল, এবং নরও দেবগণের সহ সমস্ত জগৎ হাহাকার শব্দে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অর্থাৎ অকালে প্রলয় হইল বলিয়া সকলে ভয়াকুল হইলেন॥ ৯৫॥

তচ্চক্রং স্বৌজসা ব্যাপ্য ধরাথং রোদসীদিশং।
তৎসকাশং তত্রোগত্বা তচ্চক্রং দৈত্যসূদনঃ॥ ৯৬॥

অন্বার্থঃ। দৈত্য বিনাশন সেই মহাস্ত্র সুদর্শন চক্র স্বীয় তেজোদ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দশদিকে ব্যাপ্তময় হইয়া মহাবেগে দানবপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন॥ ৯৬॥

সরথৌ সধ্বজৌ সাশ্ব সূত পার্ষ্ণিগ্রাহৌ ক্ষণাৎ।
অদহচ্চক্র মগমৎ দেব্যাং পার্শ্বং সুরারিহা ॥ ৯৭ ॥

অস্যার্থঃ। দানবপতি দ্বয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ঐ দৈত্য বিনাশন মহাস্ত্র রথ ধ্বজ সারথি ও পার্ষ্ণিগ্রহ সহিত ক্ষণমাত্রে রোষণ ও মর্ষণকে দগ্ধ করতঃ পুনর্ব্বার মহাদেবী রাধিকার নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৯৭ ॥

ততোদেবা স গন্ধর্ব্বা যক্ষ রাক্ষস ভৈরবাঃ।
বিদ্যাধরাপ্সরঃ সিদ্ধাঃ পিশাচোরগ কিন্নরাঃ ॥ ৯৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বাপ্সর যক্ষ রাক্ষস ভৈরবগণ, সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ এবং কিংপুরুষ পিশাচ উরগগণ সকলে হৃষ্টমনা হইলেন ॥ ৯৮ ॥

জগুর্নৃতু রাজঘ্নু র্বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
ঋষয়স্তুষ্টুবু শ্চৈনাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৯৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহানন্দ মনে সকলে গীত গাইতে লাগিলেন। আর মহামহোৎসব সূচক নৃত্য করতঃ সহস্র সহস্র বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণে হর্ষযুক্ত চিত্তে মহাদেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতে দেবীর উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥৯৯॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রোষণ ও
মর্ষণবধো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত রোষণ মর্ষণনামে অসুরদ্বয় বধে একাদশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধুন্ধুমার নাম রাক্ষস বধ।

ব্রহ্মোবাচ।—তয়োঃকায়ঃ বরাভাক্ষ চক্রেণ দহ্যমানয়োঃ।
উত্থিতৌ পুরুষবরৌ শঙ্খ চক্রাব্জ পাণিনৌ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! রোষণ ও মর্ষণ এই উভয় দানবের দেহ চক্রাগ্নিতে দগ্ধ হইলে পর তৎক্ষণাৎ সেই দগ্ধ শরীরদ্বয় হইতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষদ্বয় উত্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

দিব্য মাল্যাম্বর ধরৌ অশ্বিনৌ মৃষ্টকুণ্ডলৌ।
স্বভাসা ভাসয়ন্তৌ তৌ ধরাংখং রোদসীদিশঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ উভয় পুরুষ দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্র পরিধারী, দিব্য মৌক্তিক মালা মণ্ডিত, পরিমার্জ্জিত রত্নকুণ্ডলে শোভিত শ্রুতিমণ্ডলদ্বয়, তাহাদিগের শরীরের দীপ্তিতে ধরামণ্ডলও গগণান্তরাল ও দশদিক সাতিশয় উদ্দীপ্ত হইল ॥ ২ ॥

দেবকন্যা করবরোদ্ধৃত চামর বীজিতৌ।
কৃষ্ণস্য পার্ষদং শ্রেষ্ঠৌ সেবিতৌ বৈষ্ণবোত্তমৌ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ দেবকন্যাগণের করকমলদ্বয় ধৃত উদ্ধৃত শ্বেত চামর সমীরণ দ্বারা উপবীজিত। শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণের মধ্যে উহারা অতি শ্রেষ্ঠ, ভাগবতগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত বৈষ্ণবোত্তম হয়েন ॥ ৩ ॥

রথাদবপ্লুত্য মুদান্বিতৌ বরৌ বিযৎস্থ নারায়ণ পূজ্যপাদৌ।
প্রণমাম্যৃদ্ধা পরভক্তি যন্ত্রিতৌ সমর্চ্চিতা মর্হণ পুষ্পাঞ্জলিতৌ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বৈকুণ্ঠাগত আকাশস্থিত বত্নময় দিব্য রথস্থ থাকিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দুই ভ্রাতায় সর্ব্বার্চ্চনীয় ভগবান নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পরিপূজিত মহাদেবী রাধিকার পরম শোভিত চরণ কমলদ্বয়ে পরম ভক্তিসহকারে হর্ষযুক্ত শরীরে ভূমিগত শিরা হইয়া প্রণিপাত করিলেন ॥ ৪ ॥

দৃষ্টা পরাৎপরাং দেবী চিদ্রূপাং বিশ্বমোহিনী।
পতিতৌ চরণোপান্তে ভক্ত্যা প্রণত কন্ধরৌ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর জ্ঞান স্বরূপা পরাৎপরা বিশ্বমোহিনী পরমা দেবী রাধিকাকে অবলোকন করতঃ ভক্তি ভরে অবনত মস্তকে উভয়ে শ্রীমতীর চরণান্তিক পতিত হইয়া স্তুতিবাক্যে করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

মর্দ্দণ উবাচ।-- মাতস্তুৎ পাদ পাথোজ মকরন্দ পিপাসয়া।
মস্মৃদ্ধি ভ্রমরোধ্যাস্ত্ব' পাদযোস্তে পরাবরে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে পরাবরে! হে মাতঃ! তব পাদপদ্ম যুগল গলিত মোক্ষ মকরন্দ পিপাসায় আমাদিগের এই মস্তকদ্বয় নিয়ত ভ্রমররূপে অবস্থান করিতেছে, যে হেতু তুমি সাক্ষাৎ কৈবল্যরূপা হও ॥ ৬ ॥

তৎপ্রসাদা দ্বিমুক্তৌস্ম ঘোরা দু শাপ বহ্নিতঃ।
গন্তুমিচ্ছাব হে দেবি বামনুজ্ঞাতু মর্হতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অম্ব! হে জননি! ঘোরতর তব শাপাগ্নিতে দহ্যমান হইয়া এতদিনের পরে তোমার প্রসাদে আমরা শাপাগ্নি হইতে পরিমুক্ত হইলাম। হে করুণাময়ি! আমরা পূর্ব্বে তোমা কর্ত্তৃক পরিশাপিত হইয়া ইদানীং তোমা কর্ত্তৃকই পরিমোচিত হইলাম।

অনন্তর বিশেষ ভক্তিসহকারে দুই ভ্রাতার মহাদেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে দেবি! একণে আমরা স্বধামে গমন করিতে বাসনা করি প্রসন্ন হইয়া আপনি অনুমতি প্রদান করুন্। অর্থাৎ শুদ্ধ তোমার ইচ্ছাধীন জীবের শুভাশুভভোগ হইয়া থাকে ইতিভাবঃ॥ ৭॥

ইত্যুক্ত্বা তৌ পরিক্রম্য পাদৌ সংবন্দ্যা ভক্তিতঃ।

যান শ্রেষ্ঠং সমারুহ্য যযতুঃ স্বং নিকেতনং॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। এই কথা বলিয়া শ্রীরাধার আজ্ঞানুসারে দুইজনে ভক্তি পূর্ব্বক পরমেশ্বরীর পাদপদ্মদ্বয়ে প্রণাম করিয়া রথবরোত্তম আরোহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন॥ ৮॥

অঙ্গিরা উবাচ।—কোহেতু রস্য শাপস্য কারণং নৈববিদ্মহে।

তৎ সংশয় নিবন্ধান্নো মোচযত্বং বচোসিনা॥ ৯॥

অস্যার্থঃ। রোষণ ও মর্ষণ এই উভয়দানবের পরিমোচন প্রসঙ্গ শ্রবণে অঙ্গিরা ঋষি পরম বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে জগদ্ধাতা প্রতি প্রশ্ন করিলেন। হে জগৎ পিতঃ! আমরা দানবদ্বয়ের এই শাপের হেতু কি? ইহা না জানিয়া অতিশয় সংশয়জালে আবদ্ধ হইলাম। আপনি কৃপা প্রকাশে বাক্যাসি দ্বারা সেই শাপ কারণ কহিয়া সংশয় বন্ধন ছেদন করতঃ আমাদিগকে পরিমুক্ত করুন্॥ ৯॥

ব্রহ্মোবাচ।—একদা গঙ্গয়া রেমে কৃষ্ণোভীরু প্রিয়োমুনে।

রাধায়াশ্চৈব বাণ্যাশ্চ নির্জ্জনে নগ মূর্দ্ধনি॥ ১০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। পুত্র! কোন এক সময় শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে লইয়া নির্জ্জন স্থান গিরিবর গন্ধমাদনের শৃঙ্গে গিয়া তাহার সহিত রমণে সংযতমনা হইলেন॥ ১০॥

রমমাণৌ নযৎকালং বর্ষাণি দশসপ্ত চ।

মার্গমাণা বরারোহা রাধা কৃষ্ণং নকুত্রচিৎ।

অদ্রাক্ষীদ্দুঃখিতা যত্নেনাবিষ্টা ত্রিদশালয়ে॥ ১১॥

অস্যার্থঃ। গঙ্গার সহিত রমমাণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সপ্তদশ বৎসর কাল অবসান হয়, এতাবৎকাল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিয়া বরারোহা শ্রীরাধিকা ব্যগ্রা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বিরহের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সম্যক্ যত্ন দ্বারা অন্বেষণ করতঃ কুত্রাপি তাঁহার দর্শন প্রাপ্তা হইলেন না॥ ১১॥

ক্বগতো মামপাহায ইতি চিন্তা পরাভবৎ।

ততোজ্ঞাসী গ্রহস্থংতং গন্ধমাদন সানুষু॥

রমমাণং নগজয়া কন্যাগচ্ছন্তদন্তিকং॥ ১২॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা যখন মানসোদ্দিষ্ট কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলেন,

তখন তদ্বিরহে সন্দগ্ধ চিন্তা ও অত্যন্ত রূপ গাঢ় চিন্তাতে আপন্ন হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন হা ? উপায় কি ? শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন। এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঐশ্বর যোগে বিজ্ঞাত হইলেন। যে সুরম্য গন্ধমাদন পর্ব্বতের কন্দরে নির্জ্জনবনরাজী মধ্যে গিরিকন্যা গঙ্গার সহিত সুরতে সুরত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তদনুচিন্তায় চিন্ত্যমানা শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ জাত রোষে সহসা কৃষ্ণা-ন্তিকে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

সানুদ্বারি বেত্রপাণী পুরুষৌ তাবপশ্যতঃ।
কৃষ্ণ বেশধরৌ দেবী স্রগ্বিনৌ পীতবাসসৌ ॥ ১৩ ॥

অন্বার্থঃ। মহাদেবী শ্রীরাধা পর্ব্বতসানু সন্নিহিত উপস্থিতা হইয়া দেখিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ সম বেশধারী, বনমালা মণ্ডিত পীতবস্ত্র পরিধান পুরুষদ্বয় বেত্রপাণি হইয়া গুহা-দ্বার রক্ষা করিতেছে ॥ ১৩ ॥

তাবীক্ষ্যোবাচ সংত্রস্তা দহন্তীব রুষান্বিতা।
অস্তীতি কৃষ্ণো রহসি গুহায়া মত্রনোবদ ॥ ১৪ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীরাধিকা সন্ত্রস্ত মনে সেই বেত্র পাণী দ্বারপালদ্বয়কে অবলোকন করতঃ অতিশয় ক্রোধে সন্দগ্ধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। রে পুরুষদ্বয়! তোমরা আমাকে স্বরূপ কহিবে, এই নির্জ্জন সুরম্য গুহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কি ? তা আমাকে সত্য বল ॥ ১৪ ॥

নেতিতা বুচতু স্তাঞ্চ তৎশ্রুত্বা মন্যুবিবিশৎ।
সাম্বভ্যন্ত রগাত্তত্রাপশ্যদগঙ্গাঞ্চ কেশবং ॥ ১৫ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীরাধার বাক্যাবগত হইয়া তাঁহারা ত্রাসযুক্ত হইয়া বারম্বার কহিলেন। মাতঃ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নাই এই মৃষাবাক্য শ্রবণে স্বচ্ছিন্দে সহসা ক্রোধোপস্থিত হইল। সেই ক্রোধভরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতঃ গঙ্গা সঙ্গত শ্রীকৃষ্ণকে রমণোৎসুক অবলোকন করিলেন ॥ ১৫ ॥

তামন্বীক্ষ্য রুষাবিষ্টাং ভয়াদন্ত র্দধেঽচ্যুতঃ।
সানুং ভিত্বা সরিৎ শ্রেষ্ঠা যযৌ বেগবতী তদা ॥ ১৬ ॥

অন্বার্থঃ। অতিশয় কোপ পুরীতাঙ্গী শ্রীরাধাকে অবলোকন করতঃ সাতিশয় ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধ্যান হইলেন। আর নদী শ্রেষ্ঠা শৈল তনয়া গঙ্গা রাধাভয়ে তখনি ঐ পর্ব্বত গুহা বিদীর্ণ করিয়া অতিবেগে পলায়ন করিলেন ॥ ১৬ ॥

রুষাবিষ্টা চ সারাধা শশাপ বেত্র পাণিনৌ।
ধরণ্যাং ধরণীশানৌ মৃষাবাদ প্রলাপতঃ ॥
জায়েতাং দানবৌ গোবা বজ্রোয়ৌ দেবদানবৈঃ ॥ ১৭ ॥

অস্তার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান এবং গঙ্গা নদী রূপে পলায়ন করিলে পর, মহা রোষযুক্তা শ্রীরাধিকা গুহাদ্বারে সমাগতা হইয়া সেই বেত্রপাণী দ্বারপালদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিলেন। রে রে দুর্বৃত্ত পুরুষেরা! কৃষ্ণ এস্থানে নাই এই মিথ্যা বাক্য বারম্বার প্রয়োগ জন্য তোমরা মৎশাপে পৃথিবীতলে গমন করতঃ দানব বংশে জন্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু সর্ব্বলোক জয় করিয়া রাজ রাজ্যেশ্বর হইবে। অতি ঘোরতর দানবরূপে দেব দানব কর্ত্তৃক অজেয় হইবে ইহার অন্যথা হইবে না ॥ ১৭ ॥

যক্ষ কিং পুরুষৈঃ সিদ্ধৈ ঋর্ষিদৈতেয় পন্নগৈঃ।
পিশাচ খগ কুষ্মাণ্ড গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্তার্থঃ। এবং যক্ষ কিং পুরুষ ও সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, পন্নগগণ, আর গন্ধর্ব, অপ্সর, সুপর্ণ, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্ম রাক্ষসাদি পিশাচগণ কর্ত্তৃক অজেয় হইবে। ইতি পূর্ব্বোক্তরান্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অজেয়ৌ সত্ত্ব সম্পন্নৌ নারায়ণ পরায়ণৌ।
সর্ব্বাস্ত্র কোবিদৌ শূরৌ দর্পিতৌ যুদ্ধ দুর্ম্মদৌ।
ময়ৈব মোক্ষিতৌ ভূয়ো মৎ পদং প্রাপ্স্যথোচিরাৎ ॥ ১৯ ॥

অস্তার্থঃ। আর মহাবল পরাক্রান্ত, অতি শূর সংগ্রাম দুর্ম্মদ মহা দর্পে দর্পিত হইবে এবং সমস্ত অস্ত্রবিৎ সমরপণ্ডিত সর্ব্বজীবের অজেয় হইবে। পুনর্ব্বার আমা কর্ত্তৃক কালে মোক্ষিত অর্থাৎ মম হস্ত চ্যুত অস্ত্র তেজে দগ্ধ হইয়া অচিরকালের মধ্যে মৎ পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা বাষ্প সংপূর্ণ নয়নে পরিমৃজ্য সা।
প্রিয়াৎ প্রিয়তমৌ নাচ মাদদে কশ্মলান্বিতা ॥ ২০ ॥

অস্তার্থঃ। প্রিয়তম হইতেও প্রিয়তম দ্বারপালদ্বয়কে অভিশাপ দিয়া মহামোহে আবিষ্ট চিত্তা হইয়া শ্রীরাধার অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল হইতে বাষ্প বারি পতিত হইতে লাগিল, তাহামাজ্জন করতঃ অনন্তর তাহাদিগকে স্নেহ গর্ভ বাক্য কহিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীরাধিকোবাচ।—দণ্ড্যেষু দণ্ড্যো নময়া বিধেয়ঃ সংবিধীয়তে।
তদা ন তুষ্ট দঃ পাপাঃ শমংযাস্তি কদাচন ॥ ২১ ॥

অস্তার্থঃ। শ্রীরাধিকা কহিতেছেন। হে বৎসেরা! আমি দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ড বিধান না করিয়া অদণ্ডের দণ্ড করিলাম, তাহাতে সেই দুর্বৃত্ত জনের অপরাধের শমতা কিছুমাত্র হইল না। অর্থাৎ আমার অসৌহার্দ্দ্যের প্রতিফল সে ব্যক্তি কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিল না ॥ ২১ ॥

নকার্য্যং কশ্মলং ভূয়ো ভবদ্ভ্যাং মৎপুরেশ্বরৌ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বৎসদ্বয়! তোমরা আমার পুরদ্বারপাল শ্রেষ্ঠ, মৎকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ বলিয়া পুনর্ব্বার তজ্জন্ত কোন দুঃখ করিও না ॥ ২২ ॥

ইত্যুক্ত্বা বাষ্প সংপূর্ণ নয়নান্তরয়া মুনে।
অভিবাদ্যাভি বাদ্যৌ তৎ পাদ পাথোরুহৌ চ তৌ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনে! বাষ্প জল পরিপূর্ণ নয়নান্তরা শ্রীরাধা এই সস্নেহ বাক্য কহিলে পর ঐ দ্বারপালদ্বয় প্রফুল্ল সরসীরুহ সদৃশ অভিবাদনীয় তৎ পাদপদ্ম যুগলে অভিবাদন করিলেন ॥ ২৩ ॥

রোষণ মর্ষণের রাজ্যবর্ণন।

নিঃশ্বসন সতুরুষ্ণ দীর্ঘঞ্চ প্যার্ষদাম্বরৌ।
ততোজাতৌ মহাসত্বৌ সর্ব্বাস্ত্র বিত্তুষাং বরৌ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবী বাক্য শ্রবণে ভগবৎ পার্ষদগণেরমধ্যে শ্রেষ্ঠতম, দৌবারিক দ্বয় অতি উষ্ণ ও সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোলোক হইতে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া দানবকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং মহাবলবন্ত ও সর্ব্বাস্ত্রবিৎ সংগ্রাম কুশল হইলেন। অর্থাৎ যুদ্ধ শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

সূত্রামানং হুতভূজং সমবর্ত্তিন মেব চ।
নৈঋতঞ্চৈবমব্ধীশং মাতরিশ্বান মেব চ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ দানবদ্বয় রোষণ আর মর্ষণ সর্ব্বত্র সংগ্রামে জিত হইবা ইন্দ্রপদ, অগ্নিপদ ও যমপদ, নৈঋতপদ এবং বরুণের ও পবনের পদ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

যক্ষরাজ মনন্তঞ্চ ঐশানংমাঞ্চ দানবৌ।
মন্মথং বিশ্বকর্ম্মাণং বসুগ্রহ সুরেশ্বরান ॥
জিত্বাধিকাবান স্ববলে রাক্রমা সমতিষ্ঠতাং ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহামনী প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দুই দানবপতি স্বীয় বাহু বল যক্ষ রাজকুবের ও ঈশান আর আমাকে পরাজয় করিয়া এবং কন্দর্প ও বিশ্বকর্ম্মা ও অষ্টবসু, নবগ্রহ প্রভৃতি [illegible]রগণকে জয় করিয়া তাঁহাদিগের অধিকারকে স্বপাশ অধিকৃত করতঃ অবস্থিত হইল। অর্থাৎ একেবারে দেবগণকে নিরাস্ত করিয়া সেই সেই পদের কার্য্য সম্পাদক রূপে এক এক জন দানবকে নিযুক্ত করিল। ২৬।

তাভ্যাং বিনির্জ্জিতা দেবা ভবংশরণ মগমন্‌।
ভবোপি সমরং চক্রে তাভ্যাং ঘোরতরোল্বণং ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ দুই দানব কর্ত্তৃক পরাজিত দেবগণেরা স্বপদ ভ্রষ্ট কষ্ট দশাপন্ন হইয়া শিবের শরনাপন্ন হইলেন। মহাদেবও দেবকার্য্য সাধনার্থে তাহাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর রূপ ঘোরতর সংগ্রাম করেন ॥ ২৭ ॥

তথমাবধ্য তরসা পাশেন যুদ্ধ দুর্ম্মদৌ।

স্বপুরং প্রাপ্যতাং ক্ষিপ্রং ভবেশ বলিনাম্বরৌ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর সংগ্রাম দুর্ম্মদ দানবদ্বয় শিবের সহিত যুদ্ধ করিয়া সত্বর নাগ-পাশাস্ত্রে মহাদেবকে আবদ্ধ করিল। সর্ব্ববলী শ্রেষ্ঠ দানব রাজেরা যুদ্ধ জয় করতঃ শিবকে সঙ্গে লইয়া স্বপুর প্রাপ্ত হইল ॥ ২৮ ॥

অদাৎ পাশুপতং তাভ্যা মমোঘ মববারণং।

অধ্যাসাত্রাং পদং ভোতুং সৌত্রামং দানবর্ষভৌ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাদেব পরাজিত হইয়া আত্ম মোক্ষণার্থ দানব ঋষভ দ্বয়কে অনিবার্য্য অব্যর্থ নিজ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। অনন্তর তাহারা ইন্দ্রের পদকে অধিকৃত করিয়া আপনারা তৎ সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিল ॥ ২৯ ॥

উচ্চৈঃশ্রবস মশ্বং তা বৈরাবত গজং তথা।

পারিজাত তরুবরং সন্তানক বনোত্তমং ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দুই জনে ইন্দ্রকে জয় করিয়া অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ আর হস্তী রত্ন ঐরাবত বৃক্ষরত্ন পারিজাত, বনরত্ন সর্ব্বোত্তম সন্তানক বনকে গ্রহণ করিল ॥ ৩০ ॥

নন্দনং পরমং রম্যং পুরীঞ্চৈবামরাবতীং।

ইন্দ্রাণী মশনিঞ্চাস্ত্রং নীতবন্তৌ তরস্বিনৌ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অতি তেজস্বী দানবদ্বয়, অপর রমণীয় নন্দনোদ্যান, আর পুরীরত্ন অমরাবতী নগরী, স্ত্রীরত্ন ইন্দ্রাণী শচী, অস্ত্র রত্ন অশনি অর্থাৎ বজ্রকে লইয়া অবস্থিতি করিল। অর্থাৎ ইন্দ্রাণীকে গ্রহণ করিল যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পাতিব্রত্য ধ্বংস না করিয়া আসেধ পূর্ব্বক পুরান্তরে রাখিয়াছিল ইতি তাৎপর্য্য ॥ ৩১ ॥

বহ্নেরুৎক্রান্তিদাং নাম শক্তি মব্যর্থ পাতনাং।

যমস্য মহিষং দণ্ডং নির্ঋতি জ্ঞান মেব চ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উৎক্রান্তিদা নাম অগ্নির অমোঘ শক্তি অর্থাৎ তদাঘাত কোন ক্রমে ব্যর্থ হয়না। আর যমরাজের বাহন মহিষ ও যমদণ্ড এবং নৈঋত পুণ্যজনের জ্ঞান সম্পৎ হরণ করিল অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র তথা হইতে অপহরণ করিল ॥ ৩২ ॥

বারুণং ছত্রমতুলং পাশঞ্চৈব হৃতং বলাৎ।

দেবানাং পরমংশস্ত্রং যান মৈশ্বর্য্য মেব চ ॥

হৃতবন্তৌ মহাত্মানৌ দানবৌ বাহুশালিনৌ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যুদ্ধ দুর্ম্মদ বাহু বলশালী মহাত্মা দানবদ্বয় কাঞ্চন স্রাবি অমূল্য বরুণের বারুণ ছত্র এবং অমোঘ পাশকে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিল। এইরূপ সমস্ত দেব-গণের পরমাস্ত্র সকল, এবং যান বাহন প্রভৃতি সম্যক্ ঐশ্বর্য্য বলে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সম্রাট্ হইয়া বসিল ॥ ৩৩ ॥

এবং অর্চ্চিতপ্রাণি শত্রুরাণি ত্রৈলোক্যাধিপতী।

অধ্যাসাতে পরম্ভ তৌতু সৌভাগ্যং ......॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণোত্তমেরা! শ্রবণ কর। এইরূপে অসংখ্য শত সহস্র বর্ষ পরিমাণে ত্রৈলোক্যের ঐ দুই দানব ইন্দ্র-পদে অধ্যারূঢ় হইয়া পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল॥ ৩৪॥

নযষ্টব্যং ন হোতব্যং নদাতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ।

সর্ব্বতো ঘোষয়া মাস দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ দানবেন্দ্র দ্বয় দেবপ্রতি বিদ্বেষাচরণ করণাভিলাষে দুর্ব্বুদ্ধি কদাচার হইল। অতি প্রতাপবান্ দানবপতি কতিপয় বৎসরকে অতিপাত করতঃ ব্রাহ্মণদিগের সমাজে এই ঘোষণা দিল। হে দ্বিজগণেরা! তোমরা সাবধান থাকিবে, কেহ যজ্ঞ করিবে না, দেবোদ্দেশে ঘৃতাহুতি বা পুজোপলক্ষে কোন দানাদি করিবে না। করিলে সমুচিত রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইবে ইত্যাভিপ্রায়॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্যঃ। ঘৃতাহুতি ভোজনে দেবতারা বলবান হইতে না পারে? এই রূপ পটহ ঘোষণ দ্বারা স্বাহাস্বধা বষট বৌষট্ প্রণবাদি উচ্চারণপূর্ব্বক শুভ কার্য্য বর্জ্জিত করতঃ বসুধা-তলে নিষ্কণ্টক রূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিল।

অথ ধূম্রকুমার বধোপাখ্যান।

অঙ্গিরা উবাচ।—মহর্ষি অঙ্গিরা পরমারাধ্যা রাধার চরিতাখ্যানে রোষণ মর্ষণের উৎ-পত্তি প্রকরণ শ্রবণান্তর পিতামহকে পুনঃপ্রশ্ন করিতেছেন।

ক্রীডামনুজ রূপিণ্যাঃ পিবতাং নোগুণামৃতং।

স্বতং ত্বদাস্য পাথোজাৎ ন স্বান্ত তৃপ্তিমৃচ্ছতি॥ ৩৬॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! তব বদন শশধর বিগলিত লীলা মানুষ রূপিণী ভগবতী শ্রীরাধিকার গুণামৃত পান শীল আমারদিগের অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইতেছে না? অর্থাৎ তল্লীলা কথা শ্রবণেচ্ছায় নিবৃত্তি নাই পুনঃ পুনঃ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে অতএব বিস্তা রিত করিয়া কহেন॥ ৩৬॥

ভূয়এব বিবিৎসাম স্তৎকর্ম্ম পরাদ্ভুতং।

যৎশ্রুত্বানন্দ পয়োধি মগ্নস্বান্ত কলেবরাঃ॥ ৩৭॥

অন্বয়ার্থঃ। হে পিতঃ! পুনর্ব্বার সেই রাধার পরমাশ্চর্য্যময় অপর কর্ম্ম সকল শ্রবণ লালসায় চিত্তকে আবদ্ধ করিতেছে। যেহেতু রাধিকার গুণ কীর্ত্তনাদি শ্রবণে আমার দিগের মনঃ ও শরীর আনন্দময় সলিলে নিরন্তর মজ্জমান হইতেছে॥ ৩৭॥

ব্রহ্মোবাচ।—একদালী সমূহেন স্নানার্থং পরিবারিতা।

যম স্বস্তু স্তটমিত্রা গন্ধবাহ প্রবাহিতাং॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা! কোন এক দিবস বার্ষভানবী শ্রীরাধিকা সখিগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, সুস্নিগ্ধ মকরন্দ গন্ধস্পর্শী সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত যমুনা তটে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন ॥ ৩৮ ॥

তাংবীক্ষ্যতাশ্চ পাদেস্থ গচ্ছন্তি দূরতো মুনে।

ধুন্ধুমারাভিধঃ কামরূপঃ কামগমঃ খরঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! এমত সময় সখীগণ সমন্বিত গমন শীলা শ্রীরাধাকে কামগামী এবং কামরূপী গর্দ্দভ কলেবরধারী ধুন্ধুমার নামে এক নিশাচর অবলোকন করিল ॥ ৩৯ ॥

বিসৃজন্ রাক্ষসীং মায়াং মহারাবং নিনাদয়ন্।

প্রমুঞ্চন ঘোরঘোষং সতোয় ইবতোয়দঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ ধুন্ধুমার রাক্ষসী মায়াকে সৃষ্টি করিয়া মহারবে যমুনাতীর সংস্থিত বন স্থল সকলকে প্রতিশব্দিত করিল। এবং সজল জলধর গর্জ্জনের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঘোর শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

তস্য নাদেন সংত্রস্তা জলস্থল বনৌকসঃ।

মনুজাশ্চ খরোষ্ট্রাখ করিণো জাবয় খগাঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। সেই ভয়ঙ্কর নিশাচরের ভয়ানক রব শ্রবণে জলচব স্থলচর এবং কানন-চর ও মনুষ্য গর্দ্দভ উষ্ট্র মূষিক হস্তী গো ছাগল মেষ ও পক্ষীগণ প্রভৃতি সকলেই ত্রাস যুক্ত হইল ॥ ৫১ ॥

মার্জ্জার মহিষাঃ সর্ব্বেপ্রাণিনো দ্রুত্রুবুর্দিশঃ।

তদ্বনং তস্যনাদেন সকম্পিত মিবাভবৎ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। বিড়াল মহিষাদি প্রাণি মাত্র সকলেই মহাভয়ে ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার ঐ ঘোরতর গর্জ্জন শব্দে সেই বন তৎক্ষণাৎ কম্পান্বিত হইল ॥ ৪২ ॥

পদচালয়ত স্তস্য গিরিস্কন্ধোপমে মুনে।

পদ্ভ্যাং রুগ্নাঃ পাদপৌঘাঃ ভুবিপেতুঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ মহারাক্ষস ধুন্ধুমারের পাদ সঞ্চালনে প্রতিপদ ক্ষেপে সহস্র সহস্র মহীরুহ বিভগ্ন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

চচাল তোয়ং বেগেন সঝসং তদ্‌যম স্বসুঃ।

তৎপ্রেক্ষ্য মহদাশ্চর্য্যং বিয়দ্বৃষ্টি প্রবাহিতা ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। তাহার পাদ সঞ্চালন বেগে সজলচর যমুনার জলকম্প হইল, সেই উচ্ছ-লিত জলরাশি আকাশ পথে উত্থিত হইয়া বর্ষণবৎ বায়ু কর্ত্তৃক প্রতিবাহিত হইল, সেই মহৎ আশ্চর্য্যদর্শনে সখীগণ সকলেই সন্ত্রস্তা হইলেন ॥ ৪৪ ॥

দদৃশুস্তং মহাসত্বং ঘোরভীষণ ভীষণং।
স্রগ্ দাম পুরিতং শিখং বিয়দাগত মস্তকং॥ ৪৫॥

অন্বার্থঃ। মহা শরীরবান্ ঘোরতর রাক্ষস রূপ অতি ভয়ঙ্কর মালাবৎ আকুঞ্চিত কেশ মণ্ডিত গগণ স্পর্শী মস্তক, শ্রীরাধিকার সহিত স্বং সখীগণেরা সকলে ঐ মহাকায় রাক্ষসকে তখন অবলোকন করিলেন॥ ৪৫॥

ক্রুরং মানুষ মাংসাদং মহাবীর্য্য পরাক্রমং।
ষট্ ত্রিশদেযাজনায়াম দৈর্ঘেণ শতযোজনং॥ ৪৬॥

অন্বার্থঃ। মহাবলপরাক্রম নরমাংস ভুক্‌মহাক্রুর গর্ব্বিভরূপ রাক্ষস, তৎকলেবর প্রস্থে ষট্‌ত্রিশৎ যোজন দীর্ঘে একশতযোজন পরিমিত হয়॥ ৪৬॥

ব্যাপ্য দেহেন তিষ্ঠন্তং ভীষণাকার কর্কশং।
প্রাবৃট্ জলধরঃশ্যামঃ পিঙ্গাক্ষো দারুণা কৃতিঃ॥ ৪৭॥

অন্বার্থঃ। ঐ মহাকায় দ্বারা যমুনোপবন ব্যাপিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাহার রূপ অতি কর্কশ এবং ভয়ানক, বর্ষাকালে নিবিড় অঞ্জন বর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, অতি দারুণ ভীতিবর্দ্ধন পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুদ্বয় বিশিষ্ট॥ ৪৭॥

অষ্টদংষ্ট্রং করালাস্যং পিশিতেপ্সুঃ ক্ষুরার্দ্দিতং।
লম্বস্ফিক্ লম্বজঠরং রক্তশ্মশ্রু শিরোরুহং॥ ৪৮॥

অন্বার্থঃ। অতি করালবদন, বহির্নিক্রান্ত ভয়ানক অষ্টদন্ত সমন্বিতঃ নরমাংসভোজন লালসায় ক্ষুরাঘাতে ধরামণ্ডলকে খনন করিতেছে; অতি সুদীর্ঘপার্শ্ব, আলম্বিত উদর, তাম্রবর্ণ গোঁপদাড়ী এবং লোহিতবর্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ॥ ৪৮॥

জৃম্ভমানং মহাবক্ত্রং বিস্তৃতাস্যং পথিস্থিতং।
বীক্ষ্যসর্ব্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ পুরোগত মিবান্তকং॥ ৪৯॥

অন্বার্থঃ। সর্ব্বদা জৃম্ভমান মহামুখ অর্থাৎ মাংসলোলুপ হইয়া মুখব্যাদন পূর্ব্বক হাই তুলিতে লাগিল এইরূপে শ্রীরাধিকার আগমন পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কালান্তকাল যমরূপ সেই রাক্ষসকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া শ্রীরাধার সখীগণেরা অতিশয় ভয়ে উদ্বিগ্নমনা হইলেন॥ ৪৯॥

রোরূয়মানাং কৃপণা মার্ত্তবৎ পর্য্যদেবয়ন্।
বাচো বিক্রবিতা স্তা স্তা রুরুদুর্ভৃশ দুঃখিতাঃ॥ ৫০॥
তাগ্রস্থা রক্ষসা ঘোর রূপেণাত্মান মাত্মনা॥ ৫১॥

অন্বার্থঃ। সকল বালিকা গণেরা সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষসকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রোদনোন্মুখী ও অতিশয় দীনতাপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কাতরা হইলেন এবং ভয়যুক্ত চীৎকারধ্বনি করতঃ সকলে মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। ঘোররূপ রজনী চর

কর্তৃক গ্রাসিতা হইয়া সকলে প্রাণ প্রত্যাশায় সঙ্কুচিত গাত্রা, অতি ব্যাস্তসমস্তা হইলেন ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।—রাক্ষস গ্রস্তা সখীগণকে ব্যস্তসমস্তা দেখিয়া মহাদেবী শ্রীমতী রাধিকা তখন ঐ ক্রুর নিশাচরকে কহিতে লাগিলেন। ইত্যাভাসঃ।

অরে মানুষ মাংসাদ পাপাচার ন তেক্ষমং।

গ্রস্তুং মীনোজ্জলহ্রদে বিষপিণ্ডং যথামৃতঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বার্থঃ। অরে পাপাত্মা মনুষ্যমাংস ভুক্ রাক্ষস! আমার এই সখীগণকে গ্রাস-করিলে তোর কোনমতে কল্যাণ হইবে না। যেমন হ্রদ স্থিত অগাধ জলে বিষমিশ্রিত আহার গ্রাসকরিয়া মৎস সকল মৃত হয়, সেই রূপ আমাদিগকে গ্রাস করিলে তোর জীবন রক্ষা কদাচ হইবে না ॥ ৫২ ॥

ত্যজমাং নাভিজানাসি জীবেপ্সা যদিতে হৃদি।

সবয়স্যা তদামাং তং তংক্ষু মর্হযিবাক্ষস ॥ ৫৩ ॥

অন্বার্থঃ। অরে ক্রুরতাপরায়ণ! আমাকে ত্যাগ কর। তুই আমার স্বরূপ তত্ত্ব অনভিজ্ঞ, আমিকে তাহা জানিতে পারিস্ নাই। যদি তোর বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে শীঘ্র আমার সখীগণের সহিত আমাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হও ॥ ৫৩ ॥

ত্যজমাং যদিকল্যাণং বাঞ্ছসে রাক্ষসাধম।

সর্ব্বথাত্বাং হনিষ্যামি দেবযজ্ঞার্হণান্তকং ॥ ৫৪ ॥

অন্বার্থঃ। অরে দুরাত্মা রাক্ষসাধম! সর্ব্বতঃ প্রকারে আমি তোকে কহিতেছি, যদি তোর্ আত্মকল্যাণ ইচ্ছা হয় তবে আমাকে পরিত্যাগ কর। তুই দেবতাদিগের যজ্ঞ ও পূজাদির অপহারক, তোকে আমি অদ্য নিশ্চয় বিনাশ করিব ॥ ৫৪ ॥

তাদৃক দুর্ম্মদভুভার কারায়াজভূবার্থিতা।

শাসিতাস্মি বৃষগৃহে জাতা সর্ব্বসুরেশ্বরী ॥ ৫৫ ॥

অন্বার্থঃ। অরে পাপ নিশাচর! সকল দেবতার ঈশ্বরী আমি, তোর মত উদ্ধত যজ্ঞঘ্ন পুরুষদিগের শাসন কর্ত্রী, অতএব পৃথিবীর ভারহরণার্থ পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিতা হইয়া বৃষভানু রাজার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥

সৃজত্যেবংসংহরিত জাজন্ জন্মান্ জনৈরিহ।

স্থেয়ানন্ত্যান্ প্রাপ্তকালাত্বাং মাং বিদ্ধিপরাৎপরাং ॥ ৫৬ ॥

অন্বার্থঃ। অরেমূঢ়! সৃজন পালন সংহার আমা হইতে হয়, বিচক্ষণ জনেরা ইহা নিশ্চয় জানেন। উৎপত্তিকালে জন্মগ্রহণ করতঃ প্রাপ্তকাল পর্য্যন্ত আমাতে স্থিতিকরে, এবং সংহারকালে হত হইয়া আমাতেই গমন করে। অতএব অখণ্ড দণ্ডায়মান কালস্বরূপা পরমেশ্বরী বলিয়া আমাকে জানহ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এতদা শ্রুত্যুত্তরবাক্যং পরুষাক্ষর সংজ্ঞিতাং।

নমর্ষয়ন্ বচস্তস্যা রোষার্চ্চিরিবপাবকঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বার্থঃ। অঙ্গিরাকে পিতামহ কহিতেছেন, কালস্বরূপা পরাৎপরা পরমেশ্বরী রাধার পরুষোক্তি বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুর্ম্মেধা রাক্ষস তদ্বাক্য প্রতি মনোযোগ না করিয়া কটূক্তি প্রয়োগ বিবেচনায় মহাক্রোধে জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নির ন্যায় হইল ॥ ৫৭ ॥

জাজ্বল্য রোষতাম্রাক্ষো বচনঞ্চাহতাতদা।

যমদংষ্ট্রাভিঃসন্তরস্থা ত্বমেব পরিকথ্যসে ॥ ৫৮ ॥

অন্বার্থঃ। অতিশয় রোষে জাজ্বল্যমান তাম্রবর্ণ আরক্ত নয়ন হইয়া শ্রীরাধিকা প্রতি তখন সে এই কথা বলিল। রে পাপীয়সী! যমহস্তের মধ্যস্থিতা হইয়াও আবার এরূপ কথা কহিতেছ, অর্থাৎ আর কি তোমার জীবন মোক্ষের উপায় আছে? ইতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

দর্শয়েৎভানুতয় মদনত্বমিতো ধমে ॥ ৫৯ ॥

অন্বার্থঃ। রে অবলে! রে অধমে! রে ভানুতনয়ে! কিঞ্চিৎকাল স্থির হও এই তোমাকে আমি তপন তনয় সদন দর্শন করাইতেছি। পশ্চাৎ তুমি আমার যাহা করিতে পার তাহা করিবে এক্ষণে তুমি আমার আহর ভুক্তা উপস্থিতা হইয়াছ ॥ ইতিভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা বচনাস্তাস্ত ব্যাদায়ামস্যু বিস্তরং।

গ্রস্তুকামো গমৎ ক্ষিপ্রং রাহুশ্চন্দ্রসমং যথা ॥ ৬০ ॥

অন্বার্থঃ। নিশাচর এই কথা বলিয়া অনেক যোজন পরিমিত বদন বিস্তার করতঃ সখীগণ সহিত শ্রীরাধিকাকে গ্রাস করিবার বাসনায় অতিশীঘ্র আগমন করিতে লাগিল, যেমন পূর্ণশশধরকে রাহুগ্রহ গ্রাস করিবার জন্য গমন করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

তমাপতন্ত মালোক্য বিস্তৃতাস্যং ত্রিযোজনং।

অচিন্ত্যয় দমেয়াত্মা কথমেতদ্বয়ং ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

অন্বার্থঃ। তিনযোজন পথ ব্যাপিয়া মুখ বিস্তার পূর্ব্বক ঐ মহারাক্ষস আগমন করিতে লাগিল, অপরিমেয় আত্মা মহাদেবী শ্রীরাধিকা তখন আত্ম মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? কিরূপে আত্ম সখীদিগের পরিত্রাণ হইবে ॥ ৬১ ॥

সাধূনামবলম্বস্থা ঘোরাপদ সরাক্ষসাৎ।

বধোস্য দুষ্টশত্রোশ্চ বিনাশহিংসয়া ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর দেবী রাক্ষস হইতে সঙ্কট প্রাপ্ত সাধুদিগের পরিত্রাণ পথাবলম্বিনী হইয়া উগ্রভাবে ঐ দুরন্ত শত্রুবধ চিন্তা করিলেন, অর্থাৎ বাহু বিক্রম প্রকাশ না করিয়া সামান্যরূপে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৬২ ॥

এবং চিন্তাপরিত্যাঙ্গী সালীং কুৎক্ষামকর্ষিতঃ।
জগ্রাস তরসা ভোত্ত্য বদনাস্তুদরং গতা ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। এইরূপ চিন্তাপন্না মহাদেবী রাধিকা সখীগণের সহিত দণ্ডায়মানা হইলেন। অনন্তর ক্ষুৎকামে পরীত রাক্ষস অতি বেগে আগত হইয়া সখীগণের সহিত রাধিকাকে বিস্তৃত বদনে গ্রাস করিল, গ্রস্তমাত্রে মহাদেবী বয়স্যা গণের সহিত তাহার মুখ হইতে উদরমধ্যে প্রবেশিতা হইলেন ॥ ৬৩ ॥

ববৃধে সাত্বনা স্থানং তড়িচ্চপল রূপিণী।
দশযোজন বিস্তারং বপুষা বহতী শুভা ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। তড়িতের ন্যায় চঞ্চল রূপিণী রাক্ষসোদরগতা হইয়া দেবী আপন শরীরের বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। শুভজননী ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া আত্মদেহকে দশ যোজন পরিমিত বিস্তার করতঃ ব্যাপ্তময়ী হইলেন ॥ ৬৫ ॥

উদরং স্ফুট মাচ্ছিদ্যাসিনাপতদধো প্লুতাঃ।
নিরসাবযতাঃ সর্ব্বাঃ সখী রাশ্বাস্য সাদরা ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকা রাক্ষসোদর গতা হইয়া অসি দ্বারা তাহার উদরের চর্ম্মচ্ছেদন করিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ক্রুর নিশাচর সর্ব্ব প্রাণের সহিত বিযুক্ত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। তখন শ্রীরাধা আদরের সহিত সখীগণকে আশ্বাস করতঃ সেই উদরচ্ছিদ্র দিয়া সকলকে বাহিরে আনয়ন করিলেন ॥ ৬৬ ॥

অগচ্ছদ্বহিরব্যগ্রা পূর্ব্ববৎ পঞ্চহায়ণী।
তদ্বীক্ষ্য বিপুলং কর্ম্ম দেবাইন্দ্র পুরোগমাঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। অতি শীঘ্র শ্রীরাধিকা তাহার উদর হইতে বাহিরে আগত মাত্র পূর্ব্ববৎ পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা রূপিণী হইলেন। অনন্তর এই আশ্চর্য্যময় সুবিস্তারিত তাঁহার কর্ম্ম অবলোকন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৬৭ ॥

মুমুচুর্নৃতুঃ পুষ্পং জগুরাজঘ্নু রুল্বণং।
তুষ্টুবু স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তি নম্রাত্মা কন্দরাঃ ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। দেবগণেরা স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ করণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহবা দুন্দুভি বাদ্যঃ কেহবা সুস্বরে জয় সূচক সঙ্গীত, কেহ কেহ ভক্তিতে আনত মস্তক হইয়া দেবীর গুণ সমূহ উদ্গীরণ পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
ধুন্ধুমার বধোনাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডান্তর্গত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তর্ষি সংবাদে ধুন্ধুমারনামক রাক্ষসবধঃ দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অথ রাধা বিবাহার্থ বরান্বেষণ।

অঙ্গিরা উবাচ।—ত্বদাস্য পাথোজ বরামৃতাসবং পিবন্নোভ্যেতি মনো ন তৃপ্তিং ॥
গৃহীহিনাথাশু তদুদ্বহাত্মিকাং ক্রিয়াং প্রপন্নান্ বচসাং পুণীহিনঃ ॥ ১

অন্বার্থঃ। ধুন্ধুমার বধোপাখ্যান শ্রবণানন্তর অঙ্গিরা ঋষি জগৎ পিতা ব্রহ্মাকে কহিতেছেন। হে পিতামহ! তোমার প্রফুল্ল বদনকমল বিগলিত দেবী গুণামৃত পরমাসব, তাহা শ্রোত্র মুখে পান করিয়াও আমাদিগের মনের তৃপ্তি হইতেছে না? অর্থাৎ আরো পান করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে নাথ! আমরা তোমার শরণাগত পুত্র এবং শিষ্য আশু হৃদ গ্রন্থিচ্ছেদিনী শ্রীমতি রাধিকার গুণ বাহিনী ক্রিয়া কথানুবর্ণন দ্বারা আপনি আমাদিগকে আশু পবিত্র করুন॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—তামুদ্বীক্ষ্য বিশালোরু জঘনাক্ষী মুরু প্রভাং।
লাবণ্যৌদার্য্য সুগুণ শ্রীরূপোরু সুযৌবনাং ॥ ২ ॥

অন্বার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। মহারাজা বৃষভানু স্বকন্যা শ্রীমতিরাধাকে বিস্তীর্ণ উরু ও বিস্তীর্ণ জঘনা ও বিশাল নয়না, হাব ভাবাদি ভাব যুক্তা, অত্যন্ত প্রভা বিশিষ্ট ঔদার্য্য গুণশালিনী ও রূপ লাবণ্যযুক্তা এবং দিন দিন উদ্ভিন্ন যৌবনাক্রান্তা অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ২ ॥

রাজা স্মরশরেণাধি কৃতা মুত্তুঙ্গ বক্ষজাং।
সংপ্রৈষী দ্বন্দিনো দূতান্ যান্ যান্ নরবরেষু সঃ ॥ ৩ ॥

অন্বার্থঃ। অতি উন্নত পয়োধরা এবং অনুদিন মদন রাজার শরে অধিকৃতা কন্যাকে দেখিয়া পৃথিবীপতি পৃথিবীতে রাজবংশে যে যে সকল উত্তম রাজপুত্র আছে তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট বরান্বেষণার্থ গুণ বর্ণন সক্ষম বন্দী দূত সকলকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন॥ ৩ ॥

বরপ্রেপ্সু র্বরো রাজ্ঞা দশার্ণ বঙ্গকেষু চ।
কলিঙ্গাঙ্গ চীন হূন্ বিদর্ভ কাশি কোশলে ॥
সুরাষ্ট্রাবন্তি কুরুষু পাঞ্চাল মাথুরেষু চ।
ব্রজাকরেষু গ্রাম্যেষু স্বক্ষেষু বনজেষু চ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

অন্বার্থঃ। কন্যার বর প্রেপ্সু রাজা বৃষভানু কর্ত্তৃক আদিষ্ট বন্দীগণ ও ভট্টগণেরা বরান্বেষণার্থে চারিদিকে ধাবমান হইয়া রাজ্যে রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দশার্ণ, আনর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বারাণসী, অযোধ্যা, সুরাষ্ট্র, অবন্তী, হস্তিনা, কুরু-

জাঙ্গল, কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মথুরা ব্রজাকরাদি এবং তপোবনে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে অন্বেষণ করিতে লাগিল॥ ৪॥ ৫॥

সংমার্গমানো রাষ্ট্রেষু নাধ্যগচ্ছদ্বরং বরং।

দূতৈস্তৈর্দত্তদায়ৈশ্চ ভুক্তভোজ্যৈরশেষতঃ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। রাজদত্ত পাথের ধন দ্বারা পথি ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন পরায়ণ দূত সকল রাজ্যে রাজ্যে অশেষ মত অন্বেষণা করিয়া কোন রাজ্যে বা কোন নগরে কি কোন গ্রামে অসদৃশীরূপা শ্রীরাধিকার সদৃশ উত্তম বর সংপ্রাপ্ত হইল না॥ ৬॥

তেষু সর্ব্বেষু দূতেষ্বা বেদিতা বেত্থবেষু চ।

শনকো নিপুণো দৌত্যে কৃতনাম মহীভুজে॥

রাজ্ঞি প্রিয়ম্বদো নীতি বুদ্ধি পৈষল্য বিষ্বরঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। দূত সকল দেশ দেশান্তর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপ্রাপ্ত বর বিষয় রাজপুরতঃ আবেদন করিল। হে মহারাজ! পৃথিবীতলে রাজবংশে আপনার কন্যার সদৃশ বর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এতৎ শ্রবণান্তর দৌতকার্য্য কুশল, শনক নামক কোন রাজদূত নীতিজ্ঞ, সুবুদ্ধিমান অতি প্রিয়ম্বদ ও সর্ব্বভাবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, রাজসভাতে কহিতে লাগিলেন॥ ৭॥

অভাষত মহাভাগং বৃষভানুং নৃপাম্বরং॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। ঐ মন্ত্রী প্রবর তখন মহাভাগ্যধর নরশ্রেষ্ঠ রাজা বৃষভানুকে এই কথা বলিলেন। অর্থাৎ মহারাজ! যদি ক্ষত্রিয়বর অপ্রাপ্ত হয় তন্নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইবেন না, আপনি বৈশ্যরাজ, বৈশ্য জাতির মধ্যে উত্তম বর দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করুন্। ইতি ভাবঃ॥ ৮॥

শনক উবাচ।—হিতোপজীবি মদ্বাচ মায়তৌ হিত সৌখ্যদাং।

নরেন্দ্রা শ্রুত্য তে পথ্যং কুরুনৈশ্রেয়সংপরং॥ ৯॥

অস্যার্থঃ। শনক অতি প্রিয়ভাবে রাজাকে কহিলেন। হে নরনাথ! হে নরেন্দ্র আমি তোমার হিতসাধক অর্থাৎ হিতসাধনার্থঃ বেতন ভোগ করিয়া থাকি। তোমার সুখদ ও সুবিস্তীর্ণ যে বাক্য বলি তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া সেইরূপ কার্য্য কর, তাহাতে আপনার পরম হিত এবং মঙ্গল হইবে॥ ৯॥

কোশলে বসত স্তস্য মাল্যস্য জটিলাপতেঃ।

গোপান্বয় পুরোগস্য কুলেনৌজো ধনেন চ॥

কন্যা সুকৃতোযেন নীত্যা মাল্যস্য গোপতেঃ॥ ১০॥

অস্যার্থঃ। হে রাজন্! কোশলদেশ নিবাসি মাল্যক নামে এক গোপরাজ আছেন, তিনি ধনে মানে কুলে শীলে বাল সর্ব্ব গোপশ্রেষ্ঠ, এবং নীতিতে বশে

ও পুরে বল্লভম, তত্তুল্য গোপকুলে কেহই নাই, তিনি সর্ব্ব প্রকারে সকলের অগ্রগণ্য তাঁর পত্নীর নাম জটিলা॥ ১০॥

মদনো দুর্ম্মদদমা আয়ানোঽবরজঃ স্মৃতঃ।

ত্রিভ্রেপি সুনব সুস্থায়ানাবরজতা মিতাঃ॥ ১১॥

অন্বার্থঃ। ঐ মাল্যক গোপরাজের চারি পুত্র যথা, মদন, দুর্ম্মদ, দম এই তিন ভ্রাতার কনিষ্ঠ আয়ান, এই পুত্র চতুষ্টয় শোভনীয় রূপবান্ তন্মধ্যে আয়ান প্রখ্যাত রূপবানের মধ্যে গণ্য হয়েন॥ ১১॥

যশোদা কুটিলা রাজন্ প্রভাকর্য্যভিধা স্বসা॥ ১২॥

অন্বার্থঃ। জটিলা জঠর জাতা ঐ মাল্যের কন্যা ত্রয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ভ্রাতা চতুষ্টয়ের সহোদরা যশোদা, কুটিলা এবং প্রভাকরী॥ ১২॥

মদনোঽলম্ভুষাং নাম মিত্রদক্ষস্য গোপতেঃ।

তনয়াং চারু সর্ব্বাঙ্গী মুপযেমে বরাবব॥ ১৩॥

অন্বার্থঃ। মাল্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মিত্রদক্ষ নাম গোপের কন্যা অলম্ভুষাকে বিবাহ করেন॥ ১৩॥

দুর্ম্মদো বসুসেনস্য প্রভূত ধন গোপতেঃ।

ব্যবাহাববজাং কন্যাং সুদেবীং কমলেক্ষণাং॥ ১৪॥

অন্বার্থঃ। মদনেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্ম্মদ, তিনি প্রভূত ধনশালী গোপরাজ বসুসেনের কমলপত্র নয়না সুদেবী নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন॥ ১৪॥

দমো যামুনকাধীশ সুতা মাহৃত্য শৌর্য্যতঃ।

অনূঢাং শতপত্রাক্ষীং নাম্নাং গন্ধবতীং বলী॥ ১৫॥

পরিণীয়োপ ভুক্তেচানারতং রাজ সত্তম॥ ১৬॥

অন্বার্থঃ। হে রাজ সত্তম! তত্তৃতীয় ভ্রাতা মহাবলী দম, তিনি স্বীয় শূরতা-বলম্বন পূর্ব্বক যামুন দেশাধিপতি গোপরাজের সরোজ দলায়ত নয়নী গন্ধবতী নাম্নী অবিবাহিতা কন্যাকে অপহরণ করতঃ বিবাহ করিয়া নিরন্তর উপভোগ করিতেছেন॥১৫॥ ১৬

যশোদাং নন্দগোপায় প্রত্যুম্নে কুটিলাং দদৌ।

প্রভাকরী মম্বুজাক্ষীং দাদৌ হেমায় মাল্যকঃ॥ ১৭॥

অন্বার্থঃ। হে অবনীপতে! মাল্যক গোপরাজ আপনার প্রথমজা কন্যা যশোদা, তাহাকে ব্রজরাজ নন্দকে প্রদান করেন। দ্বিতীয়া কন্যা কুটিলাকে প্রত্যুম্ন নামক গোপকে দেন, তৃতীয়া কন্যা পদ্মপত্রাক্ষী প্রভাকরীকে হেম নামক গোপকে সম্প্রদান করিয়াছেন॥ ১৭॥

ভূরি গোরত্ন মহিষ মজাদি খর সেবিতং।

প্রভূত ধন ধান্যঞ্চ বহুবেশ্ম পরিচ্ছদং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ মাল্যক গোপ অপরিমেয় গোধন, মহিষ, অজ, মেষ, গর্দ্দভাদি ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত, আর প্রভূত ধন ধান্য সম্পন্ন, তাঁহার ঋদ্ধিমৎ গৃহ বহু নিকেতন গৃহাট্টালিকাদি ও অমূল্য পরিচ্ছদাদিতে উপসেবিত হয়েন ॥ ১৮ ॥

রত্ন মাণিক্য হিরৌঘ মণিবাসো বরাসনৈঃ।

রাজপট্ট মহারত্ন দাসীদাস শতাবৃতং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। নানারত্ন মণি মাণিক্য অপূর্ব্ব বসন ও উত্তমাসন এবং রাজপট্ট মহারত্ন হীরক নিকরে মাল্যক গোপপতির বরবেশ্ম পতিপূর্ণ, আর শত শত দাস দাসীতে নিরন্তর পরিবৃত ॥ ১৯ ॥

ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈ শর্ব্ব্য চোষ্যৈ লেহ্যপেয় বরাবৃতং।

নরাজা রাজবৎ সর্ব্বং তদগৃহং বহুলর্দ্ধিমৎ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। ভক্ষ্য, ভোজ্য, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চতুর্ব্বিধ আহারীয় সামগ্রীতে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ, তিনি রাজা নহেন কিন্তু রাজগৃহের ন্যায় বহুতর ঐশ্বর্য্য সমন্বিত তদগৃহ পরিশোভিত হয়। অর্থাৎ অতুলৈশ্বর্য্যবান পুরুষ, তাঁহার তুল্য গোপজাতিতে ধনী অতি বিরল। ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

আয়ানোঽবরজ স্তেষা মকুতোভাহ সংশ্রিয়ঃ।

সিংহহর্ষ গতিঃ শ্রীমান্ মত্তমাতঙ্গ বিক্রম ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। মাল্যকের পুত্র আয়ান, পূর্ব্বোক্ত তিন ভ্রাতার কনিষ্ঠ, অকুতোভাহ তিনি অতি শ্রীমান্ সিংহের ন্যায় খেলগতি প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, অতিশয় তেজস্বী হয়েন ॥ ২১ ॥

রূপলাবণ্য পৈবল্য গতিমাধুর্য্য ভাষণৈঃ।

বাহুবল পরাক্রান্তোৎসাহোদ্যোগ গুণৈর্ব্বরঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ আয়ান অতুল্য লাবণ্যবিশিষ্ট, অনুত্তম পেষণগতি মধুরভাষণ দ্বারা সর্ব্বলোকের প্রিয়, বাহুবল পরাক্রমযুক্ত, সর্ব্বোদ্যোগ ও সর্ব্বোৎসাহ সমন্বিত অশেষ-গুণে সর্ব্বত্র বিখ্যাত পুরুষ ॥ ২২ ॥

নাধ্যগচ্ছৎ বিনাতং তে বরং নরবরেশ্বর।

নগরেষুচ রাষ্ট্রেষু দেশ গ্রামঁ ব্রজাকরে ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাজাধিরাজ! বিনা মাল্যক পুত্র আয়ান, কোনদেশে, কোন নগরে বা ব্রজ আকরে কি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া কোন রাজ্যে আপনার কন্যার সমতুল্য বর আমরা প্রাপ্ত হইলাম না ॥ ২৩ ॥

ভ্রমমানাঃ পৃথং বিষয়লেতে ন বধিঙ্গিতং।
নয়োষন্তে মহাবাহো কন্যার্থে বরলক্ষণং॥ ২৪॥

অন্বয়ার্থঃ। বরনাম শব্দানুসারে আমরা ও যে স্থানে পাত্র আছে শুনিলাম সেই স্থানেই আমরা গমন করিয়াছিলাম ও তদ্ভিন্ন নানাদেশে অন্বেষণ করিয়া, হে রাজন্! বিদ্বন্! তব কন্যাযোগ্য উত্তমবর কোনদেশেই লাভ করিতে পারিলাম না, হে মহাবাহো! এক্ষণে যে বিহিত হয়, তাহা আপনি করুন্॥ ২৪॥

ব্রহ্মোবাচ।—ব্যাহৃতবাক্যং কৃতিং দূতমর্হ্য মর্হন্মহীপতিঃ।
স্বান্তাজ্ঞালী প্রজা ধাত্রে বরং নরবরং বৃকঃ॥ ২৫॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিতেছেন। বৎস! মহীপতি বৃষভানু, কর্ম্মকুশল দূতের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যার উপযুক্ত মনুজ শ্রেষ্ঠ বরানয়নার্থ, অন্তঃপুরস্থা পদ্মমালিনী রাজমহিলার সহচরীগণকে আজ্ঞা করিলেন॥ ২৫॥

ততোবাচ মুবাচেদং প্রসন্নস্বান্ত চন্দ্রমাঃ।
যাহিতং বরয়স্বাশু বরমানয় সত্বরং॥ ২৬॥
বচনান্মে মহাভাগ যদীচ্ছসি হিতং মম॥ ২৭॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর চন্দ্রতুল্য সুপ্রসন্নচিত্তে রাজা মন্ত্রীবর শনককে কহিলেন॥ হে মন্ত্রিন্! তুমি যদি আমার হিত চিন্তক হও তবে অচিরাৎ এই সকল সখীগণ সমন্বিত হইয়া, হে মহাভাগ! আমার বাক্যানুসারে বরানয়নার্থঃ সত্বর গমন করহ। অর্থাৎ তোমাভিন্ন অন্যদ্বারা এতৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না?॥ ২৬॥ ২৭॥

ব্রহ্মোবাচ।—সৈব্য সুগ্রীবযুক্তেন রথেন চতুরঙ্গিনা।
যযৌকোশল রাজস্য বিষয়ে গোপবেশ্মনি॥ ২৮॥
আমন্ত্রণার্থং রম্ভোর্ব্বা বিবাহায় মহামনাঃ॥ ২৯॥

অন্বয়ার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মণ! দৈব সুগ্রীব অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মন্ত্রীবর রাজদুহিতা রম্ভোরু রাধিকার বিবাহার্থ ববানয়নের নিমিত্ত এবং অন্যান্য আত্মীয়গণকে বৈবাহিত নিমন্ত্রণ করণ জন্য কোশলরাজার অধিকারে মাল্যক গোপের ভবনে গমন করিলেন॥ ২৮॥ ২৯॥

তদাকর্ণ্যবচঃ ক্রুর, মহিতং শোকবর্দ্ধনং।
দীর্ঘচিন্তা পরীতাত্মা নিঃশ্বাস পরমাভবৎ॥ ৩০॥

অন্বয়ার্থঃ। অতিক্রুরতর অহিত ও শোকবৃদ্ধির কারণ পিতা বৃষভানুর এই বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীমতিরাধিকা অতিশয় চিন্তাতে আপন্না হইলেন। এবং পরম বিষণ্ণচিত্তা হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥

নবক্তং স্বপতী স্বাপ-মিতা যেন্দ্রিয় কোচনং।
অশ্নতীতিষ্ঠতি স্নাতী গাত্রাণি পরিমার্জ্জতী ॥ ৩১ ॥
ব্রুবতী গায়তীগীতং শিল্পকর্ম্মাণি কুর্ব্বতী।
নলেভে মনসন্তুষ্টিং ভ্রান্তস্বান্তা সদা ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মণ! আয়ানের সহিত পিতা আমার বিবাহ দিবেন, আত্মপক্ষে এই কথাকে অশুভকরী জ্ঞানে শ্রীমতিরাধা মহতী চিন্তায় চিন্ত্যমানা হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রিয় সকল ভাবনাতে সঙ্কুচিত হইল। ভোজন করিয়া কি দণ্ডায়মানা থাকিয়া বা সুস্নাতা হইয়া, অথবা নানা শোভন সুগন্ধ দ্রব্যে গাত্রমার্জ্জনা দ্বারা, বা সখীগণের সহিত নানা প্রবন্ধে কথা বার্ত্তা করিয়া কি সুস্বরালাপে সংগীত গাইয়া, অথবা বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বিবিধ শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিছুতেই মনের সন্তোষতা লাভ করিতে পারিতেছেন না, নিরন্তর ভ্রান্তা হইয়া উদ্বিগ্নান্তরা হইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

পুরৈব শাপিতা তেন কৃষ্ণেনাহং মহাত্মনা।
কেনোপায়েন তং ক্ষিপ্র মাপ্স্যে ধোক্ষজ মব্যয়ং ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। আয়ানকে বরনিরূপণ করাতে শ্রীমতি রাধিকা আত্মমনে তখন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হা? আমার এক্ষনে উপায় কি? পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমি অভিশপ্তা হইয়া রহিয়াছি, আমার পাণিগ্রহণ প্রাকৃত মনুষ্যে করিবে? সেই সময় কি এই উপস্থিত হইল? এখন কি উপায় দ্বারা সেই অধোক্ষজ অব্যয় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেন, এবং আমি শীঘ্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হই ॥ ৩৩ ॥

আল্যালীশত সংহূয় যযৌ কচ্ছং যম স্বসুঃ।
কাত্যায়নী ব্রতচ্ছদ্মারিরাধয়িষু রচ্যুতং ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। ইতি চিন্তা পরায়ণা রাধা আপনার শত শত সখীগণকে আহ্বান করতঃ সসমভিব্যাহারে লইয়া কাত্যায়নী ব্রতের ছলে শ্রীকৃষ্ণারাধনেচ্ছুকা হইয়া স্বচ্ছতোয়া কালিন্দী তীরে সমাগতবতী হইলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্বেন বৃন্দপ্রচারৈঃসা কালিন্দী লহরীবৃতে।
বিটপী বিটপচ্ছন্ন ছায়ে গুঞ্জন্ মধুব্রতে ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ কলিন্দ নন্দিনী যমুনা আপনার তরঙ্গ সজ্ব বিস্তার করতঃ আপনাকে অতি শোভনীয়া করিয়াছেন। আকীর্ণ তরুরাজিচ্ছায়াতে বনরাজি অতিমনোরম দৃশ্য হইয়াছে, উৎফুল্ল কুসুমরাজিতে মকরন্দলোলুপ মধুকর নিকর নিবিষ্ট হইয়া গুঞ্জন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

ব্রততী শত সংচ্ছন্নে নানা কুসুমগন্ধিতে।
আরাধয় জগন্নাথং পরং নিয়ম মাস্থিতা ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। বিস্তীর্ণ পুষ্পবতী শত শত লতার সংচ্ছন্ন এবং নানা সুগন্ধি কুসুম গন্ধে সুগন্ধিত স্থানে শ্রীরাধিকা পরম নিয়মে অবস্থিতা হইয়া জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণকে পতিলাভ করিবার নিমিত্ত আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

এক ভক্তাদিবাহারা নিশাশনিশনা কচিৎ।
পয়োশনা ফলাহারা পয়ঃফেনা শনা কচিৎ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতি কৃষ্ণপতি প্রাপ্তির আশয়ে কঠিনতর রূপে কৃচ্ছব্রত ধারণ করিলেন। কখন দিবাতে একবার আহার করেন, কখন বা রাত্রিতে একাহার করিয়া থাকেন, কখন বা অনশন কখন বা ফলমাত্র ভোজনে, কদাচিৎ দুগ্ধফেন পানে দিবসাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

অপর্ণরস সম্ভোজ্যা নিনায়াহ্ন শতঞ্চসা।
জিতেন্দ্রিয়া জিতশ্বাসা স্বাত্মারামাব্যরীরমৎ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। কখন শুদ্ধ জলমাত্র আহার, কখন কেবল পত্ররস পান করেন এইরূপে শ্রীমতি বহু দিবস অতিপাত করিলেন। বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়কে জয় করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণা হইয়া আত্মরঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

তপসী তপতাং শ্রেষ্ঠা কন্দুকেনেব শোভকাঃ।
সাভূদনুদিনং ক্রোশাৎ কান্ত কান্তি রনুত্তমা ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহাতপস্বিনী সর্ব্ব তপস্বী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা বাল ক্রীড়ার ন্যায় অবলীলায় কঠিনতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপঃপ্রভাবে সমস্ত কান্তিমৎ হইতে অনুদিন কমনীয় পরমোত্তম কান্তিমতী হইলেন ॥ ৩৯ ॥

শিতপক্ষে শশিকলা লাবণ্য বারিধিস্নতা।
রূপৌদার্য্য শ্রিয়াবাচা গমনেন শুচিস্মিতা ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। পবিত্র হাসিনী শ্রীরাধিকা লাবণ্য রূপ জলধিমগ্না শুক্লপক্ষীয়া চন্দ্রকলার ন্যায় রূপে ও ঔদার্য্য, শ্রীতে এবং মাধুর্য্য বচনে ও সুললিত গতি দ্বারা পরম শোভনীয়া হইতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

মধুর প্রেম গম্ভীর স্বাত্তাজালী সুখাবহা।
নাম্নাসীদাস্য পাথোজঃ প্রফুল্ল ইবনিত্যশঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। সুমধুর প্রেম গম্ভীরতায় সুনিপুণা ও সর্ব্বজনের হৃদয়ানন্দ দায়িনী তাঁহার নামোচ্চারণে যেমন সকলের হৃৎপদ্ম প্রফুল্লিত হয়, সেইরূপ উৎফুল্লকমল সদৃশ নিয়ত তন্মুখ শোভা সমৃদ্ধা হইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

ক্লিষ্টায়া তপসোগ্রেণাভিমানুষ মুর্তেরপি।

শ্রীমতিগ্মু করৈর্মুক্তা সরসীব সরোরুহাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবতা ও মনুষ্যের অসাধ্য উগ্রতপঃ দ্বারা ক্লিষ্টা হইয়াও শ্রীরাধিকার কান্তি শোভার হানি হয় নাই। যেমন অতি উগ্র চণ্ডাংশু প্রভাকর সন্তপ্ত হইলেও সরোবর জলে সরোজ রাজি আত্ম প্রসন্নতাকে পরিত্যাগ করে না ॥ ৪২ ॥

তপতীং তপসালোকান্ বীক্ষ্যেমাং মাধবোরিহা।

আবিরাসীৎ পুরস্তস্যা নবীন নীরদচ্ছবিঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তপস্বীদিগের ন্যায় শ্রীরাধিকা ঘোর আড়ম্বরে তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাকে তপঃ ক্লিষ্টা দেখিয়া সর্ব্ব শক্র শ্রীপতি ভগবান নারায়ণ নবীন নীল নীরদ ন্যায় পরম মনোহর রূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

মঞ্জুগুঞ্জাবতংসঃ শ্রীলক্ষ্মা লক্ষিত বক্ষসঃ।

প্রসন্নারুণ পাথোজ বরাস্য স্তেজসা জ্বলন্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কিবা গুঞ্জপুষ্প গুচ্ছে পরিশোভিত মনোহর বেশ, শ্রীবৎস চিহ্নে অঙ্কিত বক্ষঃস্থল, প্রস্ফুটিত সরসিরুহ সদৃশ বদনারবিন্দ, জাজ্বল্যমান ব্রহ্ম তেজ দ্বারা উদ্দীপ্ত কান্তিমান ॥ ৪৪ ॥

বেণুমঞ্জুল সংগীত রসিকোজ্জ ধরাসনঃ।

বর্হি বর্হশিখঃ শ্রীমান্ ভৃগুজিহ্ববর চিহ্নিত ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মনোহর বেণু সংগীত পরায়ণ রসিকবর পদ্মাসন স্থিত এবং ময়ুর পুচ্ছ সমন্বিত মুকুট শোভিত মস্তকমণ্ডল, শ্রীবৎস ভৃগুপদ চিহ্নে চিহ্নিত পরিশোভিত উরঃস্থল হয় ॥ ৪৫ ॥

বনমালানি গুঞ্জদ্ভ্রকুসুমমনোরাজি রাজিতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। নানা প্রকার কুসুম পরিগ্রথিত বনমালা গলদেশে দোদুল্যমানা তাহাতে মধুপানাসক্ত ভ্রমর পংক্তি সুমধুর গুঞ্জরবে উড্ডীয়মান হইতেছে ॥ ৪৬ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ বর বিমূর্দ্ধ রেখয়া বক্তৌ।

গোষ্পদেন বরাংঘ্রীদ্বৌ বিভ্রদ্বাহুসুবর্ত্তুলৌ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও বিন্দু, ঊর্দ্ধরেখাদি চিহ্ন ও গোষ্পদাঙ্ক চিহ্নিত চরণতল দ্বয় সুদীপ্যমান এবং গূঢ়াস্থি বর্ত্তুলাকার বাহু যুগল সুশোভিত হয় ॥ ৪৭ ॥

আজানুলম্বিতৌ শশ্বৎ হ্রদবন্নিম্ন নাভিকঃ।

গয় প্রহ্লাদ দৈত্যেন্দ্র শুক নারদ সেবিতঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আজানুপরিলম্বিত মৃণালায়ত ভুজ যুগল, কূপের ন্যায় অতি গভীর নাভী মণ্ডল, গয়রাজা ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যেন্দ্র সকল, এবং শুকদেব ও নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ৪৮ ॥

কাশয়ন্ স্বান্ত পাথোজং যেষ্কা হংসকরৈর্বিভুঃ।

মধুর প্রেম গম্ভীর গিরোবাচ হসংস্তদাং ॥ ৪৯ ॥

অন্বার্থঃ। সেই মনোহর রূপ দর্শনে সকলের হৃদয় পদ্ম প্রফুল্লিত হয়, যেমন সূর্য্য কর দ্বারা নলিনী রাজি প্রফুল্ল হইয়া থাকে, প্রেম গর্ভ সুমধুর রস পূর্ণ গম্ভীর বাক্যে হাসিতে হাসিতে শ্রীহরি শ্রীরাধাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

মা মাংতাপয় লোকাংশ্চ তপসাতে সুরেশ্বরি।

ক্রীতোহং দাসবত্তেহং বরয়ত্বং যদীপ্সিতং ॥ ৫০ ॥

অন্বার্থঃ। হে সুরেশ্বরী! তুমি এক্ষণে তপস্যার বিরাম কর, এই উগ্রতপ দ্বারা আমাকে এবং ত্রিলোককে আর তুমি তাপযুক্ত করিহ না? আমি তোমার ক্রীত দাসের ন্যায় বাধ্য হইলাম। এখন আমার নিকট মনোভিলষিত বর তুমি যাচ্ঞা কর ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—নির্মীল্য নয়নে তঞ্চ বীক্ষ্যাভ্যুত্থায় সত্বরা।

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য পূতাত্মা কৃতাঞ্জলি রথেশ্বরম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীরাধিকা ভগবদীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়নযুগল উন্মীলন পূর্ব্বক সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। এবং অতি সত্বর গাত্রোত্থান করতঃ প্রণাম পুরঃসর মানসোপচার দ্বারা পূজা করিয়া আপনাকে পবিত্রা করিলেন অনন্তর কৃতাঞ্জলি বদ্ধ-পাণি হইয়া ভগবানকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫১ ॥

দেব্যুবাচ।—ধর্ম্ম গার্হে্যন ভগবন্ মা মা মা ক্ষিপতে নমঃ।

দাস্যহংতে বিভীতাস্মি ভীরুত্রাণ সুরারিহন্ ॥ ৫২ ॥

অন্বার্থঃ। অতি বিনয় পূর্ব্বক মধুরাক্ষরে শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন। হে ভগবন্! সুরারিহন্! তুমি আমাকে জুগুপ্সিত ধর্ম্মে নিঃক্ষেপ করিও না, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের ভয়চ্ছেত্তা, আমি তোমার দাসী, অতিশয় ভীতা হইয়াছি, হে নাথ! আমাকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৫২ ॥

নাথ তেঽহং পদাম্ভোজৌ প্রণমে প্রহ্বকন্ধরা।

আয়ানায় পিতাদাতু মামিচ্ছতি বরাননম ॥ ৫৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে বরমুখ! নত শিরস্কা হইয়া তব পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রণাম করিয়া কহিতেছি! কোশল দেশজাত মাল্যক গোপের পুত্র আয়ানকে আমায় সম্প্রদান করিতে পিতা সম্মতি করিয়াছেন। একারণ আমি অত্যন্ত ভীতা হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥

কথমন্যো নরঃক্ষুদ্র ত্বাং বিনা ত্বৎপরায়ণাং।

মামুদ্বহেদচ্চে ত্বং জ্ঞা মুখহিব্যলি মানদ ॥ ৫৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে মানপ্রদ! হে মধুসূদন! আমি ত্বৎপরায়ণা, তোমাভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র মানবে আমাকে কি প্রকারে বিবাহ করিতে যোগ্য হইবে? ইহা চিন্তা করিয়া আমি

অতিশয় লজ্জিতা হইতেছি অতএব হে নাথ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক তুমি আমাকে বিবাহ কর। নচেৎ আমি এ প্রাণ রাখিতে কদাচ সক্ষম হইব না ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫৪॥

প্রিয়ে পাষাণ মাবধ্য কণ্ঠেহব্ধৌ পতিতা তদা।

কথমোপেক্ষসে সিংহ পৃষ্ঠমাংসানি খাদিতুং॥

শ্বান মায়াত মায়াতু ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ। হে পুরুষসিংহ। তুমি আমাকে শরণাগতা জানিয়াও কি প্রকারে উপেক্ষা করিতেছ, সিংহের পৃষ্ঠস্থ মাংস, ভোজনার্থে সমুদ্যম পূর্ব্বক কুকুর সমাগত হইবে? হা? পরমেশ্বর! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যখন তুমি পরিত্যাগ করিবে তখন আমি বৃহৎ শিলা কণ্ঠে বন্ধন করিয়া অগাধ সমুদ্রে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব॥ ৫৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাভাষিত মাকর্ণ্য বচো মধুরিপু হরিঃ।

মুঞ্চতীং শোকজং বারি বীক্ষ্যাঙ্কে বিনিবেশ্যতাং॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিতেছেন। হে বৎস! শ্রীমতি রাধিকার এইরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করতঃ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যুগল নয়নে অবিরত অশ্রুজল পতিত হইতেছে এবম্ভুতা সেই শ্রীরাধাকে দেখিয়া সত্বর আপনার কোলে আনিয়া বসাইলেন॥ ৫৬॥

বিমৃজ্য নয়নে তস্যা শ্চুচুম্ব বদনং মুদা।

সান্ত্বয়া মাস গোবিন্দ শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া গিরা॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। ভগবান্ সস্নেহে স্বীয় পীতাম্বরের অঞ্চল দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়ন যুগল মার্জ্জনা করিয়া পরম হর্ষে বদনারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং পরমানন্দে সুমধুর স্নিগ্ধ বাক্যে গোবিন্দ তাঁহাকে বিস্তর আশ্বাস করিলেন॥ ৫৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।—মাভৈঃ সুশ্রোণি শৃণুমে বচনং হিতমাত্মনঃ।

উপায়স্থাস্তে পদ্মদল প্রভ শুভাননে॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। শ্রীভগবান শ্রীমতিকে কহিতেছেন। হে কমলাসদৃশ শোভন মুখি! হে সুশ্রোণি! ভয় কি? কেন এত ভীতা হইতেছ তোমার ভয় নিবারণের বিস্তর উপায় আছে অতএব আমি তোমার আত্ম হিতকর যে বাক্য বলি তুমি তাহা শ্রবণ কর॥ ৫৮॥

সোহপিজাতো মমাংশেন বরবর্ণিনি কিং ভয়া॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। হে বরবর্ণিনি! তাহাতে তোমার কি ভয়? তুমি যে আয়ানকর্ত্তৃক পরিণীতা হইবার জন্য ভয় করিতেছ, সেই আয়ান আমারি অংশ, সে অন্য ক্ষুদ্র মানব নহে॥ ৫৯॥

অস্তুস্মদংশজো নাথ তেনাহ প্রিয়ে সকৃৎ।

মন্নিয়োক্তে পুমোরজ্জুং গলেবধ্বা ন সংশয়ঃ॥ ৬০॥

অন্বার্থঃ। হে নাথ! সে তোমার অংশজ হয় হউক আমি একবারও তাহাকে মনে প্রিয় করিয়া ভাবিব না। যদি সে আমার পাণিগ্রহণ করে তবে আমি আত্ম গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া তোমার সাক্ষাতেই প্রাণত্যাগ করিব, নিশ্চয় কহিলাম ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৬০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—সুশ্রোণি নানৃতং বচ্মি বাচংতেহং সুমধ্যমে।

বচনং কল্পিতং পূর্ব্বং কথমেবং প্রভাষসে ॥ ৬১ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন। হে সুশ্রোণি! হে শোভনমধ্যে! শ্রবণ কর, আমি বৃথা বাক্য তোমাকে বলি নাই। এ বচন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে স্মরণ কর, ইহা তুমি জানিয়াও কি প্রকারে এখন এমন কথা বলিতেছ? ॥ ৬১ ॥

পতিদ্বৈধে'হি নারীণাং মহান্ দোষঃ প্রজায়তে।

ধর্ম্মং পুণ্যঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ সর্ব্বং নশ্যতি নান্যথা ॥ ৬২ ॥

অন্বার্থ। হে রাধে! তুমি নিশ্চিত অবধারণা কর, এক স্ত্রীর দুই পতি হইলে মহান্ দোষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ধর্ম্ম, পুণ্য, কীর্ত্তি এ সমস্তই নাশ পায় তাহার অন্যথা নাই

দেব্যুবাচ।—নাহংতেন রমে ক্বাপি প্রাণাযাস্যন্তি যদ্যপি।

কার্পণ্য মাপ্তদেহেন নহে স্ত্রীহ প্রয়োজনং ॥ ৬৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে নাথ! যদ্যপি আমার প্রাণ সকল বিয়োগ হয় সেও উত্তম কল্প তথাপি তাহার সহিত কখন রতি কার্য্যে লিপ্তা হইব না? আমি তোমাকে নিশ্চিত কহিলাম, সুতরাং দীনতা প্রাপ্ত এমন দেহে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ৬৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—উপায়স্তে প্রবক্ষ্যামি মানসোত্তাপনাশনং।

তদুদ্বাহোৎসব প্রেক্ষা সিদ্ধার্থং মাতুলগৃহং।

মাত্রা গমিষ্যে তদনু মাতুলাঙ্ক গতোস্ম্যহং ॥ ৬৪ ॥

অন্বার্থঃ। ভগবান শ্রীরাধাকে এই কথা কহিলেন। হে রাধে! পূর্ব্ব বাক্য মিথ্যা কদাচ হইবে না। এক্ষণে তোমার মনের উত্তাপ নাশন যে উপায় আমি বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার মাতুল আয়ান, তাঁহার বিবাহ মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত মাতা যশোদার সহিত আমি মাতুলগৃহে গমন করিব, তদনন্তর মাতার ক্রোড় হইতে মাতুলের অঙ্কগত হইব ॥ ৬৪ ॥

আয়াস্যে ত্বৎ পিতুর্গেহং ক্রোড়গো মাতুলস্যহং।

ত্বং ভ্রংশয়িষ্যা দায়ানং পুং ত্বাৎ কৈতব মাতুলং ॥ ৬৫ ॥

অন্বার্থঃ। হে রাধে! আমি মাতুল আয়ানের ক্রোড়স্থিত হইয়া বিবাহকালে তোমার পিতা বৃষভানুর ভবনে আগমন করিয়া, তদনন্তর শঠতা দ্বারা আয়ানকে পুরুষত্ব হইতে নিবর্ত্ত করতঃ নপুংসক করিব? ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্যঃ। যখন বিবাহকালে আয়ানের ক্রোড়গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গমন করিবেন উদ্যোগ করিয়াছেন তখন আয়ান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গত থাকিবেক, সুতরাং বৈবাহিকোপকরণ কৃষ্ণের গ্রহণ করাই সুসিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে রাধার পরিণয় শ্রীকৃষ্ণেরই সিদ্ধ হইবেক ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

উপায়স্থাপ্য ধর্ম্মেণ ত্বামহং মত্তকাশিনি।

লোকাজ্জানন্তু পরমং নবৌ গুহ্যতরং রহঃ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়ে! আমি ধর্ম্মের সহিত এই উপায় স্থির করিয়া তোমাকে কহিলাম। হে মত্তকাশিনি! স্পষ্টরূপ লোকে জানিবে রাধার সহিত আয়ানের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমার ও আমার পরম গোপনীয় পরম তত্ত্ব রহস্য কেহই জানিতে পারিবে না ॥৬৬ ॥

সমস্তেহহং ততো দেবি যথেপ্সিত মনিন্দিতে।

আয়ান পত্নীং ত্বাংসর্ব্বে জানন্তু লোক সংঘবাঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে অনিন্দিতে! সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি রাধে! আমি তাহার সহিত আসিয়া তোমার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ করিব। হে দেবি! কিন্তু পরম রহস্য না জানিয়া সকল লোকেই তোমাকে আয়ানের পত্নী বলিয়া জানুক ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীর্য্য প্রিরহিতং প্রিয়ায়াং প্রিয়মাত্মনঃ।

পুনরাহ বচঃ কৃষ্ণোললিতং রঞ্জয়ন্ প্রিয়াং ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার হিত এবং প্রিয় বাক্য কথনানন্তর আত্ম হিতসাধক অতি প্রিয় সুললিত বাক্যে শ্রীমতিকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—প্রীতোহহংতে প্রিয়তমে পুনস্তেহহং বরং দদে।

স্মৃতৌ প্রাগেব তেনাম স্মরিষ্যতি জনঃ সদা ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীভগবান্ শ্রীমতিকে কহিতেছেন। হে প্রিয়তমে! শ্রীরাধে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীতিযুক্ত হইয়াছি, একারণ তোমাকে পুনর্ব্বার আরও এক বর প্রদান করিতেছি। অদ্যাবধি মন্নাম চিন্তকজনেরা তোমার রাধানাম পূর্ব্বে সংযুক্ত করতঃ সর্ব্বদা আমার এই কৃষ্ণনাম স্মরণ করিবে ॥ ৬৯ ॥

প্রাগ্রাধেতি পদং দত্বা চানুকৃষ্ণপদং প্রিয়ে।

স্মরন্নিত্যং জনোবিদ্বন্ মোক্ষভাগ্ জায়তে হিসঃ ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়ে! হে রাধিকে! যে সকল জ্ঞানবান ব্যক্তি অগ্রে রাধা এই শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক তৎ পশ্চাৎ কৃষ্ণ শব্দ যোগ করতঃ নিত্য স্মরণ করিবে সেই ব্যক্তি নিশ্চিত পরম মোক্ষ ভাজন হইবে ॥ ৭০ ॥

ত্রিকালৈনাং সমুহস্ত্র স্মরণান্নাশ যেতিহ।

গোব্রাহ্মণ ব্রহ্মনারীনাং হত্যা বিশ্বাস ঘাতকঃ ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে বর বদনে! যে ব্যক্তি প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই ত্রিকালে রাধাকৃষ্ণ যুগল নাম জপ করে, তৎক্ষণাৎ গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা বালকহত্যা আর বিশ্বাস ঘাতকাদি সমস্ত পাপ তাহার বিনাশ হয়। ৭১॥

পৃতস্নো বৃষলী ভর্ত্তা সুরাপী সোমবিক্রয়ী।

অগম্যাগমনং যত্রস্কৃতং স্বর্ণ হরস্তথা॥ ৭২॥

রাধাকৃষ্ণেতি পঠনান্মুক্তিমেতি ন সংশয়ঃ॥ ৭৩॥

অস্যার্থঃ। কৃতঘ্ন, সুরাপান শীল, শুক্র বিক্রয়কারক, অগম্যা স্ত্রী গমন কর্ত্তা আর শূদ্রাদির স্ত্রী সম্ভোগ কৃৎ ব্রাহ্মণ এবং স্বর্ণাপহারী ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণ এই যুগল নাম উচ্চারণ করলে সর্ব্ব পাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরামুক্তি লাভ করিবে তাহাতে সংশয় মাত্র নাই॥ ৭২॥ ৭৩॥

রাধাকৃষ্ণেতি যেনাম সুস্মৃতোগোপনন্দিনি।

মহাপাপোপ পাপৌঘ কোটিশো যান্তি সংক্ষয়ং॥

মৎসাযুজ্য পদমিতো মোদতে দেববৎ সদা॥ ৭৪॥

অস্যার্থঃ। হে গোপনন্দিনি রাধে! রাধাকৃষ্ণ এই দুই নাম যে ব্যক্তি নিয়ত অনুস্মরণ করিবেক, মহাপাপও উপপাপ প্রভৃতি কোটি কোটি পাতক তাহার বিনষ্ট হইবে। অন্তে দেহাবসানে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মম লোকে গমন করতঃ মৎ সাযুজ্য পদ প্রাপ্তে সর্ব্বদা মম সান্নিধ্য দেববৎ প্রায় হইয়া পরমানন্দে অধিবাস করিবেক॥ ৭৪॥

মমনাম পদস্থাদা বুচ্চার্য্য মোহতে পিবা।

শক্তিং স্মৃতিং জপন্মর্ত্যো ভ্রূণহত্যা ফলং লভেৎ॥ ৭৫॥

অস্যার্থঃ। যদ্যপি মোহ প্রযুক্ত বা ব্যাজোক্তি ক্রমে পরিহাস ছলে কেহ আমার নাম অগ্রে উচ্চারণ করতঃ পশ্চাৎ তোমার রাধানাম সংযুক্ত স্মরণ করিলে ভ্রূণহত্যা জনিত যে পাতক, সেই পাতক গ্রহণ করিতে হইবেক॥ ৭৫॥

কৃষ্ণ রাধেতি যোব্রূতে মোহাদজ্ঞানতোপিবা।

কোটি জন্মকৃতং পুণ্যং ক্ষণাদেব বিনশ্যতি॥ ৭৬॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণ রাধা বিপরীত ক্রমে এই নাম যে উচ্চারণ করিবে তাহার কোটি জন্মকৃত পুণ্য রাশি তৎক্ষণ মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যাইবেক॥ ৭৬॥

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।

বিপর্য্যয়ে ব্রহ্মহত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৭॥

অস্যার্থঃ। কেবল পুণ্যনাশ মাত্র নহে প্রথমতঃ রাধা পদ উচ্চারণ করিবে ইহার বিপরীত উচ্চারণে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ লাভ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৭৭॥

ব্রহ্মোবাচ।—আশ্বাস্য মধুরালাপৈ র্হিতৈঃ কৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ।

গাত্রাণি মার্জ্জয় স্তস্যাঃ ক্ষণাদন্তরগাম্যভূৎ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সর্ব্বলোক পিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিতেছেন। বৎস! এইরূপ মধুরালাপ দ্বারা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়া রাধাকে বিস্তর আশ্বাস করিয়া প্রেমভাবে স্বীয় পরিধৃত কনক কৌপিনাঞ্চলে তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে ক্ষণমাত্রে অন্তর্দ্ধান হইলেন ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে

রাধাবর প্রাপ্তির্নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে

শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাধার বর প্রাপ্তি নামে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অথ রাধার বিবাহ।

ব্রহ্মোবাচ।—ততোবৃষঃ সমানয্য প্রকৃতি র্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।

পুরোহিতৈঃ পৌরজনৈ র্নাগরৈঃ পরমোৎসবং ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ হইতে বরলাভ করতঃ শ্রীরাধিকা তখন সানন্দমনে পিতৃগৃহে সমাগতা হইলেন। অনন্তর মহারাজা বৃষভানু আমাত্য মন্ত্রীগণ, পুরবাসী ও নগরবাসীগণ সকলকে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের সহিত স্বভবনে আনয়ন করিয়া রাধা বিবাহ সূচক মহামহোৎসব করিলেন ॥ ১ ॥

ঘোষয়ামাস ঘোষেষ সদাসী দারবান্ধবান্।

জ্ঞাতীন্ কুলীনান্ কৌটুম্ব বন্ধু স্বজন ভূমিপান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ রাজা বৃষভানু মহাঘোষ দ্বারা সর্ব্বত্রে রাধা বিবাহ ঘোষণা দিলেন। এবং দাস দাসী ও পত্নীগণের সহিত আত্মীয় জ্ঞাতিগণ, কুলীন কুটুম্ব বন্ধুগণ ও স্বজনগণ এবং আত্মীয় ভূপালগণকে স্বভবনে উপস্থিত হইবার কামনায় এবং মহামহোৎসব সম্পন্নার্থে তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ২ ॥

বাদকান্ বার যোষাশ্চ শিল্পিনো বণিজ স্তথা।

নট বৈতালিকান্ প্রৌঢ়ান্ সূত মাগধ বন্দিনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দূতদ্বারা সংবাদ দিয়া বহুলঃ বাদ্য কর, বারাঙ্গনাগণ, ও শিল্পকরগণ ও প্রচুর ধনশালী বণিকগণকে, আর নৃত্যক, বৈতালিক ও স্তোত্র পাঠক প্রগাঢ় দেশীয় সূত-

গণকে এবং স্ত্রীর বংশাবলী বান্ধবগণ ও অন্তঃগণকে আহ্বান করিয়া তাহার আয়োজন করিলেন ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্‌ শূদ্রান্‌ সানুগান সহবান্ধবান্‌।
ঋষীন্‌ ব্রহ্ম বিদোভিক্ষু গণানাভীর মণ্ডলান্‌ ॥
নিমন্ত্রয়া মাস দূতৈঃ শীঘ্রগৈঃ পত্রিকান্বিতৈঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর রাজা বৃষভানু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চাতুর্ব্বর্ণকে ও বেদবিৎ ঋষি সকলকে আর ভিক্ষুক উদাসীন সন্ন্যাসীগণকে এবং অনুগত দাস দাসী স্বজন বন্ধু বান্ধবগণের সহিত আভীর পল্লীস্থ গোপ জাতি সকলের আনয়নার্থ নিমন্ত্রণ পত্র সমন্বিত শীঘ্রগামী দ্বারা বৈবাহিক নিমন্ত্রণকরিলেন ॥ ৪ ॥

শুভ সংস্পৃষ্ট সংসিক্ত গোপুরাট্টাল তোরণং।
মণি মাণিক্য রত্নৌঘ হার হীরকস্রগ্‌ গণৈঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর মহারাজা বিবাহ পর্ব্বোপলক্ষে পুরী শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মনোহর গন্ধ সংযুক্ত সলিলে পুরাভ্যন্তর্ব্বহি মার্গকে নিয়ত সংসিক্ত করিতে লাগিলেন। এবং প্রধান সিংহ দ্বার ও তোরণ অট্টালিকা মালাকে মণি মাণিক্যাদি রত্ন নিকরে আর হীরকহারে ও অপূর্ব্ব কুসুম মালাতে সুমণ্ডিত করিলেন ॥ ৫ ॥

গন্ধলাজ পরিক্ষিপ্তং ধূপ দীপানি সেবিতং।
দ্বারাণি শত সম্বাধ শূচত্বর বরান্বিতং ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। শত শত পুরদ্বার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপথ ও প্রধান চতুষ্পথে এবং চত্বর চত্বরে সুশোভন গন্ধান্বিত লাজ কুসুম বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর সকল গৃহের দ্বারে দ্বারে সপল্লব সিন্দুরাক্ত জলপূর্ণ কলস সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক আম্র পল্লবিত ও সুগন্ধ ধূপে ধূপিত করতঃ সহস্র সহস্র আলোকমালায় মণ্ডিত করিলেন ॥ ৬ ॥

সিতরক্তা সিতাপীত পতাকাভিরলঙ্কৃতং।
মণয়ঃ শতশস্তত্র্যাকীর্ণাঃ পরম ভাস্বরাঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। অপর শ্বেত রক্ত নীল পীতাদি নানাবর্ণে পতাকা দ্বারা প্রাসাদ শিখর সকলকে পরিশোভিত করিলেন। স্থানে স্থানে আলোকার্থে মন্দিরাভ্যন্তরে উদ্দীপ্ত পরম কিরণাকীর্ণ শত শত মণি মালা সংস্থাপন করিলেন। অর্থাৎ তজ্জ্যোতিতে সম্যক্‌ গৃহোদর আলোকময় হইল ॥ ৭ ॥

গৃহাণি বাস্তু মুখ্যানি দধ্যক্ষত সুচন্দনৈঃ।
রত্নদাম মণিবর হার মাণিক্য দীপকৈঃ ॥
শোভাতি শোভিতা হ্যাসন্‌ সুমৃষ্টানি সমন্ততঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। প্রধান প্রধান বাটী ও প্রধান প্রধান গৃহ সকলকে রত্ন মালাতে এবং মণিবর হারে সুমণ্ডিত করতঃ দধি অক্ষত পুষ্প ও শোভন সুগন্ধ চন্দনে অর্চিত

করিলেন; অপর মাণিক্য দীপাবলি দ্বারা শোভাতিরিক্ত শোভায় শোভিত এবং সুমার্জ্জিত করিয়া রাখিলেন ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণাবেদ বিদ্বাংসঃ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
অমর্হন্ বেদমন্ত্রেণ দেবান্ মঙ্গল মাচরন্ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। বেদবিৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সকল রাজাজ্ঞানুমতে সুপুণ্য দেবালয়াদিতে নানোপ-হার দ্বারা বেদ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাদিগের পূজা করিয়া শুভ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন

পুণ্যঘোষং শ্রুতি সুখং বেদঘোষাবঘোষিতং।
পুরং বৃষস্য সর্ব্বং তদাসীৎ পরম শোভনং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানুর প্রতিভবনই শ্রবণ রসায়ণ সুপুণ্য বেদধ্বনিতে সম্যক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ শ্রীরাধিকার বিবাহ মহোৎসবকালে রাজভবন অপ্রতিম পরম শোভা সম্ধারণ করিল ॥ ১০ ॥

রথনাগাশ্ব শস্ত্রাণি মণি মাণিক্য রত্নকৈঃ।
হার হীরক গন্ধৈশ্চ স্রগ্ বরৈ শ্চর্চ্চিতানিহ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। এবং রথাশ্ব কুঞ্জর মালাকে ও অস্ত্র শস্ত্রাদি সমূহকে মণি মাণিক্য রত্ন দ্বারা অপর হীরক নির্ম্মিত হার দ্বারা আর গন্ধপুষ্প ও পুষ্প রচিত বর মালা দ্বারা অর্চ্চনা করি-লেন। অর্থাৎ যাহাতে পরম শোভান্বিত দেখা যায় তদ্রূপ শোভা বিস্তারক উপকরণ দ্বারা অন্বিত করিলেন ॥ ১১ ॥

সায়ুধাঃ সপরীধানাঃ সভূষাঃ সোষ্ণিকামুনে।
বদ্ধ গোধাঙ্গুলি ত্রাণা স্তথায়ুধ কলাপিনঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! পরিধাপনীয় পরিচ্ছেদ বসন ভূষণান্বিত মস্তকে উষ্ণীষ ও করযুগলে আয়ুধধারগ সেনাপতিগণ, গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণে আবদ্ধাঙ্গুলী ও তাহারা সকলেই নানাবিধ অস্ত্রকলাপে পরম কুশল ॥ ১২ ॥

রথিনঃ শ্বাদিনশ্চৈব পৃষ্ঠগোপাঃ পদাতয়ঃ।
অতিষ্ঠন্ত কক্ষদেশে শতশোথ সহস্রশঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। অপর রথীগণ ও অশ্বারোহীগণ আর হস্তীযোধি সেনাপতিগণ ও পশ্চাৎ-ভাগ রক্ষক শত শত সহস্র সহস্র পদাতি সৈন্যগণ, রাজদত্ত পরিচ্ছদ ভূষিত হইয়া প্রথম কক্ষে দণ্ডায়মান রহিল ॥ ১৩ ॥

বাদকা গায়কাঃ সর্ব্বে সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডলাঃ।
নানাভরণ সংচ্ছন্না দিব্যাম্বর বিভূষিতাঃ ॥
নানা সুগন্ধ লিপ্তাঙ্গা মধ্যকক্ষে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বার্থঃ। সুমার্জ্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী, দিব্যবস্ত্র পরিধারী, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত গাত্র, বিবিধ সুগন্ধ সামগ্রী অনুলেপিত শরীর, শত শত বাদক ও শত শত গায়কগণ মধ্যকক্ষে অবস্থিত হইল ॥ ১৪ ॥

নর্ত্তক্যো বারমুখ্যাশ্চ নটা বৈতালিকা স্তথা ॥
নটাশ্চ ভব্যবেশাঢ্যা বন্দিন স্তুতি পাঠকাঃ ॥
জগুর্ন্নৃতু রাজস্থ স্তুষ্টুবুশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বার্থঃ। নর্ত্তকী বারাঙ্গনাগণ আর নর্ত্তকগণ ওবেশধারী নটগণ এবং স্তুতি পাঠক বৈতালিকগণ ইহারা সকলেই সুদিব্য বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া যথোপযোগ্য আপন আপন আধিকারিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইল, অর্থাৎ পরম হর্ষ যুক্তান্তঃকরণে নানা বাদ্য বাজাইয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল এবং স্তুতিপাঠকগণেরা যশোবর্ণনা করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

স্ত্রিয়শ্চ শতশো দিব্যাঃ কুণ্ডলদ্যোতিতাননাঃ।
চিত্রাম্বর পরীধানা শ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বার্থঃ। কুণ্ডল দ্যুতিতে উদ্দীপ্ত বদন এমন শত শত যুবতী স্ত্রীগণেরা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র পরিধায়িনী এবং বিচিত্র মাল্যধারিণী, দিব্য গন্ধে তাহাদিগের অনুলিপ্ত গাত্র ॥ ১৬ ॥

হার কেয়ুর রত্নৌঘ নূপুরাঙ্গদ শোভিতাঃ।
সারতাসিত কেশাঢ্যাঃ পৃথুশ্রোণ্য শ্চলৎকুচাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বার্থঃ। অপর বিপুলতর নিতম্বিনী বয়োধিক প্রোঢ়া স্ত্রীগণেরা দোদুল্যমান কুচ যুগল বিশিষ্টা, বিবাহোৎসব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাহারা সকলেই হার, কেয়ূর, নূপুর এবং অঙ্গদ বলয়াদি আভরণে পরিশোভিতা হইল, তাহাদিগের শিরস্থিত অতিশয় দীর্ঘতর ভ্রমরনিকর পরিনিন্দিতা অঞ্জনবর্ণ কেশপাশ পরিশোভিত হয় ॥ ১৭ ॥

পুরন্ধ্র্যঃ পরমোদারা গোপনার্য্যঃ সবিভ্রমাঃ।
বীথয়ো রাজমার্গাশ্চ মর্দ্দযে কবরান্বিতাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বার্থঃ। আর পরম উদার স্বভাবা, পুরবাসিনী গোপাঙ্গনা সকল অপূর্ব্ব কবরীবেশ বিন্যাস পূর্ব্বক বর দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে রাজপথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

তাসু তেষুচ সর্ব্বাসু নগরেষু পুরেষু চ।
মণি.মাণিক্য রত্নৌঘ হার হরীক সূত্রকৈঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বার্থঃ। সেই সকল গোপনারী ও গোপ সকল নগরে নগরে সকল পুরীদ্বারে মাণিক্য প্রভৃতি রত্ন সমূহ নির্ম্মিত অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক এবং সূত্র গ্রথিত হীরাহার মণ্ডিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৯ ॥

মঙ্গলদ্ব্যক্ষতৈ র্ধূপৈ র্লাজ সিদ্ধার্থ পল্লবৈঃ।

বিক্রম প্রবরা রক্তদাম জাল শতাঙ্কিতৈঃ ॥ ২০ ॥

অন্তার্থঃ। মঙ্গল সূচক প্রতি দ্বারে দধি অক্ষত গন্ধপুষ্প সিদ্ধার্থ লাজ এবং আরক্ত বর্ণ নব প্রবাল মালা দ্বারা সকলকে শোভিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

সুশীত কুন্দশঙ্খাভ তোয মাল্য শতান্বিতৈঃ।

যবৈর্দৃ ঢৈরকালিম্যৈঃ কম্বুগ্রীবান্বিতৈ র্ঘটৈঃ ॥ ২১ ॥

অন্তার্থঃ। অপর শঙ্খ ও কুন্দপুষ্প ন্যায় সুদীপ্ত শুক্লবর্ণ নির্ম্মল সুশীতল জলে পূর্ণ কম্বু-গ্রীব যুক্ত অকালিম সুদৃঢ় নবীন ঘট দ্বারা প্রতিদ্বারের দুই পার্শ্ব পরিশোভিত করিলেন ॥২১

হিমবচ্ছিখর প্রেক্ষ্যবেশ্মানি কোটিশো নৃপঃ।

সুচত্বারাণি সর্ব্বাণি জাতরূপ ময়ানি চ ॥

সুদ্বারাণি সুমৃষ্টানি সুসিক্তানি জলৈর্মুদা ॥ ২২ ॥

অন্তার্থঃ। মহারাজা বৃষভানু হিমালয় পর্ব্বতের সুশ্বেত শিখরের ন্যায় সুদৃশ্য কোটি কোটি রাজ নিকেতনকে সুবর্ণ মালায় মণ্ডিত করতঃ চত্বর শোভা সম্বর্দ্ধন করিলেন। আর সুশোভন পুরদ্বারাদিকে সুমার্জ্জনা করণ পূর্ব্বক পরমহর্ষে সুগন্ধি জল সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

সুখারোহণ সোপান স্বাসনাসন দীপকৈঃ।

জাতরূপ শতচ্ছন্ন পালঙ্ক শোভিতানি চ ॥ ২৩ ॥

অন্তার্থঃ। সুখে আরোহণ করা যায় এমন সোপান যুক্ত প্রতি মন্দির, শোভন শয্যা-সন দ্বারা এবং রত্ন দণ্ড সমন্বিত শত শত উদ্দীপ্ত দীপ দ্বারা গৃহরাজিকে শোভিত করিতে লাগিলেন। আর প্রতি গৃহই সুবর্ণ মণ্ডিত পরম মনোহর পাতিত পালঙ্কে সুশোভিত হইল

অনর্ঘাজিন বস্ত্রাণি ভূষিতানি সমন্ততঃ।

নিরমীস পদেতানি নিবাসার্থং মহীক্ষিতাং ॥ ২৪ ॥

অন্তার্থঃ। মহারাজা রাজাদিগের যোগ্য সুপূজিত বসন ভূষণে ভূষিত সর্ব্বোপকরণ সমন্বিত শোভন গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া নিমন্ত্রিত রাজাদিগের বাসার্থ প্রস্তুত রাখিলেন ॥২৪

সরাংসি স্বচ্ছতোয়ানি সুখারোহ শিলানিচ।

কুশেশয়ানি কুমুদোৎপলাচ্ছন্ন জলানিচ ॥ ২৫ ॥

অন্তার্থঃ। নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ সরোবর নিকর পদ্মোৎপল কুমুদ কহ্লার কোকনদে সমাচ্ছন্ন এবং সুখাবতরণীয় সুতীর্থ সকল মনোহর পাষাণনিকরে আবদ্ধ ॥ ২৫ ॥

হংস কারণ্ডব বক চক্রবাক বৃতানি চ।

ময়ুর সারস বর কুক্কুটানি যুতানিহি ॥ ২৬ ॥

অন্তার্থঃ। ঐ সকল সরোবরোপকূলে রাজহংস রাজহংসী চক্রবাক চক্রবাকী দাত্যূহ কারণ্ডব ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী এবং ময়ূর ময়ূরী, সারস সারসী পরিবৃত, তত্তীরে বন কুক্কুট সকল খেলিয়া বেড়াইতেছে ॥ ২৬ ॥

নিরবাপরজব্যত্রে রমণীয়ানি সর্ব্বতঃ।

উদ্যানানি মনঃ শ্রোত্র নাসিকা সুখদানিচ ॥ ২৭ ॥

অন্বার্থঃ। কন্যা বিবাহ পর্ব্বোপলক্ষে মহারাজা ঐ সকল জলাশয়ের শোভা সম্পাদনীয় রমণীয় উপকরণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখিলেন। তত্তীর দিঃসম মনোহর সুপুষ্পিত উদ্যান সকলকে বিবিধ কৌশলে সৌন্দর্য্য গুণাদিতে এমন সংযুক্ত করিলেন, যাহাতে আশু মনঃ শ্রবণ এবং নাসিকার সুখ সম্পাদান করিতে পারে? ॥ ২৭ ॥

কারয়ামাস রাজর্ষিঃ পুণ্যশ্লোক ইবাপরঃ।

নানা বিধানি ভোজ্যানি পুপান্ন পায়সানি চ ॥ ২৮ ॥

অন্বার্থঃ। সাক্ষাৎ পুণ্যশ্লোক নল শিবি রন্তীদেব ও যুধিষ্ঠিরাদির তুল্য দ্বিতীয় রাজর্ষি কল্প মহারাজা বৃষভানু নিমন্ত্রিত জন নিকরের ভোজনোপযুক্ত নানাবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পায়স, অন্ন পিষ্টকাদি সূপকারী দ্বারা প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

সূপানিচ বিচিত্রাণি মিষ্টানি শতশো মুনে।

ফলানি স্বাদুভূরীণি নানা দ্রব্যানি চানঘ ॥ ২৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে মুনে! হে নিষ্পাপ অঙ্গিরা! আর বিবিধ প্রকার বিচিত্র ব্যঞ্জন, ও শত শত প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইলেন। এবং প্রভূত সুস্বাদু মধুর রসান্বিত নানাজাতীয় ফল সমূহ, অপর অনেক প্রকার ভক্ষোপযোগী দ্রব্য সকল ও ভূরি ভূরি পক্কান্ন প্রস্তুতীকৃত করিলেন ॥ ২৯ ॥

মাংসানি মৃগজাতীনাং মেধ্যানাং বিবিধানি চ।

চর্ব্ব্য চোষ্যাণি লেহ্যানি পেয়ানি রসবন্তি চ ॥ ৩০ ॥

অন্বার্থঃ। যথা মেধ্য মৃগজাতীয়ং মাংস নিচয়ের বিবিধ প্রকার স্বরস যুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া স্থানে স্থানে সংস্থাপনা করাইলেন ॥ ৩০ ॥

দধিক্ষীর ঘৃতাদীনি নবনীতানি সর্ব্বতঃ।

ভূরীণি কারয়া মাস রাজসিংহ প্রতাপবান্ ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ। প্রচণ্ড প্রতাপশালী মহারাজা রাজ কেশরী ঘোষণা দ্বারা স্ববিষয়স্থ গোপদিগের দ্বারা, সর্ব্বতোভাবে প্রভূত দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি আনয়ন পূর্ব্বক প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন ॥ ৩১ ॥

ততোদিগ্‌ভ্যঃ সমুপেতু র্মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।

বেদেতিহাস মীমাংসা পুরাণাগম বাদিনঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর নানাদিক্ হইতে নিমন্ত্রিত ব্রহ্মবিৎ মুনিগণেরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদ, ইতিহাস, মীমাংসা ও পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রবেত্তা হয়েন ॥ ৩৩ ॥

জ্যোতি র্বেদান্ত বেদাঙ্গ ন্যায় তত্ত্ব বিচক্ষণাঃ।
পৃচ্ছন্তঃ কেচিদথতান্ শৃন্বন্তশ্চ তথা পরে॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল সমাগত পণ্ডিতগণেরা সভারোহণ পূর্ব্বক কোন কোন ব্যক্তির প্রতি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করিতেছেন, কেহ কেহ তাহাদিগের কৃত প্রশ্ন শ্রবণ করিতেছেন, অপরে প্রশ্ন শ্রবণানন্তর তৎপ্রতি পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন॥ ৩৪॥

ব্রুবন্তো বিব্রুবন্তশ্চ চলন্তইব বায়বঃ।
গ্রীষ্মতিগ্ম করক্রুচো জ্বলন্তো ব্রহ্ম তেজসা॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ। কেহ কেহ বক্তার প্রতিবক্তা হইয়া প্রচলৎ বায়ুর ন্যায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাচালতায় যেন ঘোরতর ঝড় বহিতে লাগিল। গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যাহ্ন কালোদিত প্রচণ্ড রশ্মিমান সূর্য্যের ন্যায় সকলেই ব্রহ্ম তেজে জাজ্বল্যমান্॥ ৩৫॥

বৃদ্ধং প্রবৃদ্ধ চরণা নিজ কৌপীন বাসসঃ।
হবির্ভি র্গৃহ্যমানাঃ স্ব প্রভয়েব হুতাশনঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। অপর কত শত বিদ্বান্ তব র্ধর্ম্মাচরণ শীল সন্ন্যাসীগণেরা কৃষ্ণাজিন পরিধারী কেহবা চেলখণ্ড কৌপীনাচ্ছাদিত কটি ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর, যেমন প্রভুর ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত স্বপ্রভাতে দীপ্যমান হুতাশন তৎসদৃশ কল্প হয়েন॥ ৩৬॥

ধমনীজাল সংচ্ছন্ন কলেবর ধরামুনে।
মেরুলগ্নো দরামাসাঃ কোটরাবিষ্ট লোচনাঃ॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। কত শত শত তপস্বীগণে আগমন করিলেন, হে মুনে! তাঁহাদিগের তপঃ ক্লেশে শিরাজাল সমূহে সমাচ্ছন্ন কলেবর, উদরের মাংস মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়াছে, সকলেরই চক্ষু কোটরে সংপ্রবিষ্ট, সকলেরই অতিশয় শীর্ণ দেহ॥ ৩৭॥

কৌপীনাজিন বাসোভিঃ পরীধানোত্তরীয়কাঃ।
আপিঙ্গায়ত কেশৌঘাজটা মণ্ডল মণ্ডিতাঃ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল উদাসীন সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কাহার মৃগচর্ম্ম পরিধান উত্তরীয় বস্ত্রও মৃগচর্ম্ম, কাহার বা কৃষ্ণসারচর্ম্ম নির্ম্মিত কৌপীন তদ্দ্বারা সমাচ্ছাদিত কটিদেশ বর, আপাদ লম্বিত দীর্ঘায়ত পিঙ্গলবর্ণ জটাজালে মণ্ডিত মস্তক মণ্ডল॥ ৩৮॥

কমণ্ডলু ব্যগ্রকর দণ্ডাঙ্কিত করামুনে।
শাক্তশৈব বৈষ্ণবেন্দ্রাঃ সৌরাশ্চ গাণপত্যকাঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অপর শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর গাণপত্য এই পঞ্চোপাসক দীর্ঘায়ত দীর্ঘিকা দণ্ড কমণ্ডলুধারী মুনিগণেরাও সমাগমন করিতে লাগিলেন॥ ৩৯॥

ভরদ্বাজাত্রি গর্গাশ্চাগস্ত্যো জৈমিনি গৌতমাঃ।
কশ্যপৌ জমদগ্নিশ্চ জামদগ্ন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ভরদ্বাজ, অত্রি, গর্গাচার্য্য, অগস্ত্য, জৈমিনি, গৌতম। কশ্যপ আর জমদগ্নি ও জামদগ্ন্য প্রভৃতি সহস্র সহস্র মুনি সমাগত হইলেন ॥ ৪০ ॥

বিভাণ্ডকঃ কৌশিকশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মহামনাঃ।
দধীচী মিত্রাবরুণ বালখিল্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিভাণ্ডক, কৌশিক, মহামতি মার্কণ্ডেয় আর দধীচী, মিত্রা বরুণ ও বালখিল্যাদি সমাগত সহস্র সহস্র ঋষি ॥ ৪১ ॥

অসিতো দেবলো ধৌম্যো দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ।
অর্চ্চাবসুঃ সুমিত্রশ্চ মৈত্রেয়ঃ শুনকো বলিঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অসিত, দেবল, ধৌম্য মহামুনি দত্তাত্রেয়, আর অর্চ্চাবসু সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক এবং বলি প্রভৃতি ॥ ৪২ ॥

বকো দাল্‌ভ্য স্থূলশিবাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ।
সুমন্তু র্যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ সসুতো লোমহর্ষণঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বক ঋষি, দাল্‌ভ্য, স্থূলশিরা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তৎপুত্র শুকদেব। আর দারুণ কর্ম্মা অথর্ব্ব বেদাচার্য্য সুমন্তু ঋষি, বাজসনের যাজ্ঞবল্ক, এবং পৌরাণিক সপুত্র লোমহর্ষণ ॥ ৪৩ ॥

গালবো বায়ুভক্ষশ্চ শাণ্ডিল্য সত্যপালকঃ।
এতেচান্যেচ মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ সসুতা মুনে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। গালব, বায়ু ভক্ষক শাণ্ডিল্য, সত্যপালক, এই সকল মুনি এতদ্ভিন্ন পুত্র ও শিষ্যের সহিত আরও অনেকানেক মুনিরা আগত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

দিদৃক্ষবো মহারঙ্গ ভোক্তুকামা যথেষ্টতঃ।
অর্থকামা ভোজকারি ঘোটুকামাশ্চ ভোদ্বিজাঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দ্বিজগণেরা! বিবাহ দর্শনেচ্ছু অনেক ব্রাহ্মণ শুশোভমানা সভাদর্শন কামনায়, অপরে যথেষ্ট ভোজনীয় সামগ্রী ভোজনেচ্ছায় কত শত শত জন সমাগত হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অর্থাকাঙ্ক্ষী ঘটক পাঠকগণ ও কুলপালক স্তাবক ভট্টগণ সকল ঐ মহাসভায় সমাগত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

কাশ্যপাঃ ভৃগবশ্চান্যে আত্রেয়াঙ্গিরসাঃ পরে।
বাশিষ্ঠাঃ পৌলহা হ্যত্রকৌশিকাশ্চ তথৈবচ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অপর কাশ্যপ গোত্র, ভার্গবগোত্র, আত্রেয় গোত্র, আঙ্গিরস গোত্র,

বাশিষ্ঠ ও পৌলহ গোত্র, এবং বিশ্বামিত্র গোত্রজাত বহুশঃ বিপ্র বংশেরা সমাগত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্র বণিজো নাগরা স্তথা ।
আবদ্ধু র্নগরং তত্র সূত মাগধ বন্দিনঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বার্থঃ । এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণ এবং মহাসমৃদ্ধিশালী নগরবাসী বণিকগণ সকল মহারাজা বৃষতান্থর নগরে বিবাহ দর্শনার্থ সমাগত, অপর ভট্ট ও বন্দী ও মাগধীয় স্তুতি পাঠকগণেরা যেখানে ছিল সকলেই ঐ বিবাহ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আর অনাহুত নটবৈতালিকাগণ, ও সহস্র সহস্র বার যোষিত গণেরা সমাগতা হইল ॥ ৪৭ ॥

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ ।
সানুগাঃ সহভৃত্যাশ্চ সপরিচ্ছদ বাহনাঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বার্থঃ । অনন্তর দেশ দেশান্তরীয় নিমন্ত্রিত রাজা সকল সবাহনে স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অমাত্য ও অনুগামী দাস এবং পুরোহিত গণের সহিত সমাগত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

গান্ধার রাজঃ শকুনিঃ সুবলশ্চ মহাবলঃ ।
অচলো বৃষকশ্চৈব কর্ণশ্চ রথিনাম্বরঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বার্থঃ । গান্ধার দেশাধিপতি সুবল পুত্র মহাবল পরাক্রম শকুনি আর অচল রাজ বৃষক, এবং অঙ্গদেশাধিপতি সর্ব্ব রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণ ॥ ৪৯ ॥

ততঃশল্যো মদ্ররাজো বাহ্লীকশ্চ মহাবলঃ ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ রঙ্গঃ কালিঙ্গক স্তথা ॥ ৫০ ॥

অন্বার্থঃ । তদনন্তর মদ্রাধিপতি গিরিদুর্গস্থ উত্তরাদিক্ পাতা শল্যরাজা এবং মহাবল পরাক্রান্ত বাহ্লীক রাজা, আর পৌণ্ড্রক রাজ বাসুদেব ও রঙ্গ রাজা, কলিঙ্গ রাজা প্রভৃতি তৎপুরে সকলেই সমাগত হইলেন ॥ ৫০ ॥

ভূরিভূ রিশ্রবাঃ সোমদত্তঃ কৌরবনন্দনাঃ ।
অশ্বত্থামা কৃপোদ্রোণঃ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বার্থঃ । ভূরি ও ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্ত এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ। আর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কুরুরাজার সহিত দ্রোণাচার্য্য সাগত হইলেন ॥ ৫১ ॥

দ্রুপদোধৃষ্টকেতুশ্চ শাল্বশ্চ সসুতাইমে ।
সাগরীয়াঃ পার্ব্বতীয়া ভগদত্তো বৃহদ্বলঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বার্থঃ । আর পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, সৌভপতি শাল্বরাজা পুত্রের সহিত সমাগত হইলেন। সাগরান্তবর্ত্তী উপদ্বীপবাসী ও পার্ব্বতীয় রাজা সকল এবং প্রাগ্‌-জ্যোতিষপতি নরকরাজার পুত্র ভগদত্ত ও মহারাজা বৃহদ্বল ॥ ৫২ ॥

অকর্ষ কুন্তলশ্চৈব বারনস্ত্রান্ধ্রকা স্তথা।

দ্রাবিড়াঃ সৈংহলাশ্চৈব রাজা কাশ্মীরকাস্তথা॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ। দাক্ষিণাত্য অন্ধ্রকরাজ, কাশীপুরাধীশ্বর, কুন্তল, আকর্ষ রাজা। আর দ্রাবিড় দেশীয় রাজা সকল, সিংহলাধিরাজ এবং কাশ্মীর অধিপতি॥ ৫৩॥

সুদ্যুম্ন কুন্তিভোজাশ্চ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।

বিরাট সহ পুত্রাভ্যাং শংখেনৈবোত্তরেনচ॥ ৫৪॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা কোশলেন্দ্র সুদ্যুম্ন, কুন্তি ও ভোজরাজ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, এবং শঙ্খ ও উত্তর এই পুত্রদ্বয় সহিত মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজা সমুপস্থিত হইলেন॥৫৪

সপুত্রঃ শিশুপালশ্চ দন্তবক্রো মহাবলঃ।

ভীষ্মশ্চ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সপাণ্ডবাঃ॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ। সপুত্র চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপাল, আর করূষাধিপতি মহাবল দন্তবক্র। কুরুবংশীয় মহাপ্রতাপী ভীষ্ম স্বপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইলেন॥ ৫৫॥

বসুদেবোগ্রসেনৌচ কংসো দেবক এবচ।

জরাসন্ধশ্চ মতিমান্ বৃষ্ণয়ো যাদবান্ধকাঃ॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। মাথুররাজ বসুদেব, উগ্রসেন, কংস ও দেবক প্রভৃতি যদুভোজ বৃষ্ণি অন্ধক-বংশীয় রাজারা সকলেই আইলেন। এবং মগধাধিপতি সুবুদ্ধিমান মহারাজা বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ সবল বাহনে আগত হইলেন॥ ৫৬॥

অন্যেচ বহবস্তত্র নানা জনপদেশ্বরাঃ।

বৃত্তং বিবিৎসবস্তস্য কন্যারত্ন দিদৃক্ষবঃ॥

আযযু র্নগরংতস্য সানুগাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। উপরি উক্ত রাজাগণ, এবং তদ্ভিন্ন অন্য নানা রাজ্যের রাজা সকল বিবাহ বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত, এবং কন্যারত্ন বৃষভানু নন্দিনীর রূপলাবণ্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্ব স্ব পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অনুগামী জনগণ সমভিব্যবহারে বৃষভানু রাজার নগরে আসিয়া সমুপ-স্থিত হইলেন॥ ৫৭॥

আয়াৎ সুতেষু সর্ব্বো রাজরাজেষুতেষথ

অভ্যুত্থানাভি বাদাদ্যা বর্হ্যা নর্হ্যমহামনাঃ॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল রাজ রাজেশ্বরগণ সমাগত হইলেন, তদ্দৃষ্টে মহামতিমান বৃষ-ভানু স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে যথা যোগ্যানুরূপ অভিবাদন করতঃ সমাদরে সুপ্রীত-রূপে সকলকে গ্রহণ করিলেন॥ ৫৮॥

তেষাং বাবসথা ন্রাজা দিদেশাথ সুপুষ্কলান্।

কৈলাসশিখর প্রেঙ্খান্ মনোজ্ঞান্ দ্রব্যসংযুতান্॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। মহারাজা বৃষভানু সমাগত রাজাদিগের নিবাসার্থ পূর্ব্বকল্পিত গৃহ সকল আদেশ করিলেন। সেই সকল গৃহ কৈলাস পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় অত্যুচ্চ ও অতি ধবলবর্ণ নানাবিধ মনোহর রাজোপযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ॥ ৫৯॥

সর্ব্বত্য সম্বৃতানুচ্চৈঃ প্রাকারৈঃ সুবৃতৈঃ সিতৈঃ।
সুবর্ণ মাল্য রত্নৌঘ মণি কুট্টিম শোভিতান্॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। সকল গৃহই সর্ব্বতঃ প্রকারে সমান উন্নত, চতুঃপার্শ্বে সুশ্বেত বর্ণ প্রস্তর রচিত প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত, সুবর্ণমালাতে সুমণ্ডিত, নানাবিধ রত্নসমূহে এবং মণিময় কলিকাকার কলসদ্বারা পরিশোভিত হয়॥ ৬০॥

সুখারোহণ সোপানান্ মহার্ঘ ভূপরিচ্ছদান্।
স্রক্‌সংঘ সমবচ্ছন্না সুত্তমা গুরু ঋসিতান্॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গৃহের সোপান অতি সুখারোহ, সুপূজিত পরিচ্ছদে পরিশোভিত, এবং মাল্যনিচয়ে সমাচ্ছন্ন, উত্তম অগুরুগন্ধে গৃহান্তর সুগন্ধিত হয়॥ ৬১॥

হংসক্ষীর প্রতীকাশা সাযোজন সুদর্শনান্।
অসম্বাধান্ সমবারানুচ্চানুচ্চাব চৈগুণৈঃ॥
বহুধাতু বিচিত্রাঙ্গান্ হিমবচ্ছিখরানিব॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। অনেক ধাতু চিত্রিত হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় প্রতিভাসিত অপ্রতিম মন্দিরাদি সকল এক যোজন পথ পর্য্যন্ত সুদর্শনীয়। অপ্রতিবন্ধ সমদ্বার বিশিষ্ট এবং উচ্চা-বচ নানা গুণে সমন্বিত হয়॥ ৬২॥

তেষু তেষ্ববিশন্ হৃষ্টা রাজানো ভূরিতেজসঃ।
জ্ঞাতয়ো গোপসংঘাশ্চ কুটুম্বাশ্চ সহস্রশঃ॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ। সম্যক হর্ষযুক্ত মনে সমাগত অত্যুগ্রতেজস্বী রাজাগণ এবং সহস্র সহস্র জ্ঞাতি বান্ধব গোপগণ আর আহুত কুটুম্বগণ সকল সেই সকল মনোজ্ঞ গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ৬৩॥

আযযুর্নগরং তস্য সুবেশাভরণোজ্জ্বলাঃ।
ভনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈ র্দধিক্ষীর ঘৃতানি চ॥
নানা বিধানি ভূরাণি দ্রব্যান্যাদায় সর্ব্বশঃ॥ ৬৪॥

অস্যার্থঃ। নানাবিধ মনোহর বেশভূষা করতঃ বিচিত্র আভরণে উজ্জ্বলাঙ্গ স্ববিষয় বাসি গোপ সকল রাজ নিমন্ত্রিত হইয়া অনডুহ যোজিত শকটে দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি নানাবিধ বহুল দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ করতঃ বৃষভানুর ভবনে সমাগত হইতে লাগিলেন॥ ৬৪॥

নাসন কেচিদ্বিমনসো নাসন কেচিদ্বিমানিতাঃ।
কথয়ন্তঃকথা বহ্বীঃ পশ্যন্ত নটনর্ত্তকান্॥ ৬৫॥

অস্যার্থঃ। আমবর্ষীর শুভবিবাহোৎসবে কোন লোকই বিমনা নহে, আর আহুত অনাহূত আগত লোকের মধ্যে কেহই রাজা কর্ত্তৃক বিমানিত হয় নাই। নট ও নর্ত্তকদিগের নৃত্য দর্শন পূর্ব্বক বিবাহ সম্পর্কীয় নানাবিধ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে সকলে আসিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

ভুঞ্জতাঞ্চৈব বিপ্রাণাং বদতাঞ্চ মহাত্মনঃ।

অনাবতং শ্রুতস্তস্মিন প্রহৃষ্টানাং সহস্রশঃ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। এবং স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সকল মহাহর্ষে ভোজন করিতে বসিলেন, অবিরত তৎকোলাহল শব্দে তৎস্থান মহাশব্দিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ দীয়তাং দীয়তাং ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং খাদ্যতাং খাদ্যতাং। সর্ব্বদা এই মাত্র শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥

দীয়তাং দীয়তাং মস্মৈ পীযতা পীযতা মিদং।

খাদ্যতাং ভোজ্যতং বিপ্রা মোদ্যতাং পচ্যতা মিতি ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। পরিবেশন দর্শকজনেরা পরিবেশনকারক বিপ্রগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্রাঃ। ইহার পত্র শূন্য দেখিতেছি ইহাকে কিছু দাও, ব্যগ্রধী ব্রাহ্মণগণকে কহিতেছেন ও ঠাকুরগণেরা! খাও খাও পেযাদি দ্রব্য সকল পান কর কেন ব্যস্ত হইতেছেন, মনস্বী না হইয়া স্বচ্ছন্দ যুক্ত চিত্তে ভোজনীয় সকল পরিমিত রূপে ভোজন করুন এমন বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিবেন যেন পরিণামে পরিপাক হয়? ॥ ৬৭ ॥

স্থীয়তাং গীযতাং গীতং পঠ্যতাং ভণ্যতা মিতি।

গম্যতাং সুপ্যতা মস্মিন্ বিশ্যতাং পূজ্যতে মপি ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। কুটুম্ব পরিদর্শকজনেরা সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করতঃ যথাযোগ্য কার্য্যে জন সকলকে নিয়োগ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহাদিগের বদনেরিত এই মাত্র শব্দ হইতে লাগিল। ওহে তোমরা স্থির হও স্থির হও ওহে গায়কগণেরা তোমরা গীত গাইতে আরম্ভ কর, হে স্তুতিপাঠকেরা স্তুতিপাঠ কর, ওহে কুলাচার্য্যগণ তোমরা সকলে কুলবর্ণন কর! অপরদ্রব্য বাহকগণকে কহিতে লাগিলেন তোমরা দেব্যানন্দনে যাও বিলম্ব করিহ না। কুটুম্বাদির বাস গৃহে গিয়া কেহ কহিতে লাগিলেন, মহাশয়েরা এইস্থানে শয়ন করুন এইস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হউন, এবলে উহাকে সে বলে তাহাকে যাও ভাই নিমন্ত্রিত জনগণকে সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করহ দেখ যেন কোনরূপে অনাদর না হয় ॥ ৬৮ ॥

ততঃ সদস্যৈঃ বহুভি ব্রাহ্মণৈ র্বেদবেদিভিঃ।

সর্ব্বমভ্যুদয়ার্থং স চকার পৈতৃকীং ক্রিয়াং ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর বহুতর বেদবিৎ সদস্য ব্রাহ্মণগণের সহিত মহারাজা বৃষভানু অভ্যুদয়ার্থ সমীক মাঙ্গলিক কর্ম্ম এবং পৈতৃকী ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৯ ॥

দেবান্ সমস্তান্ ব্রহ্মণ্যান ব্রাহ্মণান পরিতোষ্যচ।

দর্ভপাণিঃ প্রতীক্ষেত সভস্থা গমমঞ্জসা ॥ ৭০ ॥

অন্তার্থঃ। ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা সম্পাতন আভ্যুদয়িক বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করণান্তর অর্চনাদ্বারা দেবগণের সন্তর্পণ করতঃ ব্রাহ্মণগণকে দান মান পুরঃসর ভোজনাদি করাইয়া সন্তোষিত করিলেন। পরে সামান্য মহারাজা বৃষভানু কুশহস্ত হইয়া পরমানন্দ মনে বরযাত্রগণের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধা বিবাহোৎসবো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীরাধিকার বিবাহোৎসব নামে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপনঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অথ বরাগমন প্রস্তাব।

ব্রহ্মোবাচ।—তদাশ্রুত্য সসন্দেশং বৃষভানো র্মহাত্মনঃ।
রূপং গুণঞ্চ কন্যায়াঃ মাল্যঃ সংহর্ষিতস্তদা॥ ১॥

অন্তার্থঃ। মহর্ষি অঙ্গিরাকে জগৎস্রষ্টা পিতামহ কহিতেছেন। বৎস! শ্রবণ কর বরপিতা মাল্যক গোপরাজ মন্ত্রীসহ পুরন্ধ্রীগণের মুখে বৃষভানুর সন্দেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তৎকন্যা শ্রীমতি রাধিকার রূপ গুণ বর্ণনা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিতমনা হইলেন॥ ১॥

সূতান্ বন্দিবরান্ প্রৌঢ়ান্মাগধান্ স্তুতিপাঠকান্।
বাদকান্ গায়কান্ দক্ষান্নটান্ বৈতালিকাং স্তথা॥ ২॥

অন্তার্থঃ। গোপশ্রেষ্ঠ মান্যবর মাল্যকপুত্র বিবাহ উৎসবে বৃষভানু পুরোগমনোন্মুখ হইয়া ভট্টকুলাচার্য্য স্তুতিপাঠে সুনিপুণ মাগধীয় বন্দিগণকে এবং নট নটী বৈতালিকগণকে আর বিশিষ্ট বাদ্যকর ও সংগীত কুশল গায়কগণকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করিলেন

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রান্ বনিজানন্ত্যজান্ বহূন্॥
বান্ধবান জ্ঞাতি সুহৃদঃ কুটুম্বান্নগরৌকসঃ॥ ৩॥

অন্তার্থঃ। এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও নানা পণ্যজীবি বণিকগণ ও সৎশূদ্রগণ আর বহুতর অন্ত্যজাতিজন সকলকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক, জাতি কুটুম্ব সুহৃদগণ ও প্রতিবাসী নগরীয়লোক সকলকে নিমন্ত্রণ দ্বারা আপন ভবনে আনয়ন করিলেন॥ ৩॥

গুরূন্ পুরোহিতামাত্যান্ মুনীন্ ব্রহ্মবিদস্তথা॥ ৪॥

অন্তার্থঃ। গুরুবর্গীয় জন সকলকে আর আমাত্যগণ ও পুরোহিতগণ এবং ব্রহ্মবিদ্ মুনিগণকে যত্নপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন॥ ৪॥

মিত্রদক্ষং সাবরজং সজ্ঞাতিং সসুতং তথা।
সভার্য্যং সানুগঞ্চাপি সধনং সপরিচ্ছদং॥ ৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর মাল্যক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মদনের শ্বশুর মিত্রদক্ষকে সহভ্রাতা, সপুত্র সভার্য্য, সধন পরিচ্ছদ যুক্ত ও অনুগামী জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন॥৫॥

বসুসেনং দুর্ম্মদস্য শ্বশুরং সহবান্ধবং।
সজ্ঞাতিং সসুতাঞ্চাপি সভৃত্যবলবাহনং॥ ৬॥

অন্বয়ার্থঃ। দ্বিতীয় পুত্র দুর্ম্মদ তাঁহার শ্বশুর বসুসেনকে সপুত্র কলত্র জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব বাহন সামন্ত দাসদাসীগণের সহিত নিমন্ত্রণ করিলেন॥ ১৬॥

বসুংযামুনকাধীশং সজ্ঞাতি সুতবান্ধবং।
দমস্য শ্বশুরং মান্যং মহাকুল সমুদ্ভবং॥ ৭॥

অন্বয়ার্থঃ। তৃতীয় পুত্র দম, তাঁহার শ্বশুর মহাকুলীন মহদ্বংশ প্রসূত যমুনাতীরস্থ বিষয়ের অধিকারী বসু, সপুত্র, সবান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব কলত্র সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বৈবাহিকপুরে বৈবাহিক নিমন্ত্রণে সমাগত হইলেন॥ ৭॥

যশোদাং নন্দগোপঞ্চ সকৃষ্ণ বলদেবকং।
সোপনন্দমহানন্দ প্রনন্দ পরিনন্দকং॥ ৮॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণবলরামের সহিত, আর উপনন্দ, মহানন্দ, প্রনন্দ পরিনন্দ প্রভৃতি গোপ প্রবরগণের সহিত প্রধান জামাতা নন্দকে ও যশোদা কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন॥ ৮॥

সুহ্যুম্ন কুটিলাঞ্চৈব সভৃত্য বলবাহনং।
সবন্ধুং সানুগঞ্চাপি সজ্ঞাতি সুহৃদং তথা॥ ৯॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং সভৃত্যবর্গ, বলবাহন, বন্ধুবান্ধব, অনুগতজন এবং জ্ঞাতি ও সুহৃৎ বর্গ প্রভৃতির সহিত মধ্যমজামাতা কুটিলা পতি সুহ্যুম্ন ও মধ্যমা কন্যা কুটিলাকে সমাদর পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আপন ভবনে আনয়ন করিলেন॥ ৯॥

হেমং প্রভাকরীঞ্চৈব সভ্রাতৃপিতৃকং তথা।
সবন্ধুজ্ঞাতি সুহৃদং সমিত্রং সপরিচ্ছদং॥ ১০॥

অন্বয়ার্থঃ। কনিষ্ঠা কন্যা প্রভাকরীকে ও কনিষ্ঠ জামাতাকে পিতা, ভ্রাতা সুহৃৎ মিত্র বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতিগণের সহিত এবং সবাহন দাস দাসী পরিচ্ছদ সমন্বিত নিমন্ত্রণ করিলেন ১০

আনিনায মহাযানৈ রথৈঃ করিবরৈস্তথা।
অনোভি রনডুদযুক্তৈ রথৈ রুচ্চা বচৈরপি॥ ১১॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাঢ্য মাল্যক, এই জামাতা ত্রয়কে সপরিবার মহাযানা, ও অশ্ব হস্তী দ্বারা এবং অনডুহিযুক্ত শকট ও নানাবিধ বাহন যুক্ত রথে আরোহণ করাইয়া সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করিলেন॥ ১১॥

সেবানভ্যর্চ্চয়া মাস ব্রাহ্মণৈ র্বেদ বাদিভিঃ।
নানোপহার বলিভিঃ পুণ্যোয়ায়তনেষু সঃ॥ ১২॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর মহামতি মাল্যক বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা প্রতি দেবালয়ে নানা উপকরণ ও পশুপুষ্পাদি প্রদান পূর্ব্বক দেবতাদিগের পূজা করাইলেন॥ ১২॥

দৈবপৈতৃক মার্ষকাভ্যুদয়ায় তদাকরোৎ।
কর্ম্মসর্ব্বং তদামাল্যো দেবকল্পৈ র্মহর্ষিভিঃ॥ ১৩॥

অন্বয়ার্থঃ। মাল্যকগোপবর অভ্যুদয়ার্থ দৈব, পৈতৃক এবং আর্ষকর্ম্ম স্বয়ং সম্পন্ন করিলেন। অর্থাৎ গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা ও মার্কণ্ডেয়াদি চিরজীবিগণের পূজা বসুধারা সম্পাতন আয়ুষ্যজপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করতঃ দেবতুল্য মহর্ষিগণের দ্বারা অপর মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমুদায় যথা বিধানে যথা সময়ে সমাপন করাইলেন। অর্থাৎ ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, বাস্তুদেব, পঞ্চানন, সুবচনী এবং জলকুমারী প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চ্চনা করাইলেন॥ ১৩॥

অথ বরের সহিত বরযাত্রগণের যাত্রা।

সমাদায় সর্ব্বানীমন ব্রাহ্মনৌঘান্।
বণিক্ গোপ গোপী নৃপক্ষত্র বৈশ্যান্।
লসক্কেমনিষ্কাংশ্চলৎ কুণ্ডলৌঘান্।
লসচ্চিত্র দামস্ফুরচ্চিত্র দেহন্॥ ১৪॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর গমনোন্মুখ বরযাত্রগণের শোভা বর্ণন করিতেছেন। সমাগত মুনিগণ ও ব্রাহ্মণগণ আঢ্যতম বণিকগণ, গোপ গোপীগণ ও ক্ষত্রিয়রাজ। ও বৈশ্য শূদ্রাদিগণ, সকলেই স্বর্ণমালামণ্ডিত পরিশোভিত আন্দোলিত কুণ্ডলবান্, বিচিত্র মণিমালা ও পুষ্পমালাতে পরিশোভিত কলেবর সেই সকলকে মাল্যক সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন॥ ১৪॥

নানাভরণ সংচ্ছন্নান্নানায়ুধ লসৎকরান্।
রথিনো রথমারূঢ়ান্ লসদম্বর ভূষিতান্॥ ১৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অপর নানাপ্রকার অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন অলঙ্কৃত দেহ, নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রকর কঞ্চুকোষ্ণীষধারী, বিবিধ বস্ত্রোপশোভি সুভূষিত রথীগণ রথারোহণ পূর্ব্বক বরানু গমন করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥

কেচিদশ্বেষু করিষু কেচিদ্রথবরেষুচ।
অনঃসুকেচিদব্যগ্রাঃ শিবিকাসু সহস্রশঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ার্থঃ। কোন কোন ব্যক্তিরা অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ হস্তীস্কন্ধে, কতকলোক উত্তম রথে, অপরে অব্যগ্রচিত্তে শকটে আরোহণ করিয়া এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি শিবিকারূঢ় হইয়া চলিলেন॥ ১৬॥

চর্ম্মী বর্ম্মী রথী খড়্গী শরী তূণীচ তোমরী।
মুদগরী মুষলী শূলী গদী চক্রী বরোষ্ণিষী।
ভিন্দিপালী বিপাশীচ জগ্মুঃ শক্তি মদাদয়ঃ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। অপর চর্ম্ম বর্ম্মধারী রথী সকল, শরতূণধারী ধারী ধানুকীগণ ও তোমর মুদগর, মুষল, শূলপাণীনিকর, গদা, চক্র ও উত্তম উষ্ণীষধারী সমূহ বিপাশ ভিন্দীপাল ও শক্তিধারী ইত্যাদিসামন্তগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বরের দুই পার্শ্বে অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিল তৎকালে সুসজ্জিত সৈন্যগণের শোভা সন্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন॥

রক্তসূত্র লসদ্বাহুং বিচিত্রাম্বর ভূষণং।
আরোহয়দযান বরং কৃতকৌতুক মঙ্গলং।
আয়ানং করমবগ্রে শস্ত্রপাণিং বরাসনং॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর, রক্তসূত্রবদ্ধ বাহু, সুশোভিত ববাহাবচিত্র বস্ত্রালঙ্করণ ও মুকুট ধারণে পরিশোভিত, অব্যগ্র মনা অস্ত্রহস্ত বরবেশধারী আয়ানকে কৃত কৌতুক মঙ্গলে শুভক্ষণে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করাইলেন॥ ১৮॥

অনুজগ্মুস্ততঃ সর্ব্বে গোপালাঃ সর্ব্বভূষণাঃ।
খেলন্তশ্চবদন্তশ্চ হসন্তশ্চ তথা পরে॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব ভূষণে ভূষিত গোপালকগণেরা খেল গতিদ্বারা নানাবিধ কথার জল্পনা পূর্ব্বক পরিহাস্য করিতে করিতে ববের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥

গর্জ্জন্তশ্চ প্লবন্তশ্চঃ গায়ন্তশ্চ তথাপবে।
নৃত্যন্তশ্চ তথৈবান্যে পশ্যন্তঃ খেল খেলকং॥ ২০॥

অস্যার্থঃ। অপব কেহ গম্ভীরস্বরে গর্জ্জনপূর্ব্বক উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন গতিতে, নাচিতে, নাচিতে, কেহবা মনোহর শ্রবণ রসায়ণ গীত গাইতে গাইতে কেহবা অন্যান্য অনুযাত্র খেলকদিগের খেলা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন॥ ২০॥

আযযুনগরাভ্যাসং বৃষভানো মহাত্মনঃ।
দূতং মাল্যঃ প্রহৃষ্টেন প্রৈষীৎ স্বান্তেন ভূসুরং॥ ২১॥

অস্যার্থঃ। মহামতি বরকর্ত্তা মাল্যক বরসহিত মহাত্মা বৃষভানুর নগর সন্নিধানে সমাগত হইয়া আপনাদিগের আগমন সংবাদ দিবার নিমিত্ত অতি সুবুদ্ধিমান প্রিয়ম্বদ শান্তমনা এক জন ব্রাহ্মণ দূতকে সত্বর বৃষভানু ভবনে প্রেরণ করিলেন॥ ২১॥

বৃষঃ শ্রুত্বা সহামাত্যঃ সগণঃ সপুরোহিতঃ।
অভ্যুত্থানার্থ মায়াত যত্রমাল্যো ব্যবস্থিতঃ॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। দূতমুখে বরাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করতঃ সহর্ষে মহামনা বৃষভানু তাঁহার দিগের অভ্যুত্থানার্থ স্বজন সুহৃদগণ ও পুরোহিত সহিত যথায় মাল্যক অবস্থিতি করিতেছিলেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২২॥

তানাদায় বৃষঃ প্রায়াৎ স্বপুরং সমহামনাঃ।
তানাগতান্ বহুবিধান্‌দ্রষ্টু কামাঃ পুরৌকসঃ।
গবাক্ষ জালৈঃ সংচ্ছন্নঃ প্রাসাদান্ রুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তত্রোপস্থিত হওনানন্তর মহামনা বৃষভানু স্বীয় বৈবাহিককে বরও বরযাত্রগণের সহিত সমাদরপূর্ব্বক স্বপুরে লইয়া চলিলেন। সেই সকল সমাগত বরযাত্রগণের সহিত বরকে দেখিবার অভিলাষে কত শত শত নগর বাসিনী নারীগণেরা অত্যুচ্চ অট্টালিকার ছাদে আরোহণ করিতে লাগিলেন। অপর কত কত ললনাগণে চীকদ্বারা সমাচ্ছন্ন গবাক্ষ দ্বার মুক্ত করিয়া বরকে দেখিতেছেন ॥ ২৩ ॥

গীতৈ র্বাদ্যৈঃ সিংহনাদৈঃ শূরাণাং গর্জ্জতাং মুনে।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব নভঃ সংপূরিতানিহি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনে! বরানুযাত্র গায়কদিগের সংগীতরবে, এবং নানাবিধ বাদ্য কোলাহলে, আর সৈন্য সামন্তের সিংহনাদ ধ্বনিতে, অপর মহাবীরভাগের গর্জ্জনে দিক্ বিদিক্ প্রতিনাদিত হইতে লাগিল, এবং সমস্ত গগণ মণ্ডলও এককালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥

ততোযানাদবারুহ্যাঙ্কগ কৃষ্ণং বরং পুরং।
আনিনায় বৃষো রাজা সভৃত্য বলবাহনং ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর পুরদ্বার প্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্কগত আয়ান রথে হইতে অবতরিত হইলেন। মহারাজা বৃষভানু সমস্ত অনুগামী সৈন্য সামন্ত ও দাসগণের সহিত সেই বরকে সম্মান পুরঃসর পুরাভ্যন্তরে সভাতলে আনয়ন করিলেন ॥ ২৫ ॥

সানুগং সহবন্ধুংচ সজ্ঞাতি ব্রাহ্মণং মুদা।
বরয়িত্বা বরং বৃষ্যা মাস্থিতা মাহিতা সনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আহিতাসন বৃষভানু মহাহর্ষে সহবন্ধু বান্ধব ও অনুগামী জনগণ এবং ব্রাহ্মণ গণের সহিত বরকে মহাহর্ষে বরাসনে উপবেশন করাইয়া বরণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

শুচিঃ শুচং দর্ভপাণির্দর্ভপাণিং বৃষস্তথা।
দেবাগ্নি পুরতো বিপ্রৈঃ স্বস্তিবাচ্যচ ভূসুরাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ভূদেবগণেরা! পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কৃতাচমন পবিত্র দর্ভপাণি বর উপবেশন করিলেন। অনন্তর কুশহস্ত বৃষভানু দেবতা ও অগ্নির পুরতোভাগে বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন ॥ ২৭ ॥

সমর্চ্চ্য মধুপর্কাদ্যৈ বস্ত্রাভরণ মাল্যকৈঃ।
আনাব্যালংকৃতাং কন্যা মযোনিজ শুভাননাং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর পাদ্যাসন মধুপর্ক বসন ভূষণ অলঙ্করণ গন্ধপুষ্প মাল্যদ্বারা বরের অর্চনা করণানন্তর অযোনিসম্ভবা শুভাননা স্বীয়া কন্যাকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া মহারাজা ছায়ামণ্ডপে সমানয়ন করিলেন ॥ ২৮ ॥

ক্ষৌমার্ঘ বরমাণিক্য রত্নাখচিতমম্বরং।
বিভ্রতীং রক্তসূত্রাণি করে সব্যে মনোহরাং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব মনোহারিণী ঐ কন্যা মাণিক্যাদি বররত্নে খচিত রাজোপযোগ্য ক্ষৌম-বস্ত্র পরিধায়িনী, বামকরে আবদ্ধ রক্তসূত্রে পরমশোভিতা ॥ ২৯ ॥

মালতী মল্লিকা দামচ্ছন্না দুন্দুভিকোপমৌ।
দোদুল্যমানা বায়ত্যা শ্যামাস্যৌ বর্ত্তুলৌ কুচৌ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। শোভন মৃজ্জীকৃত দুন্দুভি ন্যায় সমসুবর্ত্তুল শ্যামবর্ণ সুউচ্চ পয়োধর যুগল গন্ধবতী মালতী ও মল্লিকা মালে সমাচ্ছন্ন, আগমনকালে গুরুতরভরে দোদুল্যমান হইল ॥৩০

দধতীং গুরুজঙ্ঘোরু ভরা নম্র কটি স্থলাং।
বিহরন্তী মনোযুনাং কটাক্ষৌঘৈ রিবাগতা ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। গুরুতর জঙ্ঘাদ্বয় ও গুরুতর উরুস্থলভরে আনমিত কটিদেশ নয়নযুগল ভঙ্গিমা দ্বারা যুবা পুরুষদিগের মনোহারিণী রূপে পরিণয় সভায় সমাগতা হইলেন ॥ ৩১ ॥

বীক্ষ্যসর্ব্বে মনোজন্ম বিশিখা কৃত্ত মানসাঃ।
সর্ব্বে মোহমিতস্তত্র নাসান্ কেচিৎ সসংজ্ঞকাঃ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। সভাস্থ সকলে তদ্রূপ লাবণ্য সংবীক্ষণ করতঃ স্মর শরাহত মানস হইয়া এককালে সকলেই মহামোহ বশগত হইলেন। তৎকালে সে সভায় পুরুষ মধ্যে কেহই চৈতন্য সম্পন্নছিলেন না ॥ ৩২ ॥

ততস্তাং চারু সর্ব্বাঙ্গীং বৃষোদিৎ সুস্তমীক্ষ্যসঃ।
ধাঙ্ক্ষায়েন পুরোডাশ মধ্বরে ম'ধবো রুষা ॥
আয়ানাঙ্কগ কৃষ্ণস্তু পুংস্ত্বা দপনয়ং স্তদা ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ। কোন কোন ব্যক্তি বরের আসন হইতে শস্ত্র সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞীয় ঘৃত কাককে প্রদান করার ন্যায় বৃষভানু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোহারিণী কন্যা আয়ানকে দান করিতে ইচ্ছুক হইলেন, অযোগ্য বিবেচনায় আয়ান ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ পরমরোষে তাহার পুরুষার্থাপহরণ করিলেন অর্থাৎ আয়ানকে নংপুসকত্ব প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥

দ্বিতীয়ং প্রকৃতিং তস্যা দায়ানায়া দদৎ ক্ষণাৎ।
যস্যেঙ্গিতৈ লয়ং যান্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥
তস্যা বিবিৎসিতং কর্ম্ম কোবা বারায়তুং ক্ষমঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। তৎক্ষণাৎ আয়ানের পুরুষত্ব নিবারণ পূর্ব্বক স্বভাবের বিপরীত স্বভাব তাঁহাকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণেঙ্গিত মাত্র আয়ান দ্বিতীয় প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত যে হইলেন, সে কর্ম্ম ভগবৎ সম্বন্ধে বিচিত্র নহে, যেহেতু যাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে সৃষ্টি স্থিতি লয়-কর্ত্তা ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরেরও লয় হয়, তাঁহার অকরণীয় কার্য্য জগতে কি আছে? সেই অচিন্ত্য অব্যয় পরম পুরুষের বিবেচনা সিদ্ধবিধের কর্ম্ম নিবারণ করিতে কে শক্তিমান হয়॥

প্রিয়ায়া লিপ্সিতং যত্তু বিধায়োরুক্রমস্তদা।
প্রসারিত করো বাঢ় মুবাচ তদনন্তরং॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ। উরুক্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীমতি রাধিকার মনোভিলষিত যে প্রার্থনা তাহা সংপূর্ণ করতঃ আয়ানকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনার দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া কন্যারত্নের পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তদনন্তর বাঢ়ং ইতি প্রতিগ্রহ সূচক বাক্য কহিলেন॥

সতদ্ধস্তে দদত্তাসু দক্ষিণা রত্ন সঞ্চয়ং।
নাজ্ঞাসীত্তস্য তত্বতং কিঞ্চিদ্রাজা তদামুনে॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অঙ্গিরা! বৃষভানু রাজা কন্যাদান করতঃ তদ্দক্ষিণা স্বরূপ কতকগুলি রত্ন সঞ্চয় শ্রীকৃষ্ণ হস্তে প্রদান করিলেন শ্রীকৃষ্ণও স্বস্তি বলিয়া লইলেন, কিন্তু এতাদৃক তত্বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানু কিঞ্চিৎ মাত্র ও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অন্যা-পরে কাকথা ইতিভাবঃ॥ ৩৬॥

ততঃপরম সংহৃষ্টঃ পারিবর্হং মহাধনং।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং বহ্বর্ঘক্ষৌম বাসসাং॥
দাসানাং শতশস্তস্মৈ জামাত্রে মুদিতাত্মবান্॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর পরমহৃষ্ট মানসে মুদিতাত্মা রাজা বৃষভানু নানাবিধ ধন এবং রাজার্হ ক্ষৌম্যবস্ত্র পরিধায়িনী স্বুবর্ণমালা মণ্ডিতা শত শত দাসী ও শত শত দাস জামতাকে যৌতুক দিলেন॥ ৩৭॥

করিণাং ষষ্টিবর্ষাণাং মশ্বানাং দ্বেশতে তদা।
রথানাং রত্নমাণিক্য বরশস্ত্র রথিস্রজাং॥
পঞ্চাশতং দদৌতস্মৈ গবাং পঞ্চশতং তদা॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। এবং ষাটিবৎসর বয়স্ক দুইশত হস্তী, আর দুইশত তুরঙ্গম, মণি মাণিক্য রত্নভূষিত মণিমালা মণ্ডিত অস্ত্র শস্ত্র যুক্ত রথীর সহিত পঞ্চাশত উত্তম রথ এবং প্রভূত দুগ্ধবতী সবৎস পঞ্চশত গাভী জামতাকে বৃষভানু প্রদান করিলেন॥ ৩৮॥

বহ্বর্ঘাণিচ বাসাংসি কম্বলা স্বজিনানি চ।
রত্নমাণিক্য ভূরীণি মণিহীরক ভূষণং॥
গ্রামান্ শতং পদাতীংশ্চ খরোষ্ট্র মহিষান্ বহূন্॥ ৩৯॥

অস্থার্থঃ। এবং বহু মূল্যবান বস্ত্র, কম্বল, রাঙ্কব, অজিনাদি মণি মাণিক্য প্রভৃতি রত্ন-নিকর, এবং মণিময় ও হীরকময় বহুশত ভূষণাদি, বহুশত পদাতি সৈন্য, অনেক সংখ্যক গর্দ্দভ উষ্ট্র ও মহিষ, আর এক শত গ্রাম জামতাকে যৌতুক দিলেন ॥ ৩৯ ॥

সংতোষ্য ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ বৃদ্ধান্ পঙ্গুন্ জড়ান্ বহূন্।
অনাথান কৃপণান্ বালা মাতৃপিতৃ বিহীনকান্ ॥
' বাদকান্ গাথকান্ সূত নট মাগধ বন্দিনঃ ॥ ৪০ ॥

অস্থার্থঃ। অনন্তর মহারাজা বৃষভানু অনাহত বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, পঙ্গু, জড় ও অনাথ দীন দরিদ্র সকল, আর মাতৃ পিতৃহীন বালক এবং বাদ্যকর, সংগীতগায়ক, স্তুতি-পাঠক সূত মাগধ বন্দীগণ ও নট নর্ত্তকগণকে প্রভূত ধন দান দ্বারা সন্তুষ্ট করতঃ বিদায় করিলেন ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞাগোপান্ সুমর্চ্চন্ বহুমান পুরঃসরং।
ততঃ সংভূয়তে সর্ব্বে দম্পতীত্তৌ মুদান্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥

অস্থার্থঃ। অনন্তর সমাগত রাজাগণ, এবং পূজনীয় জনগণকে বহু মান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তাঁহারা সকলেই পরম হৃষ্টমানসে বর কন্যাদ্বয়কে যথাযোগ্য যৌতুক প্রদানে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

লব্ধাশিষৌ কৃতনমস্কারৌ যান মারুহ্যতাং।
স্বং স্বং যান মবারুহ্য স্বং স্বং ধামযযুর্ম্মুদা ॥ ৪২ ॥

অস্থার্থঃ। বর বরাঙ্গনা তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকে নমস্কার করতঃ বর যানে আরোহণ করিলেন। অতঃপর আর আর সকলে হর্ষমনা হইয়া আপন আপন যানারূঢ় হইয়া আপন আপন ভবনে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

ততঃ প্রভৃতি গোপেন্দ্রবাল আয়ান উঞ্চকং।
দীর্ঘঞ্চ মুমুচেশ্বাসং নশর্ম্ম লভতে কদা ॥ ৪৩ ॥

অস্থার্থঃ। অনন্তর মাল্যক বরকন্যাকে মহাসমৃদ্ধিপূর্ব্বক জাঁকজমক করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। কিন্তু বিবাহের পর অবধি গোপেন্দ্র বালক আয়ান দীর্ঘোষ্ণনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সর্ব্বদাই চিন্তাবারিধিতে নিমগ্ন কোনদিনই আপনার প্রসন্নতা সাধন করিতে পারেন না ॥ ৪৩ ॥

শয়নাসন মেবাদৌ গমনাসন মজ্জনে।
দীর্ঘচিন্তা পরীতাত্মা বিলপন্ বিরুবন্মুহুঃ ॥ ৪৪ ॥

অস্থার্থঃ। অতিশয় দীর্ঘচিন্তাতে আপন্ন আসানের শয়ন উপবেশন গমন ভোজন স্নানাদিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ বোধ হয় না, আমার এ কি দশা হইল ইহাই মনে মনে সর্ব্বদা বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া দিবসাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

নকিঞ্চিদ্রুরুচে তস্য সদান্য মানসঃ স্থিতঃ।

তথাভূতস্তুনাজ্ঞায় বয়স্যাস্তস্য গোপকাঃ॥

পপ্রচ্ছুঃ সর্ব্ববৃত্তান্তং তদাশোকস্য কারণং॥ ৪৫॥

অন্বার্থঃ। আয়ান সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকেন, কিঞ্চিন্মাত্রও মনের সন্তোষতা লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার বয়স্য গোপবালকেরা তথা ভূত তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শোকের কারণ কি? ইহা অবগত হওনাকাঙক্ষায় একদা সম্যক্ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৪৫॥

পৃষ্টঃ সর্ব্বমশেষেণ তানাচক্ষ্যৌ তদাশুচা।

দহ্যমানো দিবারাত্রৌ আয়ানো গোপবালকান্॥ ৪৬॥

অন্বার্থঃ। সেই সকল গোপবালক কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া অতন্দ্রিত দিবা রাত্রি শোকে দন্দহ্যমান আয়ান আপনার সম্প্রিত প্রাপ্তাবস্থার বিবরণ ঐ সকল সমবয়স্ক গোপবালকদিগকে বিশেষরূপ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন॥ ৪৬॥

তেতস্মাৎ সর্ব্ববৃত্তান্ত মাজ্ঞায় মাল্যকেতদা।

জটিলাযৈচ তৎসর্ব্ব মাচক্ষু গোঁপদারকাঃ॥ ৪৭॥

অন্বার্থঃ। আয়ানের স্থানে তদবস্থার সকল বিবরণ বিজ্ঞাত হইয়া গোপবালক সকল অতি সত্বর গমনে গিয়া আয়ানের পিতা মাল্যকৃকে এবং তন্মাতা জটিলাকে বিস্তারিত করিয়া কহিলেন॥ ৪৭॥

এতদ্বিপ্রিয় মাকর্ণ্য দম্পতীতৌ শুচার্দ্দিতৌ।

দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয়ৌ মূর্চ্ছিতা বাসভ্রাং তদা॥ ৪৮॥

অন্বার্থঃ। বালকদিগের মুখে পুত্রের বিতথাবস্থার কথা শ্রবণ করতঃ মাল্যক ও জটিলা উভয়েই অতিশয় শোক পীড়িত হইলেন, এবং সাতিশয় দুঃখিত ও সন্তাপিত চিত্তে মূর্চ্ছিতা প্রায় অবসন্ন হইয়া রহিলেন॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধোপযানং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

রাধাহৃদয় প্রস্তাবে শ্রীমতিরাধিকার বিবাহানন্তর গোকুলেমাল্যক গৃহাগমন নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

অথ রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন।

ব্রহ্মোবাচ।—যমুনোপবনে রম্যে বল্লীকুসুম গন্ধিতে।

মল্লিকা জাতিবকুল যুথীলকুচ সঙ্কুলে ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে মুনিবর অঙ্গিরা! অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে রূপে মিলন হইয়াছিল, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর ইত্যাভাসঃ। কদাচিৎ কলিন্দনন্দিনী তীরে মনোরম লতামণ্ডিত, নানাবিধ অস্ফুটিত প্রসূন গন্ধে সুগন্ধিত, মল্লিকা বকুল জাতি যূথী এবং লকুচ তরু সমূহে সমাকীর্ণ উপবন সকল ॥ ১ ॥

মঞ্জুভ্রমর সংযুক্তে লতাকুঞ্জ শতাবৃতে।

চারুচন্দ্রকরৈর্জুষ্টে সর্ব্বেষাং মন্মথস্পদে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ বনস্থল লতানির্ম্মিত শত শত কুঞ্জভবনে সমাবৃত, বিকসিত কুসুম রাজিতে মধুলোলুপ প্রমত্ত মধুকর নিকর মধুপানাসক্ত হইয়া সুমধুর স্বরে ঝঙ্কার-ধ্বনি করিতেছে, এবং সমুদিত মনোহর শশধর কিরণ পাতে সুশোভিত মকর-কেতনে শাশ্রিত স্থান, অর্থাৎ সর্ব্বজনের স্মরোদ্দীপক হয় ॥ ২ ॥

দেবকী নন্দন শ্রীমান্ বৃতোগোপালকৈস্তদা।

বীক্ষ্য সর্ব্বং বনং রম্যং মনশ্চক্রে স্মরোৎসবে ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। তৎকালে কতকগুলি গোপ বালকের সহিত শ্রীমৎ দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবম্ভূত বনরাজীর শোভা অবলোকন করতঃ মদন মহোৎসবে সেই সকল বনে রমণ কবিতে মনোযোগ করিলেন, অর্থাৎ রমণী গোষ্ঠী লইয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৩ ॥

বেণুনাহ্বায়য়া মাস রণন্মঞ্জুরবেণ চ।

অনঙ্গ শরসংভিন্ন হৃদয়াং রাধিকাং বনে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। গোপী বিহরেচ্ছু ভগবান ভূতভাবন গোবিন্দ, অনঙ্গ বর্দ্ধন সুমধুর বেণু ধ্বনি করতঃ কুসুম শর সংবিদ্ধ হৃদয়া শ্রীমতিরাধিকাকে সেই বনমধ্যে আহ্বান করিলেন ॥ ৪ ॥

এহ্যেহি চারু সর্ব্বাঙ্গি রাধে মৎ প্রীতিদায়িনি।

নির্ব্বাপয়িষ্যে কামাগ্নিং ত্বদাশ্লেষাম্বুসিপ্রিয়ে ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ বেণুস্বরে সংকেতানুসারে শ্রীমতিকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে শ্রীমতি রাধে! হে মন্মনঃ প্রীতিঃ দায়িনী! হে মনোহর সর্বাঙ্গি! হে প্রিয়ে! এই নির্জ্জন বিপিনে তুমি সত্বর দ্রুতপদে আগমন কর। আমি স্মর শরানলে অত্যন্ত সংদগ্ধ হইতেছি, এক্ষণে তোমার আলিঙ্গন রূপ সুশীতল সলিলাবগাহন করতঃ সুতীব্র মদনানলকে নির্ব্বাপণ করিব॥ ৫॥

মৃতং জীবয় মাং ভীরু মারবাণৌঘ জর্জ্জরং।

ত্বেধরামৃত দানেন চারুসর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী! হে সুশোভন চরিতে! হে সাধুশীলে! খরতর সমূহ স্মর শরাঘাতে জর্জ্জরীভূত মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে ভীরু! তোমার অধরামৃত প্রদানদ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত করহ। আর যন্ত্রণা জালে আবদ্ধ হইয়া আমি জীবন্ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিনা? ইতিভাবঃ॥ ৬॥

ইতি বেণুরবং শ্রুত্বা প্রবুদ্ধানঙ্গ কশ্মলা।

সংজ্ঞয়া তাং সখী বুদ্ধা বেণুনাকৃষ্ট মানসা॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃত সঙ্কেত বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র শ্রীমতি রাধিকা অতিশয় কাতরা এবং বর্দ্ধমান মদনমোহে মূর্চ্ছিত প্রায়া হইলেন। ইঙ্গিতানুসারে তৎসখী গণেরা তাঁহার স্মরভাবের উপলব্ধি করিলেন, অর্থাৎ শ্রীমতিরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ কৃত বংশীরবে আকর্ষিত মনা হইয়া বিজ্ঞান হীনা হইয়াছেন॥ ৭॥

বিহায় শয়নাদীনি মনোগন্তুং সমাদধে।

তন্মনস্কা তদালাপা তদনু ধ্যানতৎপর॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। বেণু সঙ্কেত শ্রবণাবধি শ্রীমতি রাধা শয়ন উপবেশন অশনাদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা কৃষ্ণগতমনা হইয়া তদ্গুণালাপ তদ্রূপ ধ্যান পরায়ণা এবং তদন্তিক গমনে সর্ব্বক্ষণ মনোধারণা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গিয়া সেইচিত্তহর মদনমোহন রূপ দর্শন করিব এইমাত্র মানসে নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন ইতি ভাবঃ॥ ৮॥

তদ্বেণুগীত হৃদয়া তদ্গুণ শ্রবণে রতা॥ ৯॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোহর বেণুগীত শ্রবণে বৃষভানুনন্দিনী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তা হইয়া সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ গুণগান শ্রবণে নিরতা হইলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণালাপ শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার আর কোন আলাপ মাত্র শ্রবণেচ্ছা হয় না এতাদৃশী ব্যগ্র সমস্তা হইয়া স্বীয়া সখীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে প্রিয়তম কান্ত মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন-

[illegible] [illegible] অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৯॥

আয়ান্তা বীক্ষ্য আয়াতা যোষিতোথোক্তো হসন্।

আহত্য মোহয়ন্ বাচা বহিঃ কঠিনয়া মুদে ॥ ১০ ॥

অন্বার্থঃ। জগৎ পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস। সখীগণ সমভিব্যাহারে স্বসন্নিধানে শ্রীমতি রাধিকাকে সমাগতা হইতে অবলোকন করতঃ তাঁহাদিগকে পেষল বাক্যে মোহযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে এমন কথা বলিলেন যে বাহিরে তাহা অত্যন্ত শ্রবণ কটু কিন্তু ভিতরের সংপূর্ণ হয়, অর্থাৎ আত্মাভিলাষকে সংগোপন করিয়া গোপীদিগের আগ্রহতাই ব্যক্ত করিলেন ॥ ১০ ॥

কাবুযং চারু সর্ব্বাঙ্গ্যো ব্যাড় ব্যাঘ্র নিষেবিতে।

দস্যুভিঃ সেবিতে তদ্বৎ কিমর্থং কিঞ্চিকীর্ষথ।

কুতো বা কেন বা কিম্বা মত্তঃ প্রার্থয়থা নঘাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বার্থঃ। সাতিশয় চাতুর্য প্রকাশন পূর্ব্বক তৎপরা গোপিকা গণকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি মনোহরশীলা গোপীগণেরা। তোমাদিগকে সুশোভন রূপলাবণ্যযুক্ত নবযৌবনা দেখিতেছি তোমরা কে? কোথাহইতে কি কারণে কোন্ অভিলষিত অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত এই শার্দ্দূল ব্যাল পরিবৃত এবং তাদৃশ দস্যুগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত অতি নিবিড় নির্ম্মনুজ বনস্থলে রাত্রিকালে আগমন করিলে? তোমরা কুলবধূ অতি নিষ্পাপা। কি প্রার্থনায় আমার নিকট আসিয়াছ তাহা ব্যাক্ত করিয়া বল, কুলকামিনীর এস্থান স্থাতব্য নহে? ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

রাধোবাচ।—ত্বৎপাদ রজসা ক্রীতা দাস্যহং নাথ তে বিভো।

মামাং ত্যাক্ষীঃপদাম্ভোজা শ্রয়াং মাং দুঃখকর্ষিতাং ॥ ১২ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণান্তর শ্রীমতী রাধিকা তাঁহাকে যখন এই কথা বলিলেন। হে বিভো! তোমার পাদপদ্ম রজোদ্বারা ক্রীতদাসী, তবপাদপদ্মকে সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছি, এবং অত্যন্ত দুঃখে কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছি। হে নাথ। হে শরণাগত প্রতিপালক! হে দিনবন্ধো! তুমি নির্দ্দয় হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিহ না ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ —ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য প্রসন্নাব্জ মুখো হরিঃ।

পরিষ্বজ্য স্যতাং বালাং বিম্বোষ্ঠৌ তৌ চুচুম্বহ ॥ ১৩ ॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিতেছেন। হে বিদ্বন অঙ্গিরা। শ্রীমতিরাধিকার বদনকমলেরিত এতৎ বাক্য শ্রবণে ভগবান গোবিন্দচন্দ্রের প্রফুল্ল কমল সদৃশ শ্রীমুখচন্দ্র অতি সুপ্রসন্ন হইল। তখন শ্রীমতিকে এসো এসো বলিয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ সানন্দচিত্তে সুপক্ব বিম্বফলাকৃতি তাঁহার ওষ্ঠাধরদ্বয় চুম্বন করিলেন ॥ ১৩ ॥

জগৌ ননর্ত্ত জহসে জহাসোচ্চৈ ননর্দ্দ চ।

আলিঙ্গ্যালিঙ্গতা ঙ্কে ভুবেশয় দধাচ্যুতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল মণ্ডিত হইয়া সকলের সহিত গীত গাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং পরমহর্ষ যুক্ত চিত্তে উচ্চধ্বনি যুক্ত হাস্য করিলেন। কর্ষন বা আলিঙ্গন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্বপ্রিয়াকে আপনার ক্রোড়দেশে আনিয়া বসাইলেন ॥ ১৪ ॥

কুঙ্কুমাগুরু কর্পূর বাসিতং কবলং দদৌ।
বিম্বোষ্ঠ্যাস্যে ভানুজায়া স্তাম্বুলস্য জনার্দ্দনঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ সুপক বিম্বোষ্ঠী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার শ্রীমুখমণ্ডলে কুঙ্কুম ও অগুরু এবং কর্পূর বাসিত চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

বাসসী বিরজে শুভ্রে বহ্নিশুদ্ধে মহৌজসী।
অজরে পারিজাতস্যা ম্লানপঙ্কে ক্বহস্রজং ॥ ১৬ ॥

অন্বার্থঃ। মহাতেজসে নির্ম্মল অগ্নিধৌত অজর শুভ্র বস্ত্র যুগল লইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতিকে পরিধাপন করাইলেন। আর অম্লান পাঙ্কজী মালা এবং প্রস্ফুটিত পারিজাত পুষ্পমালা গলদেশে সমর্পণ করিলেন ॥ ১৬ ॥

বহুবর্ঘ রত্নমাণিক্য মণি নির্ম্মাঙ্গুরীয়কং।
মণিং কৌস্তুভনামানং সহস্রাদিত্য বর্চ্চসং ॥ ১৭ ॥

অন্বার্থঃ। বহু মূল্যবান রত্ন ও মণি মাণিক্য নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক সমস্ত অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। আর সহস্র সূর্য্যের সমান তেজোময় পরম উদ্দীপ্ত কৌস্তুভ নামে মহামুনি স্বকণ্ঠ হইতে অবতারণ করতঃ প্রিয়ার কণ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রিয়োরসি প্রিয়ং দান্তং পরমস্ত্বঙ্গুরীয়কং।
মালতী মল্লিকা যুথী স্রজং স্বকর গুম্ফিতাং ॥ ১৮ ॥

অন্বার্থঃ। দন্তাখ্যমণি নির্ম্মিত অতুল্য পরমাঙ্গুরীয়ক শ্রীরাধিকার করজমূলে প্রদান করতঃ অখিল ভুবনপাল গোপালরূপী ভগবান গোবিন্দ স্বকর গ্রথিত মালতীমালা ও মল্লিকামালা এবং যুথী পুষ্পমালা প্রিয়ার গলদেশে প্রদান পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আলম্বিত করিয়া দিলেন ॥ ১৮ ॥

বারুণমম্বর যুগং ভাস্বদ্রত্ন স্রজাং শুভাং।
মঞ্জুমঞ্জীর যুগলং বহ্নিপত্ন্যা সমাহৃতং ॥ ১৯ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ বরুণ প্রদত্ত উত্তম বস্ত্রযুগল শ্রীরাধিকাকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ মনোহর নানা ধাতু চিত্রিত যে বসন যুগল দিয়া বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন সেই বস্ত্র যুগ প্রিয়াকে পরিধাপন করাইলেন। আর বরুণ দত্ত দীপ্তিমতী সুশোভন রত্ন-মালিকাও পরাইয়া দিলেন। অগ্নিপত্নী স্বাহার প্রদত্ত রত্নরচিত মধুর শব্দায়মান মঞ্জীর অর্থাৎ নূপুর যুগল শ্রীরাধার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

কেয়ূর যুগ্মমলং ছায়ায়া নীত মাজ্ঞলা।

রোহিণ্যা প্রীতয়া দত্তে কুণ্ডলে জ্বলনোপমে ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। দিবাকর পত্নী ছায়াসুন্দরীর নিকট হইতে এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আনীত যে নির্ম্মল কেয়ূর যুগল, সেই কেয়ূরদ্বয় শ্রীরাধিকার বাহুদ্বয়ে পরাইয়া দিলেন। আর নিশাকর প্রিয়ঙ্করী রোহিণীদেবী প্রীতিযুক্ত চিত্তে প্রজ্জলিত হুতাশন প্রভ যে কুণ্ডলযুগল প্রদান করেন, সেই উদ্দীপ্ত কুণ্ডল যুগল শ্রবণদ্বয়ে পরাইলেন ॥ ২০ ॥

স্মরপ্রিয়াঙ্গুলীয়ানি রত্নান্যুত্তম তেজসা।

চিত্রং পয়োধি জননং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ। অপর অত্যুত্তম তৈজস রত্ননির্ম্মিত মনোহরণীয় অকরাম্বিত অঙ্গুরীয় সকল প্রদান করিলেন। যাহা মন্মথ মহিলা রতি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া পূজা করিয়াছিলেন, আর বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক সুনির্ম্মিত বিচিত্র লীলাকমল ক্রীড়ার্থ রাধাকরে সমর্পণ করিলেন ॥ ২১

অক্ষ্যাণি শুভ্রচিত্রানি দান্তানি করিণাস্তথা।

ভূষণানি বিচিত্রাণি মণিমাণিক্য বন্তিহি ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশুভ্র করিদন্ত নির্ম্মিত সুচিত্র ক্রীড়ার্থ অক্ষমালা প্রদান করিলেন, এবং অমর কারু নির্ম্মিত মনোহর মণি মাণিক্যবিশিষ্ট বিচিত্রিত ভূষণাদি প্রদান দ্বারা শ্রীমতিকে সম্যক্ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিলেন, অর্থাৎ যে অঙ্গে যাহা শোভা পায় সেই অঙ্গে তাহা ভূষিত করিলেন ॥ ২২ ॥

সুচিত্র পত্রকং গণ্ডে অলকালীময়ং মুনে।

পরিতঃ পরিতশ্চিত্রৈঃ সার্দ্ধং কুঙ্কুম বিন্দুভিঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অঙ্গিরা! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সুশোভন চিত্র পত্রক এবং অলকা জাল নির্ম্মাণ দ্বারা শ্রীমতির গণ্ডস্থল সুশোভিত করিলেন। এবং পর পর কুঙ্কুম বিন্দুদ্বারা কপোলতলে মনোহর চিত্র শোভা সম্পাদন করিয়া দিলেন ॥ ২৩ ॥

জ্বলৎ প্রদীপাকারঞ্চ সিন্দুর তিলকং দদৌ।

স্থলজন্ম বিচিত্রাংঘ্রি নখরেষু সুরাগকং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। মুররিপু শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্বলিত প্রদীপ কলিকার ন্যায় সিন্দুর তিলক শ্রীমতি রাধিকার সীমন্তভাগে প্রদান করিলেন। এবং স্থলপদ্মতুল্য বিচিত্রিত চরণ নখরাদিকে সুশোভন অলক্ত রাগে রঞ্জিত করিলেন ॥ ২৪ ॥

স্ববক্ষ্যসি মুক্তহস্তো সরাগৌ চরণাম্বুজৌ।

হে দেবি তবদাসোহ মিত্যুক্তাযা মুহুর্ম্মুনে ॥ ২৫ ॥

হে মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অলক্ত রাগ রঞ্জিত শ্রীরাধিকার সুকোমল কমল চরণ যুগল বারম্বার আপনার হৃদয়োপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, হে শ্রীমতি রাধে! হে দেবি! আমি তোমার নিতান্ত দাস আমাকে দয়া কর ॥ ২৫

রত্ননির্ম্মাণ যানেন তাবকৃত্বা সবকলি ।

তত্রারেমে নিকুঞ্জেষু কৃষ্ণো রতি বিশারদঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ । হে রাধে ! আমি তব কিঙ্কর, এই কথা পুনঃ পুনঃ অনুনয় পূর্ব্বক কহিয়া, শ্রীমতি রাধিকাকে আপনার হৃদয়মধ্যে লইয়া রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণ করতঃ রতি নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ নিভৃত নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

নির্গুণো নিশ্চলঃ শান্তো নিরীহো নিরবগ্রহঃ ।

নির্দ্দেহোপি পরাত্মাচ প্রসক্তইব দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ । পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ, নিশ্চল, সর্ব্বচেষ্টাশূন্য শান্ত, নিরবগ্রহ, যদিও তিনি দেহরহিত নির্ব্বিকার বটেন । তথাপি দেহধর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়া জবাস্ফটিক বৎ অনাসক্তরূপে রাধানুরাগ রঞ্জিত অর্থাৎ রাধা সমীপে তদ্গুণ রাগে তৎকালে আশক্ত প্রায় দৃশ্যমান হইলেন । বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই রাধাই সকল করিয়াছেন, শুদ্ধ লোকে শ্রীকৃষ্ণকে কর্ত্তা বলিয়া মানে এই মাত্র ॥ ২৭ ॥

শক্ত্যা পরময়া যুক্তো হ্যায়ত্ত ইব যোষিতাং ।

কচ্ছে কচ্ছে মনোভীষ্টে সরঃসুচ সরিৎ সুচ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ । সর্ব্ববিষয়ে সকলের অনায়াত্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ললনাগণের আয়ত্ত প্রায় রাধাসঙ্গে কলিন্দনন্দিনীর তীরে তীরে, এবং মনোভিলষিত সরোবর তীরে ও সুশোভন নদী তীরে রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

মত্তদ্বিরেফ সংযুক্তে কুসুমালী সুগন্ধিতে ।

যথা রতি যথা প্রীতি যথা মতি যথা বলং ॥

রেমাতে তৌ বিশালাক্ষৌ তড়িতা বারিদো যথা ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ । ঐ সকল সরিৎ সরোবরের তীরে সুগন্ধি কুসুম সমূহের গন্ধে সুগন্ধিত উপবনে, যেখানে মনঃপ্রীতি জন্মে ও যথায় রতি হয়, এবং যথাসাধ্য, যথাবুদ্ধি, বিশালনয়না রাধা ও বিশালনয়ন শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে রমণে আসক্ত হইলেন, (তাহাতে যে শোভা হইল সে শোভা বর্ণন করা যায় না) তমাল শ্যামলবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ শরীরে কনকলতা সদৃশী শ্রীমতি সমাশ্লিষ্টা, যেমন সৌদামিনীর সহিত সজল জলদ পরিশোভনীয় হয় ॥ ২৯ ॥

অরণ্যাস্য সরস্যস্যাং বল্ল্যাং বল্ল্যাং জলে জলে ।

শানৌ শানৌ পর্ব্বতাস্যং স্বচ্ছতোয়ে হ্রদে হ্রদে ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ । রতি নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ রতি নিপুণা শ্রীরাধার সহিত এক বন হইতে অন্যবনে, লতাবেষ্টিত নিবিড় স্থানে স্থানে, প্রতি সরিৎ সরোবরের জলে, পর্ব্বতের গুহায় গুহায় নির্ম্মল সলিল পূর্ণ হ্রদে হ্রদে বিহার করিয়া রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে লতাচ্ছন্নে নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে।
বিদিক্ষু দিক্ষু সর্ব্বাসু নভস্যাকাশগে পথে ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ। নবীন লতাসংচ্ছন্ন প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে, প্রতি নদীতে নদীতে, প্রতি নদে নদে ও দিক্ বিদিক্ সর্ব্বস্থানে, এবং কদাচিৎ নভোগত হইয়া আকাশ বর্ম্মে উভয়ে রতিরসাবেশে ভ্রমণ পরায়ণ হইলেন ॥ ৩১ ॥

পুষ্পভদ্রানদী কচ্ছে মন্দমারুত সেবিতে।
মলয়ে চন্দনা দ্রোচ গোবর্দ্ধন নগোদরে ॥ ৩২ ॥

অন্বার্থঃ। মন্দ মন্দ সমীরণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত পুষ্পভদ্রা নদীরতীরে আর কুসুমাকার সময়োচিত মন্দ সমীরণ পরিসেবিত মলয়া পর্ব্বতের চন্দন বনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দর মধ্যে

দেবোদ্যানে দেববনে চিত্রে নন্দন কাননে।
জলোদরে পঙ্কজানা মুদরে পল্লবোদরে ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ। দেবতাদিগের স্বর্গীয় উদ্যানে, সুরকল্পিত কল্পবৃক্ষবনে, এবং চৈত্ররথবনে গন্ধমাদনে, আর মন্দরপর্ব্বতোপরি নন্দনকাননে। পদ্মোৎপল কুমুদ কানন পরিমণ্ডিত জল মধ্যে এবং তরুবর নিকরের নবপল্লবাচ্ছন্ন মনোহর স্থানে ॥ ৩৩ ॥

কেতকী মাধবী চম্পকোদরে গিরিনির্ঝরে।
মালতী কুন্দ কুমুদ পাথোজাগস্ত্যকাননে ॥ ৩৪ ॥

অন্বার্থঃ। প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কেতকীকাননে, নবকুসুমিতা মাধবীলতা মণ্ডিত মনোহর বিপিনস্থলে। আর সুশীতল প্রবাহিত পর্ব্বত নির্ঝরে, মালতীবনে, কুন্দকুসুম কাননে, কুমুদ কহ্লার কোকনদ শত পত্রবনে, এবং সুশোভিত বকপুষ্পকাননে ॥ ৩৪ ॥

মরুদ্দোলিত পালাশ সন্তানক বনে বনে।
পারিজাত বনে কুজদ্ভ্রমরদ্ভ্রমর নাদিতে ॥ ৩৫ ॥

অন্বার্থঃ। মন্দ মন্দ মারুতাঘাতে আন্দোলিত কুসুমিত শাখা পল্লব বিশিষ্ট কাননে, সন্তানক ও কল্পবৃক্ষ বনে বনে, মধুলোলুপ প্রমত্ত ভ্রাম্যমাণ ভ্রমর ধ্বনি প্রতিনাদিত পারিজাত পুষ্পবনে ॥ ৩৫ ॥

স্থানে স্থানে মনোরামে গেহে গুঞ্জন্মধু ব্রতে।
নীপে নীপে নীপশাখি শাখাসু বিটপেষু চ ॥ ৩৬ ॥

অন্বার্থঃ। গুঞ্জিত ভ্রমর মালা পুষ্পিত লতাবেষ্টিত মন্দিরে, এবং হরিপ্রিয় কদম্ব কাননে, অপর হরিপ্রিয় কেলিকদম্ব তরু নিকর বনে, আর পুষ্পিত শাখাশোভিত শাখি সমূহ সমন্বিত মনোরম স্থানে স্থানে রাধাসহ রাধাকান্ত একান্তে বিহার করিতে লাগিলেন।

মঞ্জুগুঞ্জ মঞ্জিরকো গুঞ্জন্মঞ্জিরয়া সহ।
সংভ্রমন্ মালতীমালঃ ভ্রমন্ মালিকয়াবনে ॥ ৩৭ ॥

অন্তার্থঃ। সুমনোহর শব্দায়মান নূপুর ধারি শ্রীকৃষ্ণ, অলিরব সবঙ্কারিত নূপুর ধারিণী শ্রীরাধিকার সহিত, বিগলিত মালতী কুসুমমালী বনমালী, বিত্রস্ত মালতী মালিনী শ্রীমতির সহ অতন্দ্রিত বিহারে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিলুলিতালক সংঘসো বিশিষ্টালকয়া পুনঃ।

এবং স্তৌরমমাণৌতু রতিশাস্ত্র বিশারদৌ ॥ ৩৮ ॥

অন্তার্থঃ। বিলুণ্ঠালক জাল মুরহর মধুসূদন, বিলুণ্ঠালক বতী বৃষভানুনন্দিনী রাধার সহিত পুনঃ পুনঃ বনোপবনে রতিক্রীড়ায় সুনিপুণ ও সুনিপুণা উভয়ে এইরূপ প্রকারে রমমাণ হইয়া নিরন্তর সমরাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

প্রীত্যা পরময়া যুক্তৌ লীলা মনুজ রূপিণৌ।

স্মরবাণালি সংঘর্ষ জননাগ্নি রথোল্বণঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্তার্থঃ। এইরূপ বহুদিবস পর্য্যন্ত লীলা মানুষ রূপিণী শ্রীরাধিকা ও লীলা মনুজ রূপ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে পরস্পর পরম প্রীতি সহকারে রতি রসরঙ্গে কালযাপনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রতিপতি নারাচ সংঘর্ষণ জনিত প্রলয় কালীয় জ্বালামালী হুতাশন সম প্রেমাগ্নি উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

অনারতং প্রববৃধে হবিষেব হুতাশনঃ ॥ ৪০ ॥

অন্তার্থঃ। এইরূপ শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমাসক্তচিত্ততা প্রযুক্ত দিন দিন প্রেমের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যেমন ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হুতাশন প্রবৃদ্ধ হয় ॥ ৪০ ॥

অথ কৃষ্ণকালী রূপ ধারণ।

এবং কতিপয়াহন্তৌ রমমাণৌ যথাসুখং।

বেশ্মন্য প্রেক্ষ্য জটীলা রাধা মুত্তুঙ্গ বক্ষজাং ॥ ৪১ ॥

অন্তার্থঃ। এবম্ভূত প্রকারে কতকদিবস শ্রীমতি রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ রমমাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা যথা সুখে রমমাণা হইলে পর পুরুষ স্পর্শনজন্য রাধিকার দিন দিন লাবণ্যাতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এক দিবস গৃহ কর্ম্মরতা আত্ম বধূর অতি উন্নত পয়োধর যুগল দর্শন করিয়া এবং বহু দিন গৃহে না দেখিয়া জটিলা তাঁহাকে পরাভিমত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ॥ ৪১ ॥

চিন্তয়া সম্পরীতাঙ্গী পুত্রমায়ান মাহুতং ॥ ৪২ ॥

অন্তার্থঃ। আয়ান মাতা জটিলা শ্রীরাধিকাকে হাব ভাব লীলা হেলাদি জাত ভাবা দেখিয়া দীর্ঘচিন্তায় পরীতাত্মা হইয়া, স্বপুত্র আয়ানকে নিকটে আহ্বান করতঃ এই কথা বলিলেন ॥ ৪২ ॥

জটিলোবাচ —বৎসবাচং নিবোধে মাং মত্তো জানুসূতা গৃহে।

নশ্যতে বহুতিথং কিং করোমি বদস্বমাং ॥ ৪৩ ॥

অন্বার্থঃ। বৎস আয়ান! তোমাকে আমি যাহা বলি তাহা তুমি সাবধান মনে শ্রবণ কর। তব প্রিয়া মমবধু বৃষভানুদুহিতা শ্রীমতি রাধিকা কোথায় গমন করিয়াছেন, বহুদিবস আমি তাঁহাকে গৃহে দেখি নাই এখন কি করি তাহা আমাকে বল ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীমতিরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তৎ সেবায় নিযুক্তা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ সহিত বিহারে উন্মত্তাপ্রায় নানাবনে রতিলালসায়। আত্মগারাদি বিস্মৃতা হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। অতএব তাঁহার কৃষ্ণকর্ত্তৃক দূষিত চরিত্রানুভব করিয়া জটিলা আয়ানকে এই কথা কহিলেন ॥ ৪৩ ॥

প্রেষ্যাগোপ সহস্রাণাং গৃহেষু পরিমার্গিতুং।
নাপশ্যন্তত্রতস্তাঞ্চ নগরেষু তথাতনাং ॥ ৪৪ ॥

অন্বার্থঃ। অরে বৎস আয়ান! আমিও নগরে নগরে সহস্র সহস্র গোপের প্রতি গৃহে ভৃত্য ও দাসীগণের দ্বারা অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোনস্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য। অরে বাছা! এরূপ প্রায়ই ভ্রমণ করে, মধ্যে মধ্যে গৃহে আইসে এই-বার তাহাকে বহুদিবস দেখিনাই, অর্থাৎ এই রূপ পূর্ব্বেও প্রতিদিবস গৃহ হইতে বাহির হইয়া যে কোথায় গমন করে তাহা জানি না? বাটিতে আইলে জিজ্ঞাসা করিলে বলে আমি কাত্যায়নী পূজা করিতে গিয়াছিলাম, অধুনা কতিপয় দিবস হইল আমাকে যে কথা বলিয়াছিল তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥

আর্য্যে কাত্যায়নী দেবী সদামে বরদা শুভা।
তস্যাব্রতং চরেন্নিত্যং মামিকুক্ত্বা জগামসা ॥ ৪৫ ॥

অন্বার্থঃ। এইবার আমাকে শ্রীরাধিকা এই কহিয়াগিয়াছে। হে আর্য্যে! এই ব্রজভূমে মহাদেবী কাত্যায়নী, তিনি আমার সর্ব্বদা শুভ প্রদায়িনী হয়েন অতএব আমি নিত্য তাঁহার ব্রত আচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু বাছা আমি তাহার সেবাক্যে বিশ্বাস করি নাই যেহেতু আমা কর্ত্তৃক তৎ স্বভাবের অন্যথা অবলোকিত হইয়াছে? ইতিভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

ততো বনেষু কুঞ্জেষু গোবর্দ্ধন নগোদরে
কচ্ছে যমস্বসুর্ব্বৎস তাং নবেদ্মি বরাঙ্গনাং ॥ ৪৬ ॥

অন্বার্থঃ। বৎস আয়ান! আমি বনে বনে, দেবালয়ে দেবালয়ে, কালিন্দী তীরে এবং গোবর্দ্ধন গিরির গুহায় ও তাহার উপত্যকায় ভূপ্রদেশে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, উদ্ভিন্ন যৌবনা বরাঙ্গনা প্রথম বয়সী ললনা একাকিনী কোথায় গিয়া কি করিতেছে, ইহার কিছুই বৃত্তান্ত জানিতে পারি না? ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি মাত্রা সমুদিতাং বাণীমাশ্রুত্য দুর্ম্মদঃ।
ভ্রষ্ট শ্রীম্লান বদনঃ শোকামর্ষ পরিপ্লুত।
বিচিন্তয়ন্নাধ্য গচ্ছৎ প্রাপ্তকালং হিতঞ্চযৎ॥ ৪৭॥

অন্বার্থঃ। জগদ্‌গুরু প্রজাপতি ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! আয়ান আপনাকে পুংস্ত রহিত জানিয়া সর্ব্বদাই রাধিকার প্রতি সন্দিগ্ধমনা হইয়া রহিয়াছেন, তাহাতে তন্মাতা জটিলা যখন তাহাকে বজ্রপাততুল্য এই কথা বলিলেন, সেই বাক্য শ্রবণ মাত্রতঃ তখন তচ্চিত্ত আতিশয় বিচলিত ও তদ্বদন পদ্ম মলিন ও ভ্রষ্ট শ্রীক ও শোকে এবং রোষে পরিপূর্ণ শরীর হইল। তৎকাল প্রাপ্ত হিত চিন্তা করিয়া তদুপায় কর্ত্তব্য কি? ইহা আত্মবুদ্ধিতে নিশ্চিতাবধারণা করিতে পারিল না॥ ৪৭॥

ততঃ পরিঘ মাদায় তরসা বলবদ্বলী।
বভ্রাম পরিতো নদ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ পর্ব্বতোদরে॥ ৪৮॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর বলবৎ শ্রেষ্ঠ মহাবলী আয়ান ক্রোধাবেশে এবং শোকোপহতচিত্তে অতি সত্বর এক পরিঘ গ্রহণ করতঃ পুরী হইতে বাহির হইয়া যমুনা নদীর তীরে এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে রাধিকার অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥

বনেষু গিরিদুর্গেষু ফুল্ল কুসুমসাস্থেষু।
নদীসরঃসুতোয়েষু পল্লেষু সরিৎসুচ॥ ৪৯॥

অন্বার্থঃ। বিপন্নধী আয়ান। অন্যান্য দুর্গম্য পর্ব্বত গহ্বরে এবং প্রফুল্ল কুসুমিত পাদপ মণ্ডিত বননিকরে অপর স্বচ্ছতোয়া নদ্যাদিরতীরে, ও পল্বলে পল্বলে, বাপী তড়াগাদি সরোবরের কুলে শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৯॥

পুষ্পোদ্যানেষু চিত্রেষু মলয়া গন্ধমাদনে।
নিকুঞ্জেষু বরারোহাং মার্গমাণোঽপতদ্ভুবি॥ ৫০॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর মলয়াগত গন্ধবহ কর্ত্তৃক উন্মদগন্ধিত রতিকর স্থানে স্থানে বিচিত্র কুসুমোদ্যানে, এবং লতা বিতান মণ্ডিত নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে, সেই বরারোহা নবযৌবনা শ্রীমতি রাধিকাকে আয়ান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু শোকে মোহে আপন্ন ও ক্ষুৎক্ষাম তৃষ্ণাপীড়িত হইয়া গমনে অশক্ত বিধায় পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন॥

তং মূর্চ্ছিতং নিপতিতং বীক্ষ্য গোপার্ভকা স্তদা।
আসিচ্যাদ্ভির্ভুজৌ ধৃত্বা শাস্ত্যোত্থাপ্যতদানুগাঃ॥ ৫১॥

অন্বার্থঃ। আয়ানকে সংমূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে দেখিয়া তদনুগত গোপবালকেরা তখন সত্বর আসিয়া সুশীতল জলদ্বারা অভিসিঞ্চন করতঃ তাহার বাহুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া বসাইলেন এবং নানা প্রকার উপায় দ্বারা আশ্বাসযুক্ত করিলেন॥ ৫১॥

আয়ানেন্ বিসংজ্ঞেন পাংশু সংচ্ছন্নমূর্ত্তিনা।
মহামায়াবিনো মায়া শক্যা কিং কৃপনৈর্নরৈঃ। ৫২ ॥

অন্বার্থঃ। হে অঙ্গিরা! মহামায়াবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহিত যমুনোপবনে ক্রীড়া মান তদাসন্ন হইয়াও কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, যন্মায়া মোহিত আয়ান মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন! ধুলা সমাচ্ছন্ন কলেবর সংজ্ঞাহীন মহামূঢ় সেই আয়ান কর্ত্তৃক তন্মায়ার নিরাকরণ কিরূপে হইতে পারে? যে হেতু কৃপণধী নরগণ কর্ত্তৃক কোনক্রমেই তাহা বোধগম্য হইবার বিষয় নহে ॥ ৫২ ॥

অধিগন্তুং ক্ষুদ্রধীভিরগম্যা নগজা পতে।
ভবাব্জযোনি প্রমুখা যন্মায়া মোহিতাঃ সুরাঃ ॥
কথং শক্যো ররাকেণ মনুজেনা ররোবিতুং ॥ ৫৩ ॥

অন্বার্থঃ। ক্ষুদ্র বুদ্ধিজনগণেরা ভগবানের মায়ার পারে গমন করিতে অশক্ত, যেহেতু হিমালয় সুতাপতি জ্ঞানদ শঙ্করের ও অগম্যা মায়া অব্জযোনি ব্রহ্মা ও ভগবান ভূতভাবন ভবাদি দেবগণেরা সকলেই নিরন্তর যাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতে অতি ক্ষুদ্রাশয় মহামায়াতে অবরুদ্ধ বুদ্ধি মনুষ্য দ্বারা তন্মায়ার পার হওয়া অসাধ্য। অর্থাৎ আয়ানাদি গোপগণেরা কোনক্রমে তাহা জানিবার পাত্র নহে ॥ ৫৩ ॥

তেষাং তৌ পুরতো গত্বা তদার্কচ্ছং যম স্বসুঃ।
কৃষ্ণাভূন্নগজা রূপ মাস্থায় পরমং মুদা ॥ ৫৪ ॥

অন্বাথঃ। আয়ান প্রভৃতি গোপগণের সম্মুখবর্ত্তী যমভগিনী কালিন্দীর তীরে উপবন মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে সমাগত হইয়া শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হর্ষচিত্তে পরম ঐশ্বর্য্য যোগ প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণরূপ সংহরণ পূর্ব্বক হিমবদ্দুহিতা হৈমবতী কালীকা রূপ ধারণ করতঃ আয়ান সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৫৪ ॥

আয়ান কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ দর্শন।

নবীন পাথোধর সন্নিভচ্ছবি র্ব্বরাভয়ে বেণ্বসিকং দধদ্ভুজৈঃ।
শারীয় শারায় কৃতাবতংসকং বন্যস্রজা শোভিত বক্ষসংমুনে ॥ ৫৫ ॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপের ধ্যান বিস্তার করিয়া কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা শ্রবণ কর। নবীন জলধর সদৃশ সন্দীপ্ত রূপবদ্দেহ, চতুর্ভুজে বরাভয় বেণু ও সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ পরিশোভিত, শ্রুতিমণ্ডলে শবশিশু কুণ্ডলসবাকার হইয়া আন্দোলিত হইতে লাগিল, বক্ষঃস্থলে শোভিতা বনমালা দোদুল্যমানা ॥ ৫৫ ॥

দেবারি মুণ্ডালি মণি স্রজাঙ্কিতং ররার্ণ কৌপীন ধৃতার্দ্ধ চন্দ্রকং।
ত্রিভিঃস্বভামায়ত লোচনৈর্লসৎ ররাননং কুণ্ডল শোভিগণ্ডকং ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। আর মণিসার নির্ম্মিত রত্নমালা সম্যচ্ছিন্ন অসুর শিরসমূহগ্রথিত মালারূপে দোদুল্যমানা হইল, অপূর্ব্ব সুপীত কপিষাম্বর শোভিত কটিদেশ, কপালফলকে ধৃত সুচন্দন নির্ম্মিত তিলকরাজী অর্দ্ধচন্দ্ররূপে শোভা পাইতে লাগিল। এবং অতিশয় ভয়ঙ্কর দীর্ঘায়ত প্রজ্বলিত সূর্য্যানল প্রায় লোচনত্রয় পরিশোভিত হইল, ও ঈষৎ সহাস্য বদন শশধর শোভিত, মনোহর মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডল যুগল শবশিশু কুণ্ডলরূপে গণ্ডস্থল সুশোভিত হইল॥ ৫৬॥

কেয়ূর তাড়ঙ্ক ভুজং সচূড়ং ময়ূরপুচ্ছং শিরসা দধানং।
দধৎসুমাণিক্য প্রবালজাল বিনির্ম্মিতং মৌকুট মাত্তরূপং॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। ভুজচতুষ্টয়ে কেয়ূর ও তাড়ঙ্ক প্রভৃতি আভরণ পরিশোভিত, ময়ূরপুচ্ছ সমন্বিত মস্তকোপরি মনোহর চূড়া ভূষিত, এবং মণি মাণিক্য প্রবাল জালজড়িত সুনির্ম্মিত শিরসি ভূষণ মুকুটোত্তম বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে এবম্ভূত মনোহর রূপ ধারণ করিলেন॥

নানোপহারৈর্ম্মধুপর্ক দীপকৈঃ প্রপূজয়ন্তীং প্রমদোত্তমোত্তমাং।
একাগ্রবুদ্ধ্যা চরণাম্বুজৌ মুদা বিচিন্তয়ন্তীং জগদম্বিকায়াঃ॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। সমস্ত উত্তম যোষিতগণের উত্তমা শ্রীমতি রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণকৃত জগদম্বিকা কালী রূপের পুরতোভাগে অপূর্ব্বাসনোপবিষ্টা হইয়া মধুপর্ক ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানা প্রকার উপকরণ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, এবং পরম হর্ষান্বিত চিত্তে একাগ্রবুদ্ধিতে ভক্তিসহকারে জগন্মাতার চরণ কমল যুগল চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন॥ ৫৮॥

মুহুর্নমন্তীং বচনাম্বুজস্রজা মুহুঃস্তুবন্তীং প্রসমীক্ষ্য সোপতৎ।
পদাম্বুজান্যাস মুপেত্য সত্বরং কৃতার্থ মাত্মান নমন্যতাস্মৈ সঃ॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। কালিকা পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ ভূমিগত মস্তকে শ্রীরাধা প্রণাম করিতেছেন। এবং পঙ্কজমালা সদৃশ বচন মালা গ্রন্থন করিয়া স্তুতি করিতেছেন, এইরূপ অবস্থাপন্না শ্রীরাধাকে আয়ান অবলোকন করতঃ অতি সত্বর দ্রুতপদে সমীপবর্ত্তী হইয়া ভূমিগত মস্তকে জগদম্বিকার পাদপদ্মে প্রণতি করিলেন, এবং আপনাকেও সাতিশয় কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন॥ ৫৯॥

তত আহূয় গোপালান্ গোপনারী সহস্রশঃ।
দর্শযা মাস তৎসর্ব্বং প্রমদোত্তমচেষ্টিতং॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর আয়ান সাতিশয় পুলকে পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া, প্রতিকুলবাদী গোপগণ ও রাধিকার প্রতীপবাদিনী সহস্র সহস্র গোপীগণকে এবং স্বমাতা জটিলা, ভগিনী কুটিলা প্রভৃতিকে আহ্বান করতঃ প্রমদোত্তমা শ্রীমতি রাধিকার পরিশুদ্ধ সেই সমস্ত উত্তম কর্ম্ম দর্শন করাইলেন॥ ৬০॥

তাং বীক্ষ্য উচুর্গোপাশ্চগোপ্যান্যা ব্রজযোষিতঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লপাথোজ নয়না স্তা স্তথাব্রুবন॥ ৬১॥

অন্বয়ার্থঃ। পরস্পর গোপগণ ও অন্যা সহস্র সহস্র গোপীগণ সকলে তথাবিধা শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করতঃ অতি সুবিস্ময় হইলেন এবং প্রফুল্ল কমল সদৃশ প্রসন্ন বদন হইয়া তৎকালে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

সাধু সাধু ত্বয়া গোপা গোপ্যশ্চ পরিণীতয়া।
ভার্য্যয়া চারুসর্ব্বাঙ্গ্যা দর্শয়ত্যম্বিকাং তথা ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে আয়ান! তুমি সাধু, তুমি সাধু, যেহেতু মনোহর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তোমার পরিণীতা পত্নী শ্রীমতি রাধা দ্বারা আমাদিগকে তুমি জগদম্বিকা কালিকাকে দর্শন করাইলে ॥ ৬২ ॥

ঈদৃশীতু বরারোহা মনুজেষু সুদুর্ল্লভা।
ত্বং গোপাশ্চাদতু গোঁপ নার্য্যশ্চ পরিতা যয়া ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সহস্র সহস্র গোপ গোপীগণ একত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া আয়ানকে ধন্যবাদ দিয়া কহিতে লাগিলেন,তুমি ধন্য এবং যে জায়া কর্ত্তৃক ধন্য হইলে,তোমার সেই ভার্য্যাকেও ধন্যা বলিতে হয়, যেহেতু মনুষ্যলোকে এতাদৃশী বরারোহা কুলকামিনী প্রাপ্ত হওয়া অতি দুর্ল্লভ ॥ ৬৩ ॥

ধিগস্তুনো মহাবাহো পরুষং যান্যুরুল্বণং।
তৎক্ষন্তব্যং হি ভবতা যশঃপরমভীপ্সতা ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। গোপ গোপীগণে পরম কুণ্ঠিতমনা হইয়া আয়ানকে সাতিশয় বিনয়ে কহিতেছেন। হে জটিলাতনয়! হে মহাবাহু আয়ান! তোমার পরিণীতা ভার্য্যা বৃষভানুনন্দিনী রাধিকাকে আমরা অজ্ঞানত অকীর্ত্তি ঘোষণ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, অতএব আমাদিগকে ধিক্ আমাদিগের সেই অপরাধ তুমি ক্ষমাকর ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য। গোপ গোপী প্রভৃতি সকলে শ্রীমতি রাধিকাকে সাক্ষাৎ তপস্বিনী বলিয়া বোধ করিলেন, যেহেতু পরমারাধ্যা পরাৎপরা পরমেশ্বরী কালিকা দেবীকে সাক্ষাৎকার করতঃ তৎচরণারবৃন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে অর্চ্চনা করিতেছেন, অতএব রাধা ধন্যাতমা রাধা তুল্যা কুলকামিনী এ ভূমিতে দুর্ল্লভা। হে আয়ান! সেই রাধিকার পাণিগ্রহণ করণজন্য তুমি পরম ধন্য হইয়াছ ॥ ৬৪ ॥

নাবার্য্যা ভবতা স্মাভিঃ শ্বশ্রবারা প্রমদোত্তমা।
কর্ম্মণ্যমুষ্মি ন্নিরতা শ্রেয়সে নঃ সদা শুভা ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মহাভাগ্যধর আয়ান! এই প্রমদোত্তমা সর্ব্বদা শুভকারিণী শ্রীরাধিকা তোমার দ্বারা কিম্বা শ্বশ্রূদ্বারা অথবা আমাদিগের দ্বারা বারণীয়া নহেন, যেহেতু অদ্য যে এই মহৎকর্ম্মে নিরতা দেখিতেছি, সে শুদ্ধ অস্মাদাদির কল্যাণ নিমিত্ত জানিবেন? ইহাতে রাধাকে অপকৃষ্ট কর্ম্মকারিণীর ন্যায় অবাধ্যা বলাসঙ্গত হইবেনা? ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি তদ্বীক্ষ্যতাঃ সর্ব্বাঃ বিস্ময়োৎকণ্ঠ্য কাতরাঃ।

সস্বজু র্মুদিতা দেবীং সিসিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ॥ ৬৬॥

অন্বয়ার্থঃ। জগৎপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি সপ্ত ব্রহ্মর্ষিগণকে কহিতেছেন, হে ঋষিগণেরা! শ্রবণ করহ, অনন্তর যাবতী গোপভামিনীগণেরা শ্রীমতিরাধা কালিকাকে অর্চ্চনা করিতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া অতি বিস্ময়যুক্ত চিত্তে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া মুদ্রিত মানসে মহাদেবী বার্ষভানবীকে পরস্পর সকলেই আলিঙ্গন করতঃ হর্ষাশ্রুজলে অভিসেচন করিতে লাগিলেন॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
শ্রীকৃষ্ণস্য কালিকা রূপ সন্দর্শনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়॥ ১৬॥
এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপধারণ নামে ষোড়শ অধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

অথ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রবেশঃ।

ব্রহ্মোবাচ। অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরা প্রমুখ মহর্ষিগণকে কহিতেছেন। হে বৎসেরা! পরস্পর গোপ গোপীগণেরা মহাদেবীকে প্রণাম করতঃ সকলে আপন আপন ভবনে গমন করিলেন, আয়ান ও শ্রীরাধিকাকে তৎ সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া সমাতৃক স্বধামোপগত হইলেন। তাঁহারা সকলে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া গমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ কালীরূপ সংহরণ পূর্ব্বক রাধাসহ সুশোভিত মনোজ্ঞ বিহারস্থল বৃন্দাটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎশোভা বর্ণনীয়া হইয়াছে ইত্যাভাসঃ॥ ০॥

বৃন্দাবনে মনোরামে বনব্রজনিষেবিতে।

প্রবিবেশ মধুরিপু রাধায়া সহিতোনঘ॥ ১॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অনঘ! নিষ্পাপ অঙ্গিরা! নানাবন সমূহ সমন্বিত এবং গোপ গোপীগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত, মানস রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনধামে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত বিহার লোলুপ হইয়া প্রবেশ করিলেন॥ ১॥

চম্পকাশোক পুন্নাগ নাগকেশর কেশরৈঃ।

মল্লিকা মালতী যূথী করবীর করণ্ডকৈঃ॥ ২॥

অন্বয়ার্থঃ। বৃন্দাবনস্থ তরু নিকর সকল তথাকার পরম শোভা সম্পাদ করিয়াছে। যথা চম্পক, অশোক, নাগ পুন্নাগ, কেশর, নাগকেশর এবং মল্লিকা, মালতী, করগুক, করবী ও যুথী॥ ২॥

অপরাজিতাগস্ত্যগুচ্ছ ধরণী চম্পকৈবপি।
কেতকী তুলসী ধাত্রী গন্ধরাজান্ধকৈস্তথা॥ ৩॥

অন্বয়ার্থঃ। অপর কুসুমিতা অপরাজিতালতা বকপুষ্প বৃক্ষ, গুচ্ছপুষ্পা, অর্থাৎ কামিনী ভাণ্ডীরাদি ভূমিচম্পক। এবং সুবাসিত পুষ্পবতী কেতকী, তুলসী, আমলকী, অন্ধক, সুপুষ্পিত গন্ধরাজ॥ ৩॥

জয়ন্তী কুন্দতগর জবা কুরুবকৈরপি।
লবঙ্গ জাতী টঙ্গাখ্যা মুচুকুন্দ লবাকুচৈঃ॥ ৪॥

অন্বয়ার্থঃ। জয়যুক্তা জয়ন্তী, জবা, তগর, কুরুবক, কুন্দকানন, এবং লবঙ্গ, পাদপ, জাতীফল তরু, টঙ্গন সুগন্ধি কুসুমিত মুচুকুন্দ, লব, মালিব, লকুচ পাদপ॥ ৪॥

সিতবক্তাসিতা পীত ঝিণ্টা স্থলজমাগধৈঃ।
মাধবী দ্রোণ জাতীভি রিলিকা চ যবাজিভিঃ॥ ৫॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্বেতঝিণ্টী, লোহিতঝিণ্টা, নীলঝিণ্টা ও পীতঝিণ্টী এবং স্থলজোৎপল, মাগধ বাসন্তী মাধবীলতা, দ্রোণপুষ্প, জাতীকুসুম, রিল্লিকা অপর যবাজিবাজি অর্থাৎ পট্ট, পীত, শ্বেত, পাটলবর্ণ যবা সমূহ পরিশোভিত॥ ৫॥

সেফালিকাস্থ বকুলৈ র্মঞ্জুগুঞ্জন্মধুব্রতৈঃ।
পাবিভদ্রৈঃ পারিজাতৈ রাযোজন সুগন্ধিভিঃ॥ ৬॥

অন্বয়ার্থঃ। প্রস্ফুটিতা শরৎ মল্লিকা সেফালামালা মনোজ্ঞবাসিত কুসুম বকুল বীটপী, এবং সুমধুর গুঞ্জধ্বনি বিশিষ্ট মধুকব মণ্ডিত কুসুম বাজি, পারিভদ্র মন্দার ও আয়োজন সুগন্ধি পাবিজাত তরু নিচয়॥ ৬॥

কপিত্থ নিম্ব হিন্তাল দধিথাম্রাতকৈ র্বৃতে।
সন্তানকৈঃ পিয়ালৈশ্চ পনসাম্র কদম্বকৈঃ॥ ৭॥

অন্বয়ার্থঃ। কপিত্থ, দধিত্থ, নিম্ব, হিন্তাল, পিয়াল, আম্র, কাটাল, এবং কদম্ব, সন্তানক, আম্রাতকাদি নানাবিধ বিটপী মণ্ডিত বৃন্দাবনস্থল প্রদেশ পরিশোভিত॥ ৭॥

বদবী কোবিদারৈশ্চ গুবকৈঃ খর্জ্জুরৈর্বৃতে।
বিভীতকৈ স্তিন্তিড়ীভি র্হরীতক্যা দিভিস্তথা॥ ৮॥

অন্বয়ার্থঃ। তৃণবাজ গুবাক্, খর্জ্জুর এবং কোবিদার কাঞ্চন বৃক্ষ, বদরী, বিভীতকী হরীতকী ও তিন্তিড়ী প্রভৃতি পাদপ নিকবে পরিবৃত॥ ৮॥

অশ্বত্থ ধাতকীভিশ্চ শিবাভী রক্ত চন্দনৈঃ।

বিল্লৈ স্তালৈ স্তমাকৈস্ট কীচকৈঃ খদিরৈ র্বৃতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ, ধব, ধাতকী এবং রক্তচন্দন কাননে আকীর্ণ, শিবা মলক, তাল, তমাল, খদির পাদপ ও কীচক বংশ বিপিনে সমাবৃত ॥ ৯ ॥

শমী কিংশুক ন্যগ্রোধ তিন্দুকেঙ্গুদ শাল্মলৈঃ

অর্জ্জুনপ্লক্ষ জম্বাল লোধ্র বেত্র সুচন্দনৈঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শাল্মলভেদ শমী, কিংশুক পলাশ, শাল্মলী। বহুপাৎ বিশিষ্ট বটবৃক্ষ, তিন্দুক, লোধ, তাপসতরু জীবোৎপত্রিকা, পাঁকুড় অর্জ্জুন, নানাবিধ জম্বীর ও শ্বেতচন্দন তরু এবং বেত্রবিপিন বনে ঘনবৎ সমাচ্ছাদিত ॥ ১০ ॥

নাগরঙ্গ কামরঙ্গ নারিকেল সুজম্বুকৈঃ।

নিত্যোদিতফলভর কুসুমাকৃষ্ট ভৃঙ্গকৈঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শোভন জম্বুবৃক্ষ, কামরঙ্গ, জম্বীর রাজি, নারিকেল প্রভৃতি নানাবৃক্ষে সুষশুিত এবং বৃন্দাবনস্থ তরুবর সকল ফল ধর ও নিত্যোদিত কুসুম কলাপে আকৃষ্ট ভ্রমরালি সমাবৃত ॥ ১১ ।

বসন্তো গ্রীষ্ম সর্ব্বেচ শরদ্ধেমন্ত শৈশিরাঃ।

স্ব স্ব পুষ্প ফলা বর্ত্তা ঋতব স্তদুপাসতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত, বর্ষা, এবং শিশির এই ছয় ঋতু নিত্য সমুদিত হইয়া আপন আপন সময়োচিত পুষ্প ও ফলপ্রদান পূর্ব্বক ভগবদুপাসনা করেন ॥ ১২ ॥

গায়ন্তশ্চ হসন্তশ্চ ক্রীড়ন্তশ্চ মনোহরৈঃ।

শৃঙ্গার বেশা ভরণৈ রমমাণাঃ প্রিয়াজনৈঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বৃন্দাবনস্থ জনগণ সকল হাস্য পরিহাস্য রসে ক্রীড়া পরায়ণ, সঙ্গীতালাপে সর্ব্বমনোহর, শৃঙ্গারোপযোগি বেশধারণ পূর্ব্বক অলঙ্কার মণ্ডিত হইয়া প্রিয়াসহ পরস্পর সকলেই নিত্য রমমাণ হয়েন ॥ ১৩ ॥

অব্ধিভি র্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ পুণ্যৈরায়তনৈর্বৃতে।

সরঃসরিন্নদী ভিশ্চ উদপান সরোবরৈঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মধুর বৃন্দাবনে মূর্ত্তিমান রূপে নদ নদীপতি সমুদ্রগণ কর্ত্তৃক ভগবান পরি-সেবিত, পুণ্য দেবালয়াদি পরিবৃত, বৃহৎ ক্ষুদ্র নদনদী ও সরোবরাদি সমূহ জলাশয়াদি দ্বারা পরিশোভিত ॥ ১৪ ॥

নলিনী দীর্ঘিকাভিশ্চ গিরি নির্ঝরকাদিভিঃ।

বাতোল্লসিত কল্লোলৈঃ কুসুমাকৃষ্ট ষট্পদৈঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। নলিনী মণ্ডমণ্ডিত দীর্ঘিকা সকল, পর্ব্বত সানু হইতে নির্গত নির্ঝর সলিল প্রবাহিত, এবং সোৎপল সরোবর জল বাতোদ্ধৃত তরঙ্গ সঙ্ঘ সমন্বিত, কুসুমান্বিত মধুলিহগণ কর্ত্তৃক পরম রঞ্জিত নেত্রানন্দপ্রদ বিপিন রাজী ॥ ১৫ ॥

কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ কহ্লারৈঃ শত গুচ্ছকৈঃ।
তামরসৈঃ কোকনদৈ র্ব্বর্দ্ধোন্মীলিত কোরকৈঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং প্রতি জলাশয়ে বিকসিত, অর্দ্ধ বিকাসত ও কলিকা সমূহ শতগুচ্ছ কুশেশয় শ্বেত রক্ত নলিনরাজি মণ্ডিত আর কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ অর্থাৎ রক্তশালুক সকল পরিশোভিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

মঞ্জুগীতৈর্বরা সন্ন মধুপৈ মধুপায়িভিঃ।
কোকিলৈঃ সুকলালাপৈ র্হংসকারণ্ডবৈরপি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সুমধুর সঙ্গীত সম্পন্ন মধুপান শীল মধুকর নিকর দ্বারা পরিশোভিত বন প্রদেশ, এবং কলালাপী কোকিল কুলেরা কর্ণতৃপ্তিকর পঞ্চম স্বরে গান করিতেছ সেই ধ্বনিতে ও জলচর হংস কারণ্ডবাদির কলরবে বৃন্দাবন সর্ব্বক্ষণ প্রতিনাদিত ॥ ১৭ ॥

ক্রৌঞ্চ সারস চক্রাহ্বৈ র্হংসীভি মঞ্জুগুঞ্জিভিঃ।
দাত্যূহ মধুরালাপঃ কুক্কুটৈ র্ব্বন কুক্কুটৈ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বক, বকী, সারস সারসী, চক্রবাক চক্রবাকী এবং সুমধুর কলনাদিনী হংসীমণ্ডল মণ্ডিত, দাত্যূহ দাত্যুহার মধুর শব্দে, ও কুক্কুট, বনকুক্কুটাদিগের শব্দে প্রতিশাব্দত ॥ ১৮ ॥

শুকপারাবতৈশ্চৈব ময়ুর বয়সেবিতং।
বায়সৈঃ পেচকৈশ্চৈব শ্যেনৈশ্চ কলনাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সারীশুক, পারাবত, বর ময়ুরগণ সেবিত মন্দিরা বৃত, আর কাক, পেচক প্রভৃতি উড্ডান, সংক্রাডনাদি দ্বারা দৃশ্য মনোহর, এবং কলনাদি শ্যেনাদি পক্ষীগণের দ্বারা প্রতিধ্বনিত বৃন্দাবন প্রদেশ ॥ ১৯ ॥

কঙ্কগৃধ্র শতচ্ছন্নং গায়দ্গন্ধর্ব্ব সেবিতং।
সমাকৃষ্ট সমাবৈশ্চ গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতৈঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শত শত শকুন ও কঙ্কদ্বারা সমাচ্ছন্ন, এবং সঙ্গীত নায়ক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত। অপর মলয় চলাগত মকরন্দ গন্ধ প্রবাহী সমীরণ দ্বারা গন্ধাকৃষ্ট উড্ডীয়মান অলিকুলপুঞ্জদ্বারা পরিমণ্ডিত ॥ ২০ ॥

বল্লরীভিঃ সপুষ্পাভি গুল্মগুচ্ছ মনোহরৈঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উড্ডীয়মান মধুব্রত নিকর মণ্ডিত সুপুষ্পিতা লতা নিচয় ও মনোজ্ঞ গুল্ম-গুচ্ছ গুচ্ছে মধুপান লালসায় সদাসর্ব্বদা সর্ব্বত্রে আলবালা বনপ্রদেশে ভ্রাম্যমান হইতেছে ২১

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহৈশ্চ গবয়ৈর্ম্মহিষৈরপি।
ঋক্ষ বানর গোমায়ু পন্নগালী নিষেবিতং ॥ ২২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। চমরী চমর, ভল্লুক, বানর, শার্দ্দুল, সিংহ, বরাহ, জম্বুক, মহিষ, এবং ভুজঙ্গ সত্ত্ব সংসেবিত বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ বৃন্দাটবী পরিশোভিত ॥ ২২ ॥

তরক্ষু নকুলৈশ্চৈব শল্লকী কৃষ্ণসারকৈঃ।
খরৈ রশ্বৈশ্চ করিভিঃ করেণুভি রিতস্ততঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অশ্ব, অশ্বাশ্বতর, খর, কৃষ্ণসার, তরক্ষু, নকুল এবং সজারু আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিগণ্ড সদৃশ কলেবরধারী হস্তীগণ ও তদনুরূপ হস্তিনীগণে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিয়া মৃগা বেড়াইতেছে ॥ ২৩ ॥

খড়্গিভি র্বনমার্জ্জারৈ র্মৃগৈর্নানা বিধৈরপি।
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রীতয়া সার্দ্ধং প্রিয়য়া মঞ্জুনাদয়া ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। নানাপ্রকার নানাবর্ণ বিচিত্রিতাঙ্গ মৃগজাতি সকল, ও বন মার্জ্জার, গণ্ডারগণে প্রীত মনে মধুরনাদিনী প্রিয়াগণসনে রতিরঙ্গ তরঙ্গে মগ্ন হইয়া প্রতি বনে বনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ২৪ ॥

কূজদ্ভিঃ পরিতো ব্যাপ্তে শান্তহিংস্রৈঃ পরস্পরং।
যক্ষরাক্ষস গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগ কিন্নরৈঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হিংস্র ও শান্ত প্রকৃতি পশ্বাদিগণে একত্র সমবেত হইয়া হিংসাপৈশুন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শব্দবানরূপে ভ্রমণ করিতেছে, আর যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, উরগ, কিন্নর এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত বনস্থল ॥ ২৫ ॥

বিদ্যাধরৈশ্চারণৈশ্চ খগ সাধ্য মরুদ্গণৈঃ।
দৈত্যৈর্যাতুধানৈশ্চ মুনিভি ব্রহ্ম বেদিভিঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিহঙ্গ সংঘ পরিমণ্ডিত বৃন্দারণ্য, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিদ্যাধর, চারণ, যাতুধান নৈঋতগণ এবং সর্ব্ব বেদবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণ সমন্বিত ॥ ২৬ ॥

যতি বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রমথৈরপি।
অদ্রিভি র্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ ধৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগৈঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হরপ্রিয় সহচর ভৈরব, ভূত প্রেত পিশাচাদি প্রমথগণ, বেতাল বিনায়ক কুষ্মাণ্ডগণ, আর ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ নাগগণ, যতি সন্ন্যাসী উদাসীন ভিক্ষুকগণ এবং মূর্ত্তিমান রূপে পর্ব্বতগণ সকলে ভগবৎ দর্শনাকুল চিত্তে বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৭॥

সেবিতং সর্ব্বতোভদ্রৈ র্ভদ্রবৃত্তৈরহিংসকৈঃ।
ত্যক্তদম্ভ মদৈর্নিত্যং নারায়ণ পরায়ণৈঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হিংসা পৈশূন্য, দম্ভ মদাদি রহিত মঙ্গল প্রকৃতি নারায়ণ পরায়ণ ভক্তজন-গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে অতন্দ্রিত দিবা রাত্রিকাল শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনধাম পরিসেবিত ॥ ২৮ ॥

লতাকুঞ্জ শতচ্ছন্নৈশ্চন্দ্র গোভিরলংকৃতে।
মন্দমারুত সংস্পৃষ্ট কুসুমালী সুগন্ধিতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শত শত লতামণ্ডিত কুঞ্জেতে সমাচ্ছন্ন এবং সমুদিত পূর্ণ শশধর কিরণ-রাগে অনুরঞ্জিত ও কুসুম সমূহ সংস্পৃষ্ট মকরন্দ গন্ধসহ মন্দ মন্দ গন্ধবহ কর্ত্তৃক সুগন্ধিত ॥২৯

মঞ্জু মঞ্জীর সন্নাদ গুঞ্জন্মত্ত মধুব্রতং।
সুকুমার বল্লিবাজী চলৎ কুসুম গুচ্ছকং ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মনোহর বৃন্দাবনধামের কিবা আশ্চর্য্য শোভা, কুসুমিতা নিবিবল্লী শ্রেণীর সুকুমার বিকসিতপুষ্প স্তবকে স্তবকে পরিশোভিত, শ্রবণ ও মনোমঞ্জীর ধ্বনির ন্যায় মত্ত মধুকর নিকর এবং সুললিত সমীরণহিল্লোলে পুষ্পগুচ্ছ সকল আন্দোলিত হইতেছে ॥ ৩০

ভীম নক্র ঝষাকীর্ণ লহরী রাজি রাজিতং ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মধ্যবর্ত্তিনী কলিন্দনন্দিনী সলিলে নানা প্রকার মৎস্য ও ভয়ঙ্কর কুম্ভী-রাদি গ্রাহগণে আকীর্ণ, মারুতোদ্ধৃত বীচিমালা পরিশোভিতা। এবম্ভূত বৃন্দাবনধাম মধ্যে অলিগণ পরিবৃত বার্ষভানবী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ সহিত ক্রীড়া পরায়ণা হইলেন ইতি উত্তরাভিপ্রায় ॥ ৩১ ॥

শৃঙ্গার বেশাভরণৈ র্মদনোৎসব বর্দ্ধনৈঃ।
সর্ব্বেসুরত সংসক্ত মানসাঃ প্রীতিসংযুতাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বৃন্দাবনবাসীজন সকল শৃঙ্গারোচিত বেশধারী ও কামোৎসব সংবর্দ্ধন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সকলেই সুরতে আসক্ত মানস, এবং পরস্পর সকলেই প্রীতিসংযুক্ত চিত্ত হয়েন ॥ ৩২ ॥

বিম্বজন্তুঃপ্রিয়া মন্যে পবিম্বক্তা প্রিয়াজনৈঃ ॥
চুচুম্বুরন্যে প্রমদা° চুম্বিত প্রিয়যাপরে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অপরে স্বপ্রিয়া যুবতীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, অন্যে প্রিয়াকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছেন। কেহবা প্রিয়াকর্ত্তৃক চুম্বিত বদন, অপরে প্রমদা বদন চুম্বন করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

অনুধাবন প্রিয়া মন্যে ধাবতং লীলয়া সকৃৎ।
দংশিতা দশনৈ রন্যে প্রমদানাং মুনীশ্বর ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস অঙ্গিরা। নিত্যানন্দ কাননে লীলা-গতি দ্বারা কোন কোন ললনা ধাবমান প্রিয় প্রতি অনুধাবমানা; অপরে ধাবমানা

প্রমদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। হে মুনীশ্বর! অন্যে দয়িতাগণ দ্বারা দংশিত গাত্র হইয়া দয়িতা বদন বারম্বার দংশন করিতেছেন॥ ৩৪॥

গায়ন্তী মনুগায়ন্তী নৃত্যন্তী মনুযান্তিচ।
খেলন্তী রনুখেলন্তো বদন্তী মনুগাভবন্॥ ৩৫॥

অন্বার্থঃ। কোন কোন যুবতীগণকে সংগীত গাইতে দেখিয়া প্রিয়জনেরা তদনুরূপ সঙ্গীত করিতেছেন, অপরে খেলানুরক্তা প্রমদার অনুরূপ খেলায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। অপরে পরিহাসবাদিনী প্রিয়ার অনুগামী হইয়া পরিহাস বাক্য কহিতেছেন॥ ৩৫॥

হসন্তীমনুসংহাসং কুর্ব্বন্তোনু বসন্তিচ।
তাম্বুলোৎকবলং ধন্যে প্রয়াসেভ্যো দতুর্ম্মুদা॥ ৩৬॥

অন্বার্থঃ। অপরে হাস্যমুখী ললনার অনুরূপ হাস্য করিতেছেন। অন্যে উপবিষ্টা প্রমদানুরূপ উপবিষ্ট হইতেছেন, অন্যে মুদিত মানস হইয়া তাম্বুল চর্ব্বণাকাঙ্ক্ষিণী বরাননার বরাননে তাম্বুল কবল প্রদান করিতেছেন॥ ৩৬॥

প্রিয়য়া দত্ত তাম্বুলোৎ কবলাননুরাগিতাঃ॥ ৩৭॥

অন্বার্থঃ। এবং স্বপ্রিয়াকে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদানানন্তর তৎচর্ব্বিত তাম্বুলানুরাগী হইয়া প্রিয়ামুখ হইতে তাম্বুল কবল গ্রহণ করিতেছেন॥ ৩৭॥

এবং তাবিবিধা চেষ্টা স্তাসাং তেষাং নিরীক্ষ্যচ।
সর্ব্বযোগেশ্বরঃ কৃষ্ণোরমণেচ্ছু স্তদাভবৎ॥ ৩৮॥

অন্বার্থঃ। মধুররস পরিপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবন ধাম বাসী যুবক যুবতীদিগের রসগর্ভ বিবিধা-চেষ্টা অবলোকন করতঃ কলানুরাগী সর্ব্বযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া তখন তাঁহাদিগের সহিত রমণেচ্ছু হইলেন॥ ৩৮॥

বেণুং মধুর সন্নাদং প্রপূর্য্যাস্য বরানিলৈঃ।
রাগং পঞ্চম মুদগীর্য্য জগৌবামদৃশাং মনঃ॥
লোলয়ন কল্পদৈর্গীতৈ র্মনঃশ্রোত্র সুখাবহৈঃ॥ ৩৯॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর সর্ব্বান্তরাত্মা গোবিন্দ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট মুরলী রন্ধ্রে মুখপদ্ম বিন্যাস পূর্ব্বক ঝংকার রূপ বরবায়ু পূরণ করতঃ পঞ্চম স্বরে পঞ্চম রাগ উদগীরণ করিয়া সুমধুর পদবিন্যাসে মনঃ এবং শ্রবণ সুখাবহ গীতদ্বারা বামাক্ষীগণের মনকে মদনরসে আলোলিত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বেণুগীতে ভাবিনীগণের মনোহরণ করিলেন॥ ৩৯॥

তানিশম্য হরিরব বেণু সংরাব মোহিতাঃ॥
নাত্মানং সস্মরুঃ সর্ব্বালোলায়িত মনোজবাঃ॥ ৪০॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই সকল গোপীগণেরা হরিকৃত বরবেণু রব শ্রবণে সকলেই বিমোহিতা হইয়া আপনাকে বিস্মৃতা হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ গতমনা হইয়া আত্মবিস্মৃতা হইলেন অর্থাৎ আমি কে, কোথায় আছি, কি শুনিলাম ইহার কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না! সকলের চিত্তই আন্দোলিত হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সকলেরই সাতিশয় মনোবেগজন্মিল ॥ ৪০ ॥

ভানবী মুচিরে সখ্যঃ সখীং সখিজন প্রিয়াং।

নিশাময় মহাভাগে সখে তেনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আহ্বান সূচক শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি শ্রবণে সকল সখীগণেরা সখীজনপ্রিয়া বার্ষভানবী শ্রীমতি রাধিকাকে কহিতেছেন, হে ভাগ্যবতি! হে সখি! তুমি শ্রবণপাত পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তোমার প্রতি সেই প্রিয়তম নন্দনন্দন রসধারাং নিধি শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহ প্রকাশ করতঃ তোমাকে বেণু রবে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

হরিণত্বয় মানায়া বেণুগীতরবেণচ।

আস্তে নিকুঞ্জ নিলয়ে প্রতীক্ষাং ত্বা মধোক্ষজঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীমতিরাধে! শ্রীকৃষ্ণ মুরলীরবে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তুমি তৎকর্ত্তৃক আহূয়মানা, অর্থাৎ তোমার আগমন প্রতীক্ষায় সেই প্রিয়তম অধোক্ষজ তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিকুঞ্জ কুটীরে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

অজীগপদ্বেণুববং স্মারয়ং ত্বা মুরুক্রমঃ।

মনোহরন্নোমধুরৈঃ কলম্পস্ট পদাক্ষরৈঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে রাধে! স্পষ্টাক্ষরে তোমার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কলপদ বেণুগীতানুসারে মধুর স্বরদ্বারা আমাদিগের মনোহরণ করতঃ পুনঃ পুনঃ গানচ্ছলে তোমাকে সঙ্কেত করিতেছেন, হে সখি! আর বিলম্ব করা হয়না, সত্বর অভিসার কর ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

চলেদানীং বরারোহে মধুরা ব্যক্তভাষিণী।

ব্যক্তং শীতরুচোমৃষ্টং করৈর্নোনিলয়ং বরং ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বরারোহে! হে শ্রীমতি রাধে চল চল, অদ্য মধুযামিনী এখনো অধিকতর তিমিরাচ্ছন্না অব্যক্ত দীপ্তিময়ী আছেন, অনন্তর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে আগার বর মন্দির সকল কর্পূর ধবলাকার সুনির্ম্মল শীতদ্যুতি শশধর কিরণে ব্যক্ত রূপধারণ করিবেন, অতএব এই সময় নিকুঞ্জ কাননে যাত্রা করহ ॥ ৪৪ ॥

তমিস্র দুর্গ প্রস্থানে ন ভবিষ্যতি কুত্রচিৎ।

জহীহি তং রিপুমিব কেলিলোল বরার্ত্তণং ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বৃষভানু নন্দিনি! ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন দুর্গম কানন মধ্যে গমন করিতে হইলে ব্যক্তভাবে গমন করা বিধেয় নহে, সুতরাং এই শোভন সময়ে অভিসার করিলে কদাচিৎ কোথাও ব্যক্ত হইবার শঙ্কা থাকিবে না? এক্ষণে তুমি অভিসার বেশ-

ধারণপূর্ব্বক শক্রন্যায় উত্তম বেশভূষাদি ও কেলিকৌতুক উত্তম যোগ্য আভরণাদি সকল পরিত্যাগ করহ ॥ ৪৫ ॥

মঞ্জু গুঞ্জৎ স্বমঞ্জীর ভগবাং স্ত্বামপেক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে মনোহর শীলে! সুমধুর শব্দায়মান স্বীয় নূপুর যুগলকে চরণ যুগল হইতে সত্বর পরিমুক্ত কর, আর বিলম্ব করিহনা, রসরাজ নটবর শ্যাম তোমার অপেক্ষায় নিকুঞ্জ কানন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

ত্বয়ানঃ পূতমাত্মানং মন্মহে চারুহাসিনী।
যত্বদালিম্ব মাসাদ্য স্যাভির্দৃষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে মনোহর হাসিনি! আমরা তোমা কর্ত্তৃক যোগসাধ্য পবিত্রতা লাভ করিয়াছি, আমাদিগের এই দেহকে তুমি পবিত্র করিয়াছ, যে হেতু তোমার সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকৈক নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ আমাদের অদ্য নয়নগোচর হইবেন ॥ ৪৭ ॥

ইত্যেবং মধুরা ব্যক্তা গিরালীনাং প্রবোধিতা।
উত্তস্থৌ রাধিকা তস্মাচ্ছয়নান্মৃগলোচনা ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। এই রূপ সখীদিগের সুমধুর সঙ্কেতবাক্য শ্রবণানন্তর কৃষ্ণান্তিক গমনোৎসুকা মৃগশাবক নয়না শ্রীমতিরাধিকা গাঢ়তরা নিদ্রাকে পরিত্যাগ করতঃ ব্যাগ্র হইয়া তখন শয্যা হইতে উঠিয়া দণ্ডায় মানা হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ক্বাধুনা নাথ নাথঃ স আস্তে নাথঃ প্রসাদিতঃ।
ইত্যাভাষ্যালিবৃন্দাং সা গমনায়োপ চক্রমে ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৃন্দে! অনাথের নাথ, জগতের স্বামী সেই আমার প্রাণনাথ গোবিন্দ মমপ্রতি অদ্য প্রসন্ন হইয়া এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন তা তুমি বল, এইমাত্র বলিয়া শ্রীরাধিকা পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অতি ব্যস্ত সমস্তা হইয়া ধ্বনিমৎ আভরণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিসারিকা বেশে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

তস্যা অনুততো জগ্মু সখ্য স্তা যুথ যুগশঃ।
গায়ন্ত্যা স্তস্যকর্ম্মাণি বরাণি মৃগলোচনাঃ ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। আর মৃগনয়না তৎসখী গোপিকা সকল সহস্র সহস্র যুথে যুথে শ্রীরাধিকার গুণ কর্ম্মাদি গান করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

ঈয়ুর্নিকুঞ্জং সহসা তদঙ্গ স্পর্শ মাশয়া ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীরাধিকার সহিত গোপীগণেরা সকলে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ লালসায় অতিসত্বরে দ্রুত গমনে সহসা নিকুঞ্জকাননে গিয়া উপস্থিতা হইলেন ॥ ৫১ ॥

আলক্ষ্যতাঃ সমায়াতা ভগবান্ বামলোচনাঃ।
নিকুঞ্জ বল্লরী পত্রখণ্ড মধ্যে নালীয়ত ॥ ৫২ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রীমতিরাধার সহ তৎসখীবৃন্দ গোপবামাক্ষিগণে নিকুঞ্জ ভবনে সমাগতা হইলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবলোকন করিয়া ছলনাদ্বারা নিকুঞ্জ নিলয়স্থ লতাসমূহের পত্রাবৃত করিয়া আত্মকলেবরকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন॥ ৫২॥

লীলয়া পরমোদার মতির্মায়া বিশারদঃ।

বিবিৎসুর্মানসংতাসাং বিদৃক্ষুঃ কর্ম্মচোত্তমং॥ ৫৩॥

অন্বার্থঃ। পরমোদার চরিত্র পরম বুদ্ধি সর্ব্বমায়া নিপুণ মহামায়াবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত প্রমদাগণের উত্তম কর্ম্ম দেখিবার নিমিত্তে এবং তাঁহার দিগের মনোভিমত ভাব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ছলদ্বারা তৎকালে অন্তর্হত হইয়া থাকিলেন॥ ৫৩॥

তদ্বনং বীক্ষ্যসা সর্ব্বং শীতরশ্মিকরোৎকরৈঃ।

পরিষক্তং সুশীতৈস্তু প্রভাসিত দিগন্তরং॥ ৫৪॥

অন্বার্থঃ। শ্রীমতিরাধিকা দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক দেখিলেন যে তুহিন করের উৎকর কিরণ দ্বারা সমস্ত নিকুঞ্জবন শিশিরী কৃত হইয়াছে, এবং সমস্ত দিকপরিধিকে নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রিকায় প্রভাসিত করিয়াছে॥ ৫৪॥

তত্র তত্রৈব সংপ্রেক্ষ্য কৃষ্ণোরু চরণাঙ্কিতাঃ।

ভুবো বজ্রাঙ্কুশ যব ধ্বজ বিন্দূর্দ্ধরেখয়া॥ ৫৫॥

অন্বার্থঃ। শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণকে তদ্বনমধ্যে দর্শন না করিয়া অতি বিহ্বলা হইয়া উৎকণ্ঠামনা সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যে যে স্থানে দেখেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যব বিন্দু ঊর্দ্ধরেখা দ্বারা উরুকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্নে বসুধাদেবী সমলঙ্কৃতা হইয়া শোভা পাইতেছেন॥ ৫৫॥

শোভিতাস্তা স্ববাচেষ্ট ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ।

প্রতুৎফুল্লমুখা বালা ধ্যায়ত্যঙ্ঘ্রি সরোরুহং॥ ৫৬॥

অন্বার্থঃ। গোপিকা সকলে কৃষ্ণের অদর্শন জন্য ব্যাকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণাঙ্কে পরিশোভিতা ভূমি সন্নিধানে উৎফুল্ল পদ্ম বদনা বালা গোপবধূগণেরা আক্ষেপোক্তি দ্বারা স্তব করত ভক্তিতে আনত মস্তক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন॥৫৬

ক্বাহংবা কৃপয়া গোপী দুঃখশীলা বরাকিকা।

ক্বাবাস পরমোদার মহাত্মা ভগবানহরিঃ॥ ৫৭॥

অন্বার্থঃ! হা? কোথা আমরা কৃপণা পরম দুঃখিনী দীনহীনা গোপবালা, শ্রীকৃষ্ণ কোথা পরমোদার চরিত্র পরমাত্ম ভগবান নারায়ণ; তাঁহার সঙ্গ আমাদিগের অতি দুর্লভ॥ ৫৭॥

কথং প্রাপ্তি রসম্ভাব্যা জায়তাং ময়ি সন্ততা॥ ৫৮॥

অন্বার্থঃ। আমি অতি দীনাহীনা দুঃখলীনা আমাতে তাঁহার প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কেবল দুরাশা পাশে আবদ্ধ হইয়া তৎসঙ্গ চেষ্টা করিতেছি, ইতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

অথবা সাধু সংরক্ষা হেতোস্তুস্তব উচ্যতে।
সাধুত্বং বা ময়ি কুতো ভাব্য পুণ্যকৃতন্তুতৎ ॥ ৫৯ ॥

অন্বার্থঃ। যে হেতু সাধুদিগের সংরক্ষণ কারণ তাঁহার ধরণীতলে অবতার হইয়াছ। সেই সাধুত্বাইবা আমাতে কি আছে? যে সেই নিমিত্ত আমাপ্রতি প্রসন্নতা দর্শন করাই-বেন, যেহেতু সাধুত্বের প্রতিকারণ পূর্ব্বকৃত পুণ্য সঞ্চয় সুতরাং আমার সে রূপ পূর্ব্বকৃত সুকৃতি অনুভব হয় না ॥ ৫৯ ॥

শৃণুনাথ পদাম্ভোজে শরণায়া মম প্রভো।
দৌরাত্ম্য মমদোষৌঘঃ ক্ষন্তব্য স্তেব্জলোচন ॥ ৬০ ॥

অন্বার্থঃ। অতিবিনয়গর্ভ বাক্যে শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে কহিতেছেন, হে নাথ! আমি তব পাদপদ্মে শরণাগতা, আমাকে নিজাশ্রিতা জানিয়া মদীয় কাতরাক্ষরযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। তোমার প্রতি আমার এই দৌরাত্ম্য সূচক যে দোষ সমূহ, হে পঙ্কজনয়ন! সেই সকল দোষ তোমার ক্ষমা করণীয় হয়, যে হেতু তুমি অনাথ নাথ ॥ ৬০ ॥

প্রবীদবেণু সংগীত বধযুক্তাস্যপঙ্কজং।
দর্শয়িত্বা বনো দেব তৎপ্রাণাস্ত্বৎপরায়ণাঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বার্থঃ। হে প্রিয়বন্ধো! তোমাগত প্রাণ ও তব পরায়ণা এই দুঃখিনী গোপীকা গণ প্রতি প্রসন্ন হও, এই অবলা গোপীদিগের বধকৃৎ বংশীসংযুক্ত তোমার বদনপঙ্কজ দর্শন করাইয়া অদ্য আমারদিগকে রক্ষা কর। ৬১ ॥

ত্বাং বিনা ভগবন্ প্রাণানক্ষমা ধারয়ত্তুং বয়ং।
ক্ষণার্দ্ধ মপিকান্ত ত্বং দর্শয়াত্মান মচ্যুত ॥ ৬২ ॥

অন্বার্থঃ। হে ভগবন! তোমাকে না দেখিয়া আমরা ক্ষণার্দ্ধকাল প্রাণধারণ করিতে সক্ষমা হইতে পারি না, অতএব, হে অচ্যুত! হে প্রাণাধিক প্রিয়তম কান্ত! অনুগ্রহ প্রকাশে আমাদিগকে তোমার স্বরূপ রূপ দর্শন করাও ॥ ৬২ ॥

নদৃষ্টিপথ গচ্ছেত্ত্বং ভবিতাসি কথঞ্চন।
ত্যাজ্যামোহসবো বৈত্রবোদ্বন্ধনেনানলেজলে ॥ ৬৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে প্রিয়সখে! যদ্যপি আমাদিগের দৃষ্টিপথগামী তুমি না হও, তবে নিশ্চয় আমারদিগের এই প্রাণ অদ্য উদ্বন্ধবারা দ্বারা বা অনল প্রবেশ দ্বারা অথবা জল-মগ্ন দ্বারা অবশ্য ত্যাগোপযোগ্য হইবে? অর্থাৎ গলে রজ্জুবন্ধনে বা জলে ঝাঁপ দিয়া কিম্বা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া আমরা এইস্থানে এখনই মরিব ॥ ৬৩ ॥

বেণীদীর্ঘের মত্যর্থং বন্ধনার্হা ভবিষ্যতি।
ত্বদৃতে কান্ত নোগচ্ছে বেশ্মাহং ন কথঞ্চনঃ ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে প্রিয়তম! যদি বল এই রাত্রিকালে ঘোরতর নির্জ্জনস্থল বিপিন মধ্যে তোমরা রজ্জু কোথা পাইবে, যে তদ্দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে, ইত্যাভাস। হে প্রাণকান্ত! তজ্জন্য আমাদের অপ্রতুল হইবেনা ? যে হেতু গলবন্ধন যোগ্য অতি-শয় দীর্ঘ রজ্জুরন্যায় আমাদিগের মস্তকে এই বেণী আছে, ইহাই কণ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া এখনি এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অর্থাৎ তোমাকে না পাইলে আমরা কদাচ প্রত্যা-বৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করিব না ॥ ৬৪ ॥

ইতি সুনিশ্চিত মতিং বেণীবন্ধকৃতোদ্যমাং।
তামুদ্বীক্ষ বিশালোরু জঘন শ্রোণিবক্ষজাং ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। বিস্তীর্ণ উরু, বিস্তীর্ণ জঘনা, বিস্তীর্ণ নিতম্বিনী এবং সুবিস্তীর্ণ সমুন্নত পয়োধর ধারিণী, গলদেশে বেণীবন্ধন পূর্ব্বক মরণে কৃত নিশ্চয় মতি শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হ্বিত হইয়া দেখিলেন ॥ ৬৫ ॥

বিলপন্তীং বরারোহাং প্রেম্না স্বজ্যাচ্যুতস্তদা।
নেত্রে বিমৃজ্য পাথোজ করাভ্যাং পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। বরারোহা, প্রিয়তমা শ্রীমতিরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ বিলাপমানা অবলোকন করতঃ তদগ্রে আবির্ভূত হইয়া তখন স্বকর কমলদ্বারা তাঁহার নয়নযুগলে পরিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনা করিলেন, এবং সদয়চিত্তে প্রেম পরিপূর্ণ বাক্যদ্বারা বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

তামুচেক্ত পলাশাক্ষীং রুদতীং প্রেমবিহ্বলং।
রাসক্রীড়াং করোম্যদ্য ত্বয়া সার্দ্ধমনিন্দিতে ॥
যদীচ্ছসি পয়োজাক্ষি সর্ব্বক্রীড়া মনুত্তমাং ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। সেই রোদমানা পদ্মপত্রাক্ষি শ্রীমতি রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে তখন এই কথা বলিলেন যে হে সরোজনয়নে! হে অনিন্দিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! হে মম প্রাণেশ্বরি! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে অদ্য আমি তোমার সহিত সমস্ত ক্রীড়ার অনুত্তমা রাসক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হই ॥ ৬৭ ॥

রাধোবাচ।—নমামিতে পাদপাথোরূহৌ কুণ্ডবিলোচন।
দাস্যহং তেঙ্ঘ্রিরজস্য পাবিতাং কুরুমাং প্রভো ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল গলিত প্রণয়গর্ভ সুমধুর বাক্য শ্রবণে প্রমুদিত মানসে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকা এই কথা বলিলেন। হে পদ্মপলাশলোচন!

তোমার ভবতারণ পাদপদ্ম যুগলে প্রণাম করি। হে প্রভো! আমি তোমার নিতান্ত কৃতদাসী তুমি স্বদীয় চরণ রজ প্রদানে আমাকে পবিত্রা কর॥ ৬৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যভাষ্য তদাকান্তং বরকঞ্জ বিলোচনং।
বর্ত্তিকা চয়তাম্বুলং তদাস্তে ব্যক্ষিপত্তদা॥ ৬৯॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে দ্বিজবর অঙ্গিরা! প্রস্ফুটিত সর্ব্বোত্তম পদ্মের ন্যায় পরম শোভনীয় প্রসন্ননয়ন প্রিয়কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতি রাধিকা একথা বলিয়া প্রেমভারাক্রান্ত কলেবরা হইয়া কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল বটীকা তাঁহার শ্রীমুখকমলে প্রদান করিলেন॥ ৬৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে উত্তরখণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনাগমনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি
সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাগমন নাম সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অথ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনে রাসলীলা।

অঙ্গিরা উবাচ।—অনন্তর অঙ্গিরা ঋষি জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মাকে বিনয়পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহতী বর্ত্ততেবাঞ্ছা শ্রোতু মালাগণাহ্বয়ং।
তস্যাঃ স্বরূপং তাসাঞ্চ যদি কৃষ্ণগুণাশ্রয়ং॥
বদনো নাথ তৎক্ষিপ্রং যদ্যস্মাকং কৃপাতব॥ ১॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে জগৎপিতঃ! শ্রীমতি রাধিকার সখীগণের প্রত্যেক নাম শ্রবণে আমারদিগের মহতী আকাঙ্ক্ষা হইতেছে এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার ও তৎ সঙ্গিনীগণের স্বরূপ রূপ গুণাদি শ্রবণেও তাদৃশ বাঞ্ছা জন্মিয়াছে, যদি স্যাৎ এই সকল কথা কৃষ্ণ গুণাশ্রিতা হয়, এবং আমারদিগের প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এ দীনদিগের আশু সন্তোষের নিমিত্ত আপনি কৃপা করিয়া কহেন॥ ১॥

ব্রহ্মোবাচ।—বচ্মিতেহং প্রপন্নায় পাত্রীভূতাসি মেযতঃ।

যথাস্মৃতি যথা প্রশ্নং যথাশ্রুতি মিহোচ্যতে॥ ২॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি মম সম্মত সুপাত্র আমাতে প্রপন্ন অর্থাৎ আমার নিতান্ত অনুগত, আমার যেমন স্মৃতি, যেমন বুদ্ধি, আর যেরূপ ভগবন্মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা যথাবৎ বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি, একাগ্রমানসে তুমি শ্রবণ কর॥ ২॥

নামানি তাসা মালীনাং বাধিকাযা ধরামব।

যথারামঃ প্রবরৃতে তযোঃ কায় সমূহতঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। হে মুনিপুঙ্গব! হে অবনীদেব অঙ্গিরা। শ্রীমতি বাধিকার সখীবৃন্দেব সে সকল নাম আমি ক্রমানুসারে ব্যক্ত কবিয়া কহিতেছি, আব বাধাকৃষ্ণাঙ্গ সংভূত সখী সমূহেব সহিত সমবেত হইয়া যেরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ের প্রথমতঃ রাসক্রীড়া প্রবর্ত্ত হইয়াছিল তাহাও যথাবৎ বর্ণন কবিতেছি শ্রবণ কবহ॥ ৩॥

গঙ্গাচ রাধিকা শাপাজ্জাতা গোকুলমণ্ডলে।

তস্যাঃ সখী সহস্রাণি কঞ্জাখ্যা কঞ্জলোচনঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। শ্রীবাধিকার শাপে সরিদ্বরা গঙ্গাদেবী যখন গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহাব নাম চন্দ্রাবলী গোপী, বাধার সহচবীব তুল্যা পদ্মবদনী পদ্মনয়না তাঁহারও সহস্র সহস্র সখী, সে সকলের সহিত চন্দ্রাবলীও রাসমণ্ডলে সমাগতা হন্॥ ৪॥

সুকঞ্জাক্ষা কলাকণ্ঠা সুকণ্ঠী পিককণ্ঠিকা।

কলাবতী নসোল্লাসা গুণবত্যুৎপলাবতী॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ! শ্রীরাধিকার সখীদিগের নামাবলী বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। সুকঞ্জাক্ষী (শোভন পদ্মনয়না) কলাকণ্ঠী (সংগীত লগ্নকণ্ঠা) সুকণ্ঠী (মধুরস্বরা) পিককণ্ঠী (কোকিল ন্যায় কলকণ্ঠী) কলাবতী (সংগীত নিপুণা) রসোল্লাসারসিকা (গুণবতী) উৎপলাবতী (কমলমালিনী)॥ ৫॥

বিশাখা চন্দ্ররেখাচ লীলাবত্যুপবাসিকা।

মালিকা নর্ম্মদা প্রেমবতী কুসুম পেশলা॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। বিশাখা চন্দ্ররেখা লীলাবতী উপরাসিকা ও মালিকা মালামণ্ডিতা নর্ম্মদা প্রেমবতী এবং কুসুমপেশলা অর্থাৎ পুষ্পরচিত বেশধারিণী॥ ৬॥

নলিনী নালিনা ভদ্রা রঙ্গিণী ললিতালসা।

মঞ্জিষ্ঠা চ রঙ্গবতী কামদা কামমোহিনী॥ ৭॥

অন্তার্থঃ। নলিনী নালিনী অর্থাৎ এই উভয় গোপী গন্ধামোদে আমোদিতা, ভদ্রা (মঙ্গলরূপিণী) রঙ্গিণী (রঙ্গমালিনী) ললিতা ও অলসা এবং মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী কামদায়িনী ও কামমোহিনী ॥ ৭ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী রাগা সুভানুঃ সত্যনুপমা।

রাগরেখা কলাকেলী, বিন্দুমত্যুন্মুখী তদা ॥ ৮ ॥

অন্তার্থঃ। অপরা অনঙ্গমঞ্জরী রাগিণী সুভানু সতী ও অনুপমা আর রাগলেখা কলা-কেলী সঙ্গীত রস রাগিণী বিন্দুমতী এবং উন্মুখী ॥ ৮ ॥

বিচিত্রা চম্পকলতা রঙ্গবেদী সুদেবিকা।

তুঙ্গবিদ্যাঙ্গুলেখা চ শুভা কামা সুমঞ্জরী ॥ ৯ ॥

অন্তার্থঃ। বিচিত্রা ইঁহাকে সুচিত্রাও বলেন, চম্পকলতিকা রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা অঙ্গলেখা পুরাণান্তরে ইঁহার নাম ইন্দুরেখা অর্থাৎ কপালফলকে চন্দ্রকলা শোভিতা, শুভাশুভ প্রদায়িনী, কামা এবং সুমঞ্জরী ॥ ৯ ॥

মালজা চন্দ্রলতিকা মাধবী মদনালসা।

মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যামধুরেক্ষণা ॥ ১০ ॥

অন্তার্থঃ। মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যা অর্থাৎ শোভন মধ্যদেশা মধুরাক্ষী মালজা চন্দ্রলতা ও মাধবী এবং মদনালসা মন্মথ রসে আসক্তা ॥ ১০ ॥

কামলা কামলতিকা কান্তচূড়া বরাঙ্গনা।

মধুরী চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা ॥ ১১ ॥

অন্তার্থঃ। আর মধুরিকা, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা অর্থাৎ তাঁহার শরীর স্থূল কিম্বা কৃশ নহে। কামলাদেবী, কামলতা, কান্তচূড়া এবং বরাঙ্গনা ॥ ১১ ॥

কন্দর্পসুন্দরী কামমঞ্জরী মণিকুণ্ডলা।

কাদম্বরী শালমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ম্বদা ॥ ১২ ॥

অন্তার্থঃ। কামসুন্দরী ও কামমঞ্জরী ও মণিকুণ্ডলা অর্থাৎ রত্নময় কুণ্ডলধারিণী। কাদম্বরী সজলমেঘমালার ন্যায় উজ্জ্বল রূপবতী শালবদনা, চন্দ্ররেখা এবং প্রিয়ম্বদা অতি প্রিয়বাদিনী ॥ ১২ ॥

মদন্মোদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী।

রত্নবেণী মালতীচ কর্পূরতিলকা পরা ॥ ১৩ ॥

অন্তার্থঃ। মদোন্মত্তচিত্তা মধুমতী বাসন্তী মধুরভাষিণী এবং রত্নবেণী ও রত্নমণ্ডিত বেণীধারিণী, মালতী অপর কর্পূরতিলকা ॥ ১৩ ॥

কুরঙ্গাক্ষী কস্তুরিকা মানা মদন মঞ্জরী।

সিন্দুরা চন্দনবতী কৌমুদীমণ্ডলী তথা ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। কুরঙ্গনয়নী, কস্তুরিতিলকা, মানিনী, মদনমঞ্জরী এবং সিন্দুর তিলকা চন্দনবতী কৌমুদী ও মণ্ডলী ॥ ১৪ ॥

পদ্মাবতী পঙ্কজাক্ষী শ্যামা সৈব্যাচ ভদ্রিকা।

তাবা চিত্রা চ গান্ধর্ব্বী পালিকা চন্দ্রপালিকা ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। অপবা পদ্মাবতী, পদ্মনয়না, শ্যামা, সৈব্যা ও ভদ্রিকা এবং তারা, চিত্রা, গান্ধর্ব্বী, পালিকা ও চন্দ্রমালিকা ॥ ১৫ ॥

মঙ্গলা বিমলা পীতা তরলাক্ষী মনোহরা।

মাকুন্দা তারিণী মঞ্জুভাষিণী খঞ্জনেক্ষণা ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। মাকুন্দা, তারিণী, খেলভাষিণী ও খঞ্জন নয়নী। মঙ্গলা বিমলা পীতা, তরলনয়না এবং মনোহারিণী ॥ ১৬ ॥

কৌমদকী বিশলাক্ষী কৈরবীচ বিশারদী।

শঙ্করী কুমুদা কৃষ্ণা সাবঙ্গাদ্রাবিণী শিবা ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। কৌমদকী, বিশালনয়না, কৈরবী, এবং বিশারদী। শঙ্করী, কুমুদা, কৃষ্ণা, সারঙ্গা, দ্রাবিণী ও শিবা ॥ ১৭ ॥

তারাবলী গুণবতী সুমুখী কেলিমঞ্জরী।

হারাবলী চকোরাক্ষী ভারতী কামিনীতিচ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। তারাবলী, চকোবলোচনা, ভারতী, গুণবতী, সুমুখী, হারাবলী, কামিনী এবং কেলিমঞ্জরী ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

আসাং সখগণ্যা বিপ্রাঃ শতশোথ সহস্রশঃ।

ভানব্যায়ুঃ সহবনে বৃন্দারণ্যে মহাদ্ভুতে ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন। হে বিপ্রগণেরা! মহা আশ্চর্য্যময় স্থান বৃন্দাবন তাহাতে সুমধুর বিপিনে বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতি রাধিকার সহিত এই সকল গোপীগণ আগমন করিলেন, এতভিন্ন আরো শত শত ও সহস্র সহস্র অপর সখীগণেরাও সমাগত হইলেন ॥ ১৯ ॥

কৃত্তিকর্ক্ষে বরারোহাঃ পৌর্ণমাস্যাংহিকার্ত্তিকে।

নিশার্দ্ধে সর্ব্বতঃ শীতরশ্মিকর বিচুম্বিতে ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল বরারোহা ভাবিনী মণ্ডিতা রাসরসিকা শ্রীরাধা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত শরৎকালে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী তিথিতে তুহিন কিরণ জ্যোতিতে বৃন্দাবনের সকল স্থান পরিশোভিত, সর্ব্বচিত্ত বিনোদিনী অর্দ্ধযামিনী সময়ে কামিনী শিরোমণি তথায় সমাগতা হইয়া, ঐ বৃন্দারণ্যকে অধিকতর ধন্য করিলেন ॥ ২০ ॥

চিত্রাভরণ সংচ্ছন্না শ্চিত্ররূপাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।

কাশ্চিজ্জবা প্রসূনাভা ভিন্নাঞ্জন চয়াম্বরাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বার্থঃ। সমাগতবতী গোপীগণেরা বিচিত্র আভরণে সমাচ্ছাদিত গাত্রা, সকলেই বিচিত্র রূপধারিণী বিবিধ বেশ ভূষাতে সুভূষিতা, কেহ কেহ প্রস্ফুটিত জবাপুষ্পের ন্যায় রক্ত বস্ত্রধরা, কেহ কেহ নিবিড় অঞ্জন নিভ বসন পরিধায়িনী হয়েন ॥ ২১ ॥

দাড়িমী কুসুমপ্রখ্যা স্তপ্তকার্ত্তস্বরাম্বরাঃ।
কেতকীবরবর্ণাভসুভাঃ সুতড়িদম্বরাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বার্থঃ। কোন কোন গোপী দাড়িমী পুষ্পের ন্যায় লোহিতবসনা অপর কোন কোন বরাঙ্গনার প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান, কোন কোন গোপীর কেতকী কুসুম সদৃশ পরিধৃতবাস, কাহার কাহার সুঘোর বিদ্যুদাগ্নিবর্ণ বস্ত্র পরিধান ॥ ২২ ॥

কর্ণিকার বারাভাসা হরিতালাম্বরা পরাঃ।
তপ্তজাম্বুনদ প্রখ্যাঃ কুন্দাভ বসনাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বার্থঃ। কোন কোন গোপস্ত্রীর কর্ণিকার পুষ্পন্যায় সুদীপ্ত বসন, কারও কারও বা হরিতাল ধাতুর ন্যায় শোভন পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান, অপরাপর গোপীদিগের বস্ত্র তপ্তজাম্বু-নদ অর্থাৎ সুবর্ণ বর্ণের ন্যায় উদ্দীপ্ত পরিধৃতবাস ॥ ২৩ ॥

কাশ্চিদ্রজত গৌরাভা স্তড়িদ্বস্ত্রা স্তথাপসাঃ।
সাম্বাম্বুদ প্রতিকাশা অশোকাভাস্বরাম্বরাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বার্থঃ। বিশেষ ক্ষণপ্রভা সদৃশ বসন পরিধানা কোন কোন গোপী, অপরা রজতবর্ণ শুক্লাম্বর ধারিণী। আর কোন কোন গোপী সজল জলধরবর্ণ বসনা, অপরা অশোককুসুম সদৃশ ভাস্বরবর্ণ বস্ত্র পরিধায়িনী ॥ ২৪ ॥

কাশ্চিৎ কিংশুক বর্ণাভাঃ গান্ধকী শুভবাসসাঃ।
পয়ঃস্ফটিক শঙ্খেন্দু কুন্দকর্পূরকো পমাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বার্থঃ। কোন কোম গোপীর পলাশপুষ্প ন্যায় বস্ত্র; কাহার গন্ধকের সদৃশ শোভন বসন, কার দুগ্ধবর্ণ, কাহার স্ফটিক বর্ণ, কাহার শঙ্খবর্ণ কাহার চন্দ্রবর্ণ, কাহার কুন্দপুষ্পবর্ণ কাহার কর্পূরবর্ণোপম শ্বেতবর্ণবস্ত্র পরিধান ॥ ২৫ ॥

শুদ্ধনীলাঞ্জন প্রখ্যাঃ বসনা কাশ্চিদঙ্গনাঃ।
হরিতাল বিশেষাভাঃ জবাকর্ণিক ভাস্বরাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বার্থঃ। কোন কোন গোপীর শুদ্ধনীলেরন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান কার কার বা হরিতাল বিশেষ বর্ণ বস্ত্র, অপরাপরের জবা বিশেষ এবং কর্ণিকা বিশেষ কুসুমবর্ণের ন্যায় পরিধৃত বসন ॥ ২৬ ॥

কাশ্চিৎ ঝিণ্টীবর শ্যামাঃ ঝিণ্টী পীতাম্বরা পরাঃ।
কেতকী পর্ণ পঙ্কজ পলাশ শুভভাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বার্থঃ। নীলঝিণ্টী পুষ্পের ন্যায় কোন কোন গোপী শ্যামবর্ণাম্বরা, অপরা গোপী পীত ঝিণ্টীর সদৃশ বসন পরিধারিণী, কার কার কেতকী গন্ধের ন্যায় বসন, কোন কোন স্ত্রীর পদ্মপত্র সম মনোহর শ্যাম বস্ত্র পরিধান॥ ২৭॥

তাম্রস্থলজলাভৈ স্ফটিকেন্দু সমোদিতাঃ॥ ২৮॥

অন্বার্থঃ। কোন কোন গোপমহিলার বস্ত্র তাম্রবর্ণ স্থলপদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ কেহ সুবর্ণচিত্রিত বসন পরিধান করিয়াছেন, তাহার বা চন্দ্রবর্ণ অতিস্বচ্ছ বসন পরিধান হয়॥ ২৮॥

বিশালোরু ঘনশ্রেণ্যঃ কুম্ভোন্নত কুচোৎকরাঃ।

করিশাবক সুপ্রখ্য বক্ষোজা নম্র মধ্যমাঃ॥ ২৯॥

অন্বার্থঃ। সকল গোপীগণেরাই বিস্তীর্ণ উরুবিশিষ্টা, উন্নত নিতম্ব ভারাক্রান্তা, সকলেই বক্ষস্থলে মাতঙ্গশিশুর কুম্ভস্থলের ন্যায় উত্তুঙ্গ পয়োধর যুগল, সকলেই, ক্ষীণমধ্যা এবং কুচভরে নমিত কলেবরা হয়েন॥ ২৯॥

কুশেশয়বরা কেচিৎ কোরকাভোন্নতস্তনাঃ॥ ৩০॥

অন্বার্থঃ। বর বরজ কমলবর কলিকাকৃতি উন্নত কোন কোন গোপীর স্তন মণ্ডল পরিশোভিত হয়, তাঁহাদিগের মনোহর পরিশোভিত কলেবর, জগৎ ধন্যা মান্যা গোপ-কন্যাগণে সমাগতা হইয়াছেন॥ ৩০॥

বিরল নিবিড় তাম্রোৎপল সদ্রক্ত মঞ্জু।

পবন চলিত বাহুদণ্ড সন্তাড্য মালৈঃ॥

ব্রজযুবতীভি সরোজন্মভিঃ স্বামীনীনাং।

পরিহরত তং দুষ্টং প্রাণনাথমিবোচুঃ॥ ৩১॥

অন্বার্থঃ। সুঘণ অথচ বিরল তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ উৎপল সদৃশ শোভনবর্ণা ব্রজ গোপীগণ পতিগণ কর্ত্তৃক বার্য্যমানা হইয়াও গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না, ইহাঁরা দুষ্ট পতিকে পরিত্যাগ করতঃ অতিবেগে কৃষ্ণান্তিকে আগমন করিলেন। আগ-মনকালে তাঁহারদিগের বাহু দণ্ডের আঘাতে খরতর রূপে সমীরণ সঞ্চলিত হইয়াছিল, অনন্তর কৃষ্ণান্তিক প্রাপ্ত ব্রজ স্ত্রীগণেরা সকলে প্রাণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ইহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে॥ ৩১॥

কেকিকাক শুকোষ্ট্রাভ রসনা দেবতোপমাঃ।

চলৎ কুণ্ডল সুদ্যোতি দর্শীভূত সুগণ্ডিকাঃ॥ ৩২॥

অন্বার্থঃ। আগমন কালীন ব্রজগোপীগণেরা যে রূপ সুবেশী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। কোন কোন জন ময়ূর ন্যায়বর্ণ বসনা, কোন কোন গোপী কৃষ্ণবাসিনী, কোন কোন গোপিকা শুক পক্ষীর ন্যায় হরিৎ বর্ণ বস্ত্র পরিধানা, কোন

কোন স্ত্রীর বসন উষ্ট্রের ন্যায় ধূষরবর্ণ সকলেই দেবতার ন্যায় মনোহর রূপিণী, শ্রুতি-মূলে আন্দোলিত কুণ্ডল যুগল দ্যোতিতে সকলের গণ্ডদ্বয় শোভন দর্শনীয় ॥ ৩২ ॥

রণৎ সুমঞ্জু মঞ্জীর কঙ্কণাহুংকৃতেন নাঃ।

পুষ্পাসব প্রমত্তালে রম্যু কুর্ব্বন্তি হুংকৃতিং ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ। সকল গোপীর চরণারবিন্দে শব্দায়মান নূপুর পরিধান, করযুগল স্থিত প্রচলিত কঙ্কণ রণৎকার, পুষ্প সাধারণ কালে মকরন্দ পানে প্রমত্ত ভ্রমর নিকরের ঝঙ্কারানুরূপ ধ্বনিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ভ্রমর হুঙ্কারের সদৃশ আভরনাবলির হুঙ্কৃতি শব্দে বনস্থল প্রতিশব্দিত হইল ॥ ৩৩ ॥

সতোয় তোযদ শ্যামালক কুঞ্চিত মূর্দ্ধজাঃ।

মৃগেন্দ্র মধ্য সংক্ষীণবর মধ্যা কৃশোদরাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বার্থঃ। সজল জলধর শ্যামবর্ণ আকুঞ্চিত কেশ পাশে পরিমণ্ডিত মস্তক মণ্ডল এবং ভ্রমর পংক্তির ন্যায় ললাট ফলকে অলকাজাল সুশোভিত বরমধ্যা গোপী সকলের শোভিত মৃগপতি সদৃশ ক্ষীণতর কটিদেশ, সকলেই ভাব লব্ধ কৃশোদরী ॥ ৩৪ ॥

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ূর মণিহার বরাঞ্চিতাঃ।

অঙ্গুল্যালী বরা স্তাসাং চম্পকানাং সুকোরকাঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বার্থঃ। কেয়ূর অঙ্গদ কুণ্ডল এবং মণিময় হারাদি দ্বারা সকলের পরিপূজিত মনোহর অঙ্গ। সুশোভন চম্পক কলিকার ন্যায় তাঁহাদিগের পরিশোভিত অঙ্গুলিশ্রেণী ॥ ৩৫ ॥

বিধি নৈপুণ্য মভ্যেতি বিধেরাশু ধরাময়।

নানাদাম সুসংচ্ছন্নানানাভূষণ ভূষিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বার্থঃ। হে ভূদেব অঙ্গিরা! সেই গোপী মণ্ডলের মনোহর সুগঠন অবয়ব সন্দর্শন করিলে অতি সত্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা নিপুণতা প্রাপ্ত হইতে পারেন, যেহেতু সেরূপ রূপ সম্পদ বিধাতার সৃষ্টির বহির্ভূত হয়। নানাবিধ প্রকারে মণি পুষ্পাদি মাল্যমণ্ডিতা ও নানা ভূষণে পরিভূষিতা ॥ ৩৬ ॥

নারায়ণ বিমোহিন্যাঃ শ্রিয়ো মূর্ত্তাইবা পরাঃ।

তাশ্চ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ্যো বয়সারূপ সম্পদা ॥ ৩৭ ॥

অন্বার্থঃ। বিধি নৈপুণ্য শিক্ষা বিষয়ক এই জন্য বর্ণনা করিয়াছেন। যে এই সকল গোপীগণেরা অচিন্ত্যাব্যয় ভগবান নারায়ণের মনোমোহিনী হয়েন, ইহাঁদিগের সহিত সামান্য রূপবতী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না, যেহেতুক সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত কলেবরা বয়সে এবং রূপলাবণ্য সম্পদ দ্বারা সকলেই কমলার অপরা মূর্ত্তি বিশেষ হয়েন ॥ ৩৭ ॥

বচো মাধুর্য্য কৌশলে পুংস্কোকিল মনোহরাঃ।

লাবণ্যোদার্য্য পৈষল্যে চতুর রসিকা বরাঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ সকল গোপীগণে সুকোমল মাধুর্য্য বচনে কলকণ্ঠ পুংস্কোকিলগণের মনোহারিণী হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে সমাকুল পিককুলেরাও বিমোহিত হয়। লাবণ্যে এবং মাধুর্য্য উদারতায় সুচতুরা রসিকাগণের শিরোমণি হয়েন ॥ ৩৮ ॥

মদমত্ত মৃদু প্রৌঢ় গজবদগতয়ো পরাঃ।

পাথোজায়ত পলাশলোচনা সুভ্রুবো মুনে ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! মদ্যপানে মত্ত হইয়া মাতঙ্গ সকল যেমন মন্থরগতিতে গমন করে, তদ্রূপ গতিতে গোপিকা সকলের গতি, সকলেই পদ্ম পত্রের ন্যায় সুদীর্ঘলোচনা সকলেই সুশোভন ভ্রূযুগলে সুশোভিত বদনা ॥ ৩৯ ॥

অনবদ্যৈ বরয়বৈঃ সর্ব্বযুনাং মনোহরাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। হংস পালের ন্যায় মৃদুগামিনী এবং আনন্দিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুগঠন দ্বারা ভাব ভঙ্গীতে সকলেই সমস্ত যুবজনের মনোহারিণী হয়েন ॥ ৪০ ॥

তন্মনস্কা স্তদালাপা স্তদনুধ্যান তৎপরাঃ।

তদ্দর্শন হৃতাত্মানো হরিণাক্ষ্যঃ সুবাসসং ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস অঙ্গিরা! হরিণীলোচনা, সুশোভন বসনা, গোপাঙ্গনা সকল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃতমানসা হইয়া কৃষ্ণ দর্শন লালসাতে পরমোৎকণ্ঠিতা, তদ্গত মানসা, সেই কৃষ্ণ গুণালাপ পূর্ব্বক কৃষ্ণরূপানুধ্যান ও তৎপরায়ণা হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ পশ্যন্ত্যো বনরাজিকাং।

ব্রুবন্ত্যো বিদ্রুবন্ত্যশ্চ লপন্ত্যোপি গুণান হরেঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। অপর ব্রজগোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তন পরায়ণা, পরস্পর তন্ময়তা সূচক কথোপকথন এবং তল্লীলা কথার গান, এবং পরম কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক যামিনীযোগে বনরাজীর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

নৃত্যন্ত্যো বিবিধাশ্চেষ্টা কুর্ব্বন্ত্যো ললনাগণাঃ।

চেরু বৃন্দাবনং সর্ব্বং সর্ব্বাঃপীন পয়োধরাঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। স্মরোৎসুকা উন্নত পীন পয়োধর ধারিণী ললনাগণেরা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া বিবিধ প্রকার সুরত চেষ্টা করণ সূচক নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত বৃন্দাবন স্থলে মত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

অথ রাসোৎসব প্রবর্ত্তন।

বীক্ষ্য তা ভগবান্ কৃষ্ণো রাসোৎসব পরায়ণাঃ।

গোপার্ভ বৃন্দানাহূয় বচনঞ্চেদ মাদদে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। রসিকবর ভগবান গোবিন্দ ঐ সকল গোপীমণ্ডলকে রসোৎসব পরায়ণা দেখিয়া তাঁহাদিগের চেষ্টানুসারে সমূহ গোপাল বালকগণকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করতঃ এই কথা বলিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসরস বিলাস গোপী রঞ্জনার্থ চিন্তাভিনিবেশ করিলেন ॥৪৪॥

শ্রীদামন্ বল হেতোক কৃষ্ণ সুবল বেণুক।
রাসক্রীড়াং করিষ্যামি রচয়তাং তদাস্পদং ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীদামন্! হে বল! হে তোককৃষ্ণ! হে সুবল! হে বেণুক! অদ্য আমি গোপীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের সহিত উদ্ভট রাসলীলা করিতে মানস করিয়াছি, অতএব তোমরা তদুপযোগি রাসমণ্ডলের রচনা করহ অর্থাৎ রাসোপযোগি উপকরণাদির আহরণ করহ ॥ ৪৫ ॥

বিচিত্রাভরণং মাল্যং বর সিংহাসনানি চ।
তাম্বুলানি সুগন্ধীনি বর ছত্র শতানি চ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন, হে শ্রীদামাদি গোপগণেরা! তোমরা সকলে রাস ক্রীড়োপযোগ্য বিচিত্র আভরণ, বিচিত্রমাল্য এবং উৎকৃষ্ট সিংহাসন সকল স্থানে স্থানে সংস্থাপন করহ। আর উৎকৃষ্ট শত শত ছত্র ও কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল বটীকাচয় আহরণ কর ॥ ৪৬ ॥

দ্বারেষু দ্বারপালান্ বৈরচয়ন্তাং শ্চতুর্দ্বিহ।
দ্বারেষু সায়ুধাঃ সর্ব্বে মম প্রীতিপরায়ণাঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আর শ্রীরাসমণ্ডলের চারিদিকে চারি দ্বার এবং মনোজ্ঞ দ্বারপালগণকে রক্ষার্থ স্থাপন কর। প্রতিদ্বারে সেই সকল দ্বারপাল নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আমার প্রীতিপরায়ণ হইয়া অবস্থান করুক ॥ ৪৭ ॥

বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি মধুরাণি মহান্তি চ।
বাদয়ন্ত মমাভীষ্টকরা গোপালবালকাঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে সখাগণেরা! আমার অভীষ্ট সাধক গোপবালক সকলে মহোৎসহ পূর্ব্বক মম সন্তোষ কারণ সুমধুর ধ্বনিযুক্ত বিচিত্র বাদ্য সকল বাজাইতে থাকুক ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাদিষ্টা ভগবতা বলো বলবতাম্বরঃ।
আনায্য সর্ব্ব সম্ভারান্ মুদা গোপার্ভকৈ মুনে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ মহর্ষি অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে বলবানের শ্রেষ্ঠ বলদেব পরমহর্ষে গোপ বালক-দিগের দ্বারা রাসোপযোগ্য সমস্ত সম্ভার আনয়ন পূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন ॥ ৪৯ ॥

অমূল্য রত্ন মাণিক্য মণিহীরক নির্ম্মিতে।
সিংহাসনে পরময়া প্রকৃত্যা রাধয়াম্বিতং ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। সুশোভিত রাসমণ্ডলে মণি হীরকসার অমূল্য রত্ন ও মাণিক্য নির্ম্মিত সিংহাসনবরে পরমা প্রকৃতি রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হইল॥ ৫০ ॥

ভগবন্তং পরস্থান মতিষ্ঠৎ পদমচ্যুতং।

বরং বরেণ্যং বরদ মীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরং॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। পরম পদ, পরমধাম স্বরূপ অচ্যুত, ভগবান পরমাত্মা নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব প্রকৃতির পর সকলের শ্রেষ্ঠ বরণীয় পরমপুরুষ বরদ পরমেশ্বর গোবিন্দ অবস্থিত করিলেন॥ ৫১ ॥

নবীন শ্যামাম্বুদ নীল সচ্ছবিং স্মেরাননং বত্নবিচিত্র ভূষণং।

ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিং গলশোভি কৌস্তভং প্রবাদয়ন্তং মুরলীং মুরারিং॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। কিবা মনোহর বিচিত্র রত্ন ভূষণে পরিভূষিত অভিনব সজল জলধর সদৃশ শ্যাম কলেবর গোবিন্দ, ঈষৎ সহাস্য বদনারবিন্দ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাযুক্ত, গলদেশে উদ্দীপ্ত কৌস্তভমণি সুশোভিত, মধুসূদন বিনোদ মুরলী বাদন পরায়ণ॥ ৫২ ॥

গুঞ্জাবতংসং গলশোভিগুঞ্জ স্রজং স্বকান্তাঙ্কিত বামভাগং।

সানন্দানন্দং পরমাত্মরূপং বিরাজমানং শিখিপুচ্ছ চূড়ং॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। গুঞ্জপুষ্প কৃত বেশ গুঞ্জমাল্যে পরিশোভিত গলদেশ, স্বকান্তা শ্রীমতি রাধিকা কর্ত্তৃক পরমাঙ্কিত বামভাগ পরমানন্দ স্বরূপ ময়ূর পুচ্ছাবিত চূড়ার্পিত মস্তক মণ্ডল, এবম্ভূত পরমাত্মা স্বরূপ গোবিন্দ মূর্ত্তিতে রাসমণ্ডল মধ্যে বিরাজমান হয়েন॥ ৫৩ ॥

অনঘ কৌপিনধরং বিচিত্রিত মালোল কাদম্বরব স্রগঙ্কিতং।

তাম্বুল রাগ প্রবিরাগিতা ধরং বিলোকয়ন্তং বলমুখ্যবালকান॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। পরম বিচিত্র অমূল্য পীতবটী পরিশোভিত কটিদেশ, আপাদতল পর্য্যন্ত আলম্বিত দোদুল্যমানা কদম্বকুসুম মালা, এবং তাম্বুলরাগে অনুরঞ্জিত অধরপুট, বলদেব প্রভৃতি বালকদিগকে অবলোকন করিতেছেন। এবম্ভূত রূপে বিরাজমান গোপালরূপী পরমাত্মাকে রাসমণ্ডলে সকলে দর্শন করিয়াছিলেন। ইতিশাব॥ ৫ ॥

তদ্বহিঃ সংস্থিতাঃ সখ্যো দয়িতা লোলকুণ্ডলাঃ।

চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চিত্রা মদন সুন্দরী।

শশিরেখা মধুমতী স্থাপিতা পূর্ব্বতঃ ক্রমাৎ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। তাহার বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখী সকল অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের শ্রুতিমূলে আন্দোলিত মণি রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডল। ঐ সখির প্রধানা চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা, চিত্রা ও মদনসুন্দরী এবং শশিরেখা, মধুমতী ইত্যাদি কৃষ্ণপ্রেমা গোপী সকল ক্রমে পূর্ব্ব হইতে সংস্থাপিতা হইয়াছেন॥ ৫৫ ॥

তদ্বহিঃ ষোড়শ শ্রেষ্ঠাঃ প্রধানা কৃষ্ণবল্লভাঃ।

চার্ব্বায়ত ভুজদ্বন্দ্বাঃ কৃশোদর্য্যো মৃগাদৃশঃ॥ ৫৬ ॥

অন্বার্থঃ। তন্মধ্যে প্রিয়তমা ষোড়শ গোপী শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা অতি প্রধানা, তাঁহাদিগের আজানুলম্বিত মনোহর বাহুযুগল, সকলেই মৃগশাবক নয়না, সকলেই মৃগপতিক্ষোভিত ক্ষীণমধ্যা হয়েন ॥ ৫৬ ॥

কোটিকন্দর্পলাবণ্যাঃ সাক্ষান্মনমথ মন্মথাঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বার্থঃ। কৃষ্ণানন্দদায়িনী সকলেই রূপলাবণ্যে কোটি কন্দর্পতুল্যা, জগৎ মনোহারী মদন কিন্তু ঐ সকল গোপিকারা সেই কন্দর্পের সাক্ষাৎ মনোমোহনকারিণী রূপে বিদ্যমানা হয়েন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মন্মথ মথন গোপীরাও মন্মথ মথনী, ইত্যর্থে কামসম্বন্ধ রহিত শুদ্ধ সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সুখস্বরূপা গোপীগণ স্পষ্টবাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

তদ্বহিঃ প্রৌঢ় মদনা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
কিশোর্য্যাঃ সমরূপাশ্চ সমভূষানুলেপনাঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বার্থঃ। তদ্বহিঃ কোষ্ঠে মনোজ সমুৎসুকা সহস্র সহস্র প্রৌঢ়া গোপিকা সকল অবস্থিতা হয়েন, তাঁহারা অতি চতুরা কিন্তু কিশোরী বয়সা ললনাদিগের সমরূপা এবং তাহাদিগের সমভূষণে অনুভূষিতা, সমান গন্ধাদি অনুলেপনে লিপ্তগাত্রা যদিও প্রৌঢ়া তথাপি হাব ভাব লীলা হেলাদি ভাবে কিশোর বয়সা যুবতীগণের তুল্যা হয়েন ॥ ৫৮ ॥

বাতলোলায়িত কুচা বিভাস্বন্মণি কুণ্ডলাঃ।
করতালরতাঃ কাশ্চিন্মৃদঙ্গ বাদনোৎসুকাঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বার্থঃ। ঐ সকল যুবতিগণের ঈষৎনম্রাস্ত পয়োধরযুগল তদুপরি আলোলিত বায়ু-কর্তৃক উদ্ধৃত বিচিত্র বসন, ও প্রদীপ্ত মণিময় কুণ্ডলে সকলেরি গণ্ডস্থল সুশোভিত, উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ করতালবাদ্যে নিরতা কেহবা সুমধুর মৃদঙ্গবাদনে সম্যক উৎসাহযুক্তা হয়েন। অর্থাৎ এতদ্বাদ্যে অতিশয় নিপুণা ॥ ৫৯ ॥

ধুধুরা পণবং কাশ্চিৎ দুন্দুভি স্বানকং পরাঃ।
গোমুখং রামবেণীঞ্চ ঢক্কাঞ্চ কাহলাহ্বকাং ॥ ৬০ ॥

অন্বার্থঃ। কোন কোন গোপিকা পণব বাদ্য, কেহবা দুন্দুভি, অপরা আনকাখ্য বংশীবাদ্য করিতে লাগিলেন। কোন কোন রমণী রামবেণী কেহবা শঙ্খ বিশেষ গোমুখ, অপর আর আর গোপমণ্ডিণীরা কাহলাখ্য ঢক্কা অর্থাৎ ঢোলক বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬০ ॥

গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ ক্রীড়ন্ত্যস্তা ইতস্ততঃ।
সাশ্রুনেত্রা রূঢ়ভাবাঃ সগদ্গদ বরাক্ষরাঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বার্থঃ। ঐ সকল গোপী নানা বাদ্য বাজাইয়া ভাবভারাক্রান্তচিত্তে সাশ্রুনেত্রা হইয়া গদ গদ স্বরে শ্রীরাধা কৃষ্ণগুণ গান করতঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং পরম ভাব-ভরে জগদ্ব্যবানুসারে ক্রীড়া পরায়ণা হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপরা হইলেন ॥ ৬১ ॥

পঞ্চমস্বরমুদগার্য্য মুগ্ধীকৃত জগত্রয়া ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ ঐ গোপকন্যা সকল পঞ্চমস্বরে রাগরাগিণীর আলাপচারী করতঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি অবস্থিত লোক সকলকে মুগ্ধকৃত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহার-দিগের সুস্বরালাপ সমন্বিত সুমধুর সঙ্গীতে সকললোকই তৎকালে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন ॥৬২॥

তদ্বহির্দ্দেব কন্যাশ্চ ভাস্বদ্ভূষণ ভূষিতাঃ।

তদ্বহিঃ পরমোদারা মুনিকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। তদ্বাহ্যে সুদিব্য দীপ্তিমৎ ভূষণে পরিভূষিতা দেবকন্যা সকল রাসোৎসব সন্দর্শনার্থে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তদ্বাহ্যে পরম উদার চরিত্রা সহস্র সহস্র মুনিকন্যাগণে অবস্থিতা হইয়াছেন, অর্থাৎ সকলেই রাধা মহোৎসব দর্শনে একাগ্রচিত্তা হইয়াছেন ॥ ৬৩ ॥

দেব গন্ধর্ব্ব নাগানাং কিন্নরোরগ রক্ষসাং।

বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষ পিশাচানাং সহস্রশঃ ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। অপর দেবকন্যা, গন্ধর্ব্ব কন্যা, নাগকন্যা, কিন্নর কন্যা, উরগ কন্যা, কর্ব্বুরকন্যা এবং বিদ্যাধরী, অপ্সরী, যক্ষ পিশাচকন্যা সহস্র সহস্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

তদ্বহিঃ সংস্থিতাঃ সর্ব্বাঃ কন্যাঃ শত সহস্রশঃ।

দিব্যাভরণ সংচ্ছন্না দিব্যাম্বর চলৎকুচাঃ ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। তদ্বাহ্যে অপরাপর আন্দোলিত পয়োধরা শত শত সহস্র বরীয়সী বরাঙ্গনাগণে দিব্য আভরণে আচ্ছাদিত গাত্রা, সুদিব্য বিচিত্র বসন ধারিণী হইয়া রাসোৎসবে সমাগতা হইলেন ॥ ৬৫ ॥

দিব্যস্রগ গন্ধলিপ্তাঙ্গা বিভাস্বম্মণি কুণ্ডলাঃ।

সমান বয়সাঃ সর্ব্বাশ্চত্ররূপাঃ সুলক্ষণাঃ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। সকলেই এক সমান বয়সী, অতি বিচিত্র রূপা, শুভলক্ষণে লক্ষিতাঃ অপূর্ব্ব মনোহর গন্ধে আলিপ্ত কলেবরা আন্দোলিত দীপ্যমান মণিময় কুণ্ডলে সকলেরি গণ্ডস্থল প্রতিভাসিত ॥ ৬৬ ॥

কামরূপাঃ কামবেশাঃ কামাভরণ ভূষিতাঃ।

কামোত্তম করাঃ প্রৌঢ়াঃ কামগাঃ কামবিহ্বলাঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। সকলেই কামরূপিণী, কামানুরূপ বেশধারিণী, কন্দর্পানুকুল আভরণে সুমণ্ডিত কলেবরা, সকলে কন্দর্প নিপুণা, সর্ব্ব কন্দর্প ক্রীড়ায় উত্তমবিশিষ্টা কামগামিনী স্মরবিহ্বলা হয়েন ॥ ৬৭ ॥

কিশোর্য্যঃ কোটি কন্দর্প লাবণ্যৌঘ পরিপ্লুতা ॥ ৬৮ ॥

অন্বার্থঃ। যদিও ঐ সকল নারী বর্ষীয়সী বটেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভাবোন্মাদে সকলেই তৎকালে কিশোরবয়সী হইয়া কোটি কন্দর্পতুল্য সমূহ, লাবণ্য সমন্বিতা হইলেন, অর্থাৎ মহারাস মহোৎসবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইঙ্গিতে বালা যুবতি পৌঢ়া ও বৃদ্ধা ভেদ রহিল না, সকলেই উদ্ভিন্ন যৌবনাবস্থা প্রাপ্তা সমরূপে অবস্থিতা হইলেন॥ ৬৮॥

তদ্বহিঃ সংস্থিতা গোপদারকাঃ সমরূপিণঃ।
সমান বয়সঃ সর্ব্বে কোটিশো দণ্ডপাণিনঃ॥ ৬৯॥

অন্বার্থঃ। তাহার বাহ্য প্রকোষ্ঠে সমান রূপ ও বেশধারী, সমান সমান বয়স কোটি কোটি গোপবালক সকল দণ্ডপাণী হইয়া অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ সকলেই সমান রূপ বেশ ভূষণে পরিভূষিত হয়েন॥ ৬৯॥

বনমালা শতচ্ছন্নাঃ কৌপীনবর বাসসঃ।
বেণুবাদন নিরতাঃ কিশোরাঃ কৃষ্ণরূপিণঃ॥ ৭০॥

অন্বার্থঃ। সকল গোপবালকই কিশোর বয়স সমন্বিত, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ রূপবান সকলেই বনমালাধর, পীতধটী পরিধান, সুচারু কলেবর, সকলেই বংশীবাদন পরায়ণ হয়েন॥ ৭০॥

শৃঙ্গবেণুবেত্র বীণা বিষাণ বরপাণয়ঃ।
তদ্রহস্যানি গায়ন্তঃ খেলন্তঃ পরমোৎসুকাঃ॥ ৭১॥

অন্বার্থঃ। ঐ সকল গোপবালকের মধ্যে কেহ শৃঙ্গপাণি, কেহবা বেণুবাদন তৎপর, কেহ কেহ বিষাণকর অর্থাৎ শৃঙ্গভেদ রণ ও রামশিঙ্গা বাদ্য পরায়ণ, কেহবা বেত্রপাণি, পরম কুতুহলাক্রান্ত চিত্তে ক্রীড়াসক্ত হইয়া অবিরত শ্রীকৃষ্ণের রহস্যলীলা অর্থাৎ মাধুর্য্যলীলা কথা সকল নানা বরস্বর সংযোগদ্বারা তালমান মূর্চ্ছনাদিতে সংমূর্চ্ছিত করতঃ গান করিতেছেন॥ ৭১॥

তদ্বহিশ্চ গবাং বৃন্দৈ শ্চঞ্চলৈ রস বিহ্বলৈঃ।
চিত্রার্পিতৈ শ্চিত্ররূপৈঃ সদানন্দাশ্রু বর্ষিভিঃ॥ ৭২॥

অন্বার্থঃ। তদ্বহিঃপ্রকোষ্ঠে চঞ্চলা গাভিবৃন্দ সকল শ্রীকৃষ্ণরসে বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক চিত্রিত রূপের ন্যায় নিষ্পন্দে দণ্ডায়মানা হইয়া নিরন্তর নয়নযুগলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে॥ ৭২॥

পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গৈ র্যোগিভি রিব বিস্মিতৈঃ।
স্ফুরৎ পয়োভি র্গোবিন্দং সিঞ্চদ্ভিঃ পরিসেবিতং॥ ৭৩॥

অন্বার্থঃ। ঐ সকল গোকুলেরা যোগধর্ম্মেতে যোগীদিগের একাগ্রধী সমাধিযুক্ত প্রায় পুলকে অন্বিত সর্ব্বাঙ্গ অমৃতকল্প ক্ষীরধারা বর্ষণ শীলা এরূপ সৌরভেয়ী গণদ্বারা পরমানন্দ সন্দোহ রূপ গোবিন্দ অভিষিক্ত রূপে পরিসেবিত হয়েন॥ ৭৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীমদ্রাসক্রীড়ায়া অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তর খণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত শ্রীরাধা কৃষ্ণের রাসক্রীড়া বর্ণনে অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশতি অধ্যায়।

রাসক্রীড়া বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।—অনন্তর জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস! অতঃপর যে যে উপবনে শ্রীকৃষ্ণ রাসরসে বিরাজিত হইয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর ॥ ০ ॥

বারুণ্যাং তদ্বহির্বিদ্বন্ সমায়াং গোপবালকৈঃ।
তিগ্মপাৎ কোটি সম্ভাস্ব স্মণিমাণিক্যনির্ম্মিতে ॥
রত্নসিংহাসন বরে পারিজাত দ্রুমান্তরে ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! তদ্বাহে বারুণীদিগ বিভাগে মনোহর উদ্যানে গোপবালক কর্তৃক সুদীপ্ত দীপ্তিমৎ কোটি কোটি মণি মাণিক্যাদি বররত্ননির্ম্মিত পাতিত অপূর্ব্ব সিংহাসনে সায়ং সময়ে পারিজাত তরু নিকর পরিবেষ্টিত বিপিন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, ইতি উত্তরে অন্বয় ॥ ১ ॥

ত্রিগুণাতীত চিদ্রূপং সর্ব্বকারণকারণং।
ইন্দ্রনীলমণিশ্যামং নীলকুঞ্চিত মূর্দ্ধজং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। হে অঙ্গিরা! সত্ব রজঃ তম এতৎ ত্রিগুণের অতীত জ্ঞান স্বরূপ সমস্ত কারণের কারণ গোবিন্দ, ইন্দ্র নীলকান্ত মণির ন্যায় শ্যাম সুন্দররূপ সুচিকণ নীলবর্ণ কুটিলা কুন্তলাবৃত মস্তকমণ্ডল ॥ ২ ॥

কুশেশয় পলাশাক্ষং বেণুবাদন তৎপর।
আদ্যন্তরহিতং নিত্যং প্রধান পুরুষেশ্বরং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। মুরলীবাদন পরায়ণ, সুচারু পদ্মদলায়তলোচন, নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব, আদি অন্ত রহিত পুরুষ প্রধান, পরমেশ্বর, অর্থাৎ অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সাম্যাতিশয় রহিত ॥ ৩ ॥

যশোদানন্দনং শ্রীমদ্বনমালা বরাঞ্চিতং।
পীতাম্বর মতিস্নিগ্ধ, দিব্যভূষণভূষিতং॥ ৪॥

অন্বার্থঃ। শ্রীমদ্যশোদানন্দন অতি স্নিগ্ধমূর্ত্তি, পীতাম্বর পরিধান, মনোহর বনমালাতে মণ্ডিত গলদেশ, অপূর্ব্ব রত্নদার ভূষণে ভূষিত কলেবর॥ ৪॥

দিব্যাঙ্গলেপনং ভ্রাজ চ্চিত্রাঙ্গদ মনোহরং।
গোপার্ভবৃন্দ সঙ্গীত সানন্দং নন্দনন্দনং॥ ৫॥

অন্বার্থঃ। অপূর্ব্ব সৌগন্ধ অনুলেপনে অনুলিপ্ত দীপ্তিমৎ গাত্র মনোহর বিচিত্র অঙ্গদাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সমূহ, গোপবালক কৃত সঙ্গীত রাগে সানন্দিত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ॥ ৫॥

সুখোপবিষ্টং শরমেস্বাসনে পরমেশ্বরং।
শ্রীমদ্রাস রসারম্ভে গোপীমণ্ডল মণ্ডিতং॥ ৬॥

অন্বার্থঃ। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত রাসরসের আরম্ভে গোপীমণ্ডলে পরিমণ্ডিত হইয়া স্বীয় পরমাসনে পরম সুখে সমাসীন হয়েন॥ ৬॥

সুশীলা ভদ্রকীর্ত্তিশ্চ তড়িদোঘা তড়িদ্যনা।
চন্দ্রকলা বিরামাচ শরদভ্রাজ্জলোচনা॥ ৭॥

অন্বার্থঃ। যে সকল গোপিকা পরিবেষ্টিত তাহাদিগের নাম, যথা সুশীলা ভদ্রকীর্ত্তি, তড়িদোঘা, তড়িদ্যনা ও চন্দ্রকলা, বিরামা, শরদ্রভ্রা পঙ্কজলোচনা॥ ৭॥

সুশীলাদ্যৈঃ প্রধানাভি রষ্টভি, প্রমদাজনৈঃ।
বৃতং তারাপতিমিব তারাভি র্ধরণীসুর॥ ৮॥

অন্বার্থঃ। হে ধরণীদেব অঙ্গিরা! ঐ সুশীলাদি অষ্ট প্রধানা প্রমদাজন কর্ত্তৃক ভগবান গোপীপতি গোবিন্দচন্দ্র পরিবৃত যেমন তারাগণ কর্ত্তৃক তারাপতি রজনীকর পরিবেষ্টিত হয়েন॥ ৮॥

উত্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দন সংজ্ঞিতে।
মণিমাণিক্য সংচ্ছন্নে দিব্য সিংহাসনোজ্জ্বলে॥ ৯॥

অন্বার্থঃ। তাহার উত্তরদিগ্‌ভাগে অপূর্ব্ব হরিচন্দনাখ্য উদ্যানে মণি মাণিক্য বিরচিত মনোহর সিংহাসনে অর্থাৎ তদ্বনশোভা কথনে বাণী মুকতাবলম্বন করেন। ইতিভাব॥ ৯॥

তত্রোপরিতচ চিচ্ছক্ত্যা সহিতঞ্চ হলায়ুধং।
ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্ত মভিন্নগুণরূপিণং॥ ১০॥

অন্বার্থঃ। সেই হরি চন্দনকাননে রত্নসিংহাসনোপরি ভগবানের পরমপ্রিয় অনন্তদেব হলধর রূপী রূপে এবং গুণে শ্রীকৃষ্ণে অভিন্ন, তিনি পরমানন্দময়ী চিৎশক্তির সহিত অবস্থিতি করিতেছেন॥ ১০

শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণং।
নীলপট্টাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ বলদেবের পরিশুদ্ধ নির্ম্মল স্ফটিকমণির ন্যায় অঙ্গের দীপ্তি প্রস্ফুটিত লোহিত পঙ্কজদলের ন্যায় আকর্ণায়ত লোচনদ্বয় নীলবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান, সুদিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত কলেবরঃ॥ ১১ ॥

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ূর দিব্যভূষাস্রেগাম্বরং।
বারুণ্যাসব সংমত্তং মদাঘূর্ণিত লোচনং॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মণিময় অঙ্গদ বলয় কেয়ূর কুণ্ডলাদি বিবিধ আভরণ মণ্ডিত দিব্যবস্ত্র, দিব্যমাল্য ও দিব্যভূষণে সুভূষিত কলেবর, বারুণীপানে প্রমত্ত মনোহরবেশ, এবং মদাবেশে আঘূর্ণিত রক্তবর্ণলোচন॥ ১২ ॥

জগন্মোহন সৌন্দর্য্যসার শ্রেণী রসোৎসুকং।
অসিতাম্বুজ পুঞ্জাভ পাথোজমুদলেক্ষণং॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বলদেবের সৌন্দর্য্য দর্শনে জগৎমুগ্ধ হয়, হীরকাদি মহারত্ন শ্রেণীতে উজ্জ্বল সর্ব্বদা রসোৎসুকমূর্ত্তি, পুঞ্জ পুঞ্জ নীলকমলসদৃশ রত্নমালায় সুশোভিত, কিবা মনোহর সরসিরুহ দলসম সুশোভন নয়নকমলদ্বয়॥ ১৩ ॥

দিব্যালঙ্কার ভূষাঢ্যং দিব্য মাল্যানুলেপনং।
জগন্মুগ্ধীকৃতাশেষ সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্য বিগ্রহং॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অপূর্ব্ব মাল্যানুলেপনে লিপ্ত কলেবর, মনোহর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রত্নভূষণ সমূহে ভূষিত, জগন্মোহন অশেষ সৌন্দর্য্য সমন্বিত বলদেবের কিবা আশ্চর্য্য বিগ্রহ, অর্থাৎ তাহার তুলনার স্থল নাই॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোদ্যানে মহারম্যে সুরদ্রুম সমাশ্রয়ে।
ভাস্বদ্রত্নময়ে পীঠে হেমমণ্ডিত মণ্ডিতে॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে দেবদারু পাদপ মণ্ডিত মহারমণীয় উদ্যান মধ্যে হেমমণ্ডিত দীপ্তিমৎ রত্নময় বেদি তদ্দীপ্তিতে সমস্ত উদ্যান প্রদেশ দীপ্যমান হয়॥ ১৫ ॥

সদ্রত্ন মণিমাণিক্য রজেসিংহাসনোজ্বলে।
শ্রীমত্যা লিঙ্গিত তনু মম্বরীশ সুতোষয়া॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ বেদিকার উপরি মণি মাণিক্যাদি সুশোভন রত্ননিচয় নির্ম্মিত পরমোজ্জ্বল রাজসিংহাসন, তাহাতে সর্ব্বদা সর্ব্ব সন্তোষকারিণী শ্রীমতি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত অঙ্গ, রাজর্ষি, অম্বরীশ প্রভৃতির স্তুত ভগবান সমবস্থিত হয়েন॥ ১৬ ॥

সান্দ্রাবন্দ ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধনীলকুন্তলং।
নীলোৎপল দলস্নিগ্ধং চারুচঞ্চললোচনং॥ ১৭ ॥

অন্বার্থঃ। সজল নিবিড় স্নিগ্ধ জলধরন্যায় শ্যামবর্ণ, সুস্নিগ্ধ নীলকুন্তল মণ্ডিত মস্তক, নীলোৎপল দলায়ত অতিশয় স্নিগ্ধ ও অতি মনোহর চঞ্চল নয়নদ্বয় ॥ ১৭ ॥

সুভ্রূন্নতলতাভঙ্গ সুকপোলং সুনাসিকং।

সুগ্রীবঃ সুন্দরোরস্কং সুন্দরং সুমনোহরং ॥ ১৮ ॥

অন্বার্থঃ। সুশোভন সুভঙ্গিম উন্নত ভ্রূলতা পরিশোভিত, শোভন গণ্ডস্থল এবং সুশোভন নাসিকামণ্ডল, শোভন গলদেশ, সুন্দর বক্ষঃস্থল, এরূপ অতি সুন্দর ও মনোহর রূপ বিশিষ্ট ॥ ১৮ ॥

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চারুগুঞ্জাবতংসকং।

মঞ্জুমঞ্জীর সংরাব মুগ্ধিকৃত জগত্রয়ং ॥ ১৯ ॥

অন্বার্থঃ। শ্রুতিমূলে আন্দোলিত রত্নময় কুণ্ডল যুগল, শিরোপরি পরিশোভিত রত্নময় কিরীট, সুমনোহর গুঞ্জপুষ্পকৃত শোভনবেশ। সুমধুর নূপুর ধ্বনিতে ত্রিজগৎসম্মোহিত হয় ॥ ১৯ ॥

চার্ব্বায়ত ভূজযুগং বেণুবাদন তৎপরং।

বর্হচূড়ং বরাস্থঞ্চ বনমালা বিরাজিতং ॥ ২০ ॥

অন্বার্থঃ। আজানুলম্বিত মনোহর ভূজযুগলাবৃত বংশীবাদ্য পরায়ণ, ময়ূরপুচ্ছ চূড়ায় পরিশোভিত, অত্যুত্তম শোভাসংযুক্তা বনমালাতে দীপ্তিমান উরঃস্থল ॥ ২০ ॥

দধানং পরমং শান্তং শুদ্ধসত্বাত্মকং বপুঃ ॥ ২১ ॥

অন্বার্থঃ। এবম্ভুত মনোহর বেশ সমন্বিত পরিশুদ্ধ পরম শান্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভগবান ঐ উদ্যানে রত্নময়সিংহাসনোপরি বিরাজ করিতেছেন ইতি পূর্ব্বে অন্বয় ॥ ২১ ॥

যাম্যাং সদ্রত্নৌঘনির্ম্মাণং দিব্যসিংহাসনাঙ্কিতে।

ত্রিগুণাতীত মব্যক্ত মক্ষরং নিত্য মদ্বয়ং ॥ ২২ ॥

অন্বার্থঃ। দক্ষিণদিগ্‌ভাগে মনোহর উদ্যানে সমূহ রত্নে নির্ম্মিত সিংহাসনে, অব্যক্ত অক্ষর পরমাত্মা ত্রিগুণাতীত নির্গুণ নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব অদ্বিতীয় পরমপুরুষ বিরাজিত হইয়াছেন। ইহা উত্তরে অন্বয় ॥ ২২ ॥

সস্মের পুঞ্জ মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য শ্যামবিগ্রহং।

চারুনীল ঘনশ্যামং কচং ত্রৈলক্যমোহনং ॥ ২৩ ॥

অন্বার্থঃ। সম্যক্ মাধুর্য্যযুক্ত ও ঈষৎহাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল, এবং সুশোভন, নীলমেঘের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্যান্বিত শ্যামসুন্দর রূপ, এবং ত্রিলোকমোহন সুঘন ঘন সংকাশ কেশরাজিতে পরিশোভিত ॥ ২৩ ॥

অরবিন্দদল স্নিগ্ধ সুদীর্ঘ লোল লোচনং।

কিরীট কুণ্ডলোদ্ভাসি জগত্রয় বিমোহনং ॥ ২৪

অন্বয়ার্থঃ। প্রফুল্ল শতদল দলসম সুদীর্ঘ চঞ্চল নয়নযুগল পরিশোভিত, মস্তকোপরি রত্ন প্রভায় সুভাসিত কিরীটভূষণ, তৎশোভা সন্দর্শনে ত্রিজগৎ বিমুগ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥

চতুর্ভুজস্তু চক্রাজ্জা পরিঘোদধিজান্বিতং।*

কঙ্কণাঙ্গদ কেয়ুর কিঙ্কিণী জালভাষিতং ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঐ ত্রৈলোক্যমোহন রূপ নারায়ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাদি সমন্বিত চতুর্ভুজ। অঙ্গদ বলয়া কঙ্কণ ভুজবন্ধনাদি আভরণ ভূষিত এবং কটিতট বিন্যস্ত কিঙ্কিণীজাল নাদে পরিনাদিত ॥ ২৫ ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভমণি ভ্রাজদ্বক্ষঃ স্রজান্বিতং।

মঞ্জুমুক্তা ফলোদার দামদ্যোতিত বক্ষসং ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণিতে উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত্য বনমালাতে শোভিত কণ্ঠদেশ এবং অতিশয় মনোহর ও অতি বৃহৎ মুক্তামালে দীপ্যমৎ বক্ষঃস্থল।। ২৬ ॥

তপ্তকার্ত্তস্বর বরাম্বর মপ্রতিমৌজসং।

বৈনতেয়স্কন্ধারূঢ় মালোল মালতীস্রজং ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। প্রতপ্ত 'কাঞ্চনবর্ণ সদৃশ অতুল্য উত্তম পীতবসন পরিধান গরুড়স্কন্ধে আরোহণ, মনোহর রূপ, গলদেশে আন্দোলিত মালতী কুসুম মাল্যে সুশোভিত মূর্ত্তি ॥২৭॥

লক্ষ্মা সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রিতো ভয়পার্শ্বকং।

পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং পূর্ণানন্দ রসাশ্রয়ং ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দক্ষিণ বাম উভয়পার্শ্বে পরিসংস্থিতা লক্ষ্মী ও সরস্বতী, পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্ব-সুখৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ আনন্দরসের আধার স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ভগবান নারায়ণ ॥ ২৮ ॥

মুনীন্দ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানং পার্শ্বদপ্রবরৈর্ব্বৃতং।

সর্ব্বকারণ কার্য্যেশং স্মরেদ্যোগেশ্বরেশ্বরং ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ার্থ। মুনীন্দ্র নারদাদি দ্বারা সংস্তুত, এবং সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি প্রমুখ পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত পরমাত্মা নারায়ণ, সকল কার্য্য ও সকল কারণের কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর, ও সর্ব্বযোগেশ্বরের এক ঈশ্বর, যোগীগণেরা সর্ব্বদা যাঁহাকে স্মরণ করেন। সেই অনন্তাত্মা হৃষীকেশ যাম্য/উদ্যানে সমবস্থিত হয়েন। ইতি পূর্ব্বে অন্বয় ॥ ২৯ ॥

অঙ্গিরা উবাচ।—ভগবৎ ব্যহমূর্ত্তি সকল সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, এতৎ প্রসঙ্গ শ্রবণে মহর্ষি অঙ্গিরা সাতিশয় বিনয়ে পরমপিতা পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

দ্রুহিনঃ শ্রদ্ধধানানাং লীলয়া দধতঃ কলা।

যোগেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য পূর্ণস্য পরমাত্মনঃ ৩০

চরিতং পাবনং পুণ্যং কালত্রয় মলাপহং।
একঃ কৃষ্ণো মহাবাহু রাধিকা প্রকৃতিঃ পরা।
কথমেতাঃ কৃতাভূতী স্তম্নো বদপয়োজজ ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ। হে ব্রহ্মণ! সর্ব্বযোগেশ্বর পরিপূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অতি পবিত্র ও সুপুণ্য ত্রিকাল জনিত কল্মষঘ্ন চরিত শ্রবণেচ্ছু আমাদিগের সম্বন্ধে আপনি বিস্তার করিয়া বলুন, যিনি লীলাতে নানারূপ ধারণ করেন। সেই এক পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আর সর্ব্বপ্রকৃতিশ্রেষ্ঠা একা শ্রীরাধিকা পরমাপ্রকৃতি হয়েন। তাঁহারা কি কারণ বশতঃ এতাদৃক সমূহ বিভূতি রূপ প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমাদিগের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব আপনি বিস্তার করিয়া কহেন। যেহেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ সম্যক্ ভগবত্তত্ত্ববিৎ হয়েন। ইতিভাব ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিদিগের এতৎ প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ জগৎ পিতা হিরণ্যগর্ভ কার্য্যব্রহ্ম পরমাত্মা ব্রহ্মা ব্রহ্মবিভূতির কারণ কহিতেছেন।

নির্গুণোপি নিরীহোপি নির্লেপোপি মহাত্মনঃ।
প্রকৃত্যাঃসঙ্গতঃ কৃষ্ণো নাণাত্মানং করোত্যলং ॥ ৩২ ॥

অন্বার্থঃ। হে ঋষিগণেরা শ্রবণ কর। মহাত্মা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, যদিও নির্গুণ নিরীহ নির্লেপ অর্থাৎ সম্যক গুণহীন, সমস্ত চেষ্টাবর্জ্জিত নির্লিপ্ত স্বচ্ছ পরমাত্মা হয়েন, তথাপি প্রকৃতি সংযোগে তিনি এই সকল নানারূপে প্রতিভাত হয়েন, কিন্তু তিনি কিছু-তেই লিপ্ত নহেন, যেহেতু সম্যক্ বিকার শূন্য নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব গুণরহিত জবাসংযোগে স্ফটিকের রক্ততার ন্যায় গুণবৎক্রিয়া সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন না প্রকৃতিই সকল করেন, কিন্তু মায়াবৃতচক্ষু মায়িক লোকে শ্রীকৃষ্ণ সকল করিতেছেন করিয়া থাকেন ইত্যভিপ্রায়। উত্তরে অন্বয় ॥ ৩২ ॥

জব. যথান্তিকে ভাতি বিশুদ্ধস্ফটিকং মুনে।
প্রকৃত্যানুগতঃ কৃষ্ণো গুণভাগিব ভাসতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ গুণহীন হইলেও সমীপস্থা প্রকৃতির গুণে গুণবান-রূপে দীপ্তিমান হয়েন। যেমন সুরক্তজবা পুষ্পের নিকটস্থিত অতি স্বচ্ছ স্ফটিককেও তৎকালে সুরক্তবর্ণ দেখা যায় তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥

বাসুদেবঃ স্বয়ংজাতো দেবক্যাং যদুনন্দনঃ।
অংশজা ললিতা মুখ্যাঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে মুনে! স্বয়ং ভগবান যাদবকুলের আনন্দবর্দ্ধন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ দৈবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং ললিতাদি প্রধানা যে সকল কুমারীগণ ও তদংশসম্ভবা, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যে পরমাপ্রিয়তমা সে প্রবাদ মাত্র শুদ্ধ প্রকৃতিই ইহার মূলকারণ ইতি পূর্ব্বান্বয় ॥ ৩৪ ॥

যথাব্ধিতো বহির্যাতাঃ সরিতঃ সাগরাকরাঃ।
তাভ্যোনদনদীসঙ্ঘা বহির্যাতাঃ সহস্রশঃ॥ ৩৫॥

অন্বার্থঃ। যেমন এক সমুদ্র হইতে সরিৎসাগরাদি প্রধান জলাশয় সকল বাহির হয়, এবং সেই সকল সাগরসরিৎ হইতে অপর সহস্র সহস্র নদ নদা সকল বহির্নিগত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

তথেমে কৃষ্ণতঃ সর্ব্বে লোকা ব্রহ্মমুখামুনে।
জাতা সহস্রশো বিদ্বন্ প্রকৃত্যা সঙ্গতাম্মিথঃ॥ ৩৬॥

অন্বার্থঃ। হে মুনে! সেইরূপ প্রকৃতি সংযোগতঃ পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মাদি-লোকসমূহ প্রধান প্রধান রূপে সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মার সত্তাবলম্বিনী প্রকৃতি হইতে মহান্ মহান্ হইতে অহং অহং হইতে সত্ব রজঃ তম, তাহা হইতে মন ইন্দ্রিয়াদি দেব সৃষ্টি হয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূতাদি, পঞ্চীকরণ ন্যায়ে সমস্ত জগৎ ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে অনেক প্রকার উৎপন্ন হয়, এসমস্তই প্রকৃতির কার্য্য আত্মা শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় সাক্ষীমাত্র, ইতিভাবঃ॥ ৩৬॥

নানাদেহধরো ভূত্বা নানা কর্ম্ম চিকীর্ষয়া।
সৃজত্যবতি সংহারং করোতীশোনুমায়য়া॥ ৩৭॥

অন্বার্থঃ। ভগবান মায়ারূপে নানা কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত নানা দেহধারীর ন্যায় মায়ানুগম হইয়া মায়াদ্বারা এই বিশ্বের সর্জ্জন পালন নিধন করিয়া থাকেন॥ ৩৭॥

বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শক্ত্যা পরময়াযুতঃ।
রেমেতাভিঃ সমেতাভি র্নানারূপধরোঽব্যয়ঃ॥ ৩৮॥

অন্বার্থঃ। সেই ক্ষয়োদয়রহিত মহাবিষ্ণু ভগবান বাসুদেব পরমাশক্তি সংযুক্ত নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই সকল গোপিকাখ্যা কুমারীগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার ন্যায় নানাবিধ ক্রীড়া করেন॥ ৩৮॥

ক্রীড়া মনুজদেহস্য ক্রীড়ামনুজ দেহয়া।
রমণং বাসুদেবস্য প্রবৃত্তং রাসমণ্ডলে॥ ৩৯॥

অন্বার্থঃ। লীলাবিগ্রহ ধারিণী শ্রীমতি রাধিকার সহিত শ্রীরাসমণ্ডলে লীলামানুষ বিগ্রহধারী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের রমণ ক্রীড়া সংপ্রবৃত্ত হয়॥ ৩৯॥

তান্ বীক্ষ্য সর্ব্ব সম্ভবান্ সন্তৃতানমুগৈ র্মুনে।
গিরা মধুরয়া প্রীণম্বাচ পরমং প্রিয়ং॥ ৪০॥

অন্বার্থঃ। সেই সকল অনুগামী জন দ্বারা আহৃত রাসোপযোগি সংভৃত সম্ভার অর্থাৎ উপকরণাদি সকল অবলোকন করতঃ পরম তৃপ্ত হইয়া পরমপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ মধুরবাক্যে পরমা প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে তখন এই কথা বলিলেন॥ ৪০॥

পশ্যৈতান্ সম্ভৃতান কান্তে স্বস্তারান্ মৎ প্রিয়ানপি।
রাসোৎসবস্য তেপ্রীত্যৈ তৎসর্ব্বং প্রতিপাদয় ॥ ৪১ ॥

অন্বার্থঃ। হে প্রিয়তমা শ্রীমতি রাধে! হে কান্তে! হে কমনীয় রূপে! রাসোৎসবের উপযুক্ত মম প্রীতি বর্দ্ধন উপকরণ সকল তোমার প্রীতির নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি সর্ব্বজন হিতার্থে সেই রাসোৎসবকে প্রতিপন্ন কর ॥ ৪১ ॥

বিভাজয়ে ষোড়শধা আত্মানাত্ম সমানতং।
ভূষণৈ র্বয়সা শীল গমনেন মনোহরে ॥ ৪২ ॥

অন্বার্থঃ। হে মনোহরে! এতৎ রাসোৎসব সম্পন্নার্থে আমি ইদানীং রূপে গুণে বয়সে এবং ভূষণে গমনে আপনার সদৃশ ষোড়শ সহস্র ভাগে আপনার দেহকে বিভাগ করি অর্থাৎ আমাতেও বিভূতিতে অভিন্নরূপ দৃশ্য হইবে ॥ ৪২ ॥

কুর্ব্বাত্মানং সুবহুলং যদিত্বং মন্যসেক্ষমং ॥ ৪৩ ॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলেন, হে বরমুখি! যদি তোমার রাসোৎসব ক্রীড়া কারণে ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমার মত আপন সদৃশ বহুতর দেহ বিস্তার কর ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মা সপ্তঋষিকে কহিতেছেন। হে মহর্ষিগণেরা শ্রবণ কর।

ইত্যাশ্রুত্বা বচস্তস্য কান্তস্য মধুরাক্ষরং।
প্রীত্যুৎফুল্ল মুখাম্ভোজাটীকরৎ ষোড়শাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বার্থঃ। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এবম্ভূত সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল পঙ্কজ বদনা শ্রীমতি রাধিকার প্রীতিযুক্ত হইয়া আত্ম দেহকে সমরূপে ষোড়শ সহস্র ভাগে বিভাগ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

দাড়িমী কুসুমাকারাঃ সহস্রাদিত্য বর্চ্চসঃ।
সর্ব্বাভরণ সংচ্ছন্নাঃ সতোয় তোয়দাম্বরাঃ ॥ ৪৫ ॥
মণিকুণ্ডল বিদ্যোতা হারকেয়ূর শোভিতাঃ।
স্মেরাননাঃ পৃথুশ্রোণ্যো হারাহত কুচোৎপলাঃ ॥ ৪৬ ॥
সৌন্দর্য্যামোহতাঃ শেষা লোকাঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বার্থঃ। ঐ সকল গোপীগণেরা দাড়িমী পুষ্প সদৃশ উজ্বল রূপবতী, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সর্ব্বাভরণ ভূষিতা, সজল জলদের ন্যায় নীল বস্ত্র পরিধানা, শ্রবণে মণিময় কুণ্ডল ও বাহুদ্বয়ে কেয়ূর সুশোভিত, গলশোভিত মণিময় হার ও সকলেই ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনা ও আন্দোলিত হারের আঘাতে সুকম্পিত স্থূলতর স্তন যুগল শোভিত, সকলেই বিকচ পদ্ম নয়না, এবম্প্রকার রূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার দ্বারা তাঁহারা অশেষ রূপলাবণ্য ধারণ করতঃ জন সকলকে মোহিত করিলেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

তাবীক্ষ্য মদন প্রৌঢ়া ভগবান দেবকীসুতঃ।
রূপেণা সদৃশীরম্যাঃ প্রিয়োমূর্ত্ত্যা ইবাপরাঃ ॥
অচীকরৎ ষোড়শধা হ্যাত্মানং সর্ব্ব গুণোৎ ৎবৈ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই শ্রীমতি রাধিকার আত্ম সদৃশী গোপীগণকে অতুল্য রূপবতী পরম রমণীয়া সাক্ষাৎ শ্রীরূপ এবং স্মরশরাঘাতে উন্মত্ত প্রায় অবলোকন করিয়া দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্ম সদৃশ রূপ গুণ সম্পন্ন আপনার দেহকে ষোড়শ সহস্র ভাগে বিভাগ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

ততোরাসঃ প্রববৃতে তাভিস্তেষাং মহাত্মনাং ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তদনন্তর রাধার স্বরূপ স্ত্রীগণের সহিত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ রূপ পুরুষগণের সহিত গোপীদিগের রাসলীলা প্রবর্ত্তিতা হয় ॥ ৪৯ ॥

মঞ্জু মঞ্জীর গুঞ্জৈশ্চ কিঙ্কিনীনাঞ্চ সিঞ্জিতৈঃ।
কর কঙ্কণ সন্নাদৈঃ করতাল বরোরবৈ ॥ ৫০ ॥
বাদিত্রাণাং সুমধুব সুঘোষৈঃ করতালকৈঃ।
হাস্যৈহৃষ্ট জনৌঘস্য বচোভিমধুরাক্ষরৈঃ ॥ ৫১ ॥
দিশং খংবোদসীনাকং পাতালং সতলাতলং।
সাদ্রি দ্বীপাব্ধি নগরং পূর্ণমাসীজ্জগত্রয়ং ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ঋষিগণেরা! ঐ সকল গোপীজনের মনোহর নূপুর ও ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ও কর কঙ্কণ রণৎকাবে করতাল ও নৃত্য গীত বাদ্য এবং করতালির শব্দে আর রাসমণ্ডলস্থ হর্ষিত জন সমূহেব হাস্য ধ্বনিতে ও গোপ গোপীর উচ্চারিত সুমধুর বাক্যের কোলাহলে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলও আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ ও তলাতলের সহিত সপ্ত পাতাল, সমুদ্র দ্বীপ সকল ও গিরিনদী নগর সহিত এই ত্রিলোক তৎকালে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

তেজোভির্ম্মণিমাণিক্য ববান্দীপিতং নভঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণেব ও শ্রীমতি রাধিকার রূপের জ্যোতিতে আর অনুত্তম মণি মাণিক্যাদি আভরণের দীপ্তিতে আকাশ মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

মনোহরৈ র্বেণু গীতৈঃ পঞ্চমস্বর মূর্চ্ছিতৈঃ ॥
গোপার্ভা মূচ্ছয়া মাসু ত্রিলোকীং সসুরাসুরাং ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ঋষে! তৎকালে গোপবালক সকল পঞ্চমস্বরে মূর্চ্ছিত মনোহর বেণু গীত দ্বারা দেবাসুরের সহিত ত্রিলোকী তলকে সংমূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

চঞ্চলাভ্যন্তরে ভাতি সপাথ স্তোয়দো মুনে।
তথস্ম্যাদৃশাং তাসাং মধ্যে কৃষ্ণোম্বয়োর্ম্মোঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! বিদ্যুতের মধ্যে সজল জলধর যেমন শোভা পায়, মৃগনয়না দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও সেইরূপ সুশোভিতা হয়॥ ৫৫॥

স্ত্রীজনৈরন্বিতঃ প্রেষ্ঠৈ রন্যোন্যা বদ্ধবাহুভিঃ।

রাসোৎসবঃ প্রববৃতে গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ॥ ৫৬॥

কৃষ্ণেন তাসাং গোপীনাং যোগি যোগেশ্বরেণ সঃ॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। পরস্পর বদ্ধ বাহু স্ত্রীজনযুক্ত সর্ব্ব যোগসত্তম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপী-মণ্ডলের দ্বারা পরিমণ্ডিত, তৎকালে সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের রাসোৎসব সংপ্রবৃত্তি হয়॥ ৫৬॥ ৫৭॥

অভ্যাসস্থ প্রিয়াদত্ত তাম্বুলেন মুনীশ্বর।

অভ্যর্ণ কান্তদত্তেন তাম্বুলোৎকবলেনতাঃ॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনীশ্বর! নিকটস্থা প্রিয়তমা গোপী সকলে নিকটস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে তাম্বুল প্রদান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সমীপস্থিতা প্রিয়াদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া প্রেয়সীগণকে পুনঃ প্রদান করেন। সেই তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা গোপললনাগণে উভয় কৃষ্ণের মধ্যে পরমা শোভা সংপ্রাপ্তা হইলেন॥ ৫৮॥

প্রবিষ্টেন স্বকান্তেন ধৃত কণ্ঠেন রেজিরে।

ঘনেনালিঙ্গিতা বিদ্যুৎ সতোয়েন ঘনাগমে॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। ঘনাগমে বর্ষণকালে সজল জলদের সহিত আলিঙ্গিতা সৌদামিনী যেমন শোভা সংধারণ করে, সেই প্রকার রাসমণ্ডল প্রবিষ্টা গোপীগণেরাও স্বীয় স্বীয় ধৃতকণ্ঠ কান্তের সহিত পরিশোভিতা হইলেন॥ ৫৯॥

প্রিয়য়ালিঙ্গিতোভ্যর্ণ স্তয়ারেজে চ্যুত স্তথা।

হেমবল্ল্যা পরিষক্তো মহাশালতরুর্যথা॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। স্বর্ণলতা পরিবেষ্টিত হইলে সুমহৎ শাল শাখী যেমন রমণীয় শোভা ধারণ করে, সেইরূপ কনক লতিকার সমান গোপপ্রিয়াযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও রাস সংসদিতে পরম সুশোভিত হইলেন॥ ৬০॥

নরীনৃত ন্ পরিষক্তো নরীনৃত্যং প্রিয়াজনৈঃ।

অচোচুম্বদলে লিঙ্গচ্চুম্বিতো লিঙ্গিতো হরিঃ॥ ৬১॥

মধ্যে মধ্যে স্থিতা স্তাসামুডুরাড্ ভি র্যথা॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। যামিনী মুখে সমুদিত তারকামণ্ডল পরিমণ্ডিত নভোমণ্ডলে তারাপতি যেমন মনোহর শোভা সংধারণ করেন, সেইরূপ প্রিয়ালিঙ্গিত দেহ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মধ্যে সুশোভিত হইয়া রাসমণ্ডলে মোহন নর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং প্রিয়াগণেও তাঁহার

সহিত পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গোপপ্রিয়াগণ কর্তৃক চুম্বিত ও আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়াগণকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করেন ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

কর্পূরাগুরু জাতীয় ফলাদি পরিবাসিতং।

মুখবাসন তাম্বুল চর্ব্বণোৎকবলং দদৌ ॥

আস্যেষু তাসাং কান্তানাং মধ্যে কৃষ্ণোদ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং গোপীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ দ্বয় প্রিয়াগণের বদন কমলে কর্পূর ও অগুরু জাতী ফলাদি মিশ্রিত মুখ বাসিত সুগন্ধি তাম্বুল চর্ব্বণ প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অংশেশ্লিষদথানীয় ভূজাবাচ্ছিদ্য বেগতঃ।

রসাব্ধিমগ্না বাহুভ্যা মুপানীয়োপ সম্বজে ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্ত দ্বারা স্বপ্রিয়ার হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক বেগেতে আনিয়া ভূজবন্ধ শ্লথকরতঃ আপনার ভূজদ্বয়ের অভ্যন্তরে স্বপ্রিয়াকে আলিঙ্গন করেন ॥৬৪ ॥

বভৌমণীনাং হৈমানাং নীলকান্তো মণির্যথা ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হেমমণির নিকটে যেরূপ নীলাকান্তমণী শোভা পায়, সেইরূপ হিরণ্মণিভায় গোপ প্রিয়াগণের সমীপে মহা মরকত মণিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত হইলেন ॥ ৬৫ ॥

সুস্মিতৈঃ পাদসন্যাসৈ র্ব্বচনৈ মধুবাক্ষরৈঃ।

গতিলোলকুচৈঃস্রস্তমল্লিকাদাম বংশকৈঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্লথনীবাম্বরবরৈ রাস্যাজ্ঞ পরিকম্পনৈঃ।

আসীৎ সুতুমুলোনাদো বিকম্পৃক্ ভূর্ব্বতো মুনে ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন! হে বৎস! হে মুনে! বিগলিত কটিতট দুকুল পরিশোভিত গোপিকাগণের সুমধুর পদবিন্যাস বচনে এবং সুললিত পাদবিন্যাস গতি দ্বারা চঞ্চল কুচ আবলী ও শ্লথকবরী বন্ধ হইতে ভ্রংসিত মল্লিকা পুষ্প মাল্য, ও ঈষৎহাস্য যুক্ত বদনারবিন্দ, পরিকম্পিত আভরণ নিচয়ের রণৎকারে গগণস্পর্শী সুতুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥ ৬৭।

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ রহস্যানি মুদাহবেঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কোন কোন গোপী নৃত্য করিতেছেন আর কোন কোন গোপী আহ্লাদিতা হইয়া শ্রীহরির লীলা কথা সকল কলপদক্ষরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসম্বাদে

রাসক্রীড়াযামুনবিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সম্বাদ সমন্বিত রাধাহৃদয়ে রাসক্রীড়া

বর্ণনে উনবিংশতি অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

বিংশতি অধ্যায়।

অথ রাসোৎসব বর্ণন সমাপ্ত।

ব্রহ্মোবাচ।

জগৎপিতা পিতামহ মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিকে কহিতেছেন।

দিদৃক্ষবো রাস গোষ্ঠীং পরামানন্দ মচ্যুতং।
রমমানঞ্চ চিচ্ছক্ত্যা রাধয়া তেভি বীক্ষিতুং।
আজগ্মুঃ পরমোদারা বৈষ্ণবা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥

অন্বার্থঃ। বৈষ্ণবগণ সকলে রাসলীলার সভা ও পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানশক্তি শ্রীরাধিকার সহিত যে রাসক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করণেচ্ছু হইয়া পরম উদার চরিত্র বিষ্ণুভক্ত ঋষিগণও সকলে তখন সেই রাসস্থলে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

আত্মারামাঃ পূর্ণকামাঃ পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
নিরাকাঙ্ক্ষা নিরাধারা নির্ব্বিঘ্নাযতয়ো মলাঃ ॥ ২ ॥

অন্বার্থঃ। সম্যকরূপে পরি পূর্ণকাম আত্মারাম মুনিগণেরা পরমানন্দে পরিপূর্ণহৃদয়, নিত্য অখণ্ডিত পরম সুখে সুখী এবং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা রহিত, আত্মভিন্ন অন্য সমস্ত আধার শূন্য, কেবল পরব্রহ্মৈকাধার যতিগণ, অব্যাহত গতি অমলাত্মা ঋষিবৃন্দ সকলে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

অহং বিষ্ণুর্ভবোমাচোমা বাণীস্মাকামিনী।
কন্দর্পোবরুণো শৈচব ধনাধ্যক্ষঃ সহস্রদৃক্ ॥ ৩ ॥
পৌলম্যাহুতভূককান্তা জনেন স্বাহয়ান্বিতঃ।
মহামহিষমারূঢ়ো দণ্ডোদ্যত কর স্তবন্ ॥ ৪ ॥
মাতরিশ্বগণাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্র কৃতবাহনাঃ।
আশ্বিনৌ পিতরাদিত্যা বালিখিল্যা মরীচিপাঃ ॥ ৫ ॥
অনন্তো বাসুকিঃ শেষো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কালীয়ো বাগরাজানঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তঋষিকে কহিতেছেন। হে ঋষিগণেরা! সেই রাস সভায় আমি এবং বিষ্ণু ও দেবাদিদেব মহাদেব শিব ও লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী, রতী, কন্দর্প, ও বরুণ, কুবেরও শচীসহ ইন্দ্র, স্বকান্তাস্বাহার সহিত অগ্নি মহামহিষারূঢ় দণ্ডধর যম, গেন্দ্রারূঢ়

মারুতগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ ও দ্বাদশাদিত্য, বালিখিল্য ঋষিগণ, শেষাখ্য অনন্ত, বাসুকি, নামক নাগরাজ মহাপদ্ম, তক্ষক কালীয় প্রভৃতি নাগ সকলে ঐ রাসলীলা দর্শনেচ্ছু হইয়া বৃন্দারণ্যেরাসমণ্ডলে আগমন করিলেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

প্রমথা ভূতকুষ্মাণ্ড ডাকিনী পূতনাদয়ঃ।
যোগিনী মাতৃকাবিদ্যাঃ শাস্ত্রাণিচ চতুর্দ্দশ ॥ ৭ ॥
অব্ধয়ঃ সরিতো নাগাঃ সরাংসি গ্রহতারকাঃ।
ঋতবঃ ষট্‌যুগামাসাঃ সম্বৎসরগণা অপি ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। এবং প্রমথগণ ও ভূত প্রেত কুষ্মাণ্ডগণ, ডাকিনী পূতনা প্রভৃতি বালঘাতিনীগণ, আর যোগিনী ও মাতৃকাগণও বেদ বিদ্যা সকল ও চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ও সমুদ্র নদী নাগান্তরগণ, সরোবর সকল, গ্রহ নক্ষত্র সকল ও ছয়ঋতু, চারি যুগ, সম্বৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব সকলে তৎকালে তথায় আগমন করিলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

দেবদানব গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারা শ্চারণাপ্সরসাং গণাং ॥ ৯ ॥
যক্ষযাদাং সিদ্দৈতেয়াঃ খগকিন্নরমানুষাঃ।
রাজর্ষয়ো মহাভাগা যজ্বানোভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ১০ ॥
মনবো মনুপুত্রাশ্চ দীপ্যমানাঃ স্বতেজসা।
গয়ো মরুত্তো মাতঙ্গো হরিশ্চন্দ্রোম্বরীষনাহুষঃ ॥ ১১ ॥
অম্বরীশোবঘুশ্চৈব যযাতিঃ শান্তনুর্মহান্।
দিলীপঃসগরোভানু র্নৃপঃ সম্বরণোবিভুঃ ॥ ১২ ॥
ভগীরথোবৃহৎকীর্ত্তি রীক্ষাকু কুলবর্দ্ধনঃ।
ঔশীনরঃ শিবিঃ শ্বেতো রাজাদশরথস্তথা ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ ও পিশাচ উরগ রাক্ষসগণ ও বিদ্যাধর ও সাগরাদি জলাধার সকল, সিদ্ধচারণগণ ও অপ্সরাগণ ও যক্ষ জলচর দৈত্যেয়গণ ও পক্ষি কিন্নর মনুষ্যগণ, ও ভাগ্যবান্ রাজর্ষিগণ এবং ভূরিদক্ষিণ যাগকর্ত্তা সকল ও স্বকীয় তেজে প্রদীপ্ত মনুগণ ও মনুপুত্রগণ ও গয়, মরুত্ত, মাতঙ্গ, হরিশ্চন্দ্র ও অম্বরীষ রঘু নহুষ যযাতি, শান্তনু দিলীপ, সগর ও ভানুরাজা, সম্বরণ ও ইক্ষ্বাকু কুলবর্দ্ধন মহৎ কীর্ত্তিমান ভগীরথ, ইক্ষ্বাকু ও উশীনর সুত শিবিরাজা, শ্বেতরাজা এবং রঘুবংশ প্রদীপ রাজা দশরথ ॥ ৯ ॥ ১০॥১১॥১২॥১৩॥

এতেচান্যেচ বহবো রাজানো ভূরিতেজসঃ।
চিত্রাম্বরধরাঃ সর্ব্বে চিত্রগন্ধানুলেপনাঃ ॥ ১৪ ॥
ভাস্বদদান বনাঢ্যা, সুমুসৃ মণিকুণ্ড ... ।

অস্যার্থঃ। এই সকল ব্যক্তি এবং অতিশয় তেজস্বি অন্যান্য বহুধ রাজাগণ বিচিত্র বস্ত্রাভরণ ধারণ পূর্ব্বক বিচিত্র গন্ধানুলেপিত গাত্রে সুশোভিত পরমোত্তম বরযানে আরোহণ করতঃ অনুত্তম মণি কুণ্ডল ধারী হইয়া সকলে আগমন করিলেন॥ ১৪॥ ১৫॥

প্রহ্লাদোনারদো ধৌম্যোধ্রুবশ্চ শুক উদ্ধবঃ।
কশ্যপোত্রিঃ পুলস্ত্যশ্চ সশিষ্যোরেণুকাসুতঃ॥ ১৬॥
বশিষ্ঠো যমদগ্নিশ্চ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ং।
দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহঃ ক্রতু মৈত্রেয় এবচ॥ ১৭॥
দুর্ব্বাসাঃ ষষ্টিসহস্র শিষ্যোপশিষ্যকৈ র্বৃতঃ।
ভরদ্বাজো বিশ্রবাশ্চ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্॥ ১৮॥
সুমন্তুর্গালবো গর্গভৃগুজৈমিনিগৌতমাঃ।
সনৎকুমারো দেবর্ষির্মার্কণ্ডেয়োমহামনাঃ॥ ১৯॥
শুনকঃ শুক্তিকর্ণশ্চ পরাশর সুতোবশী।
চ্যবনো জীবকাব্যৌচ বামদেবোমহামনাঃ॥ ২০॥
এতেচান্যেচ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥ ২১॥
সগদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ কীর্ত্তয়ন্তো গুণান্হরেঃ।
সায়ুধাঃ সহযানশ্চ সাম্বরাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ২২॥
সগণাঃ সপ্রিয়াঃ সর্ব্বে বৃন্দারণ্য মুপাযযুঃ॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। এবঞ্চ প্রহ্লাদ, নারদ, ধৌম্য, ধ্রুব, শুকদেব, উদ্ধব, কশ্যপ, অত্রি, পুলস্ত্যও শিষ্যগণ সমন্বিত রেণুকা পুত্র রাম, বশিষ্ঠ, যমদগ্নিও স্বয়ং বেদব্যাস, দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, ক্রতু, মৈত্রেয়, ও ষষ্টি সহস্র শিষ্যোপশিষ্যের সহিত দুর্ব্বাসা, ভরদ্বাজ, বিশ্রবা, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, অথর্ব্বা চার্য্য সুমন্তু, গালব, গর্গ, ভৃগু, জৈমিনি, গৌতম, দেবর্ষি সনৎকুমার, মহামনা, মার্কণ্ডেয়, শুনক শুক্তিকর্ণ, জগৎবশী পরাশর, চ্যবন, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, প্রশস্ত মনা, বামদেব, এই সকল ঋষিবর্গ সম্বর্গ শালি ব্রতধারীগণ আর আর যে সকল মুনিগণ, ইহাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসায় আপন আপন আলয় হইতে উত্তম যানে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তম বস্ত্র ধারণ করতঃ পরিচ্ছন্ন লোমাঞ্চিত কলেবরে সাশ্রু নেত্রে গদ গদ স্বরে হরিগুণ গান করিতে করিতে স্বগণ পরিবৃত, হইয়া স্বপ্রিয়াগণের সহিত বৃন্দাবনধামে রাদ দর্শনার্থে আগমন করিলেন॥ ১৬॥ ১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩॥

যানকোটি বৃরচ্ছন্ন মাসীদ্বৃন্দাবনং মুনে।
শারদৈঃ পঙ্কজৈশ্ছন্নং শরদীব সরোবরং॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! শরৎকালীন পদ্মের দ্বারা সরোবর সমাচ্ছন্ন হইলে যেরূপ পরিশোভিত হয়, সেইরূপ এই সকল ব্যক্তিগণের বহুকোটি বর যানদ্বারা বৃন্দাবন ধাম পরিশোভিত হইল॥ ২৪॥

পশ্যন্তোরমণীয়ানি স্থানান্যুচ্চাবচানিতে।
কুমুদোৎপলগন্ধীনি বিবিধানি সমন্ততঃ॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ। অনুত্তমরাসদিদৃক্ষু জনগণেরা সেই বৃন্দাবনের চারিদিগে ঊর্দ্ধাধঃ সর্ব্বত্রেই প্রস্ফুটিত সুগন্ধ যুক্ত কমলোৎপল কুমুদ কহ্লারাদি নানাবিধ সুগন্ধ কুসুমনিচয় দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥

ক্রীড়মানান্ কুমারাংশ্চ কৃষ্ণবেশ বয়োধরান্।
মধুর স্বরসম্পন্নান্ বেণুবাদনতৎপরান্॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ। এবঞ্চ ঐ পূর্ব্বোক্ত সমাগত জননিচয়ে রাসস্থল দর্শন করিতে লাগিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স গোপ কুমার সকল মধুর স্বরযুক্ত বেণুবাদনে তৎপর হইয়া চতুর্দ্দিকে নিভৃতস্থানে ক্রীড়া করিতেছেন॥ ২৬॥

অবপ্লুতা স্বযানেভ্যো গিরিশৃঙ্গাদি ব্রহ্মরাট্।:
প্রাঞ্জলি প্রাহ শিরসো দণ্ডবৎ পেতিরে ক্ষিতৌ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিছেন। হে ব্রহ্মরাট্! অঙ্গিরা! তদনন্তর যাবদীয় দিদৃক্ষুজন সকলে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ স্বীয় স্বীয় যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ-পাণি পরিণতমস্তককে দণ্ডবৎ পৃথিবীতলে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন॥২৭

ভক্ত্যাপরময়াযুক্তাঃ প্রসন্নাস্যসরোরুহাঃ।
প্রহর্ষাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গ তনুজন্মবরাঃসুরাঃ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ। উক্ত দেবগণেরা প্রসন্নবদনে পরমভক্তি সহকারে শুদ্ধ ভাবোদয়ে নির্ম্মল-চিত্তে লোমাঞ্চিত বিগ্রহ বিশিষ্ট হইলেন॥ ২৮॥

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্যান্ত মর্ঘৈরর্হণৈ র্বিবিধৈর্মুনে।
উপচারৈ র্ধূপদীপমধুপর্কৈ রথাদিতাঃ॥ ২৯॥
বরদং বরমাসীনং বরদানাং দিবৌকসাং।
দদৃশু স্তংসুরাং সর্ব্বে প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! দেবগণ সকল সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক ধূপদীপ মধুপর্ক ও অর্ঘ্যাদ নানা উপচারের পূজা করিয়া বরসিংহাসনে উপবিষ্ট প্রসন্নারবিন্দ বদন বরপ্রদায়ী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন অর্থাৎ সর্ব্বজনের বরপ্রদান কারি দেবগণ তাঁহাদিগেরও বরপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ হয়েন ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৯॥ ৩০॥

চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং কিরীটহারাঙ্গদ কুণ্ডলান্বিতং।
স্মেরাননং সর্ব্ববিমোহনং পীতাম্বরং কৌস্তুভরাজিবক্ষসং ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ। শঙ্খচক্রগদাদি অস্ত্রধারী, কিরীট, হার, মণিময়বলয়াদি মণ্ডিত করকমল, শ্রুতিমূলে কুণ্ডলযুগল সুশোভিত, ঈষৎহাস্যযুক্ত মনোহর বদনারবিন্দ পরিধৃত পীতবসন, কৌস্তুভমণিপ্রভায় উদ্দীপ্তবক্ষঃস্থল, সমস্তপ্রকার মোহনিবারণ মোহনরূপ ॥ ৩১ ॥

সহস্রশীতাংশু সমানবর্চ্চসং বনস্রগালি প্রবিভূষি বক্ষসং।
অনর্ঘ মাণিক্য বরপ্রনির্ম্মিতং চূড়াবরান্দোলিত বর্হপুচ্ছং ॥ ৩২ ॥

অন্বার্থঃ। সহস্রতুহিনকর সদৃশ সুশীতলদীপ্তিমৎসৌম্যমূর্ত্তি, আন্দোলিত বনমালাতে পরিশোভিতবক্ষঃস্থল, অমূল্য মণিমাণিক্য নির্ম্মিত চূড়ামণ্ডিত মস্তকমণ্ডল তাহাতে মরুতাহত আন্দোলিত ময়ূর বরপুচ্ছ পরিশোভিত ॥ ৩২ ॥

সুগীতরাগৌঘ ততং মুখানিলৈঃ প্রপূরয়ন্তং বরবেণুমোজসা।
বিমোহয়ন্তং পররূপসম্পদা নৃত্যেনগীতেন বিচিত্রিতেন ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ। বিস্তৃতবদনবিনির্গত মরুতপূরিত বরবেণুরবে সম্যক্ বলের সহিত সমূহরাগ-রাগিনী আলাপদ্বারা সংগীতকলাপানুরাগী, এবং পরমরূপ সম্পদদ্বারা ও বিচিত্র নৃত্যগীতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকলকে বিমোহিত করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

সুনন্দনন্দ প্রমুখাঃ সভাজিতং বরাংঘ্রিযুগ্মং ভবভাবন চ্ছিদং।
সুযোগযোগিপ্রবরার্হণার্চ্চিতং তৎপাদপাথোজবরান্বিতংমুদা ॥ ৩৪ ॥
প্ররূঢ়ভাবাঃ প্রণতার্ত্তিসংহৃতৌ হরৌস্বরা গদ্গদভাষভাবকাঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বার্থঃ। সুনন্দনন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত, এবং জন্ম বন্ধন পরিমোচন মনোহরচরণযুগল সুশোভিত, ও সম্যক্ যোগপরায়ণ যোগিপ্রবরগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত যচ্চরণকমল, সম্যক্ ভক্তিসহকারে আরূঢ়ভাবভাবুকগণ পরমহর্ষমনে সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্মকে সমাশ্রয় করে তাহাকে আর কোনমতে ভবরোগভোগ করিতে হয় না অতএব সমস্ত দেবগণেরা সেই বিশ্বেশ্বর হরিতে প্ররূঢ়ভাব হইয়া একান্তমানসে গদ্গদাক্ষরে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

দেবা উচুঃ। অতঃপর দেবগণেরা স্তুতিবাক্যে ভগবান
নলিনাসনস্থ শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন।

বিশ্বেশ তেপাদপয়োজযুগ্মকং ভবেচ্ছরণ্যং শরণৈষিণাং হিনঃ।
সহস্রভানু প্রতিভানুমানিতং সদ্রত্নমুক্তাফল নূপুরাঞ্চিতং ॥ ৩৬ ॥

অন্বার্থঃ। হে বিশ্বেশ, শ্রীকৃষ্ণ! সহস্র সূর্য্যতুল্যপ্রভাযুক্ত এবং সুশোভনরত্ন ও মুক্তাফল সহিত বিরাজিত নূপুর যুগলে রঞ্জিত তব পাদপদ্মদ্বয়, হে প্রভো! তোমার ঐ পাদপদ্মযুগল শরণাকাঙ্ক্ষী আমার দিগের এক শরণ অর্থাৎ পরমাশ্রয় হয় ॥ ৩৬ ॥

নমামি তেকৃষ্ণপদাম্বুজং হিনঃ প্রসাদমাসাদ্য ত্বদীয়মাশু।

প্রজাধিপত্যং সুরলোকপূজ্যং পয়োজজন্ম স্বপদপ্রদানং ॥ ৩৭ ॥

অন্বার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ঐ পাদপদ্মে আমরা সকলে প্রণাম করিতেছি, আমাদের দেবলোকে পূজিত যে প্রজাধিপত্য এবং ব্রহ্মার যে সত্যাখ্য স্বপদপ্রাপ্তি এই সকল বৈভব শুদ্ধ তোমার প্রসন্নতার ফলে আমরা লাভ করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥

নমো গোপালপালায় গোপালপতয়ে নমঃ।

গোপালপূজ্যপাদায় গোপালায় নমোনমঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে গোপালমূর্ত্তে! হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি গোপালের পালক ও গোপালের প্রভু এবং গোপাল সকলে তোমার চরণযুগল পূজা করেন, তুমি সাক্ষাৎ স্বয়ং গোপালহও অতএব তোমাকে আমরা ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দগোপীজনবল্লভেশ দেবারি দৈত্যান্তকরায় তুভ্যং।

গোপীমুখস্বান্ত পয়োজভৃঙ্গ কংসসুরঘ্নায় নমামি তুভ্যং ॥ ৩৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে গোবিন্দ! হে গোপীজন বল্লভেশ শ্রীকৃষ্ণ! হে গোপীজন বদনপদ্ম, ও গোপীজন হৃদয়পদ্মভ্রমর! তুমি দেবশত্রু অসুরদিগের অন্তকস্বরূপ এবং কংসাসুরের বিনাশ-কারী, হে অমর দুর্লভ! আমরা তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৩৯ ॥

স্বয়ম্ভুবে নমস্তুভ্যং স্বয়ম্ভু পতয়ে নমঃ।

সূক্ষ্মায় সূক্ষ্মরূপায় সূক্ষ্মাসূক্ষ্মায় তেনমঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি স্বয়ম্ভু এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পালনকর্ত্তা, তুমি সূক্ষ্ম অথচ স্থূলরূপও হও, অপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপ তুমি, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্মানুষ্ঠানপূজ্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্মায় তেনমঃ।

চিন্ত্যায়াচিন্ত্যরূপায় চিন্তায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সূক্ষ্মানুষ্ঠানে পরিপূজিত অর্থাৎ তুমি যোগিদিগের মানসোপচারে পূজ্য অতএব তুমি সূক্ষ্মাসূক্ষ্মস্বরূপ, তুমি সকলের চিন্তনীয় অচিন্ত্যরূপ সুতরাং তুমিই চিন্তারপতি চিন্তামণি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪১ ॥

গুণায় চিন্ত্যাচিন্তায়া চিন্ত্যধাম গুণাত্মনে।

শুভ্রায় শুভ্রবাসায়া শুভ্ররূপ যশস্বিনে ॥ ৪২ ॥

অন্বার্থঃ। হে কৃষ্ণ! তুমি গুণস্বরূপ গুণাত্মাদিগের চিন্তনীয় হও, অথচ নির্গুণ অচিন্তনীয়, আত্মারূপে অচিন্ত্যধামস্বরূপ, অর্থাৎ নির্গুণ হইয়াও চিন্তনীয় বস্তুমধ্যে অতিশয় চিন্তনীয়, যেহেতু, তুমি অচিন্ত গুণধাম, তুমি পরিশুদ্ধ শুক্লরূপে নির্ম্মল, তুমি নির্ম্মল শুক্ল-বসনধারী, অতিশয় যশস্বী, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪২ ॥

শুভ্রাশুভ্রায় শুভ্রোজো বলাবল গুণাত্মনে।

গুণায় গুণপূজ্যায় গুণাগম্যায় তেনমঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নির্গুণ আত্মারূপ অথচ অনির্গুণ, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্না-পরিচ্ছিন্ন উভয়াত্মক। তুমি সুনির্ম্মল তেজস্বী, তুমি বলস্বরূপ, অথচ অবল, তুমি, গুণাত্মা গুণপূজ্য, এবং গুণের অগম্য গুণাতীত হও, তোমাকে আমরা প্রণাম করি॥ ৪৩॥

গুণাতীতায় গুণিনো নিগুর্ণায় গুণাত্মনে।

বেদাতীতায় বেদানাং পূজ্যায় বেদপাণিনে॥ ৪৪॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি গুণাতীত হইয়াও গুণিরূপ, গুণিমধ্যে অগণ্য, নিগুর্ণ হও, একারণ তুমি সগুণনিগুর্ণ উভয়াত্মক, তুমি বেদপূজ্য বেদাতীত, তুমি বেদপাণি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থমোক্ষকামস্বরূপ চতুর্ভুজধারী হও, তোমাকে প্রণাম করি॥ ৪৪॥

বেদবেদান্ত বেদাঙ্গাগম্যায় পরমেষ্ঠীনে।

শিবায় শিবপূজ্যায় শিবদায় নমোনমঃ॥ ৪৫॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বেদবেদান্ত ও বেদাঙ্গাদিশাস্ত্রের অগম্য, তুমি পরমেষ্ঠি ব্রহ্মরূপ, তুমি শিবরূপ অথচ শিবের পূজ্য, তুমি সর্ব্বমঙ্গলদাতা, তোমাকে আমরা প্রণাম করি॥ ৪৫॥

শিবাশিবায়া পৌঢ়ায় পৌঢ়রূপায় তেনমঃ।

সর্ব্বায় সর্ব্বরূপায় সর্ব্বদায় নমোনমঃ॥ ৪৬॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি মঙ্গলস্বরূপ অথচ অমঙ্গলস্বরূপও হও, যেহেতু তুমি দ্বৈতাদ্বৈতরূপে উভয়াত্মক, তুমি বালক রূপ, তুমি যুবরূপ অথচ বৃদ্ধরূপও হও, তুমি সকল তোমাতে সকল, তুমিই সকলরূপ হও, তুমি সর্ব্বকামপুর সর্ব্বাস্বদাতা, তোমাকে প্রণাম করি॥ ৪৬॥

সর্ব্বেশায়াতিসর্ব্বায় সর্ব্বপূজ্যায় সর্ব্বতঃ।

পাথোজাস্যায় পাথোজনয়নায় নমোনমঃ॥ ৪৭॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বেশ্বর, তুমি সর্ব্বাতি সর্ব্ব অর্থাৎ তুমি সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছ, সর্ব্বতঃ প্রকারে সকলের পূজ্য, তুমি বিকচ কমলানন, ও দীর্ঘায়ত প্রসন্ননলিননয়ন, তোমাকে আমরা প্রণাম করি॥ ৪৭॥

পাথোজাংঘ্রি করবরদ্বয়ায় পরমাত্মনে।

ব্যক্তায় ব্যক্তরূপায় ব্যক্তাব্যক্তায়তে নমঃ॥ ৪৮॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ। তুমি সরোজচরণ, প্রফুল্লকমলবরপাণি, তুমি ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপে পরমাত্মা, অর্থাৎ প্রকাশাপ্রকাশরূপে উভয়াত্মক, অতএব ব্যক্তাব্যক্ত সকলরূপই তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি॥ ৪৮॥

সুব্যক্তগুণসংঘাত্মা ব্যক্তধাম্নে নমোনমঃ॥ ৪৯॥

অন্বয়ার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ব্যক্তরূপেসমূহগুণধারী, তুমি আত্মারূপে অব্যক্তস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি স্থূল সূক্ষ্মরূপে জগতের একাশ্রয় তোমাকে আমরা প্রণাম করি॥ ৪৯॥

ব্রহ্মোবাচ।—অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি সপ্ত ব্রহ্মর্ষিগণকে কহিতেছেন

এবং সংস্তূয়তে দেবা মন্মুখাঃ পরমেষ্ঠিনং।

মণিমাণিক্যরত্নৌঘ বরসিংহাসনস্থিতং॥ ৫০॥

স্মেরাস্যং বামপার্শ্বস্থ রাধয়া লিঙ্গিতংহরি॥ ৫১॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বৎস! আমাপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ সকল, মণিমাণিক্যাদি রত্নসমূহে বিনির্ম্মিতবর সিংহাসনে সংস্থিত এবং বামপার্শ্বোস্থিতা শ্রীমতি রাধিকাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতদেহ, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখারবিন্দ, পরমাত্মা গোবিন্দকে সন্দর্শন করিয়া সম্যকৃভক্তি সহকারে স্তব করেন॥ ৫০॥ ৫১॥

স্বঃস্রবন্তী সুপয়সা পয়সাচ গবাংমহৎ।

পায়োদধীনাং সপ্তানাং পয়সা পুণ্যপাথসা॥ ৫২॥

অভ্যসিঞ্চন্মহাবাহুং দেবদেবং রমাপতিং।

বিধিনা মন্ত্রপূতেন গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ॥ ৫৩॥

অদাম মহতী মাল্য মণিহার মধোক্ষজে॥ ৫৪॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিতেছেন, হে ঋষিগণেরা! আমি তৎকালীন স্বর্গস্রোতা মন্দাকিনীজল ও শোভনসুরভী দুগ্ধসহকারে ও সপ্তসমুদ্রেরজল মন্ত্রপূত করিয়া দেবদেব মহাবাহু রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেককরতঃ "গোবিন্দ" এই অনুত্তম নাম প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে অমূল্য মণিময় হার প্রদান করিলাম॥ ৫২॥ ৫৩॥ ৫৪॥

ভবোদাদহিরাজেন নির্ম্মিতৌ বলয়ৌ মুদা।

বিষ্ণুরম্লান পঙ্কজ স্রজং পরমশোভনাং॥ ৫৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর দেবদেব মহাদেব ভব বাসুকিকর্ত্তৃক মণিনির্ম্মিত বলয় দ্বয়, শ্বেতদ্বীপাধিপতি বিষ্ণু নির্ম্মল অম্লানপদ্মপুষ্পের শোভন মাল্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন॥ ৫৫॥

অম্বরে নির্ম্মলে দিব্য হয়য়ে হুতভুগ্‌দদৌ।

বরুণঃ কাঞ্চনস্রাবিচ্ছত্রং প্রাদাদনুত্তমং॥ ৫৬॥

অন্বয়ার্থঃ। হুতাশন অগ্নিশৌচ সুনির্ম্মল পীতবসনযুগল শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। এবং বরুণ সুবর্ণস্রবকারী অর্থাৎ স্বর্ণ উৎপন্ন হয় এবম্ভূত শ্বেতচ্ছত্র প্রদান করেন॥ ৫৬॥

শেষোশেষ মণিগ্রাম হারং তস্মৈদদৌপ্রভুঃ॥ ৫৭॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাত্মা নাগাধিপতি অনন্তদেব তাঁহাকে অশেষ প্রকারে মণিনির্ম্মিত শোভনহার দেন॥ ৫৭॥

সর্ব্বরত্নময়ীং ভূষাং কম্বুনাং বলয়ান্বিতং।
দদাবব্ধিঃ প্রসন্নায় হরয়ে চ জলেশ্বরঃ।
সহস্রাক্ষো বৈজয়ন্তীং সহস্রাস্তায় স্রজং ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং জলেশ্বর সমুদ্র শ্রীহরির প্রীত্যর্থে গ্রীবাভূষণরত্নালঙ্কার ও রত্নবলয় দিলেন এবং সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিলেন ॥ ৫৮ ॥

হিমালয়দদৌ তস্মৈ মঞ্জুগুঞ্জিল নূপুরৌ।
গ্রৈবেয়কাণি ভূষাণি দদৌ তস্মৈ পরেতরাট্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহীধরাগ্রগণ্য হিমালয় সেই শ্রীকৃষ্ণকে তৎকালে মনোহর শব্দযুক্ত নূপুর-দ্বয় এবং প্রজানিয়ন্তা ধর্ম্মরাজ যম কণ্ঠভূষণাদি নানাভরণ প্রদান করেন ॥ ৫৯ ॥

মঞ্জুগুঞ্জিত রত্নৌঘ কাঞ্চীমস্মৈ দদৌগুহঃ।
অঙ্গুলাস্য দদৎতস্মৈ রত্নানি গুহ্যকাধিপঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহাসেন পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকের সুমধুরশব্দযুক্ত ও রত্ন সমূহনির্ম্মিত কটি-ভূষণকাঞ্চী এবং গুহ্যকাদিপতি কুবের শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গুলীতে মণিমাণিক্যময় অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেন ॥ ৬০ ॥

দদাবক্ষয় সিন্দুরতিলকং বাসবানুজঃ।
পৌলম্যদাৎ কেশভূষাং দেব্যৈদেবী মুনীশ্বর।
অয়োদান মহারত্নতাড়ঙ্কৌ ত্বষ্ট্ নির্ম্মিতৌ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে মুনিশ্বর। অনন্তর ইন্দ্রানুজ উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতিরাধিকাকে অক্ষয় সিন্দুর তিলক প্রদান করেন, আর শচীদেবী শ্রীমতিরাধি-কাকে কেশের আভরণ অর্থাৎ কবরীভূষণ রত্ননির্ম্মিত কুসুমাবলী, আর বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত মহারত্নময় তাড়ঙ্কদ্বয় ও আইয়ৎসূচক মণিমণ্ডিতলৌহ বামকরে প্রদান করিলেন ॥ ৬১ ॥

কিরীটং কোটিসূর্য্যাভং মারোদাদ্বিশ্বরূপিনে ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনে! বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপি শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্প কোটিসূর্য্যের ন্যায় আভা-যুক্ত শিরসি কিরীটভূষণদান করিলেন ॥ ৬২ ॥

হরিচন্দনবিন্দুকা দাদস্যৈ কমলা মুদা।
অদাদরুন্ধতী তস্যৈ রক্তচন্দনকজ্জলে ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। লক্ষ্মী আহ্লাদিতা হইয়া শ্রীরাধিকার কপোলতলে হরিচন্দনেরবিন্দু দিয়া সাজাইলেন, আর সতীপ্রধান অরুন্ধতীদেবী রক্তচন্দনের তিলক ও নয়নযুগলে কজ্জল প্রদান করেন ॥ ৬৩ ॥

মহার্হাণি বিচিত্রাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
অদাদ্রতিঃ কামপত্নী রাধায়ৈ পরমাদরাৎ ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। কন্দর্পপত্নী রতি পরমাদরপূর্ব্বক শ্রীমতিরাধিকাকে মহামূল্যবান বিচিত্র বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন ॥ ৬৪ ॥

প্রণিপত্য সুরাঃ প্রোচুর্গন্তুং মিচ্ছামহে বয়ং।
অনুমন্যস্ব লোনাথ স্বধাম মৎপরায়ণং ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর দেবগণসকল শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীরাধিকাকে আভরণাদি প্রদান-করতঃ এই কথা বলিলেন, হে নাথ! এক্ষণে আমরা স্বীয় স্বীয় ধামে গমন করিব ইচ্ছা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অনুমতি করুন ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—অঙ্গিরাদি সপ্তব্রহ্মর্ষিকে জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিতেছেন।

অনুজ্ঞাতাঃ সুরা জগ্মুর্যথাগত মরিন্দমাঃ।
মুনয়শ্চ মহাত্মানো যক্ষগন্ধর্ব্বপন্নগাঃ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎসেরা! অনন্তর দেবগণেরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া যিনি যেস্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন তিনি সেই স্থানে প্রত্যাগত হইলেন এবং মহাত্মা মুনিসকল ও যক্ষগন্ধর্ব্ব পন্নগাদিগণ সকলে তখন বৃন্দারণ্য হইতে স্ব স্বধামে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৬৬ ॥

এতদাখ্যান মমলং কৃষ্ণস্য বিদিতাত্মনঃ।
রাধায়াশ্চৈব রাসস্য শৃণুযাদ্বাপঠেদপি।
শ্রাবয়েৎ পাঠয়েদ্বাপি নরোভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৬৭ ॥
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং যশোর্থী লভতে যশঃ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥
নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নোতি সাযুজ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস অঙ্গিরা! চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এবং জ্ঞানস্বরূপা শ্রীমতিরাধার এই নির্ম্মল রাসলীলার আখ্যান যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সুস্থিরচিত্তে শ্রবণ বা পাঠ করেন কিম্বা অন্যকে শ্রবণ বা পাঠ করান সেই ব্যক্তির সম্যক শোভনফললাভ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম ধনার্থীর ধন, যশোর্থীর যশোলাভ বিদ্যার্থী ব্যক্তির বিদ্যালাভ হয়। এবঞ্চ নিষ্কাম ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়। অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন ॥৬৭।৬৮॥৬৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সম্বাদে রাসোৎসব-বর্ণনং নাম বিংশতিতমোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তঋষি সম্বাদে ভগবানের রাসোৎসব বর্ণননামক বিংশতিতম অধ্যায় বিরত হইল ॥ ২০ ॥

একবিংশতি অধ্যায়।

অথ শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী সংবাদ।

অঙ্গিরা উবাচ।—অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মাকে পুনর্ব্বার প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্ব্বমত্যদ্ভুতং ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
রাধায়াশ্চৈব পরমং পাবনং কল্মষাপহং ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার এই সকল আশ্চর্য্যময় কর্ম্ম অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরমপবিত্র ও পাপনাশক ॥ ১ ॥

চরিতং পাবনীয়স্য পাবনীয় গুণোদয়ং।
কথিনঃ শ্রদ্দধানানাং কৃপয়া ব্রহ্মবিত্তম ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মবিত্তম! তুমি সকল ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, তবদনকমলবিনির্গত শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত শ্রবণ মুখেপান করতঃ আমাদিগের চিত্তে শ্রদ্ধারসহিত সাতিশয় শ্রবণেচ্ছাসম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অতএব পবিত্রকারণ পরমপবিত্র শ্রীকৃষ্ণের আর আর যে সকল চরিত্র আছে তাহাও আমারদিগের নিকটে আপনি কৃপা করিয়া বলুন ॥ ২ ॥

কিঞ্চকার ততঃকৃষ্ণো রাধাচ পরমোত্তমা।
কৃষ্ণেন পরমোদার কর্ম্মণানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমোত্তমাশক্তি শ্রীরাধা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যেহেতু মহৎকর্ম্মা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সহিত ব্রহ্মময়ী আনন্দরূপিণী শ্রীরাধা, আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা বৃন্দাবনলীলা কিরূপে বিস্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া আপনি আমাদিগকে বলুন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এতৎ প্রশ্ন শ্রবণানন্তর পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

অথ শ্রীরাধিকার নাম বর্ণন।

গঙ্গাসরিদ্বরা রাধাশাপতো ব্রজমণ্ডলে।
জাতাচন্দ্রাবলীনাম্নী রূপেণাসদৃশী ভুবি ॥ ৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে ঋষে! সকল নদীর শ্রেষ্ঠা যে সুরধুনী গঙ্গা, শ্রীমতিরাধিকার অভিশাপে চন্দ্রাবলীনামে ব্রজমণ্ডলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চন্দ্রাবলীরতুল্য রূপবতী পৃথিবীতলে অপরাযুবতী কেহ ছিল না॥ ৪॥

সুকেশী সুস্তনীশ্যামা মত্তবারণগামিনী।

কলহংস মৃদুপ্রৌঢ়া মধুরাভাষভাবিণী॥ ৫॥

অন্বার্থঃ। ঐ চন্দ্রাবলী গোপী শ্যামবর্ণা নহেন অথচ শ্যামা ও শোভন কেশপাশ-ধারিণী ও অত্যুত্তম উন্নতপীন পয়োধরা ও মত্তমাতঙ্গগামিনী ও কলহংসের ন্যায় তাঁহার মৃদুগতি, সুকোমল কলেবরা ও সম্পূর্ণ যৌবনবতী এবং সুমধুরভাষিণী॥ ৫॥

মৃগায়ত সুপাথোজ পলাশনয়না মুনে।

বিম্বৌষ্ঠী কেশরীক্ষীণমধ্যা গুরুনিতম্বিকা॥ ৬॥

মোহয়ন্তী মনোযূনাং যেনরূপেণ ভাবিনী॥ ৭॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন হে মুনে! ঐ চন্দ্রাবলীর মৃগের ন্যায় বিস্তৃত ও পদ্মদল সদৃশ ঈষৎ রক্তবর্ণযুগলনয়ন ও বিম্বফলের ন্যায় আরক্তওষ্ঠাধর, সিংহেরন্যায় ক্ষীণতর মধ্যদেশ ও উত্তুঙ্গ স্থূলনিতম্ব, দাড়িম্ব বীজসদৃশ মনোহর দন্তপংক্তি, সেই প্রশস্ত-মনা বরাঙ্গনা চন্দ্রাবলী গোপী স্বীয় রূপমাধুর্য্যদ্বারা যুবাপুরুষদিগের মনহরণ করেন॥ ৬॥ ৭॥

একদা ভানুজাতীরে বৃতোগোর্ভকৈর্হরিং।

চারয়ন্ গাম্মুদা বেণুং রণয়ন্মধুর স্বরং॥ ৮॥

প্রেক্ষ্য চন্দ্রাবলী প্রেম্না স্রবন্নেত্রজলাকুলা।

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য দীনাত্মা বচনঞ্চেদ মব্রবীৎ॥ ৯॥

অন্বার্থঃ। কোন এক দিবস শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যমুনা-তীরে গোচারণ করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে সুমধুরস্বরে বংশীধ্বনি করিলেন, তদ্ধ্বনি শ্রবণকরতঃ ঐ চন্দ্রাবলীর প্রেমজলে নয়নযুগল ভাসিতে লাগিল, জাতভাবা গোপী অতি-শয় আকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সমাগতা হইয়া প্রণাম পুরঃসর দুঃখিতান্তঃকরণে এই কথা নিবেদন করিয়াছিলেন॥ ৮॥ ৯॥

চন্দ্রাবল্যুবাচ।—হে ঋষিগণেরা! চন্দ্রাবলী প্রণয়াক্ষরে বিনিতভাবে সমাদর পূর্ব্বক প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।

অলক্ষ্যগতয়ে তুভ্য মলক্ষ্যকর্ম্মণে নমঃ।

কথং জহাসিমাংনাথ হ্যনাথা মনাগসং॥ ১০॥

অন্বার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সকলের অন্তরাত্মা, তোমার অলক্ষ্যগতি তোমার কর্ম্মও অলক্ষ্য, অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে কৃষ্ণ! আমি অনাথা বালা এবং নিরপরাধা, অতি দুঃখিনী, কিহেতু তুমি নিষ্কারণে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ॥ ১০॥

ত্রাহিমাং কামপূরাঙ্ঘ্রিযুগলায় নমোনমঃ।

অনন্যশরণাং দেব মনাথা মবর প্রভো ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অবর প্রভো! হে সর্বাত্মন্! আমাকে কামসাগর হইতে কৃপা করিয়া পরিত্রাণ কর, সর্বাভিলাষ পূরক তোমার চরণ যুগলে আমি ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি, হে নাথ! আমি অনন্য শরণা অর্থাৎ তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয় নাই, হে দেব! আমার মত অনাথা জনের একমাত্র তুমিই রক্ষিতা হও, অতএব তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে আর বিস্তার করিয়া কহিতেছেন

ইতি তস্যাবচঃ শ্রুত্বা ভগবন্ দেবকীসুতঃ।

উবাচ বচনং প্রেম্না পরিষ্বজ্য সরিদ্বরাং ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মহামুনি অঙ্গিরা! চন্দ্রাবলীর কাতরোক্তি শ্রবণান্তে ভগবান দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সস্নেহে প্রেমালিঙ্গন করতঃ এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাস করিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়গর্ভ প্রেমবাক্যে চন্দ্রাবলীকে কহিতে লাগিলেন।

মারোদীঃ সুকুমারাঙ্গি সর্ব্বং জানে মনোগতং।

কিন্ত্বহং ন বিবৃণোমি ভীরুঃকলহতোনঘে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে সুকোমল কলেবরে! হে অনঘে অর্থাৎ অনিন্দিতরূপা চন্দ্রাবলি! তুমি আর রোদন করিও না, তোমার মনোগত সকল ভাব আমি জ্ঞাত হইয়াছি, হে বরমুখি! সকল জানিয়াও আমি তোমা প্রতি নিষ্করুণের ন্যায় মূঢ়তা প্রকাশ করিয়া রহিয়াছি যেহেতু কলহভয়ে ভীত হইয়া সহসা তোমাকে স্বয়ম্বরতে বরণ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৩ ॥

ত্বঞ্চশাপাৎ পুরাগঙ্গে জাতা গোকুলমণ্ডলে।

রাধায়া অনবদ্যাঙ্গি পূরয়েত্বম্মনোরথং ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অনবদ্যাঙ্গি অর্থাৎ মনোহররূপে! (পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর) তুমি সামান্যা গোপী নহ, তুমি সরিদ্বরা গঙ্গা, অতএব হে গঙ্গে! পূর্ব্বে রাধিকার অভিশাপ হেতু অধুনা গোকুলমণ্ডলে গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ চন্দ্রাবলী নামে বিখ্যাতা হইয়াছ, তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পরিপূর্ণ করিব আর কাতরা হইওনা ইতিভাবঃ ॥ ১৪ ॥

অদ্যাহং নিশিচার্ব্বঙ্গি রণয়ন্ বেণুমুত্তমং।

আয়াস্যেত্র ত্বমপ্যেতি নিকুঞ্জ মম্মনোরমং ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে চার্ব্বঙ্গি! অর্থাৎ হে মনোহর কলেবরে, অদ্য নিশাকালে আমি মনোহর বেণুধ্বনি করিয়া আমার মনোরম নিকুঞ্জে আগমন করিব, তুমিও ঐ সঙ্কেতানুসারে সেই নিকুঞ্জকাননে আগমন করিবে ॥ ১৫ ॥

রাধায়াশ্চৈব জানন্ত্যো ভীরুঃ সর্ব্বাত্মনাপ্যহং ॥ ১৬ ॥

অন্যার্থঃ। হে চন্দ্রাবলি! তোমার সহিত আমি নিকুঞ্জে গমন করিব, পাছে রাধিকা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হন, এ কারণ আমি সর্ব্বাত্মা হইয়াও সর্ব্বতোভাবে ভীত হইতেছি ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ।—নিপীয়তদ্বাগমৃতঞ্চ গোপিকা প্রেষ্ঠা প্রসন্নাস্যসরোরুহা তদা।

প্রণম্যতং দেববরং মুদান্বিতা যযৌ স্ববেশ্মচ্যুতকর্ম্মচিন্তয়া ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থঃ। জগদ্ধাতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে মহর্ষিগণেরা। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অমৃততুল্য বচনামৃত শ্রবণমুখে পান করিয়া চন্দ্রাবলী গোপীর আনন্দকমলোদয়ে তৎক্ষণাৎ মুখপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল তদনন্তর আত্মসুখদচকবাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ পরম হর্ষান্তঃকরণে তল্লীলাদি কর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥

আলীমাল্য সমায়ান্তীং প্রহসন্তীং বরাননাং।

আরাত্তামবলোক্যাহু র্হৃষ্টাং স্বসাস্তাস্যপঙ্কজাং ॥ ১৮ ॥

অন্যার্থঃ। হে বৎসেরা! শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে চন্দ্রাবলী বিদায় হইয়া স্বগৃহাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমত সময়ে স্ব স্ব গৃহসৌধ হইতে তৎসমবয়স্ক সখীগণেরা সেই চন্দ্রাবলীর হর্ষোৎফুল্ল মানস ও মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৮॥

কস্মাত্বং হৃষ্টরূপাসি প্রফুল্লপঙ্কজাননে।

কিমবাপ্তং মহারত্নং কেনত্বং বাকুতোধুনা ॥ ১৯ ॥

অন্যার্থঃ। হে প্রিয়সখি! হে প্রফুল্লপঙ্কজাননি! হে চন্দ্রাবলি! তুমি অদ্য কি নিমিত্ত এত হর্ষিতা হইয়া আগমন করিতেছ, সম্প্রতি কোন স্থানে কোন ব্যক্তি হইতে এমন কি মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা বল? ॥ ১৯ ॥

কদাপি ত্বাং নলক্ষামো হৃষ্টরূপা মনিন্দিতে।

যথেদানীঞ্চ লেখাভ্রু পীনশ্রোণি পয়োধরে ॥ ২০ ॥

অন্যার্থঃ। হে অনিন্দিতে। হে লেখাভ্রু অর্থাৎ উত্তম ভ্রুলেখা যুক্তে! হে পীনশ্রোণি। পীনপয়োধরে। অর্থাৎ হে স্থূলতরনিতম্ব পয়োধর যুক্তে! আমরা সম্প্রতি তোমাকে যে প্রকার আহ্লাদিতা দেখিতেছি এরূপ আর কখন হর্ষান্বিতা দর্শন করি নাই অতএব ইহার কারণ কি তা বল দেখি? ॥ ২০ ॥

যাত্বং গর্হযসেস্মান্ন মন্নিশং গোপনন্দিনি।

ধিগ্ ভব বরধাভারং ধিগ্ধাতারং যতোস্ফজৎ ॥ ২১ ॥

অন্যার্থঃ। হে গোপনন্দিনি! হে চন্দ্রাবলি! তুমি নিরন্তর এইরূপ কথা বলিয়া আমাদিগের সাক্ষাতে আপনাকে নিন্দা করিয়া থাক, যে, আমার এ জন্মে ধিক্, পৃথিবীর ভারস্বরূপ আমার দেহকে ধিক্, অর্থাৎ এই দেহে আমার কোন সুখসাধন করা হইল

না, কেবল দুঃখ বহনের নিমিত্তই আমাকে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন একারণ কেও ধিক্ ॥ ২১ ॥

যন্মামেবং বিধাচারামথবাং লোক গর্হিতাং ।
ধৃত্বাভূতাতৌ যৎপুষ্টাহমলং যৌবনাং সখি ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ । হে সখি চন্দ্রাবলি ! তুমি এই কথা বলিয়া সর্ব্বদাই আপনাকে নিন্দা করিতে, যে আমাকে ধিক্ । যেহেতু আমি স্বামিরহিতা হইয়া ইহলোকে লোক নিন্দনীয়-রূপে অবস্থিতি করিতেছি অর্থাৎ অস্বচ্ছারূপে নিরর্থ এই অমূল্য যৌবন ধারণ করিতেছি, আমার পিতাকে ও মাতাকে ও ধিক্ কেননা তাঁহারা আমাকে নিরর্থ, পরিপালনে বর্দ্ধিতা করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

ধিগ্ রূপং ধন সম্পত্তিং ধিগ্ গুণং তদ্ধি সত্ত্বমাং ।
এবং ম্লানাননা নিত্যং কথমেবং বিধা ভব ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ । আমার রূপে ধিক্, আমার ধনসম্পত্তিতে ধিক্, আমার গুণে ধিক্, এবং সর্ব্বপ্রকারে আমাকে ধিক্ ধিক্ । হে সখি ! এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া তুমি সদা সর্ব্বদা ম্লানবদনা হইয়া অবস্থান কর, সম্প্রতি কি হেতু এরূপ হর্ষিতা হইয়া গৃহে আগমন করিতেছ তাহা বল দেখি ? ॥ ২৩ ॥

ব্রুহিনঃ সখিতত্বেন যত্তপিস্যাৎ সুগুহ্যকং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ । হে সখি ! যত্তপি তোমার অতিশয় গোপনীয় কথাও হয় তথাপি আমারদিগের নিকট সকারণ হর্ষের বিষয় প্রকাশ করিয়া বল ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।—সখ্যাহতাঃ সখীপৃষ্ঠা সখীবৃত্তং মুদান্বিতা ।
কৃষ্ণস্য যমুনাকচ্ছে যথাস্মৃতি শুণা মুনে ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ । জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা সপ্তঋষিগণকে কহিতেছেন । হে ঋষিগণেরা ! স্বীয় সখিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া চন্দ্রাবলী যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল সেই সকল গুপ্ত কথা স্মরণ করিয়া পরমহর্ষে সখীগণকে কহিলেন ॥ ২৫ ॥

তাঃ শ্রুত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তং জহসুঃ সর্ব্বযোষিতঃ ।
হারং সংগুম্ফতী কাচিৎ কাচিদ্বেশপরা তদা ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ । সেই সখীগণ সকল চন্দ্রাবলীর সুখসূচক শ্রীকৃষ্ণ মিলনের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সকলে মহাহর্ষে হাস্যমুখী হইলেন, তদনন্তর কোন সখী কৃষ্ণগলে সমর্পণ করিবার কামনায় নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের হার গাঁথিতে লাগিলেন এবং কোন কোন সখী চন্দ্রাবলীর মনোহর বিনোদ বেশভূষা রচনা করিয়া দিলেন ॥ ২৬ ॥

অতএব বিনয় পরিহারপূর্ব্বক আমাদের প্রতি গমন করা কর্ত্তব্য, বিবেচনা পূর্ব্বক চরণদ্বয়ের প্রতি যত্ন অনুরাগ প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তদুপরিভাগে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

করমঞ্জীর বয়রো ধ্বন্যাদাড়িয়া মুনে।
তৎস্বস্তকরমাজ্ঞায়াহতাং মঞ্জীরকে হরিঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে মুনে! গোপন স্থান কুঞ্জকাননে গমন করিবারকালে শ্রীকৃষ্ণ নূপুরেরধ্বনিতে ভীত হওতঃ নূপুরদ্বয়কে করে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, যখন চরণদ্বয় হইতে নূপুরদ্বয়কে মোচন করিতে উদ্যত হইয়া হস্ত বিন্যাস করেন, তখন বিশেষ বিনয়পূর্ব্বক নূপুরদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

নাথ মোক্ষোননাবিষ্টো মোক্ষদাত্তদধোক্ষজ।
ভবাজ্জযোনি প্রমুখান্ সুরান্ সথরাক্ষসান্ ॥ ৪১ ॥
তদঙ্ঘ্রিং শরণান্ বীক্ষ প্রপন্নৌ চরণৌ তব।
রণয়ন্তৌ গুপানাথ প্রগীতানন্দকারিণৌ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! আমাদিগকে পদ হইতে মোচন করিবেন না কেনহেতু আমাদের মোক্ষ ইচ্ছা নাই? হে অধোক্ষজ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি প্রধান প্রধান দেবগণ সকল এবং পতঙ্গ রাক্ষসাদি সকলকে তোমার এই শ্রীচরণে শরণাগত হইতে দর্শন করিয়া আমরাও তোমার চরণে শরণাগত হইয়া নিরন্তর আনন্দবর্দ্ধন তোমারই গুণকীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

পরমানন্দ পাথোধি মগ্নস্বান্তকলেবরৌ।
ভবযোগীন্দ্র মুখ্যানাং বাঞ্ছিতৌ ত্বৎপদাম্বুজৌ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে কৃপানিধান! তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মন ও কলেবর পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, হে প্রভো! দেবাদিদেব মহাদেব প্রভৃতি যোগিন্দ্রগণ সকলেই তোমার এই পাদপদ্ম যুগল প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন ॥ ৪৩ ॥

দুর্লভৌ তপসানাথানুক্রোশান্নারদাৎশ্রুতৌ।
মুক্তুমর্হসি নোনৈব শরণ্য শরণাগতৌ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে শরণ্য! আমরা দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে তোমার এই চরণারবিন্দযুগল তপস্যাদিদ্বারা লাভ করা যায় না, অতএব আমরা তোমার একান্ত শ্রীচরণাগত, শরণাগত আমাদিগকে চরণপদ্ম হইতে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য নাগমঞ্জীরয়োর্হরিঃ।
গিরাকোমলয়া প্রীণন্ বাহু প্রেমলয়া ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর জগদ্ধাতা ব্রহ্মা সপ্তঋষিগণকে কহিতেছেন। হে [illegible] নূপুরদ্বয়ের এইরূপ বিনয়বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে সুকোমল মধুরবাক্যদ্বারা মঞ্জীরদ্বয়কে প্রীতিযুক্ত করিয়া এই কথা বলিলেন অর্থাৎ এই নূপুরদ্বয় পূর্ব্বে নাগ ছিলেন বহুসাধনফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতায় মঞ্জীর হইয়া তজ্জন্যে [illegible] হইয়া [illegible] এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের নূপুরদ্বয়কে নাগ মঞ্জীর বলিয়া আখ্যাত করেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—মঞ্জীরদ্বয়ের বিনয়পুরঃসর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নূপুরদ্বয়কে আশ্বস্তবাক্যে কহিলেন।

নত্যজেয়ং ফণিবরৌ রাস্যচ্চপদমাদরে।

ধাস্যেকক্ষে ক্ষণমস্তু মমপাদাববাপ্সথঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে ফণিবরৌ! হে নূপুরদ্বয়! আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না, বরং সর্ব্বোত্তম উচ্চপদই প্রদান করিব, সংপ্রতি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত তোমাদিগকে কক্ষে ধারণ করিব এইমাত্র, পশ্চাৎ তোমরা আমার এই চরণযুগলে পুনর্ব্বার স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এবমাভাষিতৌ নাগৌ কৃষ্ণেনামিততেজসা।

জাতভাবৌ হরৌ বিপ্র চতুস্তংকৃতাঞ্জলী ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বলোকস্রষ্টা ব্রহ্মা অঙ্গিরাঋষিকে কহিতেছেন। হে বিপ্রবর অঙ্গিরা মুনে! অপরিমিততেজা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আশ্বস্তবাক্য শ্রবণকরতঃ নাগদ্বয় অর্থাৎ মঞ্জীরযুগল ভাবভরে ভগবানেজাত ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে এই কহিলেন ॥ ৪৭ ॥

নাগাবুচতুঃ।—প্রসীদনাথ নো দেবশরণাগতপালক।

নস্যাবো নৈবতে কক্ষং পাদৌদেহি নমোস্তুতে ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। নাগমঞ্জরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমগর্ভ এতদ্বাক্য কহিলেন। হে নাথ! হে শরণাগত প্রতিপালক! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও আমরা তোমার কক্ষস্থলে বাস করিতে ইচ্ছা করি না, অতএব শরণাগত জানিয়া ঐ শ্রীচরণযুগলোপান্তে স্থানদান করুন, এজন্য আমরা তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—যুবাবং কুরুতাং ভদ্রৌ চরস্তৌচবাক্ষণং।

অনজ্ঞানাদহং ভীরু বক্রতমেবমস্তিতি ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। মঞ্জীরদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে কৃপান্বিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাগদ্বয়কে কহিতেছেন। হে ভদ্রনাগ মঞ্জীরদ্বয়। তোমরা আমার চরণেই অবস্থান কর, আমি তাদৃচ চরণ হইতে মোচন করিব না, কিন্তু মমবাক্যানুসারে তোমরা কিঞ্চিৎকাল নিঃশব্দ-রূপে থাক। যেহেতুক বিল্বকাননে গমনকালে তোমরা শব্দ করিলে সকল লোক বিজ্ঞাত

[illegible], [illegible] আমি ভীত হইয়া তোমাদিগকে চরণ হইতে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম ॥ ৪৯ ॥

তভোহভ্যেত্য লতাকুঞ্জং যত্র চন্দ্রাবলীস্থিতা।

পিধায় নয়নে তস্যা শ্চুচুম্বাস্য সরোরুহং ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। ভগবৎবাক্যানুসারে মঞ্জীরদ্বয় নিঃশব্দবান হইয়া চরণোপান্তে অধিবাস করিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে নিকুঞ্জে গমন করতঃ চন্দ্রাবলীর নয়নযুগল স্বপাণিযুগলে সমাচ্ছাদনপূর্ব্বক সহসা তাঁহার মুখপদ্ম চুম্বন করিলেন ॥ ৫০ ॥

সাবেত্য পরমাহ্লাদ স্ফুরদ্বামিকরৌষ্ঠিকা।

হেমবল্ল্যায়তভুজা সস্বজে কান্তমাগতং ॥ ৫১ ॥

সপ্তকার্ত্তস্বর শুভবল্লী শালমিবায়তা ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। তৎকালে আহ্লাদপাথোধিসলিলেনিমগ্না চন্দ্রাবলীর শুভ সূচক বামকর ও বাম ওষ্ঠ স্পন্দিত হইতে লাগিল, এবঞ্চ যেরূপ স্বর্ণলতা সুদীর্ঘ শাল বৃক্ষে বেষ্টিত হইলে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে, সেইরূপ প্রতপ্ত স্বর্ণলতার ন্যায় আপন সুদীর্ঘ হস্তযুগলে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া সমাগত প্রিয়তমকে চন্দ্রাবলী আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

অসূত্রমালবতীজাল স্রজো বক্ষস্যদাম্মুদা।

কর্পূরাগুরু তাম্বুল রাগিতং বদনং ব্যধাৎ ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর চন্দ্রাবলী আহ্লাদিতান্তকরণে বিনাসূত্রে গ্রথিত মালতীপুষ্পের মালা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে প্রদান করিলেন এবং তাম্বুল রাগেরঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণবদনে কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল বটিকা প্রদান করিলেন ॥ ৫৩ ॥

মমুর্ন দেহে তস্যাস্তামুদাচ্যুত গমোদ্ভবাঃ।

বামনোজ্জ মিবাবাপ্য নভশ্চ্যুত মদূরতঃ ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। আকাশ হইতে পতিত শশধরকে নিকটে প্রাপ্ত হইলে বামন ব্যক্তিরা যেরূপ সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমনজনিত আহ্লাদে চন্দ্রাবলীর কলেবর পরিপূর্ণ হইল অর্থাৎ গোপললনা চন্দ্রাবলীর শরীরে সেই আনন্দের পর্য্যাপ্তি হয় না ইতিভাবঃ ॥ ৫৪॥

প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রি বরৌ তস্য পাথসা সাবরেণ চ।

জগৌ ননাম তুষ্টাব ননর্ত্তাক্ষোভ সংমুদা ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রসন্ন চরণকমলদ্বয় উত্তম সুগন্ধসলিল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তদগুণগান করতঃ অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্তুতি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

ততঃপ্রবর্ত্তিতত্তয়োঃ সুরতং পরমোত্তমং।

চন্দনাগুরু নখরপাত দংষ্ট্র গণ্ডালিপ্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর পরস্পর উভয়েরই চুম্বন আলিঙ্গন নখাঘাত ও দন্তাঘাত প্রভৃতি পরম উৎকট সুরতক্রিয়া আরম্ভ হইল ॥ ৫৬ ॥

প্রাবর্ত্তত মহাযোদ্ধ স্তয়োশ্চ সুরতাহবঃ।

নিশিপ্রহরতোঃ স্মেরং প্রতীকৈঃ স্বৈঃ শরোৎকরৈঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই জনার সুরতক্রিয়ারূপ যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে পরস্পর উভয়েই উভয়কে স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুরূপ কন্দর্পবাণ প্রহার করেন ॥ ৫৭ ॥

সুরতে বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সুরতসিংহয়োঃ।

বিস্রস্ত মালতীমালৌ কটিতো গলিতাম্বরৌ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সুরতসিংহ শ্রীকৃষ্ণ ও সুরতনিপুণা চন্দ্রাবলী এই দুই জনার সুরতক্রিয়ার বিরাম নাই উভয়েই অশ্রান্তরূপে সুরতেসংলগ্ন, উভয়েরই বক্ষঃস্থল হইতে মালতীপুষ্পের মাল্য বিমর্দ্দিতও বিচ্ছিন্ন এবং কটিদেশ হইতে উভয়েরই বস্ত্র বিগলিত হইয়া পড়িল ॥ ৫৮ ॥

স্লিষ্টালকবরৌ ম্লানরাগৌষ্ঠবরভাজনৌ।

শ্রান্তাববিরতৌ কামাগ্নিঃশ্বসন্তাবিবোরগৌ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উভয়েরই কেশবন্ধন আশ্লথ হইয়া আলুলায়িত কেশপাশ আকীর্ণ হইয়া পড়িল, তাম্বুলরাগযুক্ত উভয়ের ওষ্ঠাধর ম্লান হইয়া গেল, উভয়েই শ্রান্তযুক্ত হইলেন অবিরত স্মরশ্রমজনিত উভয়েরই কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস সমীরণ বহিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতো বাহুবল্যাভ্যেত্য ববন্ধসা।

পাপরিত্বা ধরমধু ক্বগন্তা কান্তমাং জহস্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ সুরতক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন, সেই সময়ে চন্দ্রাবলী স্ববাহুলতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রতিলম্পট! অধুনা রতিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় পলাইতেছ। হে বরকান্ত! তুমি অধর সুধাপান করাইয়া এখন আমাকে পরিত্যাগ করতঃ কোথায় গমন করিবে? ॥৬০

অনাথাং কৃপণাং বালা মনাগস মুপস্থিতাং।

রাজতে রাজকং কান্ত কিমত্রাপহরন্মনঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। চন্দ্রাবলী বলিতেছেন হে কান্ত! আমি অনাথাকৃপণা, বালাবধূ এবং নিষ্কারণে তোমার নিকটাস্থিতা, আমার মন অপহরণ করতঃ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়া কাহার সহিত বিরাজিত হইবে? ॥ ৬১ ॥

যাসিত্বমিতি সাপ্রেম্না রৌৎসীৎ কান্তগুণালপা ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। পুনর্ব্বার চন্দ্রাবলী কহিতে লাগিলেন। হে প্রিয়তম! তুমি কি নিতান্তই গমন করিবে? ইহা বলিয়া ভাবিবিচ্ছেদাশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ গর্ভ গুণালাপদ্বারা উদ্বিগ্না হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

স পুনঃ পৃষ্ঠতোভ্যেত্য পরিষজ্য প্রিয়ামনু।

চুচুম্বচুম্বিতঃ কান্তঃ প্রিয়য়া পরিলিঙ্গিতঃ ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলীর আগ্রহতাবলোকনকরতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও পুনর্ব্বার তাঁহার পশ্চাৎভাগে গিয়া পৃষ্ঠদেশধারণপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক চুম্বিত ও লিঙ্গিত হইয়া তাঁহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥

এবং চেষ্টাশতবিধৈ র্ববৃধে মদনস্তয়োঃ।

জাজ্বল্যমানো হবিষা তাত হব্যবহো যথা ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে তাত! এইরূপ শত শত প্রকার প্রেম চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী এই দুই জনার স্মরাগ্নি সমৃদ্ধ হইয়াছিল, যেরূপ ঘৃতধারা প্রাপ্তে হুতাশন পরিবর্দ্ধিত হয় ॥ ৬৪ ॥

গলৎ স্বেদৌঘ সুপ্লুষ্ট দেহয়োঃ প্রেমবন্ধনং।

প্রেমাহুতিঃ প্রেমদণ্ডঃ প্রেমবাক্ কলহোপি চ ॥ ৬৫ ॥

রোদনং গমনং স্তম্ভঃ শ্বাসরোধঃ প্রসাদনং।

ইত্যেবং বিবিধা চেষ্টা শ্চক্রোতে তৌ মুদান্বিতৌ ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ। রতিযুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ও চন্দ্রাবলীর এই উভয়েরই কলেবর ঘর্ম্ম-বিন্দুসমূহে আপ্লুত হয়, এবং প্রেমবন্ধন, প্রেমাহুতি, প্রেমদণ্ড, প্রেমবাক্য, প্রেমকলহ, রোদন গমন স্তম্ভন শ্বাসরোধন ও প্রসাদন এই প্রকার বিবিধ প্রকার প্রেমচেষ্টা সকল হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

গায়ন্তী মন্বগাৎ কৃষ্ণো গায়ন্ত মন্বগাচ্চসা।

গচ্ছন্তমন্বগাৎ সাচ গচ্ছতি মন্বগচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী গান করিলে শ্রীকৃষ্ণও গান করেন, শ্রীকৃষ্ণ গান করিলে পশ্চাৎ চন্দ্রাবলীও গান করিতে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ যেস্থলে গমন করেন, চন্দ্রাবলীও তৎপশ্চাৎ সেই স্থানে গমন পরায়ণা হয়েন এবং চন্দ্রাবলীর গমনেও শ্রীকৃষ্ণের গমন করা হয় ॥ ৬৭ ॥

লপন্তী মন্বলাপী স লপন্তমনুলপ্যতি।

নৃত্যন্তী মনুসংনৃত্যান্ নৃত্যন্ত মনুনৃত্যতি ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। চন্দ্রাবলী যেরূপ আলাপ করে, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণও আলাপ করিয়া থাকেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আলাপের পর চন্দ্রাবলীরও আলাপ করা হয়, ও চন্দ্রাবলীর নৃত্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন, শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য দর্শনে তৎপশ্চাৎ চন্দ্রাবলীও নৃত্যমানা হন ॥ ৬৮ ॥

হসন্ত মনুসংহাসং কুর্ব্বতী গজগামিনী।

রুদন্তী মন্বরোদীৎ সা রুদন্ত মনুরোদিতি ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিলে চন্দ্রাবলীও হাস্যবদনা হন, এবং চন্দ্রাবলীকে হাস্যমুখী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও হাস্য করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসংযুক্ত রোদনাবেগে চন্দ্রাবলীও তদনুরূপ রোদমানা হয়, এবং চন্দ্রাবলীর রোদনের পর শ্রীকৃষ্ণও রোদন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

এবং কামাব্ধি সংমগ্নদেহয়ো যমুনাতটে ।

ন শশাম তয়োঃ কাম শরাগ্নিঃ সোপ্যবর্দ্ধত ॥ ৭০ ॥

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব স্ফুভিতোজ্জ্বলতে মুহুঃ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এইরূপ কামসমুদ্রে তাঁহাদের অর্থাৎ চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিমগ্ন হয়, তথাপি কামশরাগ্নির নির্ব্বাণ হয় না। যেরূপ ঘৃতধারা প্রাপ্ত অগ্নির শমতা না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাদের উভয়ের কামানল মুহুর্মুহু প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে চন্দ্রাবলীসমাগমো নামৈক একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে চন্দ্রাবলী সমাগম নামে একবিংশতি অধ্যায় বিবৃত হইল ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতি অধ্যায় ।

শ্রীরাধিকার দুর্জ্জয়মান বর্ণন ।

ব্রহ্মোবাচ।—জগৎস্রষ্টা জগৎপিতা ব্রহ্মা প্রিয়পুত্র অঙ্গিরাকে কহিয়াছিলন হে অঙ্গিরা! এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রাবলীর সহিত রতিরস রঙ্গে নিশিযাপন করুন্‌ তথায় নিকুঞ্জকাননে নিধুবন বিনোদিনী শ্রীমতিরাধা কি অবস্থায় যামিনী-যাপন করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর ইতিআভাসঃ।

সাসংপ্রতীক্ষন্তী কৃষ্ণাগমনং বৃষনন্দিনী।

সখীশতবৃতা তাত লতাকুঞ্জে সুমধ্যমা ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে তাত! হে মুনে! সুমধ্যমা বৃষনন্দিনী রাধাকৃষ্ণ কৃত সঙ্কেতানুসারে নিকুঞ্জ মধ্যে শত শত সখীতে পরিবেষ্টিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১ ॥

মধুরস্বরসম্পন্নৈ র্গায়ন্তী রাগবীণগৈঃ।

রাধিকা সর্ব্বসখীভির্নাথ কাম্যমানোহং বিনায়ুদে ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনে! নিকুঞ্জমধ্যে শ্রীমতি রাধা সখীগণের সহিত সুমধুরস্বরে গা করিতেছিলেন কিন্তু তৎকালে প্রিয়কান্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন বিরহ নিমন্ত এক প্রহর কালকে তাঁহার এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥ ২ ॥

ততো জ্বালাতস্যাঃ স বিরহাগ্নি প্রকোপিতঃ।

আনীয়ালিগণৈ ভূরিপঙ্কজং শয়নঃ রচেৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অঙ্গিরা! তদনন্তর সেই রাধিকার কৃষ্ণবিরহজ অগ্নি প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সেই দুর্জ্জয় কৃষ্ণ বিরহাগ্নিজ্বালার উপশম জন্য তাঁহার সখীগণেরা সরোবর হইতে প্রভূত সপত্র পঙ্কজমালা আনয়ন পূর্ব্বক তৎশয়নার্থ শয্যার রচনা করিলেন ॥৩

তানি তস্যাঃ শরীরোত্থ বিরহাগ্নি বরেণ হ।

শুষ্কন্যাসন্ স্পর্শমাত্রং পঙ্কজানি ধরামর ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে ধরামর অঙ্গিরা! সেই পদ্ম সকল রাধিকার শরীর স্পর্শমাত্রে বিরহাগ্নিদ্বারা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৪ ॥

কলেবরা মলালিপ্য তোয়ার্দ্রেণ ততোদ্বিজ।

গন্ধেন কৃৎস্নং তস্যাঃ সোগমন্নীরসতাং ক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দ্বিজবর অঙ্গিরা! তদনন্তর সখীগণেরা তাপোপশমনার্থে সুশীতল সুগন্ধিমলয়জোদক শ্রীরাধিকার গাত্রে লেপন করিলেন, কিন্তু বিষমবিরহোত্তপ্ত রাধার শরীর প্রাপ্ত হইয়া সেই চন্দনপঙ্ক ক্ষণমাত্রে শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ৫ ॥

এবং বীক্ষ্য বরারোহাত্মনো জীবনিরসতাং।

মুহুর্বীক্ষ্য দিশোদীনা নিঃশ্বস্যাপললাপচ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বরারোহা শ্রীমতিরাধিকা, এইরূপে আপনার অবস্থা দর্শন করিয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করতঃ বারম্বার দশদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সুদীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিলাপ মানা হইলেন ॥ ৬ ॥

ক্ষণং ভূমৌ ক্ষণং তোয়ে শয়নে পঙ্কজন্মনাং।

ক্ষণং গন্ধবিলিপ্তাঙ্গা ক্ষণং কর্দ্দমলেপিতা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণ বিরহতাপে সন্তপ্তা প্রকৃত পাগলিনীর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্র ভূমিতেশয়ন করেন, কখনবা জলে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, ক্ষণেক সুকোমল পঙ্কজ শয্যাতে শয়ন করিয়া শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া গাত্রে সুশীতল গন্ধদ্রব্য মাখেন অবশেষে স্মরজ্বালা নিবারণার্থে কলেবরে কর্দ্দম লেপন করিলেন ॥ ৭ ॥

ক্ষণং শ্বসন্ ক্ষণং তিষ্ঠন্ ক্ষণং গচ্ছন্ হসন্নপন্।

চলন রুদন্ স আসীনঃ পাগলন বিরহিণী জনন্ধ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। কদাচিৎ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, কদাচিৎ দণ্ডায়মানা হয়েন, কখনবা ইতস্ততঃ গমন, কখন হাস্ত, কখনবা ক্রন্দন, কখন বিলাপ করিয়া থাকেন, কদাচিৎ কম্পিত কলেবরা হইয়া আলুথালুবেশে ধূলিধূসরিতা উন্মত্তার স্থায় উপবেশন, কখনবা ইতস্ততঃ দিক পরিধির অবলোকন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণবিরহে রাধিকার পাগলিনীর মত অবস্থার ঘটনা হইল ॥ ৮ ॥

কান্ত ক্বাসি মামনাথাং ক্ষিপ্তাত্বং বৃজিনার্ণবে।

সুনাসং সুভ্রুযুগলং নীলকুঞ্চিত কুন্তলং ॥ ৯ ॥

দর্শয়ন্নরমৎ প্রাণান্ স্মযদাস্য সরোরুহং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। কখনবা শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভৃশকাতরা হইয়া শ্রীরাধিকা কৃষ্ণোদ্দেশে বিলাপ করিয়া কহিতেছেন, হে কান্ত! আমি অনাথা, আমাকে দুঃখরূপ সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিয়া তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ। হে নাথ! সংপ্রতি তুমি তোমার সেই শোভন নাসিকা ও ভ্রুযুগল ও নীলবর্ণ কুঞ্চিত কুণ্ডলমণ্ডিত ঈষৎ হাস্তযুক্ত মুখপদ্ম দর্শন করাইয়া এইস্মরশঙ্কটে আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

ত্বাং বিনাহং ক্ষণং নাথ শক্যে প্রাণান্ কথঞ্চন।

তন্নাথাত্বদধীনানো কান্তধারয়িতুং বিভো ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে কান্ত! হে বিভো! তোমা ব্যতিরেকে আমি প্রাণধারণ করিতে কোন প্রকারে সক্ষমা নহি, আমি অনাথা তুমি আমার নাথ, যেহেতু আমি একান্ত তোমার অধীনা হই ॥ ১১ ॥

কিমনাথাং জহাসি ত্বং ত্বদস্যুধ্যানতৎপরাং।

পতিতাং লপতীং দীনা মনাগম মনন্যপাং ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অনাথা, নিরন্তর তোমার ধ্যানে তৎপরা, দুঃখার্ণবে পতিতা, বিলাপবতী, নিরপরাধা, অনন্যশরণা, যেহেতু তোমাভিন্ন অন্য রক্ষিতা নাই। হে প্রভো! কিহেতু আমাকে তুমি পরিত্যাগ করিলে ॥ ১২ ॥

কান্ত মায়াত্ত মাশঙ্ক্যান্তিকস্থংসসখীজনং।

পরিষজ্য চুচুম্বাস্যপাথোজং গোপনন্দিনী ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। তদনন্তর বিরহোন্মাদিনী শ্রীমতি ভ্রান্তিবশতঃ মনে করিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আগমন করিয়াছেন, ইহা অবধারনা করিয়া নিকটস্থ কোন শ্যামা সখীকে আলিঙ্গন-করতঃ শ্যামসুন্দর ভ্রমে পুনঃ পুনঃ তাহার বদনারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

স্মর স্বং মেখলাবন্ধং গোত্র স্খলনমেববা।

প্রহারং বা ভুজলতা স্যন্দস্য যদি নৈষিমাং ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যেন নিকটে আছেন, মনে এইরূপ অনুমানকরতঃ রাধিকা বিবিধ ভর্ৎসনাবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, হে রসরাজ! যদি তুমি আমার নিকটে এখন

না আইস, তবে বীর মেঘগম্ভীরবদন বা কটুবাক্য শ্রবণ আর পূর্ব্বকৃত ভুজলতায়, প্রহারাদি সকল স্মরণ কর ? ॥ ১৪ ॥

মমাগক্ষম্যতাং নাথ তৎসর্ব্বং দীনবৎসল।

ত্বং হি পদ্মপলাশাক্ষ শরণাগতপালক ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! হে দীনবৎসল! হে পদ্মপলাশলোচন! হে শরণাগত প্রতি পালক! আমি প্রেমোন্মাদিনী হইয়া তব শরীরে যে আঘাত করিয়াছিলাম, যে সকল তিরস্কৃতবাক্যে ভৎর্সনা করিয়াছিলাম, তাহাতে অপরাধ হইয়াছিল এক্ষণে আমার সেই সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ॥ ১৫ ॥

এবং বিলপতী দীনা নিশম্য পর্ণমর্ম্মরং।

কান্তমায়ান্ত মাশঙ্ক্য যযৌ প্রত্যুদ্যতাঞ্জলী ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতি রাধিকা দুঃখিতা হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন এমত সময় বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত শুষ্কপত্রের শব্দ শ্রবণান্তর শ্রীকৃষ্ণ আগমন আশঙ্কায় কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

সাবীক্ষ্যোদ্যন্তমাসায়াং প্রাচ্যাং শীতরুচংরুচা।

দিশো বিতিমিরা স্তাত কুর্ব্বন্তং ভগণৈঃ হয় ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। এমতকালে শ্রীমতি পূর্ব্বদিকে দেখিলেন, যে তামসী তিমিরাবৃত দিক সকল প্রকাশ করিয়া নক্ষত্রগণের সহিত কর্পূর ধবলদীপ্তি তুহিনকর সমুদিত হইতেছে, তদৃষ্টে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিরহোত্তপ্তা হইয়া সেই চন্দ্রকে নমস্কার করিয়া কহিতেছেন ॥ ১৭ ॥

শীতগো তে নমস্তভ্যং মমমারয়তে ভবান্।

মমাদহ খরৈর্গোভি র্জ্বলদগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে শীতগো! হে হিমকর! হে চন্দ্র! আমি কৃষ্ণবিচ্ছেদে মৃতপ্রায়া তুমি প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা ন্যায় প্রখর কিরণ বিস্তারপূর্ব্বক আর আমাকে দগ্ধ করিও না। আমি তোমাকে প্রণাম করি, নিরর্থ আমাকে তুমি কেন মার ? ॥ ১৮ ॥

যদি মাং দহসে কামং শাস্ত্রীত্বেন দুরাত্মতঃ।

ধৃত্বাসুবপূরংস্থায় তপসারাধয় দ্ধরিং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। যদি তুমি আমার বিনয় না শুনিয়া নিতান্তই আমাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমি তপস্যাদ্বারা দুরাত্মাদিগের শাস্তা শ্রীহরির আরাধনাপূর্ব্বকতঃ রাহুরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবশ্য তোমার শাসন করিব ॥ ১৯ ॥

মামাংবিদ্ধ্যাং মার বাণগণৈঃ কৃন্তয়তে শঙ্কঃ।

মামমাগমমুদ্ধ্যাবালা মবলাং দ্মন্ কিমাগস্যসি ॥ ২০ ॥

। বিরহোন্মাদিনী রাধিকা কন্দর্পকে স্তুতিবাক্যে নমস্কার করতঃ অনন্তর তৎসর্মাবাক্যে কহিতেছেন হে মার! হে কন্দর্প! আমি কৃষ্ণবিরহে অতিশয় খিন্না হইয়াছি, তুমি আর তীব্রবাণ সমূহদ্বারা আমার মর্ম্মছেদন করিও না, আমি নিরপরাধিনী অবলাবালা আমাকে বিনাশ করিয়া তুমি কি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইবে? ॥ ২০ ॥

অনাগসং যদা হংসি শরণং ত্বাংগতাং স্মর।
মারমারোর্দ্ধনয়ন বহ্নিধক্ষ্যে ঘৃণংখলং ॥ ২১ ॥

অন্বার্থঃ। হে কন্দর্প! যখন আমি তোমার শরণাগতা জানিয়াও তুমি নিরপরাধে আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ, তখন তুমি অতিশয় নির্ঘৃণ, তোমার অত্যন্ত খলস্বভাব, অতএব আমি তোমার দমনের নিমিত্ত মহাদেবের ঊর্দ্ধনয়নস্থিত অনলরূপ হইয়া অচিরাৎ তোমাকে নিঃসংশয় ভস্ম করিব ॥ ২১ ॥

গন্ধপঙ্কনিমং নালমালি সোঢুং ক্ষমাহ্যহং।
খরমাশীবিষ বিষাৎ পাথোজ শয়নঞ্চ ভো ॥ ২২ ॥

অন্বার্থঃ। তদনন্তর রাধিকা সখীগণকে কহিতেছেন হে সখীগণেরা! তোমরা আমার বিরহানল উপশমের নিমিত্ত যে সকল সুগন্ধ দ্রব্য ও চন্দন পঙ্কাদি গাত্রে লেপন করিয়াছ, এবং পদ্মপত্রে শয়ন করাইতেছ, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, যেহেতু তাহাতে তাপ শান্তি না হইয়া বরং তীক্ষ্ণ বিষাপেক্ষাও অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছে ॥ ২২ ॥

এবং গোপেশ্বরসুতা চেতনা রজনির্মৃতে।
হরিং নিনায় সন্তপ্তা কান্তধ্যানপরায়ণা ॥ ২৩ ॥

অন্বার্থঃ। এই প্রকার কৃষ্ণ ধ্যান পরায়ণা গোপরাজ বৃষভানুনন্দিনী রাধা কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতরা এবং জীবন্মৃতার ন্যায় অবস্থান করতঃ রজনী শেষে প্রত্যুষকালে কুঞ্জদ্বারে শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিলেন ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা তাহা জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

প্রাতরারক্তনয়নো স্বজমেত্রে মুহুর্মুহুঃ।
জাগরা দেত্যচ শনৈঃ রাধামুচে স্ময়ন্নিব ॥ ২৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে বৎস! শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ রাত্রি জাগরণ হেতু ঢুলু ঢুলু অরুণনেত্র মুহুর্মুহু মার্জনা করিতে করিতে ভীতিপ্রযুক্ত ধীরে ধীরে রাধিকার কুঞ্জে আগমন করতঃ বিস্মিতের ন্যায় হইয়া যেন পূর্ব্ব সঙ্কেত ভুলিয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে রাধিকাকে কহিলেন

ভগবানুবাচ।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সবিনয়ে কহিতেছেন।

কান্তে খিন্নাসি কিংম্লানং বক্ত্রপঙ্কেরুহং তব।
কস্মাচ্ছ্বসসি রম্ভোরু দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ তদ্বদ ॥ ২৫ ॥

অন্বার্থঃ। হে কান্ত! তুমি অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছ কেন? তোমার বদনারবিন্দ কেন শুষ্ক হইয়াছে? হে মৃগাক্ষি! কি নিমিত্তইবা তুমি উষ্ণ অথচ সুদীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ তাহা বল? ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

এতদাশ্রুত্য তদ্বাক্যং ক্রোধারুণিতলোচনা।
বীক্ষ্য বক্ষোজনয়নং গণ্ডম্লিষ্ট বিশেলকং ॥ ২৬ ॥
ভ্রশ্চ চূড়ামণিবর গলৎস্বেদং স্বরাগিতং।
তৎ শ্রুত্যঞ্জন কালিম্না কালিতাধর মাধবং ॥ ২৭ ॥
ব্যস্তবাস স্রজং ক্লান্তং স্ময়সংগ্রাম তোমুনে।
অনঙ্গমুঞ্জরীং প্রাহ পুরঃস্থাং প্রেষ্যতামিতাং ॥ ২৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে মুনে! শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের মুখবিনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করতঃ ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া কামযুদ্ধে অবসন্ন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ও নয়ন ও বিলুপ্ত তিলক ও দংশিত গণ্ডস্থল ও অত্যুত্তম চূড়ামণি বিধ্বস্ত ও সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মাক্ত ও বনিতানয়ন চুম্বন বশতঃ অঞ্জনরাগে রঞ্জিত কালিমাধরপুট ও বিগলিত মাল্য, পরিধেয় বসন বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্ববসন পরিত্যাগে নারী বসন ধারণ অবলোকন করিয়া নিকটস্থিতা স্বসখী অনঙ্গ মুঞ্জরীকে কহিলেন হে সখী! এই রতিলম্পটকে আমার নিকুঞ্জ হইতে সত্বর বাহির করিয়া দাও ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

নয়ৈনং চটুলং ক্ষুদ্রং ত্যক্তধর্ম্মাণ মেবচ।
কৃতঘ্নং বালিশং ধূর্ত্তং বহিরালি মমাজ্ঞয়া ॥ ২৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে সখী! আমি ইহার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না, অতএব তোমাকে কহিতেছি, তুমি এই ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন, মূর্খ ও চপল ক্ষুদ্রাশয়, ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে আমার সম্মুখ হইতে অবিলম্বে বাহিরে লইয়া যাও ॥ ২৯ ॥

নৈনং শক্নোমি পুরতো বীক্ষিতুং যোনিলম্পটং।
যাতুযত্র পুরাবাসো নিশি তামেব সুপ্রিয়াং ॥ ৩০ ॥

অন্বার্থঃ। হে প্রিয়ালি! কখন আমি এই যোনিলম্পটকে সম্মুখে দর্শন করিতে সক্ষমা হইতেছি না, রজনীতে যে স্থানে বাস করিয়া যাহার সহিত রতিসুখ সম্ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে সেই মনোরমা প্রিয়ার সমীপে গমন করুক ॥ ৩০ ॥

বিভাবর্য্যৌ ত্যজে প্রাণানালি ভোক্ষ্যে বিষংখরং।
জলে বোদ্বন্ধতো মোক্ষ্যে পুরঃ স্থাস্যতি যত্ত্বয়ং ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ। হে সখি! যদি এই ধূর্ত্ত আমার সম্মুখে আর ক্ষণকাল থাকে তবে আমি রজনী প্রভাতে জলে প্রবেশ কিম্বা উদ্বন্ধন দ্বারা অথবা প্রখর বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহা শপথ করিয়া কহিতেছি ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—জগদ্ধাতা ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

ইতি বিপ্রিয় মাকর্ণ্য প্রিয়ায়া বচনং হরিঃ।

প্রসভং জগৃহে বাস ত্যাগো রঞ্জয়িতুং স্বকং॥ ৩২॥

অন্বার্থঃ। হে পুত্র অঙ্গিরা! এই শ্রীরাধিকার সক্রোধ অপ্রিয় বচন শ্রবণ করতঃ আত্ম অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত এবং শ্রীরাধার রঞ্জনার্থে তাঁহার উত্তরীয় বসন ধারণ করিলেন॥ ৩২॥

গৃহীত বাসং সংবীক্ষ্য পরমাত্মান মচ্যুতং।

রুষাসাধুন্বতী বাসো গলদশ্রু ততেক্ষণা॥ ৩৩॥

অন্বার্থঃ। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ক্ষয়োদয় রহিত, তাঁহাকে স্বীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিতে দেখিয়া বিগলিত অশ্রুধারাপ্লুত নয়না শ্রীমতি রাধিকা মহাক্রোধে পুরীতাপাঙ্গী হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে স্ববাস ছাড়াইয়া লইলেন॥ ৩৩॥

পুনর্হৃত্বানু বাহুভ্যাং পরিষজ্য হঠাদিব।

চুচুম্বাস্য সরোজাতং হর্ষয়ং স্তামনিন্দিতাং॥ ৩৪॥

অন্বার্থঃ। শ্রীমতি হস্ত ছাড়াইয়া লইলে পর পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতির মানাপনয়নার্থ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার হর্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত স্ববাহু প্রসরণ পূর্ব্বক সহসা আলিঙ্গন করতঃ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী শ্রীরাধিকার বদন সরোজে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন॥ ৩৪॥

পুনরস্তোবলা কৃষ্ণো কম্পন্ত্যা আননংরুষা॥ ৩৫॥

অন্বার্থঃ। তাহাতে শ্রীমতি হর্ষযুক্তা না হইযা পুনর্ব্বাব বিরক্ততাসূচক শ্রীমুখ পদ্ম কম্পন দ্বারা মহারোষে শ্রীকৃষ্ণকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আত্মশোভন স্বভাবের দর্শয়িত্রী হইলেন না॥ ৩৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—জগৎস্রষ্টা লোকপিতামহ ব্রহ্মা জিজ্ঞাসু স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

এবং প্রিযা বচঃশ্রুত্বা পবিভূতশ্চ কান্তযা।

উত্তরা সঙ্গবস্ত্রেণ মার্জ্জয়ন্নাস্য লোচনং।

সান্ত্ব পূর্ব্ব মিমাং বাচ মহেমাং রাজনন্দিনীং॥ ৩৬॥

অন্বার্থঃ। হে বৎস অঙ্গিরা! প্রিয়তমা শ্রীমতি কর্ত্তৃক উক্ত পরুষাক্ষরযুক্ত এই বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া আপনার উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা রোদ-মানা বৃষভানুনন্দিনীর বদন কমল এবং অশ্রুকলা পরিপূর্ণ নয়নযুগল মার্জ্জনাপূর্ব্বক সান্ত-বাক্যে অর্থাৎ বিনয়াক্ষর সহকারে এই কথা বলিলেন॥ ৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।—ত্বদধীনাহিমেপ্রাণা ত্বদধীনঞ্চ মেমনঃ।

ত্বদধীনা মমমস্তি ত্বদধীনং সুখঞ্চমে॥ ৩৭॥

অন্বার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ আত্ম দীনতাসূচক বাক্যে শ্রীমতিকে কহিতেছেন। হে প্রিয়তমে! ক্ষমাপরাধ তোমার কর্ত্তব্য, আমি নিতান্ত তোমার অধীন যেহেতু আমার সমস্ত প্রাণ তোমার অধীন এবং মন ও সমস্ত সুখ তোমার অধীন, অতএব দাসপ্রায় আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

যদিমাং ত্যক্ষ্যসে ভীরু প্রিয়াৎ প্রিয়তরং প্রিয়ং।
আয়াতুং পার্শ্বগং দীনং নিত্যং প্রিয়েহিতে রতং ॥
ত্যংক্ষসূন্ কৃপণান্ কান্তে তদীনান্নসংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে ভীরু! হে প্রিয়তমে! তোমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর, ও নিত্য তোমার প্রিয়ান্বেষী, আগত সমীপস্থ দাস আমি অতি দীন যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, হে কান্তে! হে কমনীয়রূপে তবে তোমার অধীন আমার এই দুঃখিত প্রাণকে আমি নিশ্চয় পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে শ্রীকৃষ্ণোক্ত দীনতাসূচক বচন প্রবন্ধ বিস্তারিত করিয়া কহিতেছেন।

ইতিপ্রিয়বচঃশ্রুত্বা হ্যধোদৃষ্টিঃ প্রবাহিতা।
নয়তৈন মিতিরুষা, বহির্মুক্ত রুবাচ তাঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে বৎসে। শ্রীমতি রাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বিনয় গর্ভ বচন শ্রবণ করতঃ অধোমুখী ভূমি দর্শন পূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধান্বিতা, হইয়া সমীপস্থা সখীগণ প্রতি বারম্বার বলিতে লাগিলেন। হে সখীগণেরা। তোমরা আর কি দেখিতেছ, এই রতিলম্পটকে আমার কুঞ্জ হইতে বাহিরে লইয়া যাও ॥ ৩৯ ॥

নৃশংসমধমাচারং মূঢ়ং পণ্ডিতমানিনং।
প্রেমানভিজ্ঞং দুর্নীতং নচের্জ্জহ্যাং কলেবরং ॥ ৪০ ॥

অন্বার্থঃ। হে সখি! এই নির্ঘৃণ অধর্ম্মশীল দুর্নীত, প্রেম অনভিজ্ঞ, মহামূর্খ অথচ পণ্ডিতমানী, অর্থাৎ আপনাকে প্রেমের পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু প্রেমের স্বভাব কিছু জানে না, অতএব আমি উহাকে সম্মুখে দেখিতে ইচ্ছা করি না, সুতরাং কুঞ্জ হইতে দূর করিয়া দাও নচেৎ তোমাদিগের সাক্ষাতে আমি এখনি কলেবর ত্যাগ করিব ॥ ৪০ ॥

ভগবানুবাচ।—শ্রীরাধিকাকে দুর্জ্জয় মানিনী অবলোকনকরতঃ স্বীয়াপরাধ ক্ষমাপনার্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনাসূচক বাক্যে বিনয়ত হইয়া এই কথা বলিলেন।

ক্ষমাগঃ ক্ষম রম্ভোরু দুর্ব্বিনীতস্য সন্ততং।
সাধবোহি ক্ষমাশীলাঃ ক্ষমাশীলে ক্ষমপ্রিয়ে ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। হে রম্ভোরু! আমি অতিশয় দুর্ব্বিনীত কিন্তু একান্ত তোমার অধীন, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে প্রিয়ে! ক্ষমাশীল সাধুগণেরা সর্ব্বদাই অপরাধির অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। হে ক্ষমাশীলে! হে সাধুস্বভাবে! অত আমার অপরাধ তোমার ক্ষমাকরণীয় হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।—ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে বিবৃতরূপে কৃষ্ণকৃত মানোপশমন প্রকার বর্ণন করিয়া কহিতেছেন।

ইত্যুদীর্য্যাংঘ্রিযুগল মগ্রহীত্বরসা হরিঃ।
করাভ্যমজ্ঞ তাম্রাভ্যাং মার্জ্জয়ন্নুরু বিক্রমঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! অঙ্গিরা! আপনার অপরাধ মার্জ্জনজন্ত উরুবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় দৈন্যস্বীকারে রক্তপদ্মাকৃতি স্বকরকমল দ্বারা সত্বর প্রফুল্ল রক্তোৎপল সদৃশ শ্রীমতিরাধিকার পাদপদ্মদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক সাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

অবধূয় পুনঃ শেতে মধোক্ষজ মগাদগৃহং।
তীব্ররোষ পরীতাঙ্গী গোপরাজাত্মজা তদা ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। তাহাতে শান্তমানা হওয়া দূরে থাকুক তীব্ররোষে পরীতাপাঙ্গী হইয়া গোপরাজকুমারী তখন শ্রীকৃষ্ণকে নিঃক্ষেপ করতঃ কুঞ্জগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিলেন ॥ ৪৩ ॥

পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বধুত প্রিয়য়া সকৃৎ।
যৎ পাদরজসাং ব্রহ্মা সঞ্চয়া দ্বিশ্বস্থগভূৎ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মরজঃ সঞ্চয় করিয়া জগৎ পিতা পিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন, অস্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার শ্রীমতিরাধা কর্ত্তৃক তাড়িত ও চরণদ্বারা নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

প্রসন্নারুণ পাথোজশ্বিষ মংঘ্রি দ্বয়ং স্মরন্।
আস্তে ভবো মহাযোগী সোঽবধুতোঽপতদ্ভুবি ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। প্রফুল্ললোহিত কমলসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল নিরত স্মরণ ফলে দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর যোগী হইয়াছেন। সেই অনাদি নিধান সর্ব্ব সম্ভজনীয় গোবিন্দ প্রিয়তমা শ্রীমতিরাধা কর্ত্তৃক অবধুত হইয়া ভূমিতলে অবশ হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৫ ॥

ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গোনিঃশ্বসন্ বিলপন্মুহুঃ।
বিন্দা বেশ্মাগমৎ কান্তাং প্রসাদয়িতু মঞ্জসা ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস! সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া বিচ্ছেদ কাতর, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করতঃ কুঞ্জধূলিতে ধূসরিত কলেবরে, শ্রীরাধিকার মানাপনয়নের উপায় চিন্তা করিবার নিমিত্ত (ধীরে ধীরে স্বথবেশ ভূষান্বিতা হইয়া) সহসা বিন্দাদূতীর গৃহে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

আরাদায়ান্ত মালোক্য ভগবন্ত মধোক্ষজং ।

দূতী কৃষ্ণস্য কল্যাণী ম্লান পাথোরুহাননং ॥ ৪৭ ॥

অন্বার্থঃ। কল্যাণী বিন্দাদূতী আপনার ভবন হইতে দেখিলেন, যে ম্লানপদ্মের ন্যায় শুষ্কবদনারবিন্দ ভগবান গোবিন্দ দীনমনে আগমন করিতেছেন, তাঁহার সে শোভনলাবণ্য মলিন হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

ধূলিচ্ছন্নং কৃশংদীনং বাষ্পপূর্ণেক্ষণং বিভুং ।

অমন্যত কৃতার্থত্ব মাত্মনঃ সর্ব্বতো মুনেঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে মুনে! অতিশয় কৃশ ও দীনতাপ্রাপ্ত, ধূলিতে আচ্ছন্ন কলেবর, অশ্রু-জলে পরিপূর্ণ নয়নদ্বয় এবম্ভূতবেশে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে বিন্দাকৃতার্থা মান্যা করিলেন ॥ ৪৮ ॥

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্যতং ভক্ত্যা প্রত্যুত্থায়া চিরেণ সা ॥ ৪৯ ॥

অন্বার্থঃ। সত্বর গাত্রোত্থান করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে দূতী প্রণাম পূর্ব্বক সুসমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। অর্থাৎ আমি অতি দীনহীনা আমাকে কৃতার্থা করিবার নিমিত্ত দীন-নাথ কৃপা করিয়া মম সন্নিধানে সমাগত হইলেন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

বিন্দোবাচ।—অনন্তর দীনরূপে স্বনিকেতনে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিন্দাসখী সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কৃষ্ণকৃষ্ণ মহাবাহো জানেত্বাং পরমেশ্বরং ।

ত্বংহিদেবমনুষ্যাণা মন্তরাত্মা সনাতনং ॥ ৫০ ॥

অন্বার্থঃ। মহাহর্ষে দূতী কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি পুনঃ পুনঃ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন। হে মহাবাহো! তুমি দেবতা ও মনুষ্যাদি সকলের অন্তরাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর, তোমাকে আমি জানি, কেবল অধীনীকে পবিত্র করিবার কারণ তোমার আগমন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫০ ॥

পূজ্য পূজয়িতা পূজা পূজা সম্ভার এব চ ।

ধ্যাতা ধ্যানং ধ্যেয় পদং ধ্যেয় ধ্যেয়তরোপিচ ॥ ৫১ ॥

অন্বার্থঃ। হে অনাথনাথ গোবিন্দ! তুমি জগদ্রূপে ব্যাপ্তময়, যেহেতু কর্ত্তা, কর্ম্ম ক্রিয়ারূপে বিখ্যাত, তোমাভিন্ন জগতে কিছুমাত্র নাই। পূজা এবং পূজোপকরণ তুমিই হও। তুমি ধ্যানস্বরূপ, ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয়দেব তোমার চরণই সকলের ধ্যেয় যে হেতু তুমি ধ্যেয় হইতে ধ্যেয়তর হও ॥ ৫১ ॥

স্তব্যঃ স্তব স্তাবয়িতা স্তব্য স্তব্য তরোহরে ।

হব্যং হোতো হবয়িতা হব্য দাতা হবি র্হরিঃ ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুরারে! তুমি স্তবনীয়দেব, ও স্তবস্বরূপ, স্তবকর্ত্তাও তুমি, যেহেতু স্তবনীয় হইতে স্তবনীয়তর তুমি। এবং দ্রব্যস্বতাদিস্বরূপ তুমি হোম ও হোমকর্ত্তা এক তুমিই হও, অতএব তুমিই সর্ব্বরূপে যজ্ঞময় ॥ ৫২ ॥

ত্বদংঘ্রি কমলে নাথ ভক্তিমেব সদাস্তুণে।

দেব ত্বদ্দাস দাসস্য দাসীত্ব মকলুং প্রভো ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! যদি তোমার অবশ্য বর দেয় হয়। তবে আমাকে এই বর-দ্বয় প্রদান করুন। যেন সদাসর্ব্বদা তোমার ঐ চরণ কমলদ্বয়ে সুদৃঢ়া ভক্তির অবস্থান থাকে। হে দেব! দ্বিতীয়তঃ তোমার দাসদাসের দাসীরূপে চিরকাল অবস্থান করি, কোনমতে তোমার সেবা করিতে বিমুখ না হই ॥ ৫৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—বিন্দাদূতীকৃত স্তুতিবাক্য শ্রবণকরতঃ প্রসন্ন হইয়া অনাদি নিধন গোবিন্দ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

ইত্থং স্তুত স্তয়া বিন্দুবত্যা পাথোজ নাভকঃ।

প্রহস্যাহ বরং ভদ্রে বরয়স্ব মভীপ্সিতং ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ। বিন্দাদূতীর এইরূপ স্তুতিবাক্য শ্রবণকরতঃ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যা-নন হইয়া দূতীকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। হে বিন্দে! তবোক্ত প্রার্থনা সফলা হইবে একণে আরো কিছু মনোভিমত বর যাচ্ঞা কর। (তোমাকে আমার অদেয় কিছুমাত্র নাই) ইতি ॥ ৫৪ ॥

বিন্দোবাচ।—অদ্য ত্বৎপাদ পাথোজ রজসা পবিত্রং গৃহং।

কুলং ধনং শরীরঞ্চ বাক্ কায়মানসানানিমে ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণে প্রসন্নচিত্তা হইয়া দূতী কৃষ্ণাগ্রে নিবেদন করিতেছেন। হে নলিনায়তনেত্র প্রিয়তম গোবিন্দ! এ হইতে আর গুরুতরবর কি আছে? অদ্য তোমার ঐ শ্রীচরণ রজোদ্বারা আমার গৃহকে পবিত্র করিলে, এবং আমার কুল ধন শরীর অপর বাক্কায় মানসাদি সর্ব্ব অন্তরিন্দ্রিয় বাহিরিন্দ্রিও পবিত্র হইল ॥ ৫৫ ॥

ত্বয়ি প্রসন্নে ত্রৈলোক্যবরদে কিং বরেণ মে।

যদি দেয়ো বরোবশ্য মস্ত্বে্যার্ভক্তিং সদাস্তুণে ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ! তুমি ত্রিলোক বরদবিভু, তোমার প্রসন্নতা লাভই অদ্ভুতবর, তুমি প্রসন্ন হইলে আর অন্যবরে কি প্রয়োজন? তথাপি যদি আমাকে বর প্রদানে সম্মত হও। তবে পূর্ব্বোক্তক্রমে তোমার ঐ শ্রীচরণ সরসিরুহরাজযুগলে আমার অনপায়িনী সুদৃঢ়া ভক্তি থাকুক এই বর প্রার্থনা করি ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—বিন্দাদূতী প্রণয়োক্তি ভক্তিযুক্তবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকেযেরূপ বাক্য কহিলেন তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন।

তথেত্যুক্ত্বা ততোবিন্দাং পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৭ ॥

অন্বার্থঃ। বিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে বিন্দে! তুমি যে প্রার্থনা করিলে তোমার সেই প্রার্থনা অবিলম্বে সফলা হইবে, ইহা কহিয়া অনন্তর আত্মমনোগতভাব প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার দূতীকে কহিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—মদীয়বচনাদ্বিন্দে গচ্ছরাধান্তিকং শুভে।

প্রসাদয়িত্বা বচসা মনসা কর্ম্মণা পিবা ॥ ৫৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে বিন্দে! হে শোভন চরিত্রে! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে সত্বর শ্রীমতি রাধিকার নিকটে গমন কর এবং তথায় উপস্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে কর্ম্মদ্বারা শ্রীরাধিকা আমার প্রতি যাহাতে প্রসন্ন হন তাহা করিবে? ॥ ৫৮ ॥

মযান্নু ক্রোশতো দূতি প্রযোজ্য তরসা শুভে।

নোচেত্তদন্তিকে প্রাণান্ হাস্যে প্রিয়তরা নপি ॥ ৫৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে দূতি! আমাকর্ত্তৃক এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যদি সত্বর আমাতে শ্রীরাধার প্রসন্নতা সাধন করিতে না পার অথবা ঔদাস্য প্রদর্শনে সম্পন্ন না কর, তবে আমি নিশ্চয় কহিলাম, প্রিয় হইতে প্রিয় আমার এই প্রাণ তোমার সম্মুখে অত্র পরিত্যাগ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব কবিব না ॥ ৫৯ ॥

সন্দেশং ভর্ত্তুরাদায় শিরসা রাধিকান্তিকং।

প্রসাদনায় বস্তোর্ব্বা ইয়ায় তরসামুনে ॥ ৬০ ॥

অন্বার্থঃ। বিন্দাদূতী ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ মস্তকোপরি ধারণ করতঃ রম্ভোরুশ্রীরাধিকার প্রসন্নতা সাধনার্থে অতি সত্বর গমনে শ্রীরাধার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬০ ॥

বাচালিবৃন্দমধ্যস্থা মীক্ষ্যাহ রাজনন্দিনীং।

অন্তারুক্ষাবহিলোলা মৃতয়া শান্তিযুক্তয়া ॥ ৬১ ॥

অন্বার্থঃ। সখীগণ মধ্যস্থিতা বৃষভানু রাজনন্দিনীকে দেখিয়া বিন্দা অন্তঃস্থিত অতি রুক্ষ কিন্তু বাহিরে শুনিতে সুললিত ও অমৃতকল্প এবং শান্তিযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

বিন্দোবাচ।—রাজাত্মজে জিহাসুস্ত্বং মঙ্গলস্থং মণিং শুভং।

মানাৎ সৌন্দর্য্য লাবণ্য যৌবনানাং প্রিয়ং মতং ॥ ৬২ ॥

অন্বার্থঃ। হে সুন্দরি! হে রাধিকে! তুমি কি মানোন্মাদিনী হইয়া হিতাহিত জ্ঞানে অবলা হইয়াছ? দেখ তোমার সৌন্দর্য্য, লাবণ্য এবং যৌবনের আকাঙ্ক্ষিতপ্রিয় অত্যন্ত বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছ? হা? মান কি তোমার কৃষ্ণ হইতে এত গরীয় বস্তু হইল? যেহেতু মঙ্গলস্থিত অমূল্য শুভপ্রদ মণিস্বরূপকে তুমি ত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছ? ইহা কি বিবেচনা হয় না যে এই মানই তোমার সুখের ঔষধি স্বরূপ হইবে ॥ ৬২ ॥

বিষপিণ্ড মিমাগীর্য্য হৃদেমীনো মৃতোযথা ।
তদা দয়িত মুৎসৃজ্য প্রাণেভ্যোপ্যালি গর্ব্বিণি ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ভ্রান্তচিত্তে ! যেমন বিষমিশ্রিত ভোগ্যবস্তু গ্রাস করতঃ হ্রদস্থিত মৎস্য সকল মৃত হয়। হে গর্ব্বিণি ! হে প্রাণসমা সখি ! সেইরূপ প্রাণ হইতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর ঔষধ বিষপিণ্ড সমান মানকে কি কণ্ঠসংলগ্নহার ন্যায় গ্রহণ করিলে ? তোমাকে ধিক্ ॥ ৬৩ ॥

অনুতাপ মিতাক্ষুদ্রে চিরংবোদিষ্যসেশুভে ।
দম্ভোস্তবঃ কার্ত্তবীর্য্যো বন্ধুভৃত্য বলান্বিতঃ ।
বৈবস্বতক্ষয়ং যাতো রেণুকাঙ্গ সমুদ্ভবাৎ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ক্ষুদ্রে ! ক্ষুদ্রস্বভাবে ইহা জানিতে পারিতেছ না, ইহার পর এই মানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণহারা হইয়া চিরদিন পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে হইবে ? (তখন এই দুঃখিনীর ক্ষুদ্র কথাকে অবশ্য স্মরণ করিবে) হে মানগর্ব্বিণি ! অভিমানের তুল্য শত্রু ইহ জগতে আর নাই। দেখ মহারাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এই অভিমান পরবশে সভৃত্য বন্ধু বান্ধব সৈন্যসামন্তের সহিত মৃত্যুপথে গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ জমদগ্নিসুত রেণুকাগর্ব্বজাত পরশুরাম হস্তে তাঁহার বিনাশ হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥

রাবণোপি মৃতোমানাৎ সভৃত্যবলবাহনঃ ।
কৌশল্যা রণিজাদ্রামাৎ কৃষাণো গোপনন্দিনী ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে গোপনন্দিনি হে রাধে ! এত দম্ভ করা ভাল নয়, দেখ ত্রিলোকবিজয়ী লঙ্কাধিপতি রাজা রাবণ এক অভিমানবশে কৌশল্যানন্দন রামাগ্নি হইতে সৈন্যসামন্ত সদাস যানবাহনাদিব সহিত ভস্মরাশি হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

তথাত্বমপি সংমানাচ্চিরং সন্তাপ মেষ্যসি ।
নালি বদানি সর্ব্বাসু পদ্মিনীষু বধুস্মরন্ ॥
প্রচুর সর্ব্ব সঙ্কেন যাতি নিতাং কুতোন্যথা ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সেইরূপ তুমিও এই মানের নিমিত্ত কৃষ্ণ পরিত্যাগ করিয়া চিরদিন সন্তাপিতা হইবে ? হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ তোমা ছাড়া নহেন, প্রফুল্ল পদ্মিনীর মধুরসাস্বাদক ভ্রমর কি কখন শালুক পুষ্পের রসাস্বাদন করিতে সম্মত হয় ? হায় ইহাও কি কখন সম্ভাব্য পর ? ॥ ৬৬ ॥

রুদন্নাস্তে হরিঃ কান্তঃ পদাভূমি মুপালিখন্ ।
ভূরেণুজাল সংচ্ছন্নঃ কলেবর বরোনতঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কমনীয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণ ধূলি ধূসরিতঃ অবনত কলেবর তাঁহার চক্ষুতে অবিরত জলধারা পতিত হইতেছে, মৌনাবস্থায় অধোমুখে বসিয়া চরণনখে ভূমি খনন

করিতেছেন, (প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এ অবস্থা দেখিয়াও যে আমরা দুঃখে বাঁচিলা) ইতিভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

বয়ং সখ্যো নিরাহারা রোদনোৎফুল্ললোচনাঃ।
খিন্নাশ্চ জাগরবশাৎ ত্যজমানং শুচিস্মিতে ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাধে! আমরা তোমার সখী, সকলেই নিরাহারে খিন্না হইয়াছি, রোদন পরায়ণা এবং রাত্রি জাগরণ জন্য সকলেরই নয়ন কষায়িত হইয়াছে, হে পবিত্র-হাসিনী! আর কেন সখিগণকে দুঃখ দাও আপনিই বা আর তুচ্ছ মান জন্য কেন দুঃখিতা হও অতএব দাসীর কথায় এক্ষণে সর্ব্বনাশক মানের সংহার কর ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

রাধোবাচ।—বিন্দাদূতীর বদরীকোমলসম বচন শ্রবণে আরো অতিশয় ক্রুদ্ধ মনস্বিনী হইয়া শ্রীমতি বৃষভানুজা তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন-যথা।

কৃষ্ণেত্যমঙ্গলং নাম ক্রতে মৎসন্নিধৌ সখি।
সোপিদ্বেষ্যস্তু:মায়াম্মে প্রাণেভ্যোপি প্রিয়োযদি ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে সখি! বাক্‌ চতুরা বিন্দে! তুমি এখনও অমঙ্গলময়, অতি কর্কশ এই কৃষ্ণ নাম আমার সম্মুখে কহিতেছ। আর কহিও না কহিও না? যদি প্রাণ হইতে প্রিয়তম কোন ব্যক্তি ঐ দুর্ব্বৃত্তের নাম অদ্য আমার নিকটে কহে নিঃসংশয় তাহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিব ॥ ৬৯ ॥

যদীচ্ছেমৎ প্রিয়ং দূতি ত্যজকৃষ্ণাশ্রয়ং বচঃ।
কর্ণশূলোপমং নাম কৃষ্ণেতি যোবদেম্মম ॥
হাস্তে তৎপুরঃ প্রাণান্‌ গচ্ছেদানীং মদান্তিকাৎ ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। হে সখি! হে বিন্দে! যদি আমার প্রীতি জন্মাইতে তোমার ইচ্ছা হয় তবে ঐ কৃষ্ণাশ্রিত সকল বাক্য ত্যাগ কর, যেহেতু ও নাম আমার শ্রবণেচ্ছা নাই। তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাতে কৃষ্ণনাম করে, তবে নিশ্চয় জানিবে আমি তখনি তাহার সম্মুখে এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, অতএব এখন তুমি আমার নিকট হইতে গমন কর ॥ ৭০ ॥

বিন্দোবাচ।—মানগর্ব্বিণী শ্রীমতি রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবানুদর্শন করতঃ সুচতুরাবিন্দা দূতী কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক বাক্যেরাধিকাকে কহিতে লাগিলেন। যথা।

[illegible] দান [illegible] গুণোৎকরৈঃ।
যস্মিন্[illegible] নিত্যং তং ত্বং হত্বা সুখং স্পৃহ ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভ্রমবি রাধে! তুমি মানমোহে সকলি বিস্মৃতা হইলে? দেখ, দয়া, লাবণ্য, ক্ষমা, দান, অপিশুনতাদিসমূহ উৎকৃষ্ট গুণ সকল যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অধিবাস

করে, কি আক্ষেপের বিষয়? অস্য সেই শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি সুখ প্রার্থনা করিতেছ, অর্থাৎ কৃষ্ণ বিনা কি জগতে আর কেহ সুখ প্রদাতা আছে? ইতিভাবঃ ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—সোশ তী মেব মাশ্রব্য প্রিয়ামালীং হিতায়তী।

রুষারুণেক্ষণাগর্হ্য গাতুরুক্রমসন্নিধিং ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা! প্রিয়সখী শ্রীমতি রাধিকা এইরূপ মানগর্ব্বিণী হইয়া অবস্থান করুন অনন্তর পরম হিতৈষিণী বিন্দাদূতী আপন বাক্য ব্যর্থ হওয়াতে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক ভৎ সনা বাক্য শ্রবণ করাইয়া মহাক্রোধে রক্তনয়না হইয়া মানিনীতে তিরস্কার করতঃ অতি সত্বর তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিলেন ॥৭২

স্ফুরদোষ্ঠা ধরাম্নীক্ষা সবেগেনা গতাং হরিঃ।

মেনে কৃতার্থতা মস্থা ভুবিপেতে স্বসন্‌শুচা ॥ ৭৩ ॥

অস্যার্থঃ। বিন্দাদূতী রোষে বিস্ফুরিতাধরা হইয়া বায়ুতুল্য অতিবেগে আগমন করিলেন, স্বস্থান হইতে তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন বুঝি বিন্দা কৃতকার্য্যা হইয়া আসিতেছেন কিন্তু শোক বিহ্বলিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ রাধা বিচ্ছেদাগ্নিতে দহ্যমান ও ভূমিতলে নিপতিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ মহাশোকে বিলাপ করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

হাবাধে মৃগশাবাক্ষী মদমত্তেভগামিনি।

ক্ষিপ্ত্বামাং বৃজিনাব্ধৌত্বং ক্বগতাসি সুমধ্যমে ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় খেদ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ হা রাধে। হা রাধে। এইমাত্র মুখে বারম্বার বলিয়া বিলাপ করিতেছেন। হা হরিণ শিশু লোচনে। হা? মদমত্ত মাতঙ্গ গামিনি রাধে! হে সুমধ্যমে! আমাকে দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করতঃ তুমি কোথায় গমন করিলে ॥ ৭৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এবং রুদন্নদন্নার্ত্তবন্নিমীলাব্জলোচনে।

মুমোহমোহকো দেবো ভবাদীনাং স্বমায়য়া ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে বৎস। শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত প্রায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন। স্বীয়মায়াতে শিব প্রভৃতি সকল দেবতাকে এবং সচরাচর জগৎকে যিনি মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সর্ব্বমোহক গোবিন্দ আজি প্রিয়াবিচ্ছেদে সংমূর্চ্ছিত হইলেন, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? ইতিভাবঃ ॥ ৭৫ ॥

বিসংজ্ঞং পতিতং ভূমৌ বিলপন্তং মুহুর্মুহুঃ।

বীক্ষ্যাদ্রুত ত্বরা গৃহ্য বাহ্বো পরদনিন্দিতা ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতেছেন। আর পুনঃ পুনঃ চৈতন্য রহিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতেছেন। এরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া অনিন্দিতরূপা বিন্দা অতিদ্রুতপদে তন্নিকটে গমন করতঃ বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন ॥ ৭৬ ॥

অঙ্কেবক্রপমাসীতি সুগন্ধাভি রসেচয়েৎ।

শনৈর প্য সান্ত্বপূর্ব্ব বচোক্তি শ্চেতনাং বিভুঃ ॥ ৭৭ ॥

দৃঢ়ধৈর্য্যো মৃতইবা ব্যাপ্যা মুদগতা ভবৎ ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর খীরাঞ্চল ভিজাইয়া সুশীতল দলাঙ্কযুক্ত সলিলানয়নপূর্ব্বক অভিষেচন করিতে লাগিলেন। এবং গাত্রের ধূলি মার্জ্জনা করিয়াদিলেন, ক্ষণকালের পর সচৈতন্য হওয়াতে মৃতজীবন প্রাপ্তির ন্যায় ধৈর্য্যের দৃঢ়তা অবলোকন করতঃ আশ্বাসযুক্ত বিবিধ বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ দূতীর মুখে রাধার কথা শ্রবণ করিয়া মৃতজীবিতের ন্যায় হইলেন। কিন্তু রাধিকার মানোপশমন না হওয়াতে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এক্ষণে রাধামানাবসানের নিমিত্ত কি উপায় করিব?) ইতিভাবঃ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীরাধায়া দুর্জ্জয়মানবর্ণনং নামদ্বাবিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীরাধিকার দুর্জ্জয়মান বর্ণনা নামে দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীরাধার মান প্রসাদন।

ব্রহ্মোবাচ —মিহিরাত্মভূর্ব্বঃ কচ্ছ মেত্যান্ধক রিপুংমুনে।
আরাধয়েস্থ আপ্লুত্য দৃঢ়াসন পরিগ্রহঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আত্মমনে নিশ্চয় অবধারণা করিয়া শ্রীরাধার মান ভঞ্জনার্থ শিবারাধনা করিতে যমুনাকূলে গিয়া তজ্জলে অবগাহন করতঃ সুদৃঢ় আসন কল্পনা করিয়া অন্ধকারি মহাদেব শঙ্করের উপাসনায় যত্নমনা হইলেন ॥ ১ ॥

ভস্মাচ্ছন্নো ভস্মশায়ী ব্যাঘ্রাজিন ধরঃ শুচিঃ।
জপন্মন্তং দিবং কৃষ্ণঃ পঞ্চাশত মনুং বরং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। এবং শিবসন্তোষের নিমিত্ত ভস্ম মাখিয়া ভস্মোপবেশী হইলেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক শিবব্রতে শুচি হইয়া পঞ্চাদশক্ষরান্বিত মহাদেবের মহামন্ত্র অতন্দ্রিত দিবারাত্রি জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

আসিচ্যাপ্তি র্দলৈ রর্চ্চন্ শ্রীফলস্য হরং হরিঃ।
প্রসিসাদয়িষু র্মৌনী ভবাচন্দ্রকলাধরং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আর যমুনার শীতলজলে শিবের অভিষেক করায়ে শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ডিত অপূর্ব শ্রীকমলদলে হরের পূজা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকলা-মৌলি মহেশ্বরের ধ্যানতৎপর মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমানসে ধ্যানাবলম্বী হইলেন ॥ ৩ ॥

সো বেত্ত্যত স্তপো ঘোর মম্বুবাসিঃ ক্ষণাদির। ,

স্বভাসা ভাসয় মাশাঃ কান্ত্যোমা স্বাঙ্গ আলয়ং ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এরূপ নিয়মে যখন শ্রীকৃষ্ণ শিবারাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন, তখন কৈলাস-নাথ পার্ব্বতীপতি আর স্বস্থানে অবস্থান করিতে পারিলে না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর তপস্যায় আকৃষ্টমনা হইয়া বামাঙ্গবর্ত্তিনী হৈমবতী উমার সহিত স্বীয় কান্তিদ্যুতিতে দিক সকলকে উদ্দীপ্ত করিয়া ক্ষণমাত্রে কৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দুস্ফটিক গোক্ষীর ধবলো গোবৃষাসনঃ।

মৃণালায়ত সুস্নিগ্ধ চতুর্ব্বাহুঃ স্মিতাননঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। চন্দ্রতুল্য স্নিগ্ধ,স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, গোদুগ্ধের ন্যায় ধবলবর্ণ বৃষাসনে সমারূঢ়। কমলমৃণালের ন্যায় সুস্নিগ্ধ সুদীর্ঘ চতুর্ব্বাহুঃ, ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখারবিন্দ ॥ ৫ ॥

রুদ্রাক্ষাস্থি স্রজং বিভ্রৎ ফণিকুণ্ডল মণ্ডিতঃ।

নানাভরণ সংচ্ছন্নো নাগযজ্ঞোপবীতকঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। রুদ্রাক্ষমালা এবং নরাস্থিমালা মণ্ডিত কণ্ঠদেশ, ভুজঙ্গ কুণ্ডল শ্রুতিমণ্ডলে দোদুল্যমান, নানা প্রকার মণিময় আভরণে ভূষিত গাত্র, নাগযজ্ঞোপবীতিধারী ॥ ৬ ॥

ব্যাঘ্রাজিনোত্তরা সঙ্গো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ প্রভুঃ।

ভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গো জপন্নারায়ণং মনুং ॥ ৭ ॥

আবিরাসীৎ পুরস্তস্য পুরারিঃ সার্দ্ধধম্বনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম উত্তরীয়বাস, জগৎকর্ত্তা শিব, বিভূতি-ভূষিত সর্ব্বাঙ্গ, অবিরত নারায়ণের মহামন্ত্র জপ করিতেছেন। এইরূপে মহাদেব ত্রিপুরারি ত্রিলোচন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অবপ্লুত্য বৃষাত্তূর্ণং মৃগরাড়িব বৈগিরেঃ।

ববন্দাঙ্ঘ্রি যুগংতস্য পুরস্থস্য চ্যুতস্যসঃ ॥ ৯ ॥

ভক্ত্যা পরময়া প্রীণস্নু বাচানতকন্ধরঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর গিরিশৃঙ্গ হইতে মৃগরাজসিংহ যেমন অবনীতলে অবতরিত হয়, সেইরূপ বৃষাসন হইতে ভূমিতলে অবতরিত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব পুরঃস্থিত শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। এবং পরম ভক্তিভরে আনত মস্তক হইয়া কৃষ্ণের সন্তোষ-সাধনার্থে স্তুতিবাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

শ্রীশিবউবাচ।—অচলো নির্ম্মলং শান্তো নিরীহো নিরবগ্রহঃ।

অভিক্রিয়ো গুণাতীতো গুণী গুণবর গ্রহঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর সর্ব্বদেব পূজ্য পরমদেব শঙ্কর, স্তুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, হে পরমাত্মন্! তুমি অচল, নির্ম্মল, শাশ্বত শান্তবিগ্রহ, নিরীহ নির্ব্বিকার নিরবগ্রহ, তোমাকে জানিতে শক্তি কাহার নাই, তুমি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, গুণাতীত, অথচ সর্ব্বগুণাধার, গুণীরূপে সকলের জ্ঞানগম্য হও ॥ ১১ ॥

সচ্চিদ্বিগ্রহ বান্নাথ পরমাত্মাসি দেহিনাং।

নির্লেপোসি নিরাকারঃ পরাৎপর তরোপি ভো ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তুমি জ্ঞানঘন চৈতন্য স্বরূপ, অথচ বিগ্রহবিশিষ্ট, হে নাথ! তুমি দেহধারী-মাত্রের পরমাত্মারূপ, তুমি জগৎরূপ হইয়াও নির্লিপ্ত নিরাকার, তুমি পরাৎপর পরমবস্তু, হে প্রভো! তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু মাত্র নাই ॥ ১২ ॥

স্রষ্টাবিতাসি জগতাং কবিষ্ণ্বন্তক শত্রবঃ।

ত্বমেবভূত্বা দেবেশ বাসুদেবায় তে নমঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দেবেশ! তুমি ব্রহ্মারূপে জগৎস্রষ্টা, বিষ্ণুরূপে জগৎপালনকর্ত্তা, তুমি শিবরূপে জগতের সংহর্ত্তা হও, তুমি এক কিন্তু সৃজনকালে ব্রহ্মরূপ, পালনকালে বিষ্ণুরূপ, সংহারকালে শঙ্কররূপ হইয়া সৃজন পালন নিধন করিয়া থাক, জগতে তোমার বাস, তোমাতে জগতের বাস, তুমি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

কিঙ্করোহং কিঙ্করোমি অনুজানাতু মাং ভবন্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে পরমাত্মন্! তুমি অনাদিনিধন, আমাকে আপনার কিঙ্কর বলিয়া তুমি জানিলে আমি কৃতার্থ হই, হে নাথ! একণে কি কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করুন্ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—অভিষ্টুতো ভগবত স্তবতোযোমা পতিস্তবৈঃ।

প্রভাতারুণ সদ্যোতি বদনঃ প্রাহ শঙ্করং ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! এইরূপ উমাপতি ভগবানের স্তব করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্তুতি বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া প্রাতঃ-কালের সমুদিত অরুণের ন্যায় দীপ্তমৎ শ্রীমুখ মণ্ডল বিগলিত বচনে সর্ব্বমঙ্গলকর স্মরহরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—ভবোমাপান্ধক রিপো কুর্ব্বন্নুগ্রহভাজনং।

মাং নাথাসুখ পাথোধি নিমগ্নংত্বং সমুদ্ধর ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। নলিননয়ন শ্রীদামোদর হরপ্রতি এই প্রার্থনা বাক্য কহিলেন। হে ভব! হে উমাপতে! হে অন্ধকারে! তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহভাজন কর। হে নাথ! একণে অসুখসাগরে আমি নিমগ্ন হইয়াছি কৃপা করিয়া তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥ ১৬ ॥

শ্রীশিব উবাচ।—মাধাবিরহজমাগ্নি দহ্যমানং ভৃশং হর।

অন্বয়ার্থঃ। হে অনাদিনিধন হতত্রয়! হে হর! শ্রীরাধিকার বিরহজনিত উদ্দীপ্ত অনলতাপে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি, তোমা বিনা এ অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য উপায়ান্তর নাই, এতৎ শ্রবণে প্রেমানন্দ হইয়া মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন।

মমাজ্ঞাপয় দেবেশ কিং কর্ত্তব্য মিতোময়া।

ব্রূহিতে জগদীশস্য নিরীহস্য পরাত্মনঃ॥ ১৭॥

অন্বয়ার্থঃ। হে দেবেশ! পরমাত্মা নিশ্চেষ্ট জগদীশ্বর তুমি, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করেন। যেহেতু, অকর্ম্মের কর্ম্ম, নিরীহের চেষ্টা, জগন্নাথের রক্ষা, বল দেখি ইহা হইতে চমৎকারের বিষয় আর কি আছে? ইত্যভিপ্রায়ঃ॥১৭

শ্রীভগবানুবাচ।—বিধেহি যতিনাং রূপং মমান্ধকরিপো হর।

যদাস্থায়াহ্নি ভিক্ষিষ্যে ভৈক্ষ্যাবচ্চিত্তসন্নতিং॥ ১৮॥

অন্বয়ার্থঃ। এতৎ শিববাক্য শ্রবণে সহর্ষে ভগবান গৌরীনাথকে কহিতেছেন। হে অন্ধকরিপো! সংপ্রতি তুমি আমার যোগীরূপ বিধানকর, যেরূপ আশ্রয় করিয়া ভিক্ষুকন্যায় আমি শ্রীমতিরাধিকার চিত্তপ্রসাদ ভিক্ষা করিব, অর্থাৎ যাহাতে শ্রীমতীর মানের নম্রতা হইবে। ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—আদিষ্টঃ প্রভুনা সপ্তভন্তঃ করণোত্তরঃ।

রৌরবাজিন বাসোভি বিভূতি রুদ্রমালকৈঃ॥

বয়স্যৈরচয়ামাস তপস্বিন মনুক্রমং॥ ১৯॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! জগৎপ্রভু সর্ব্বযোগেশ্বর সপ্তভন্তচিত্ত বজ্রেশ্বর যোগীন্দ্রাধীশ ঈশ শ্রীকৃষ্ণকে রুরু চর্ম্ম বসন পরিধাপন করাইয়া বিভূতি ভূষণ ও রুদ্রাক্ষমালা পরাইয়া প্রকৃত যোগীবেশ সাজাইলে এবং তৎপশ্চাৎ অনুবর্ত্তী সমবয়স্ক গোপশিশুগণকে তাহার শিষ্যরূপে তপস্বির বেশ ধারণ করাইলেন॥ ১৯॥

বিধায় পরমং বেশং স্মর মারোপ্যমানিতং।

বয়স্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং পশ্যাদন্তর্হ্তোভবঃ॥ ২০॥

অন্বয়ার্থঃ। হে ঋষে! এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইয়া এবং তৎসমবয়স্কগণের পরম মনোহর যোগীবেশ বিধান করতঃ দেবাদিদেব স্মরমার শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমাদৃতরূপে অনুমতি লইয়া দেখিতে দেখিতে সকলের সম্মুখ হইতে ক্ষণমাত্রে অদর্শন হইলেন॥ ২০॥

ততো বৃতোর্ভকৈ র্যোগিরূপৈ র্যোগীবরহরিঃ।

অন্তেবাসি গণবৃতো দুর্ব্বাসা ইব চাপরঃ॥ ২১॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর সর্ব্বযোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যোগীবেশে সমাচ্ছন্ন গোপশিশুগণে আবৃত হইয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত মহর্ষি দুর্ব্বাসার ন্যায় পরিশোভিত হইলেন, ও দুর্ব্বাসার সহিত তাঁহার অভেদরূপ সম্পন্ন প্রকাশিত হইল॥ ২১॥

জ্বলন্ ব্রহ্মময়েনোরু তেজসা নলসন্নিভঃ।

প্রায়াস্মাল্যস্য গোপস্য বেশ্মতৈঃ পূজিতো হরিঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ। যোগিরূপধারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় ব্রহ্মময় উরু তেজদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত হইলেন। সেই তপস্বিবেশধারী গোপবালকগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া শ্রীমতীর শ্বশুর আয়ানের পিতা গোপরাজ মাল্যকের গৃহে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

ভৈক্ষচদ্ম কৃত্বায়াতি ভৈক্ষ্যং দেহীতি সোবদৎ।

তদ্ভিক্ষু নিঃস্বনং শ্রুত্বা রাধালী র্জটিলা ব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কপট ভিক্ষুবেশে আপনাকে আচ্ছাদিত করতঃ আয়ানের দ্বারদেশে আগত হইয়া ভিক্ষা দাও এইকথা বলিলেন। আয়ানমাতা জটিলা ভিক্ষাপ্রদান কর, এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা প্রার্থনাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকার সখীগণকে কহিলেন ॥ ২৩ ॥

প্রতীহারান্তিকে ব্যক্তং ভিক্ষোর্য্যাবং রবং।

আত্তভিক্ষা যাতদাতুং ভিক্ষবেত্বরান্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাধালিগণ! দ্বারদেশে সমাগত ভিক্ষুকের মুখনির্গত ভিক্ষা দাও এই শব্দ শ্রবণ হইতেছে, অতএব তোমরা ভৈক্ষ্যবস্তু গ্রহণ করতঃ সত্বরা হইয়া ভিক্ষুককে ভিক্ষাদিতে যাও ॥ ২৪ ॥

স্বামিন্যভাষিতাং ভাষা মাকর্ণ্যালিগণ স্বরা।

নিসৃত্য ভৈক্ষ্যমাদায় প্রতীহারস্থ শিক্ষবে ॥

দাতুকামা স্তদাভৈক্ষ্য মব্রুবমচ্যুতং স্মৃতাঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। গৃহ স্বামিনী কর্ত্রী জটিলার মুখনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধিকার সখীগণেরা সত্বর ভৈক্ষ্যবস্তু লইয়া দ্বারস্থিত ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে গমন করিলেন, এবং অপূর্ব্ব যোগিবেশধারী ভগবানকে দর্শন করিয়া সহর্ষচিত্তে তাঁহারা কহিলেন ॥ ২৫ ॥

ভিক্ষামাধেহি ভগবনস্বত্তো ভিক্ষসে তু যৎ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে যোগীবর! প্রণাম করি, আমাদিগের দ্বারা আহৃত ভৈক্ষ্যবস্তু আপনি গ্রহণ করুন, (এতদ্ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করেন তাহাও বলুন্) ॥ ২৬ ॥

ভিক্ষুরুবাচ।—নাবিদ্যমান পতিতো ন চাপেগ জলস্য চ।

না ভক্তস্য দাম্ভিকস্য নিন্দকস্য তথা নঘাঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। রাধালিগণের এই বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্টমনা হইয়া কপটযোগী এই কথা বলিলেন। হে নিষ্পাপা আলীগণ! আমার ভিক্ষাগ্রহণের নিয়ম অগ্রে শুনিয়া পশ্চাৎ ভিক্ষা দাও! অবিদ্যমান পতিকার জলাদিবস্তু পান করি না, ও ভগবদ্ভক্তি রহিত দাম্ভিক ব্যক্তির ও কোন দ্রব্য গ্রহণীয় নহে ॥ ২৭ ॥

অনর্চ্চিতো হরির্যৈর্নৈব বিধবাতো নচস্পৃহে ।

ব্রতমেতন্মম পুরাদাদ্‌গুরুশ্চন্দ্রমৌলিকঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বার্থঃ । আর যে ব্যক্তি হরির অর্চ্চনা না করে, এবং পতি পুত্রহীনা বিধবার হস্তদ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। পূর্ব্বে আমার গুরু ভগবান চন্দ্রচূড় এই নিয়ম ব্রত রক্ষণার্থ আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তদবধি আমার এই ব্রতধারণ করা হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

যুয়ং পতি বিহীনাশ্চ সৈরিন্ধ্র্যো লোক বিশ্রুতাঃ ।

যুষ্মত্তো নস্পৃহে ভিক্ষাং নিবেদয়ত কর্ত্তৃণে ॥ ২৯ ॥

অন্বার্থঃ । অতএব তোমরা পরগৃহস্থিতা লোক বিখ্যাত সৈরিন্ধ্রী এবং সকলে পতি বিহীনা হও, সুতরাং তোমার দিগের হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, অভ্যন্তরে গিয়া তোমাদের কর্ত্রীকে মদুক্তা এই কথা তোমরা নিবেদন কর ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।—তেনোচ্যমানং বচন মেবমাশ্রুত্য তাস্তদা ।

ত্বরায়ান্তঃপুরায়াতা আল্য পত্ত্যৈ ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩০ ॥

অন্বার্থঃ । ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস ! ভিক্ষাগ্রহণে অসম্মত যোগীবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন রাধিকার সখীগণেরা দ্রুতগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত জটিলাকে কহিলেন ॥ ৩০ ॥

যথাবৃত্তং তদাসর্ব্ব মাদিতো ব্রহ্মবিত্তম ।

তন্নিশম্য বচঃক্রুরং জটিলা মৌনমাস্থিতা ॥

ক্ষণং দধ্যৌ বিমনসা সোবাচ বৃষনন্দিনীং ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ । কপট যোগীর সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আদ্যন্ত সেই সমস্ত বিস্তাররূপে সখীগণেরা কহিলে পর জটিলা সেই সকল ক্রুরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষণকাল মনে চিন্তা করতঃ স্ববধূ বৃষভানুনন্দিনী রাধিকাকে বলিলেন ॥ ৩১ ॥

জটিলোবাচ ।—যাতিভিক্ষুর্ব্বরারোহে নিরাশো যস্যবেশ্মনঃ ।

শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি ॥ ৩২ ॥

অন্বার্থঃ । হে রাধে ! যদিস্যাৎ ভিক্ষুক কাহার গৃহ হইতে নিরাশা হইয়া গমন করে। হে বরারোহে ! তবে তাহার শত জন্মের সঞ্চিত পুণ্য সমুদয় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

ভিক্ষুর্যস্য গৃহাদযাতি ভগ্নাশোরাজনন্দিনী ।

গুরবঃ পিতরঃ সিদ্ধা দেবা অতিথয়োঽমলাঃ ॥

নস্পৃশন্তি জলং পুষ্পমন্নং তস্য কদাচন ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ । হে রাজনন্দিনী ! ভগ্নাশ হইয়া ভিক্ষুক যাহার ভবন হইতে গমন করে, তাহার গুরুগণ ও পিতৃগণ ও সিদ্ধগণ, দেবগণ ও অতিথিগণ ও নির্ম্মলচিত্ত যতীগণ কদাচ পুষ্প জল অন্নাদি স্পর্শ করেন না ॥ ৩৩ ॥

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
সদত্বা দুষ্কৃতং সর্ব্বং পুণ্য মাদায় গচ্ছতি ॥
তস্মাৎ ত্ব মচিরায়াত্বা ভিক্ষুকে ভিক্ষকং দদ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। যাহার গৃহ হইতে অতিথি ভগ্নাশ হইয়া প্রতিনিবর্ত্ত হয়, তৎক্ষণাৎ আত্ম-কৃত সমুদয় পাপ ঐ গৃহস্থকে প্রদান করতঃ তাহার সমস্ত পুণ্য লইয়া গমন করে? অতএব হে রাধে! তুমি অবিলম্বে যত্নপূর্ব্বক ভিক্ষুকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৩৪ ॥

রাধোবাচ।—নচাশক্নোমি সর্ব্বেন সত্বেন যাতু মঞ্জসা।
পদানি ত্রীণি চত্বারি খিন্না ময়গণৈ রহং ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। এরূপ শ্বশ্রূবাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীমতি রাধিকা জটিলাকে কহিলেন। হে মাতঃ! আপনি বারম্বার আমাকে ভিক্ষা দিবার জন্য যাইতে কহিতেছেন, কিন্তু আমি রোগ সমূহে অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছি, সম্যক্‌বলপূর্ব্বক যত্ন করিলেও সুখে তিন বা চারি পদ গমন করিতে শক্তা নহি ॥ ৩৫ ॥

জটিলোবাচ।—পশ্যে দোষং ধিয়া মন্যে নিরাশো যাতি ভিক্ষুকে।
রুষ্টোদহেৎ কুলং রাষ্ট্রং বিপ্রাগ্নি নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। এতৎশ্রবণে জটিলা পুনর্ব্বার বৃষনন্দিনীকে কহিলেন। হে মাতঃ! হে রাধে! আমি আত্মবুদ্ধিকৃত বিচারসঙ্গত ভগ্নাশ হইয়া অতিথি গেলে পর যে দোষ জন্মে তাহা দেখিতেছি, বিপ্ররূপ সাক্ষাৎ অগ্নি, তিনি রুষ্ট হইলে কুল ও রাজ্যাদি সকল ভস্মসাৎ করেন, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই ॥ ৩৬ ॥

তুষ্টো রাষ্ট্রস্য বংশস্য বন্ধুনাং সম্পদো নঘে।
আত্মনশ্চ সপুত্রশ্চ শ্রেয়ঃ স্যাদিতি মেমতি ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে অনঘে! নিষ্পাপা বর মুখি! যদ্যপি অতিথি গৃহস্থের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া গমন করেন তবে ঐ গৃহস্বামীর আপনার, ও পুত্রের ও বংশের ও সম্পদের এবং রাজ্যৈশ্বর্য্যের আর বন্ধুবান্ধবগণের পরম মঙ্গল হয়, ইহা আমার বুদ্ধিতে নিশ্চিত অবধারণা হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

রাধোবাচ।—মদাস্যং শুষ্যতে ত্বকচ ভ্রমতীবচ মেমনঃ।
হর্ষরোমাং বেপথুশ্চ জায়তে সন্ততং মম ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। শাশুড়ী জটিলার মুখে এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতি রাধিকা তাঁহাকে তৎকালে এই কথা বলিলেন, হে মাতঃ! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন বটে। কিন্তু আমার মুখ শুখাইতেছে, এবং গাত্রের ত্বক শোষণ হইতেছে আর আমার মনের স্থিরতা নাই সর্ব্বদাই ভ্রম জন্মিতেছে, আর সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ ও কাঁপিতেছে, সংপ্রতি এই এক মহৎ-পীড়া আমার উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

নাহং শক্যাম্যবস্থাতুমম্ব কিং করবাণি তে ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে অম্ব! হে মাতঃ! আমি ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি না, এইক্ষণে কি করি তাহা আমাকে বলুন। (নচেৎ পুনঃ পুনঃ আপনার আজ্ঞা কি হেলন করিতে পারি? ইত্যাভিপ্রায়ঃ) ॥ ৩৯ ॥

জটিলোবাচ।—গচ্ছদাতুং ভিক্ষবেম্বং শ্রেয়শ্চেৎ চিন্তিতং দ্বয়োঃ।

বিধবায়া ন মেভিক্ষাং গৃহীষ্যতি কদাচন ॥ ৪০ ॥

দেহিত্বং শ্রেয়স্কামায় পত্যুর্ভিক্ষাং ব্রুবাত্মজে ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। এরূপ শ্রীমতির আর্ত্তবাক্য শ্রবণ করিয়াও জটিলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন। হে মাতঃ। হে ভানুনন্দিনি! যোগীবর অতিথি আমার হস্তে কদাচ ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না, যেহেতু আমি বিধবা, অতএব যদি তোমারদিগের উভয়ের কল্যাণ চিন্তা কর হয়। তবে তোমার ও তবপতি মৎপুত্র আয়ানের শুভমঙ্গলকামনা সিদ্ধির নিমিত্ত সত্বর গিয়া যোগীবরকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—তন্নিশম্য বচঃপথ্যং হিতং শশ্রা বচোমুনে।

আত্তভৈক্ষ্যা ভয়াদালী বৃন্দান্তর মুপেয়ষী ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা ঋষিবর অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! হে মুনে! শাশুড়ীর মুখে হিতকরবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতিরাধিকা সবস্ত্র ভিক্ষাপাত্র হস্তেকরতঃ স িগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া যোগীবরসন্নিধানে সমুপস্থিতা হইলেন। ইতি উত্তরান্বয়ঃ ॥ ৪২ ॥

তপস্বিনোন্তিকং রাজনন্দিনী তৈর্বৃত স্যতু।

অদ্রাক্ষীজ্জটিলং শান্তং কুন্দেন্দু সদৃশং রুচা ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত যোগীসমূহ পরিবৃত জটিল যোগীবরান্তিকে গিয়া শ্রীমতি দেখিলেন যে কুন্দেন্দু সদৃশ ধবলবর্ণ দীপ্তিমান শান্তবিগ্রহ পরম তপস্বী যোগীবর ॥ ৪৩ ॥

ভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গং চীবাম্বর ধরং পরং।

রুদ্রাক্ষাস্থি বিরচিতা ক্ষমালাঙ্কিত বাহুকং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিভূষিত, রুরুচর্ম্ম এবং চীবকৌপীন পরিধারী পরমশোভিত এবং রুদ্রাক্ষ অস্থি ও অক্ষমালাধারী অর্থাৎ গলদেশে রুদ্রকলের আঁটিরমালা, আর জপমালা করতলে বাহুদ্বয়ে বিরচিত রুদ্রাক্ষমালা সুশোভিতা ॥ ৪৪ ॥

প্রসন্নাস্য সরোজাতং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।

আনাভি দোলিতশ্মশ্রু রাজিচ্ছন্ন কলেবরং ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। প্রস্ফুটিত শ্বেতশতদলপদ্মের ন্যায় সুপ্রসন্ন বদনকমল সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অগ্নির তুল্য ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান বিগ্রহ। নাভিমণ্ডল পর্য্যন্ত আন্দোলিত লম্বমান শ্মশ্রুরাজিতে সমাচ্ছন্ন কলেবর ॥ ৪৫ ॥

জটিলৈর্বহুভিঃ শৈষ্যৈস্তু বৃতং বীক্ষ মুহুর্দ্বিজ।

প্রণত্যা সজতোবাচ সপর্য্যা বিধানা দৃতা ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজবর! সর্ব্বসন্ন্যাসযোগে যোগিবৎ বহুতর আত্মতুল্য বেশ ভূষাধারী শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারা পরিবৃত প্রভুকে সন্দর্শন করতঃ শ্রীমতি বৃষভনন্দিনী পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন। হে যোগীবর! আমি প্রযত্ন সহকারে যথাবিধি আপনার পরিতোষার্থেঃ পূজোপযোগ্য ভিক্ষা আনয়ন করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আপনি গ্রহণ করুন। ইতি উত্তরাম্বয় ॥ ৪৬ ॥

রাধোবাচ।—গৃহাণেদং মুনিবর মত্তোভিক্ষাং যদীচ্ছসি।

নাহং শক্যা মবস্থাতুং ঘূর্ণতীবচ মেমন ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। কপটযোগাবর প্রতি শ্রীমতিরাধিকা বিনয়পূর্ব্বক কহিতেছেন হে মুনিবর! যদি আমার হস্তে ভিক্ষা লইতে ইচ্ছা হয়; তবে ভিক্ষা আনিয়াছি আপনি সত্বর ভিক্ষা গ্রহণ করুন। আমর প্রযুক্ত আমার মন অতিশয় ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, এহেতু আমি স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিতেছি না। ॥ ৪৭ ॥

শুষ্যত্যাস্য সরোজাতং ত্বঙ্মে দহত্যথোপ্মণং।

কায়ভূসংঘসংহর্ষো বেপথুর্মে কলেবরে ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে স্বামিন্! আমার বদনারবিন্দ শুষ্ক হইতেছে, গাত্রের চর্ম্মবিষমজ্বালায় দহিতেছে, সমস্ত শরীরের লোম সকল সিহরিয়া উঠিয়াছে, এবং সর্ব্ব কলেবর কাঁপিতেছে ॥ ৪৮॥

ইতিশ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কোমলং মধুরাক্ষরং।

হসন্নুবাচ তাং যোগী ভানুজাং মধুহা হরিঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া নবযোগিবেশ ধারী মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে সুকোমল মধুরস্বরে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯ ॥

তপস্ব্যুবাচ।—গিরা মধুরয়া বিদ্বন্ প্রাণেভ্যোপি গরীয়সীং ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরাত্মজে! প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা শ্রীমতিরাধিকাকে পরিতুষ্টা করিবার নিমিত্ত তপস্বীবর মধুরবাক্যে ভিক্ষা গ্রহণ সূচক এই বাক্য বলিলেন ॥ ৫০ ॥

দেয়া ভিক্ষা ত্বয়াবশ্যং যদি মে গোপনন্দিনী।

মদভীপ্সিত ভৈক্ষং ত্বং দাতু মর্হস্যানিন্দিতে ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। হে বার্ষভানবি! হে গোপনন্দিনি! যদি অবশ্য ভিক্ষা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য হয়, হে নির্দোষে! তবে আমার অভিলষিত ভিক্ষা প্রদানে তুমি সম্মত হও নচেৎ প্রয়োজন নাই ॥ ৫১ ॥

রাধোবাচ।—কাবাহং কৃপণা বালা অভীপ্সিতং তে কথং বিভো।

দাতুং শক্যে মহাগুরো গচ্ছং স্বাশ্রমে যথামুনে ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ । কপট যোগীবরের বাক্চাতুর্য্যে চমকিতা হইয়া শ্রীমতিরাধিকা তাঁহাকে বলিলেন । হে প্রভো ! আমি দুঃখিনী গোপবালিকা কি প্রকারে ভবদীয় অভীপ্সিত ভিক্ষা-দানে সক্ষমা হইব ? হে মুনে ! হে গুরো ! তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া বলুন ॥ ৫২ ॥

তপস্ব্যুবাচ ।—ন মদ্বিধেহয়োগ্যেন্য ভাবমগ্র্যং প্রযচ্ছতি ।

সর্ব্বজ্ঞানে স্বতপসা শক্যাশক্য মনিন্দিতে ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ । এতৎরাধাবাক্য শ্রবণান্তর তপস্বি চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন । হে অনি-ন্দিতরূপা ভামিনি ! আমার তুল্য অযোগ্য পুরুষে যাহা প্রশস্ত দেয় হয়, তাহাই প্রদান কর । তুমি ভিক্ষাদানে অশক্ত কি শক্তা সে সকল বৃত্তান্ত আমি স্বীয় তপঃ প্রভাবে জ্ঞাত আছি । অতএব তোমার শক্তি যাহাতে হইবে তাহাই আমি যাচঞা করিব ॥ ৫৩ ॥

শক্যঞ্চে দ্দেহিমহ্যং তন্নচাশক্যং বৃণোম্যহং ।

এবং বিবিচ্য দেয়ঞ্চেৎ প্রতিজানিহি নান্যথা ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ । যে ভিক্ষা দিতে তোমার শক্তি আছে সেই ভিক্ষাই আমি প্রার্থনা করিব, ইহা বিবেচনাকরতঃ অগ্রে প্রতিশ্রুতা হইয়া পশ্চাৎ দাও অন্যথা করিহ না, ইহা জানিয়া আমি ভিক্ষা চাহিব ॥ ৫৪ ॥

রাধোবাচ ।—যদিস্যান্ন্যায়তো মেয়ং যদিশক্যঞ্চ তদ্ভবেৎ ।

ধর্ম্মার্গহং মহাভাগ দদানীতি প্রতিশ্রুতং ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ । কপট ভিক্ষুকের চাতুর্য্যগর্ভ বাক্য শ্রবণে শ্রীমতিরাধা সচকিতা হইয়া কহিতেছেন, হে মহামুনে ! হে ধর্ম্মসংস্থাপক যোগীবর ! যদি ন্যায়পূর্ব্বক ভিক্ষা যাচঞা করেন, যাহা দিবার ক্ষমতা আমার থাকে, এবং ধর্ম্মেতে বিরুদ্ধ না হয়, তবে আমি দিব প্রতিশ্রুতা হইয়া এই অঙ্গীকার করিলাম ॥ ৫৫ ॥

তপস্ব্যুবাচ ।—ময়াতে পুরতো যোগিন্ নমস্তে পাহিমাং বিভো ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ । হে যোগীন্ ! হে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ ! হে বিভো ! তোমাকে আমি নমস্কার করি, এই ধর্ম্ম সঙ্কটে আমাকে পরিত্রাণ করিবেন, অকপটে তোমার সাক্ষাতে প্রতিশ্রুতা হইলাম । এতৎ শ্রবণে তপস্বীবর বলিলেন ॥ ৫৬ ॥

নাদেয়ং বর্ত্ততেকিঞ্চিদ্দাতুর্লোকে বরাননে ।

অভিতোর্থিগণেদেয়া অপিপ্রাণা দিদিৎসুনা ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ । হে বরাননে ! দাতা ব্যক্তির অদেয় ত্রিলোকী তলে কিছু মাত্র নাই । সর্ব্বতঃ প্রকারে আসন্ন আর্থিগণ প্রতি দয়াবান দাতারা স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকেন । (দানশীল ব্যক্তির এই রীতি চির প্রথিতা আছে) ॥ ৫৭ ॥

তদ্বৃণোম্য নবদ্যাঙ্গি কৃতং বৈশসমুত্তমং ।

কৃষ্ণেন তে যদত্তবন্নিশিকুঞ্জে পুরাদ্ভুতং ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। কপট যোগীরূপ গোবিন্দ শ্রীমতি রাধিকাকে সত্যাঙ্গীকার করাইয়া কহিতেছেন। হে অনবদ্যাঙ্গি! আমি তোমার স্থানে এই ভিক্ষা যাচ্‌ঞা করিতেছি, যে তুমি পূর্ব্বে নিশিযোগে নিকুঞ্জকাননে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রণয় কলহ দ্বারা উৎপন্নক্রোধে ক্রোধিতা হইয়া যে মান করিয়াছিলে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আত্ম মরণেচ্ছা করিতেছেন, তন্নিমিত্ত আমি তব সন্নিধানে ভিক্ষাচ্ছলে সমুপস্থিত হইতেছি, এক্ষণে তুমি আমাকে সেই মান ভিক্ষা দাও॥ ৫৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইতিরীতাং গিরংতেন নিশম্যাধো মুখীশুচা।

মুমোচাস্থখজংবারি লীলামনুজরূপিণী॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা প্রজাপতি অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা! যোগী- বরের মুখনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করতঃ লীলামানুষ দেহধারিণী শ্রীমতি রাধিকা শোক পরীতাঙ্গী হইয়া অধোমুখী হইলেন এবং অসুখসূচক জলধারা তাঁহার নয়নযুগলে বহিতে লাগিল॥ ৫৯॥

বাস্পাগদ্গদয়া বাচোবাচতংযোগিনংতদা।

ধনংবাসাংসি ভোজ্যানি গ্রামবস্তু হয়াং স্তথা॥

দেয়ানিতে মহাভাগ গৃহাণ পাহিমাং বিভো॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। বাস্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে গদ্গদস্বরে বৃষভানুনন্দিনী তখন যোগীবরকে এই কথা বলিলেন। হে যোগীবর! ও সকল কথায় আপনার কায কি? হে মহাভাগ। হে বিভো! এক্ষণে আপনি ধনরত্ন বস্ত্রাদি ও হয় হস্তী গ্রাম নগর ও বসনাদি দ্রব্যজাতের মধ্যে আপ- নার যাহা গ্রহণের ইচ্ছা হয়, তাহাই গ্রহণ করতঃ আমাকে রক্ষা করুন্॥ ৬০॥

তপস্ব্যুবাচ।—অঙ্গীকৃত্য নচেদ্দেয়ং ত্বয়ামে গোপনন্দিনি।

কিংমেধনাদিকান্ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গি করোমিকিং॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতির বাক্য শ্রবণানন্তর যোগীবর তাঁহাকে কহিলেন। হে মানময়ি গোপনন্দিনী! আমার গ্রাম রত্ন ধনাদি বা বস্ত্র যান বাহনে প্রয়োজন কি? হে অনবদ্যাঙ্গি! অঙ্গীকার করিয়া আমার অভিলষিত বস্তু যদি প্রদান না কর, তবে আমি আর তোমার কি করিব?॥ ৬১॥

অঙ্গীকৃত্যার্থি মুখোজ্জোযন্নদদাতি প্রতিশ্রুতং।

পুরুষৈঃ পূর্ব্বজৈঃ সার্দ্ধং নিরয়েতস্যসং স্থিতিঃ॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। প্রতিশ্রুত হইয়া অতিথিবর সকলকে যদি অঙ্গীকৃতবস্তু কেহ না দেয়, তবে আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত ও পিতৃপিতামহাদিগণের সহিত সেই ব্যক্তি সম্বৎসরাকর ঘোরতর নরকালয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করে॥ ৬২॥

শ্রীরাধিকোবাচ।—কৈশলেন ভবেৎ কিন্তে প্রসীদাসু গৃহাণমাং।

প্রতিগৃহ্যধনং বাসোরত্নানি পাহিমাংগুরো॥ ৬৩॥

অন্বয়ার্থঃ। কপট তপস্বী যোগীবরের কুহকযুক্ত কটুবাক্য শ্রবণ করতঃ বিনয়পূর্ব্বক শ্রীমতি কহিতেছেন। হে গুরো! তুমি গুরু, অদ্য আমাদিগের গৃহে অতিথি, কৃষ্ণের প্রতি আমি মানিনী হইয়াছি, তোমার সেই মান ভিক্ষায় কি লাভ তাহা বল? এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ধন রত্ন বস্ত্রাদি গ্রহণ করতঃ আমাকে রক্ষা করুন্‌॥ ৬৩॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য বচস্তস্যা অধোক্ষজঃ।

গমনায় মতিংদধ্রে তদাসযোগিনাংবরঃ॥ ৬৪॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! কপটযোগী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বদনকমলোদ্ভূত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য ভিক্ষা কিছুই লইতে ইচ্ছুক না হইয়া তখন বৈমুখতাচরণ পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিতে বুদ্ধি করিলেন॥ ৬৪॥

তংনিশ্চিত মতিংবীক্ষ্য গমনায তপস্বিনং।

দদানীতি বচঃপ্রাহ স্ময়ন্তী জলজাননা॥ ৬৫॥

অন্বয়ার্থঃ। ম্লানবদনে গমন করিতে উদ্যত যোগীবরকে দৃঢ় নিশ্চিত মতি অবলোকন করতঃ প্রফুল্ল সরোজবদনা শ্রীমতি রাধিকা ঈষৎহাস্যমুখী হইয়া কহিলেন। হে যোগীবর আর প্রতিগমন করিবেন না, আমি শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যে মান করিয়াছিলাম, তাহা অদ্য তোমাকে ভিক্ষা দিলাম॥ ৬৫॥

প্রাপ্তভিক্ষো মধুরিপুঃ কৃতকৃত্যইবাভবৎ।

প্রায়াচ্চ ভানুজাকচ্ছং তয়াচ সঙ্গতোহরিঃ॥ ৬৬॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর অভিলষিত ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মধুসূদন কৃতকৃত্য হইয়া তখন যোগীরূপ সংহরণপূর্ব্বক স্বরূপ ধারণ করতঃ শ্রীরাধিকার সহিত কলিন্দনন্দিনীতীরে নিকুঞ্জ-কাননে অভিগমন করিলেন॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে

রাধাপ্রসাদনং নাম ত্রয়োবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম সপ্তঋষি সংবাদে রাধামান প্রসাদন নামে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় সমাপ্তঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ঘোষণা।

ব্রহ্মোবাচ।—নন্দাত্মজেন বাধাযা বহোবস্থানতোমুনে।

সহালাপাৎ সহাবেশা দনুরাগাৎ পরস্পরং॥ ১

অস্যার্থঃ। জগৎস্রষ্টা জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! এইরূপে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার সর্ব্বদা গোপন স্থানে সহবাস এবং যমুনা-কচ্ছে আলাপন ও রতিক্রীড়া আর পরস্পর উভয়ের লীলানুরাগ ও রসাবেশ জন্য সুপুণ্য গোকুলবাসীজনেরা পরস্পর কর্ণাকর্ণি করিতে লাগিলেন॥ ১॥

গোপাগোপ্যো নাগরাশ্চ পৌবা অপিমিথো ব্রুবন।

পত্ন্যাযানস্য সংবেশো বাচ্যতাং যাতিমে মতৌ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। গোকুলনগববাসী গোপগণ ও গোপীগণ এবং পুববাসী ও প্রতিবাসীগণ এক এক যুথে মিলিত হইয়া পবস্পব সকলে আয়ানজায়া বাধার সহিত যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণেব বিলক্ষণ প্রীতিনিবদ্ধ হইয়াছে এই কথা লইয়া মহান্ জনরব করিতে লাগিলেন (কিন্তু কেহই স্পষ্টাক্ষবে কহিতে সাহস পাইতেছেন না, সকলেই বলে আঃ সর্ব্বনাশ একি বলিবার কথা, দেখো যেন প্রকাশ কবোনা? পাছে যশোদা ও গোপরাজ শুনিতে পান) কিন্তু প্রকাশ কবিয়া না বলুক ফলে সকলেবি বুদ্ধিতে অনুমান হইয়াছে যে এ কথাতো গোপনে থাকিবাব বিষয় নহে ইতিভাবঃ॥ ২॥

মিথোবভাষণংসখ্যো রাগ দোষায কল্পতে।

বীথ্যাংবীথ্যাং বনে গোষ্ঠে ভানুজাপুলিনেষুচ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তব দিন দিন রাধাকৃষ্ণের দোষাবহা প্রণয়া শক্তির কথা ক্রমে ঘাটে মাঠে বাটে গোঠে বনে বনে ও যমুনাপুলিনে, চবে চাতরে পরস্পব সকলেব সহিত দেখা হইলে সকলেই পরস্পর কহিতে আরম্ভ কবিল॥ ৩॥

আগারে পথিপৌবাশ্চ নাগরাশ্চ সুহৃজ্জনাঃ।

মিথোরহো ব্রুবন্ত্যেব দোষং ধর্ষণজং জনাঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। যদি আপন বাটীতে বসিয়া থাকে তথাপি ঐ কথা কহে, এবং পথে গমন-কালে নগরবাসী ও পুরবাসী সুহৃদগণ পবস্পব মিলিত হইলেই গোপনভাবে লোক সকল ঐ শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ঘোষণা কবিতে লাগিল॥ ৪॥

কৃষ্ণেন নন্দগোপস্য রাধায়াঃ সূনুনা মুনে।

সঙ্গমামারভঃ কেলিমেব মাহুঃপরস্পরং ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সকলে নিশ্চয় অবধারণা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিল যে গোপ-রাজ নন্দের পুত্রের সহিত আয়ান ভার্য্যা বৃষভানুনন্দিনীর গোপনে নিত্য রতিরঙ্গ হইয়া থাকে ইহা আমরা নিঃসংশয় কহিতে পারি ॥ ৫ ॥

অন্যাহসখিমেভাতি মনস্যেবং ন সংশয়ঃ।

এবং ব্রুবন্তোহনুদিনং শঙ্কমানাঃ পরস্পরং ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। অন্যান্য গোপীগণেরা একত্র মিলিত হইলে পরস্পর সম্বোধন করিয়া থাকে, হে সখি! তুমি যাহা কিন্তু তাহাদিগের চলন বচন ভাবভক্তিতে আমার মনে নিঃসংশয় অবধারণা হইয়াছে যে এ কথা সত্য, কথনো অসত্য ঘটনা নহে। এইরূপ অনুমান করতঃ সকলেই পরস্পর প্রতিদিন কহিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

বাদোবাচ্যো মহাংস্তত্র প্রাবিরাসীদ্দ্বিজর্ষভাঃ।

তৎশ্রুত্বা ম্লানপাথোজ বদনাহ হরিংরহঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে দ্বিজর্ষভেরা! এইরূপে ব্রজমণ্ডলে ঘরে ঘরে শ্রীমতি রাধিকার মহান অপবাদ উপস্থিত হইল, প্রথমে কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল কেহ কেহ রাধাকে সতী জানিয়া বড় বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ক্রমে জনরব প্রচুরতা হেতু প্রায়ই সকলের অনুমান সিদ্ধ হইতে লাগিল, পরস্পর জননিকরের অধরচ্যুত আত্মকলঙ্ক ঘোষণা শ্রবণে লজ্জাভয়ে শ্রীমতীর মুখপদ্ম মলিন হইয়া গেল। কোন এক দিন গোপন স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীমতী কহিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

নাববাচ্যঃ বচঃ সর্ব্বৈনাথাহিতগণামিপঃ।

ব্রুবন্ত্যোহনুচরন্ত্যেব সন্ততং সংঘসঃ প্রভো ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ। হে প্রাণপ্রিয়তম গোবিন্দ। হে প্রভো। (আমিতো আর গোকুলে বদন তুলিতে পারি না।) পরস্পর গোপগোপী সকলেই আমাকে কৃষ্ণকলঙ্কিনী বলিয়া অপবাদ দিতেছে, (যাহারা আমার প্রতিপক্ষ তাহারা ঐ পক্ষে সপক্ষ হইয়া আমার পক্ষে কলঙ্ক লক্ষ করিয়া ঢক্ক বাজাইয়া বেড়াইতেছে।) হা? অবশেষে আমার কপালে কি তোমা হইতে এই ঘটনা হইল। ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

বরং হলাহলং পেয়ংমৃত্যুর্ব্বোদ্বন্ধতো বরং।

বরংশস্ত্র প্রহারেণ ত্যাগোহসুনা মধোক্ষজ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ। (কলঙ্কিনী হইয়া জীবন ধারণাপেক্ষা মরণই শ্রেষ্ঠকল্প হয়। আমি আরতো সহ্য করিতে পারি না?) হে প্রভো। আমার হলাহলপান করিয়া বা গলরজ্জু উদ্বন্ধনে অথবা গলদেশে ছুরিকা প্রদানে মৃত্যু পথে গমন করাই কল্যাণকর হয় ॥ ৯ ॥

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তে র্মরণাদতিরিচ্যতে।

যশোজীবঃ প্রজীবেত মৃতোপি লোকগ্রাগতঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ। হে যদুবংশতিলক। হে প্রাণেশ! অস্বর্গ এবং অযশস্কর ঘোষণা যাহার হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও মৃত। আর যাহার যশকীর্ত্তি বিস্তীর্ণা হয়, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও সে জীবিত থাকে ॥ ১০ ॥

অমৃতোমৃত্যুমভ্যেতি তস্যাকীর্ত্তিঃ প্রগীযতে।

এবং গতে নশক্নোমি ক্ষণং জীবিত ধারণে ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। হে মধুসূদন! লোকে যাহার অযশ গান করে সে ব্যক্তি বেঁচে থাকিলেও মরা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আমি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া এখনও জীবিত ধারণ করিতে সক্ষমা হইতেছি না? ॥ ১১ ॥

ত্যাজ্যাঃ প্রাণা মসহমে কুৎসিতাপবাদতোবরং।

নাণ্ব্প্যহং প্রপশ্যামি ফলংজীবিত ধারণে ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার প্রাণ সকল অবশ্য ত্যাগোপযোগ্য হইয়াছে, যেহেতু কুৎসিত অপবাদ হইতে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ হয়। হে নাথ! অণুমাত্রও আমার জীবন ধারণের ফল আমি দেখিতেছি না ॥ ১২ ॥

অদ্রিসারেণ লৌহেন ধাত্রাকৃত মিদং ধ্রুবং।

হৃদয়ং যন্নদীর্য্যেত শতধা লোকগর্হিতং ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ। হা! গোবিন্দ। আমি নিশ্চয় এই অবধারণা করিলাম যে বিধাতাকর্ত্তৃক পাষাণসার লৌহ দ্বারা আমার হৃদয় বিনির্ম্মিত হইয়াছে, নচেৎ সর্ব্বলোকের নিকট অপবাদিত হইয়াও শতভাগে বিদীর্ণ হইয়া না গেল কেন? ॥ ১৩ ॥

যাতা সবোগ্নৌ তোয়েবা যদিমে প্রিয়মিচ্ছথ।

নবোস্ত্যত্রাসুসংস্থানে হৃদয়েমেপ্রয়োজনং ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। রে আমার প্রাণ সকল! যদি আমার প্রিয় হইতে ইচ্ছা কর, তবে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অথবা জলরাশিমধ্যে অবস্থান না কর কেন? এই কলঙ্কিনীর কুৎসিত হৃদয়ে তোমারদিগের বাস করিবার প্রয়োজন কি? ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এবং শোক পরীতা ব্রুবতীং যদুনন্দনঃ।

ক্রোধ বাষ্পৌঘসংপূর্ণে ক্ষণমাহ জনার্দ্দনঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে তাত! এরূপ শোকে পূরিতকলেবরা, মহাক্রোধে বিস্ফুরিতাধরা এবং অশ্রুজলে পরিপূর্ণনয়না রাধা এই কথা বলিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তখন জনার্দ্দন যদুকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্ত বাক্যে কহিতেছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা রঞ্জয়ন্ স্বান্ত যোজসা ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। এবং রাধার চিত্তরঞ্জনার্থ সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে ভগবান এই কথা বলিলেন। অর্থাৎ যাহাতে শ্রীমতির চিত্তপ্রসাদ গুণে সম্পন্ন হয়॥ ১৬॥

মভেতব্যং মভেতব্যংময়িজীবতি তেপ্রিয়ে।

অপনেষ্যেত্ববাচ্যতাংতে পৌরজানপদৈঃকৃতাং॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। হে ভীরু! হে প্রিয়ে রাধে! তুমি ভয় করো না? ভয় করো না? আমি জীবিত থাকিতে তোমার ভয় কি? পুরবাসী জনগণকর্ত্তৃক এতন্নগরে যে তোমার অপবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা আমি অপনয়ন করিব। অর্থাৎ তোমাকে এই ব্রজমণ্ডলে আমি নিষ্কলঙ্কিনী করিব॥ ১৭॥

তাংতেষু প্রতিপক্ষাথাবাচ্যতা মহমোজসা।

পুরস্তে প্রতিজানামি সত্য মেতন্নচান্যথা।

সুস্থস্বান্তক্ষণং পশ্য নমৃষা তেবদাম্যহং॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। হে বরমুখি! তোমার প্রতিপক্ষগণেরা তোমাকে অসতী বলিয়া যে অপবাদ দিতেছে, সেই অপবাদে তাহাদিগকে অপবাদিনী করিব ইহা তোমার সাক্ষাতে সত্য করিতেছি ইহার অন্যথা হইবে না? তুমি ক্ষণকাল সুস্থমনে থাকহ, অতি সত্বর দেখিবে আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে॥ ১৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—এবমাসান্ত্ব্য তাংবাচা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

নিশাবসানে নন্দস্যা গমদালয়মুত্তমং॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বৎস! এইরূপ স্বপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকাকে আশ্বাস দিয়া ভগবান সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ যামিনীর অবসানে নিকুঞ্জকানন হইতে নন্দালয়ে আগমন করিলেন॥ ১৯॥

মায়য়া নন্দতনয় স্নামষ্ট্রে গতিচেতনং।

অলসং মূঢ়সংজ্ঞানং কফাচ্ছন্ন শিরোরুজা॥ ২০॥

অস্যার্থঃ। হে মুনে! অনন্তর নন্দনন্দন বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন স্বীয় মায়া বিস্তার করতঃ কপট রোগবল্লগাজ্ছলে শয্যাতলে শ্রীমতি যশোদার কোলে শয়িত হইয়া হঠাৎ মূর্চ্ছাগতপ্রায় হইলেন, কফাচ্ছন্নকলেবর তৎসহ শিরোবেদনাতে অজ্ঞান প্রায় সংজ্ঞা রহিত সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া গেল॥ ২০॥

রচয়িত্বা বহিরঙ্গাখ্যমায়ে মহাময়াঃ।

বুষ্টায়াং নন্দগোপস্য তস্য তস্যাং গৃহেশ্বরী॥ ২১॥

আতুরং তনয়ং কৃষ্ণং নবনীত মিদংপিব॥ ২২॥

অস্যার্থঃ। মহামায়ী মহাকীর্ত্তি ভগবান গোবিন্দ এইরূপ আত্মশরীরে কপট রোগের রচনা করিয়া, সেই রাত্রি প্রভাতে বাহিরে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন। তদ্দৃষ্টে

ব্রজরাজনন্দ ও তদ্গৃহিণী কৃষ্ণমাতা যশোদা, কৃষ্ণকে অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া ডাকিতে লাগিলেন। রে কৃষ্ণ! রে বৎস! তুমি এমন কেন হইলে, হে তাত! বেলা যে অধিক হইল, আমি এই নবনীত আনিয়াছি ভোজন কর॥ ২১ ॥ ২২ ॥

যশোদোবাচ।—এহিবৎস্য পিবৈত্তিত্বং গোপার্ভৈর্দ্দিতাত্মবান্।

উত্থায়মৎ স্বান্ত মাশু নন্দয়স্বধুরাক্ষরৈঃ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। যশোদা কহিতেছেন। রে কৃষ্ণ! এই সকল তোমার সঙ্গী গোপবালকগণ আসিয়াছে, প্রসন্নচিত্ত হইয়া ইহারদিগের সহিত দধি দুগ্ধ ক্ষীর সরাদি তুমি ভক্ষণ কর। বৎস! উঠ উঠ, আমি তোমার যশোদা জননী বারম্বার ডাকিতেছি, একবার ও বিধুবদনে সুমধুরস্বরে মা বলিয়া ডাক শুনিয়া আমার হৃদয় সুশীতল হউক্॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—অম্বয়া থুনমানোপি মুহুর্নোবাচ কিঞ্চন।

তীব্ররুগিবতা মন্বা বিসংজ্ঞইবচাভবৎ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে! মাতা যশোদা পুনঃ পুনঃ যত ডাকিতেছেন, কিন্তু কিছুমাত্র কৃষ্ণ তাহার উত্তর করেন না, যেন অতিশয় রোগের যন্ত্রণাতে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে যশোদাদেবী মহাভয়ে ভীতা ও অচৈতন্য প্রায়া হইলেন॥ ২৪ ॥

নাঙ্গাস্যচীচলন্নন্দ নন্দনো বহুরূপকঃ।

মহামায়াবিনোঃ মায়াবগন্তুং মনুজৈর্ন কিং॥ ২৫ ॥

শক্যাবরাকৈ র্বিদ্বন্ বাপ্যল্পমেধা তপোবলৈঃ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে বিদ্বন্! উক্তমায় ভগবান নন্দনন্দন বহুরূপধারী একেবারে তাঁহার শরীরে স্পন্দন রহিত হইল। মহামায়াবীর মায়া অল্প প্রাণ অল্পসত্ত্ব অল্পবুদ্ধি তুচ্ছ মনুষ্যলোকে কি বুঝিতে সক্ষম? তপোবল সম্ভূত জ্ঞাননিষ্ঠ সুরীগণেরও দুরবগম্য হয়॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

যন্মায়া মোহিতা আসম্মুখা স্ত্রিদিবৌকসঃ।

তংতথাভূত মাজ্ঞায় যশোদানন্দ গেহিনী॥

হাহাকারংচকরোচ্চৈঃ কিমেতদিতিবিহ্বলা॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে মুনিবর! সমস্ত দেবগণ যাঁহার মায়াতে নিরন্তর মোহশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। নন্দ মহিলা যশোদা সেই শ্রীকৃষ্ণের এবম্ভূত অবস্থা দেখিয়া শোকে বিহ্বলচিত্তা বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার শব্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হা? আজি আমার কি দশা ঘটিল, হায় কি হবে? কৃষ্ণ আমার কেন এমন হইল॥ ২৭ ॥

হাহাকৃষ্ণ জগন্নাথ হাদীন প্রাণবল্লভ।

বিপদার্ণব সংমগ্নাং মাম্মাকুরুজগৎপতে॥ ২৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণকে রোগে অবসন্ন দেখিয়া শ্রীমতি যশোদারাণী খেদযুক্তচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিয়া কহিতেছেন। হা? শ্রীকৃষ্ণ! হা? জগৎপালক জগন্নাথ! হা? দীনজন প্রাণবল্লভ গোবিন্দ! হে জগৎপতে! আমি বিপদসাগরে মগ্না হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি আমাকে রক্ষা কর, হে প্রভো! আমাকে বিপদার্ণবে মগ্না করিহ না॥ ২৮॥

ইত্যার্ত্তরবমাশ্রুত্য ত্বরাঃ সর্ব্বব্রজাঙ্গনাঃ।

প্রভাবতী গুণবতী চন্দ্রামালাচ রোহিণী॥ ২৯॥

অন্বয়ার্থঃ। এইরূপ যশোদার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করতঃ প্রভাবতী, গুণবতী, চন্দ্রমালা ও রোহিণী প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিবাসিনী ব্রজাঙ্গনাগণ সকলে ত্বরাপরা ব্যস্তসমস্তা হইয়া যশোদার ভবনে সমাগতা হইলেন॥ ২৯॥

নন্দোপনন্দ ভদ্রাত্যা গোপালাঃ শতশোঽপরে।

পৌরজন পরাভৃত্যা বণিজো বান্ধবাঃ পরে॥ ৩০॥

অন্বয়ার্থঃ। অপর নন্দ, উপনন্দ, নন্দভদ্র প্রভৃতি যাবতীয় গোপ ও গোপালগণ, এবং পুরবাসী, জনপদবাসী, ও বন্ধুবান্ধব দাসগণ ও বণিক বৃত্ত্যুপজীবি সদাগরগণ সকলেই সত্বরে নন্দ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩০॥

প্রস্কন্নাম্বর ভূষাস্রক্ শিরোজা দ্রুদ্রুবুর্ম্মুনে।

তেপশ্যংশ্চ তমাসীনং বিসংজ্ঞং মুদ্রিতেক্ষণং॥ ৩১॥

অন্বয়ার্থঃ। অপরাপর নন্দের বশবর্ত্তীজন সকল অতিবেগ গমনে আগমন করিলেন, সকলেরই শ্রমবারিতে ক্লিন্নশরীর, ক্লিন্নবস্ত্র, ক্লিন্নমালা ক্লিন্নকেশ বেশভূষণাদি, হে মুনিবর অঙ্গিরা! তাহারা আসিয়া যশোদার কোলে সংজ্ঞারহিত মুদ্রিতচক্ষু অভিভূতপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন দেখিলেন॥ ৩১॥

বাগ্‌হীনং ম্লানপাথোজ বরাস্যং নিঃস্বনংতদা।

ত্রেসুস্তেতা গোপনার্য্যোগোপাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৩২॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপঙ্কজ মলিন হইয়াছে, পূর্ব্বের মতন সে শোভা নাই, নিঃশব্দ, কোন বাক্যই কহিতে সামর্থ্য নাই, এতদ্ভূত অবস্থায় অবস্থিত নন্দনন্দনকে অবলোকন করতঃ শত শত সহস্র সহস্র গোপগোপীগণ সকলেই মহাত্রাসে বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৩২॥

কিমেতদিতি তেসর্ব্বে বিহ্বলাশ্চ ইতঃস্ততঃ।

বভ্রমুঃ সর্ব্বতোভীতা বিলীনাভ্রান্তমানসাঃ॥ ৩৩॥

অন্বয়ার্থঃ। বিহ্বলচিত্ত হইয়া সকলে কহিতেছেন, একি? অকস্মাৎ এরূপ কেন হইল? ভ্রান্তমানস মলিনমুখ হইয়া সর্ব্বতোভাবে অতিভয়যুক্ত সর্ব্বজনে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, হা? এক্ষণে ইহার কি উপায় করা যায়? ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩৩॥

তেষ্বেকো গোপবর্গেষু মুখ্যো গুণগণৈর্যুতঃ।
বুদ্ধিমান্নীতিনিপুণো মেধাবী প্রাজ্ঞসম্মতঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বার্থঃ। তন্মধ্যে গুণসমূহশালী নন্দভদ্র নামে প্রাচীন কোন এক গোপ অতি বুদ্ধিমান্, নীতিকুশল, পণ্ডিতদিগের সম্মতপুরুষ, ধৈর্য্যশালী মহামেধাবী হয়েন ॥ ৩৪ ॥

নন্দভদ্র উবাচ।—সর্ব্বান্ গোপান্ সমাভাষ্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বার্থঃ। ঐ নন্দভদ্র সমস্ত সম্ভ্রান্ত গোপগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রাপ্তকালসম্মত এই বাক্য কহিলেন। অর্থাৎ (আমি যাহা বলি তোমরা স্থিরমনা হইয়া সকলে শ্রবণ কর)॥ ৩৫ ॥

নন্দনন্দ মহাবাহো উপনন্দ প্রনন্দক।
হিতং পথ্যং বচস্তথ্যমিদং মত্তো নিবোধত ॥ ৩৬ ॥

অন্বার্থঃ। হে মহাবাহু নন্দ! হে উপানন্দ! হে প্রনন্দ! আমি হিতজনক, যথার্থ পথ্যবাক্য যাহা বলি, তাহা আমার নিকট তোমরা সকলে শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

আনায্য ব্রাহ্মণান্ শান্তান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্।
শ্রেয়সেঽর্ভস্য বঃ ক্ষিপ্রং মহৎস্বস্ত্যয়নার্চ্চনম্ ॥
কার্য্যতামবিশঙ্কেন চেতসা নান্যগামিনা ॥ ৩৭ ॥

অন্বার্থঃ। হে ব্রজরাজ! বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রের পারদর্শী শান্তিকুশল সুশান্ত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত সন্তানের কল্যাণ কামনায় সংশয়রহিত অনন্যমনা হইয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের দ্বারা দেবতার্চ্চনাদি মহৎ স্বস্ত্যয়ন করাও ॥ ৩৭ ॥

আয়ুর্ব্বেদবিদো বৈদ্যানানায্য সুপ্রযোজিতম্।
প্রাশায্য ভেষজাং মুখ্যাং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্ ॥
আসেবয়িত্বা বালেন শ্রেয়ঃ ক্ষিপ্রমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অন্বার্থঃ। অপর আয়ুর্ব্বেদবিৎ বিচক্ষণ ভৈষজ্যকুশল বৈদ্যগণকে আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত কর এবং সর্ব্বাবয়ব সুন্দরনামে প্রধান ঔষধ আনাইয়া পান করাও, সেই প্রধান ঔষধ সেবন করিলে তব বালক শীঘ্র আরোগ্য হইবে চিন্তা নাই ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি তথ্যং বচো নন্দো নিশম্যার্ত্তহিতং পরম্।
আনায্য ব্রাহ্মণান্ শান্তাংস্তপোবিদ্যাগুণান্বিতান্ ॥ ৩৯ ॥
কারয়ামাস বালস্য শ্রেয়সে দেবতার্চ্চনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! নন্দভদ্রমুখ ঈরিত তথ্য এবং পরমহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দরাজ তৎক্ষণাৎ তপস্যা ও বিদ্যাগুণসম্পন্ন শান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করত পুত্রের কল্যাণবৃদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের অর্চনাদি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

মার্গমাণাস্তরাযুক্তা দৌত্যকর্ম্মবিশারদাঃ ।

সদঃ সুরাজমার্গেষু গোষ্ঠেষুপবনেষু চ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ । অনন্তর ব্রজরাজ নন্দ, দ্রুতগমনশীল দৌত্যকর্ম্মকুশল শত শত ত্বরাযুক্তদূতকে বৈদ্যান্বেষণার্থ রাজাদিগের সভায় সভায়, এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠে, বনোপবনে, অপর নগরের রাজমার্গে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪১ ॥

নদীকচ্ছেষু পুণ্যেষু পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ ।

নগরেষু চ রাষ্ট্রেষু দেশে জনপদেষু চ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ । এবং সুপুণ্য নদীতীরে, পুণ্যায়তন তীর্থস্থানে ও নগরে নগরে, রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে আর সমস্ত জনপদে অর্থাৎ বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের বাস এমন প্রধান প্রধান গ্রামে ॥ ৪২ ॥

মুনীনাং বেদবেদাঙ্গবিদুষামাশ্রমেষু চ ।

অন্বেষমাণা বৈদ্যং কং নাবিন্দন্নন্দচোদিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ । বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রবিৎ মহা মহামুনিদিগের আশ্রমে আশ্রমে নন্দপ্রেরিত দূতগণেরা অন্বেষণ করিয়া কোত্থানেই কোন এক বৈদ্যকে প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৪৩ ॥

ততো নন্দালয়াভ্যাসে ভ্রমন্তং সূর্য্যবর্চ্চসম্ ।

অতিপ্রগল্ভবদনং প্রসন্নাব্জারুণেক্ষণম্ ॥

পুস্তকং ভেষজঞ্চৈব দধানমৌষধং বহু ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ । অকৃতকার্য্য দূতানকর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নন্দালয়ে আগমন করিতে লাগিলেন। যখন নন্দালয়ের সন্নিধানে আগত হইলেন, তখন একজন বৈদ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়, অতি বিচক্ষণ, প্রফুল্লপদ্মের ন্যায় প্রসন্ন বদন ও সুপ্রসন্ন অরুণবর্ণ পদ্মদলের ন্যায় চক্ষু, নানাবিধ বৈদ্যপুস্তকধারী এবং বহুবিধ ঔষধ পেটিকা সমভিব্যাহারে আছে ॥ ৪৪ ॥

বৈদ্য উবাচ ।—প্রেক্ষ্য তন্তে তদোচুশ্চ কস্ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ । তাঁহাকে দেখিয়া দূতগণেরা প্রফুল্লচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভো ! পান্থ ! আপনি কে ? কি নিমিত্ত এস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন পরিচয় জিজ্ঞাসু দূতদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশী বৈদ্যরাজ উত্তর কবিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিদ্ধিং মাং বৈদ্যরাজেতি রুগ্রিপুং তচ্চিকিৎসকম্ ।

প্রার্থয়ানাময়যুতং নরং নরবরং সদা ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ । ভো ! ভো ! দূতবরেরা ? আমি রোগ সকলের নিহন্তা চিকিৎসক, আমার নাম "বৈদ্যরাজ" রোগযুক্ত নর ও নরবর রাজা সকলকে প্রার্থনা করি এবং তাঁহারাও সর্ব্বদা আমাকে আনিতে প্রার্থনা করেন। অতএব আমাকে সর্ব্ব রোগের নিদানজ্ঞাতা বলিয়া জানিহ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তে দূতা হৃষ্টরূপবৎ।
তমাহুর্বৈদ্যরাজানং গচ্ছ নন্দান্তিকং প্রভো॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! দূতবেশী বৈদ্যরাজের মুখে এই সবৃত্তান্ত বচন শ্রবণকরত হৃষ্টচিত্ত হইয়া আনন্দরূপবান্ বৈদ্যরাজকে কহিলেন। ভো বৈদ্যরাজ! যদি আপনি বৈদ্যরাজ, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদিগের সহিত গোপরাজ নন্দের নিকটে আগমন করুন্॥ ৪৭॥

যদি তে বর্ত্ততেঽশক্তিরাময়ানাং চিকিৎসনে।
দর্শয়াম আময়িনং নন্দগোপাত্মজং প্রভো॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। যদিস্যাৎ আপনি বৈদ্যরাজ এবং রোগসমূহের নিবারণার্থে চিকিৎসা করিবার ক্ষমতা থাকে, হে ভো! তবে আমাদিগের পালয়িতা নন্দগোপের একটি পুত্র রোগযুক্ত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে দর্শন করাইব॥ ৪৮॥

এহ্যস্মাভিঃ সমেতস্ত্বং ধনং ভূরি ত্বমাপ্স্যসি॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। মহাশয়! আমাদিগের সহিত আগমন করুন্। আপনার বিফল শ্রম হইবে না। আরোগ্য করিতে পারিলে গোপরাজের নিকট আপনার প্রভূত ধন লাভ হইতে পারিবে?॥৪৯

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সময়াত্তৈর্মুদান্বিতঃ।
প্রাবিশদ্গোপরাজস্য পুরং ছদ্মভিষগ্বরঃ॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ। দূতগণের মুখে আময়িসংবাদ প্রাপ্তে অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া কপট চিকিৎসক বৈদ্যরাজ, তাহাদিগের সহিত গমনকরত গোপরাজ নন্দের ভবনে প্রবেশ করিলেন॥ ৫০॥

তমাজ্ঞায় সমায়াতং গোপা নন্দপুরোগমাঃ।
আনর্চ্চুর্মধুপর্কাদ্যৈঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ। সেই বৈদ্যরাজ স্বালয়ে আগমন করিলেন, ইহা দর্শন করিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণেরা পাদ্যার্ঘ্য মধুপর্কাদি প্রদান পুরঃসর প্রণিপাতপূর্ব্বক যথাবিধি তাহার পূজা করিলেন॥ ৫১॥

কৃতাতিথ্যঃ সুপবিষ্টং বিশ্রান্তমুপলভ্য চ।
কৃতাঞ্জলিরথোবাচ ছদ্মবৈদ্যমথাদৃতঃ। ৫২॥

অস্যার্থঃ। নন্দকর্ত্তৃক অতিথি উচিত সৎকৃত হইয়া বৈদ্যরাজ, শুভ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বিশ্রান্ত হইতে দেখিয়া নন্দরাজ সমাদরপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন॥ ৫২॥

শ্রীনন্দ উবাচ।—ভগবংস্ত্বাং প্রপন্নোঽহং শরণং বৈদ্যরাজক।
রোগান্তকোঽসি রোগাংস্ত্বং মদর্ভস্য নিবারয়॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ। হে ভগবন্ বৈদ্যরাজ! আমি তোমার অনুগত এবং আশ্রিত হইলাম, তুমি অরোগকর, রোগনাশন, সম্প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমার সন্তানের শরীরজাত যে সকল রোগ তাহা আপনি নিবারণ করুন্॥ ৫৩॥

বৈদ্য উবাচ ।—অকালিরাজভাবল্লুতকুম্ভেন গোপপ ।

একপত্ন্যাস্ত্রিয়া নদ্যাস্তোয় মানয় মাচিরম্ ॥ ৫৪ ॥

অস্তার্থঃ । নন্দের বিনয়োক্তি বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈদ্যরাজ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন । হে গোপরাজ ! তোমার ভয় নাই ? অস্মদ্বাক্যে এখন তুমি এক কর্ম্ম কর, একশত ছিদ্রবিশিষ্ট একটী কলসীতে পতিব্রতা একপতিকা স্ত্রীর দ্বারা সত্বর নদীর জল আনয়ন কর, তাহা হইলেই মহৌষধপ্রভাবে তোমার তনুজ সহসা চেতন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥ ৫৪ ॥

ইত্যাজ্ঞপ্তস্তদা তেন নন্দগোপো মহামতিঃ ।

বিবেচ্যৈকপতীর্নারীরানয়ামাস সত্বরম্ ॥ ৫৫ ॥

অস্তার্থঃ । ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন হে বৎস ! বৈদ্যরাজের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নন্দরাজ বিবেচনা করিয়া খ্যাতাপন্না এক পতিকা বহুতর সতীস্ত্রীকে আত্মভবনে আনয়ন করিলেন, যাহারা ব্রজমণ্ডলে প্রকৃত সতী অভিমানে মহাগর্ব্বিতা হয়েন ॥ ৫৫ ॥

প্রৈষীত্তোয়ায় বহুশো ভাস্নুজায়া মহামনাঃ ।

নাশক্নুবংস্তাঃ কুম্ভেন তোযমানেতুমঞ্জসা ॥ ৫৬ ॥

অস্তার্থঃ । নন্দাহূতা বহুতরা সতী নন্দালয়ে সমাগতা হইলে পর, মহামতি গোপরাজ-নন্দ, তাহাদিগকে যমুনা হইতে জল আনয়ন জন্য ঐ সচ্ছিদ্র কুম্ভ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে পতিব্রতশীলা রমণীগণেরা ! তোমরা সকলে এই কলসীতে সত্বরা হইয়া যমুনা হইতে জল আনয়ন কর । ইহা শুনিয়া তখন সুগর্ব্বশালিনী গোপললনাগণে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক যমুনায় গিয়া জল আনয়নে সক্ষমা হইলেন না অর্থাৎ ভগবন্মায়াবিমোহিতা হইয়া এক বিন্দুমাত্র জল কলসীতে উত্তোলন করিতে পারিলেন না ॥ ৫৬ ॥

ম্লানাস্যাস্তাঃ সমাজগ্মুঃ পলায়নপরায়ণাঃ ।

ভগ্নদর্পা দিশঃ কুম্ভং বিন্যস্য ভানবীতটে ॥ ৫৭ ॥

অস্তার্থঃ । তখন সতীগর্ব্ব খণ্ডন হওয়াতে গোপবনিতাগণে ভগ্নদর্পা হইয়া যমুনাতীরে বালুকার উপরে ঐ কুম্ভ রাখিয়া মলিনবদনে তথা হইতে আসিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন । হা ! একি সর্ব্বনাশ হইল, এই ব্রজমণ্ডলে আমরা কেমন করে আর মুখ দেখাইব এইরূপে চিন্তাপরায়ণা হইলেন ॥ ৫৭ ॥

চিরায়মাণাস্তা বীক্ষ্য যোষিতো থ যমস্বসুঃ ।

ততো গোপানথাপ্রৈষীৎ ক্ষিপ্রগান্ পুলিনে পুনঃ ॥ ৫৮ ॥

অস্তার্থঃ । এখানে নন্দালয়ে নন্দাদি গোপেরা তাহাদিগের জল আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, যমুনাতীরে যে সকল সতী স্ত্রী জল আনিতে গমন করিল, তাহারা এত বিলম্ব করিতেছে কেন, অনন্তর তাহাদিগের অন্বেষণার্থে পুনর্ব্বার শীঘ্রগামী গোপগণকে যমুনাপুলিনে প্রেরণ-করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তে অবেনাগসংস্তত্র যত্র তা গোপিকাঃ গতাঃ।

তে পশ্যন্ কেবলং কুম্ভং স্থাপিতং বালুকোপরি॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। নন্দপ্রেরিত সেই সকল গোপগণেরা অতিবেগে যমুনাতীরে গমন করিলেন— যথায় সতী অভিমানিনী গোপীগণেরা সচ্ছিদ্র কুম্ভ লইয়া জল আনিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তৎকালে কোন গোপিকাকেই দেখিতে পাইলেন না, কেবল যমুনাতীরে বালুকার উপর ঐ কুম্ভ সংস্থাপিত আছে, এইমাত্র দর্শন করিলেন॥ ৫৯॥

ন নারীং কাঞ্চনাপশ্যন্নরং বাপি ন চাপরম্।

আত্তকুম্ভাঃ সমাগম্য নন্দায়েদং ন্যবেদয়ন্॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। অপর কোন গোপগোপী বা অন্য কোন নরনারীকে না দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ কুম্ভ গ্রহণ করত সত্বরাগমনে সমাগত হইয়া গোপরাজ নন্দকে কুম্ভ প্রদান পুরঃসর সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন॥ ৬০॥

যথাবৃত্তং হতোৎসাহভগ্নদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ।

স গত্বাপি প্রিয়াং তেভ্য উপেত্য জাতসাধ্বসঃ॥ ৬১

অস্যার্থঃ। সেই সকল গোপগণেরা সর্ব্বোৎসাহরহিতা ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় দর্পহীনা গোপীগণের যথাবৎ অবস্থা কহিলে পর নন্দমহাশয় নিরুপায় হইয়া সভয়ান্তঃকরণে স্বপ্রিয়া যশোদা সন্নিধানে আসিয়া এই কথা বলিলেন॥ ৬১॥

কম্পিতস্বান্ত আগত্য যশোদামাহ বিক্লবঃ।

রাজ্ঞি তে নৈব পশ্যামি শ্রেয়ো বালস্য কেনচিৎ॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ। নন্দরাজ ব্যাকুলাত্মা, কম্পিতহৃদয়ে যশোদাকে কহিলেন। হে রাজ্ঞি! আমি অতিশয় চিন্তিত হইয়া আইলাম, কোনমতে তোমার তনয় শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ কিছুমাত্র দেখিতে পাইতেছি না॥ ৬২॥

উপায়েন বরারোহে কিং কর্ত্তব্যমিতো ময়া।

যা যোষিতঃ পুরাপ্রৈষং তোয়ার্থং হি যমস্বসুঃ।

তা ভগ্নদর্পা গোপাল্যো হতোৎসাহোদ্যমাগতাঃ॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ। হে যশোদে! হে বরারোহে। এক্ষণে কি উপায়ে আমার কৃষ্ণের প্রাণরক্ষা হয়, তাহার কি কর্ত্তব্য। যে সকল গোপীগণকে একপতিকা সতী স্ত্রী জানিয়া যমুনার জল আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা কেহই তো শোভনচরিত্রা নহে॥ ৬৩॥

তিশোক্রগা মহারাজ্ঞি তম শোভনমুচ্যতে॥ ৬৪॥

অস্যার্থঃ। হে রাজ্ঞি যশোদে! ঐ সতী অভিমানিনী অসতীগণেরা কোনমতে কৃতকার্য্যা হইতে না পারিয়া (ভগ্নোৎসাহা ভগ্নদর্পা হইয়া, যমুনাতীরে কলসী রাখিয়া অন্যান্তরে দশদিগে পলায়ন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে উপায় কি?॥ ৬৪॥ .

যশোদোবাচ।—শৃণু রাজন্ বচো মহ্যং কিমর্থং তবচাত্মনঃ।

অহং পানীয়মানিষ্যে কুম্ভেন সবিলেন চ ॥ ৬৫ ॥

অস্তার্থঃ। নন্দরাজের মুখতঃ বৃত্তান্ত অবগতা হইয়া যশোদারাণী কহিলেন। হে রাজন! ভয় কি? প্রাণ্প্রকালে আমি যাহা বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। যদিস্যাৎ কোন স্ত্রী জল আনিতে না পারুক, তন্নিমিত্ত তোমার চিন্তা কি? এই সচ্ছিদ্র কুম্ভ লইয়া যমুনা হইতে আমি স্বয়ং জল আনিয়া দিব ॥ ৬৫ ॥

একপত্নী তু বিখ্যাতা সর্ব্বং হি বিদিতং তব।

মম বৃত্তমশেষেণ আবাল্যং রাজসত্তম ॥ ৬৬ ॥

অস্তার্থঃ। হে প্রাণপ্রিয় নন্দ! তুমিত সকলি জান একপতিকা সতী বলিয়া আমি সর্ব্বত্র বিখ্যাতা। হে রাজসত্তম! অশেষ প্রকারে আমার আবাল্য কালাবধি সম্যক্ স্বভাব তুমি বিজ্ঞাত আছ, (এজন্য এত ভীত হইয়াছ কেন?) ॥ ৬৬ ॥

অনুজানাতু মাং বৈদ্যো ভবতা বৈদ্যতাস্ততৎ ॥ ৬৭ ॥

অস্তার্থঃ। সত্বর এই কথা গিয়া বৈদ্যরাজকে জানাও, বৈদ্য তিনি আমাকে যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। (বৈদ্যাভিপ্রেত সিদ্ধ কার্য্য করণে সঙ্কোচ নাই, ইত্যভিপ্রায়ঃ) ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—বৈদ্যাভ্যাসমগান্নন্দো বিজ্ঞাপয়িতুমাত্মনঃ।

সুতস্য শ্রেয়সে সর্ব্বং রাজ্ঞ্যোক্তং বিদুষাম্বরঃ ॥ ৬৮ ॥

অস্তার্থঃ। প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা! যশোদার বাক্য শ্রবণ করণান্তর বৈদ্য সন্নিধানে গিয়া আত্মসন্তানের কল্যাণ নিমিত্ত বিজ্ঞবর নন্দ যশোদার উক্তিমত সকল বাক্য বৈদ্যকে নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

নন্দ উবাচ।—ভিষগীশ নিবোধেদং বচনং মম সাম্প্রতম্।

যা গতা ভারবীকচ্ছং ত্বয়ৈকা মানিনীশ্বরা ॥ ৬৯ ॥

অস্তার্থঃ। অনন্তর ব্রজরাজনন্দ বৈদ্যরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে ভিষগ্বর! সম্প্রতি মদেরিত বাক্য আপনি শ্রবণ করুন। তৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এক-পতিকাভিমানিনী যে সকল সতী স্ত্রীকে যমুনা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়াছিলাম তাহারা সকলেই অকৃতকার্য্যা হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

যোষিতস্তা হতোৎসাহা হ্রিয়া ভেজুর্দ্দিশোদশঃ।

রাজ্ঞ্যানিনীষু প্রৈষীন্মাং তত্বং তৎ পরিবোধিতুম্ ॥ ৭০ ॥

অস্তার্থঃ। কেবল অকৃতকার্য্যা হইয়াছে এমত নহে। ভগ্নোৎসাহা দন্তহীনা হইয়া সেই সকল স্ত্রীগণেরা লজ্জাতে দশদিগে পলায়ন করিয়াছে, এখন মহারাণী যশোদা ঐ কুম্ভ লইয়া জল আনয়ন করিতে উদ্যতা হইয়াছেন, এই তত্ত্ব জানাইবার নিমিত্ত আমাকে তৎসন্নিধানে পাঠাইলেন। ইহাতে আপনি কি আজ্ঞা করেন ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—নন্দেন ভাষিতাং ভাষাং নিশম্য স ত্রিজগন্নরঃ।
পরং বিহস্য স্বহৃদা মনসেদং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৭১ ॥

অন্বার্থঃ। জগৎপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! নন্দরাজের এতৎ-বাক্য শ্রবণ করত বৈষ্ণরাজ পরম হাস্যযুক্ত হইয়া আত্মমনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে উপায় কি করি ॥ ৭১ ॥

ত্রিষুলোকেষু সর্ব্বেসাং সসুরাসুররক্ষসাম্।
দৈতেয়যক্ষমনুজগন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সদা ॥ ৭২ ॥

অন্বার্থঃ। এই ত্রিলোকীতলে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর মনুষ্যাদি সকল জীবেরই অন্তর্যামী আমি, এবং হৃদিচিন্তামণি হই, আমার অবিদিত কি আছে? ॥ ৭২ ॥

গুহ্যাদ্গুহ্যং সর্ব্বব্রহ্মেকত্রস্থোঽনুলক্ষয়ে।
তং মাং সুগোপয়ে গোপী স্বত্তোব্রক্তং বিজানীত ॥ ৭৩ ॥

অন্বার্থঃ। গোপন হইতে গোপনতর হৃদিস্থিত সকলের সকল ভাব আমি এক স্থান স্থিত হইয়া অবলোকন করি, আমাকে গোপন করত কেহ কিছুই করিতে পারে না, আমিই গোপনীয়তম, গোপী যশোদা আমাকে সর্ব্বলোকপালক বলিয়া জানে না ॥ ৭৩ ॥

নাহং গোপয়িতুং শক্যো বৃজিনং সুহৃদঞ্চ বা।
কৃতং কেনাপি দেবেন মনুজেনাপ কর্হিচিৎ ॥ ৭৪ ॥

অন্বার্থঃ। আমি ইহাদিগকে এই দুঃখে রক্ষা করিতে অশক্ত হইলাম, অর্থাৎ যশোদা যখন জল আনয়নে উদ্যতা, তখন সুহৃৎরূপে পরিচিত হইয়া নর সুরাদি দ্বারা এমত কর্ম্ম কদাপি কেহ করে না ॥ ৭৪ ॥

যাতুগ ত্বা ত্রিয়ং যাতু ন যাতু গোপনে মতিঃ।
স্যাদেবমিতি শাস্তাহং জর্ণস্থান দুহৃদঞ্চ যতঃ ॥ ৭৫ ॥

অন্বার্থঃ। অদ্য যমুনা জল আনয়নে অপর যে স্ত্রী গমন করিবে সেই ব্রীড়াকে জলাঞ্জলি দিবেক, আমি কেবল দুর্জ্জনদিগেরই শাসনকর্ত্তা সজ্জনের পালক হই, অতএব যাহাতে জল আনয়নে যশোদার বুদ্ধি না হয়, তদুপায় সর্জ্জন করা কর্ত্তব্য ॥ ৭৫ ॥

অথবা মাতৃসম্ভাষাং কৃতবানস্মি গোকুলে।
আয়ায়াস্যাং যশোদায়াং মথুরাতো জগজ্জনুঃ ॥ ৭৬ ॥
নাস্যাহ্রীর্মে প্রকর্ত্তব্যা সর্ব্বজ্ঞোঽহং মহামতিঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্বার্থঃ। আমি জগতের জনক হইয়া দৈবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করত মথুরা হইতে গোকুলে আসিয়া মাতৃসম্বোধন করিয়াছি, আমি মহামতি সর্ব্বঘটে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করি, ইহাতে যশোদাকে লজ্জিতা করা আমার উচিত হয় না? ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

তাৎপর্য্যঃ। পূর্ব্বে কৃষ্ণজন্ম প্রস্তাবে দৈবকীগর্ভে যেমন কৃষ্ণ, সেইরূপ যশোদাগর্ভেও আমার জন্মব্যাখ্যা করিয়াছেন, এক্ষণে মূলে যশোদানন্দন এই ভাব গোপনে রাখিয়া মথুরা হইতে দৈবকীনন্দন গোকুলে আসিয়া মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন; ইহাই স্পষ্টবোধ হইতেছে তন্মধ্যে তাৎপর্য্য এই যে, যশোদানন্দনে দৈবকীনন্দন তৎকালে লীনাবস্থায় ছিলেন, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ শরীর হইতে বাহিরে সেই দৈবকীনন্দন বৈদ্যরূপে প্রকাশ হয়েন ইতিভাবঃ।

ইতি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে রাধাহৃদয়প্রস্তাবে

চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন নামে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের আরোগ্যপ্রাপ্তি ও রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন।

ব্রহ্মোবাচ।—মানসৈব বিবেচ্যাথ লীলামনুজরূপধৃক্।

নন্দমাহ হিতং তথ্যং রাজ্ঞ্যাশ্চৈবাত্মনো বচঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা! লীলামানুষবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যরূপে আপনার মনে ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার ও মহারাণী যশোদার হিতসাধক তথ্যকথা নন্দ মহাশয়কে কহিলেন ॥ ১ ॥

বৈদ্যউবাচ।—শৃণু রাজন্ বচস্তথ্যং হিতং রাজ্যাস্তব প্রভো।

নৌষধং তদ্বিজানীয়ান্মাত্রা যৎ সমুপাহৃতং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। কপট বৈদ্যরূপী ভগবান্ নন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে প্রভো! মহারাজ নন্দ! আমি শ্রীমতী যশোদার এবং তোমার হিতজনক তথ্যকথা যাহা, বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। মাতাকর্তৃক যে সকল দ্রব্য আহৃত হয়, সে সকলকে ঔষধ বলিয়া জানিহ না ॥ ২ ॥

মাত্রা দত্তং বিষমপি খরং পীযূষসন্নিভম্।

নাময়ং শময়েত্তত্তু রোগিণাং রাজসত্তম ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। মাতা যদ্যপি পুত্রকে প্রাণনাশক খরতর বিষও প্রদান করেন, তাঁহাও পুত্রের পক্ষে অমৃততুল্য ফলদায়ক হয়, হে রাজসত্তম নন্দ! তাঁহাতে কখন রোগী পুত্রের রোগের শান্তি হয় না, ইহা তুমি নিশ্চিত অবধারণা করিবে ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

নান্যৌষধ মুপানায দদ্যাদ্বালায কিঞ্চন।
অন্যাস্ত্রিয়ঃ সমানায্য ক্রিয়তাং যদিরোচতে ॥ ৪ ॥

অন্বার্থঃ। অতএব মাতাকর্তৃক আনীত ঔষধ কদাপি পুত্রকে প্রদান করিবেন না। তোমার যদি পুত্রের কল্যাণ ইচ্ছা হয়, তবে অন্যান্য স্ত্রীগণ দ্বারা যমুনার জল আনাইয়া রোগের প্রতিক্রিয়া করহ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—তংশ্রুত্বা তাত তদ্বাক্যং হিতমুক্তং মহাত্মনা।
দূতান্ শীঘ্রগমান্ প্রাজ্ঞান্ প্রৈষিৎ কোশলে তদা ॥ ৫ ॥

অন্বার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। রে বৎস! মহাত্মা বৈদ্যরাজোক্ত এতৎ হিতকরবাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ মহাশয় কোশলাধিকারে শীঘ্রগামী বিচক্ষণ দূত সকলকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ কবিলেন ॥ ৫ ॥

তেগত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তং জটিলায়ৈ ন্যবেদযন।
শ্রুত্বাসর্ব্ব মশেষেণ ভৃশ দুঃখপরিপ্লুতা ॥ ৬ ॥

অন্বার্থঃ। সেই সকল দূতেরা নন্দাজ্ঞামতে অতি সত্বর তথায় গমন করতঃ আয়ানমাতা মাল্যক গোপপত্নী জটিলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন। বিশদরূপে সেই সকল কথা দূতমুখে শ্রবণ করিয়া জটিলা অতিশয় দুঃখে পরিপ্লুতা হইলেন ॥ ৬ ॥

পরিগৃহ্য সুতে স্বীয়ে কুটিলাঞ্চ প্রভাকরীং।
ভানুজাং সসখীং চান্যাঃ পৌরজান পদস্ত্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর জটিলা অতি ব্যস্ত সমস্তা হইয়া কুটিলা ও প্রভাকরী আপনার এই দুই কন্যা এবং ভানুনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকাকে সখীগণের সহিত অপর পুরবাসিনী ও জনপদবাসিনী অন্যান্য বহুতর পতিব্রতাভিমানিনী ললনাগণকে সঙ্গে লইয়া সত্বর প্রাস্থতা হইলেন ॥ ৭ ॥

শতশোথান্যমান্যাশ্চ আত্মান মেক পত্নিতাং।
অহংপানায় মানিষ্যে ইতি প্রোচু মিথশ্চতাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বার্থঃ। অন্যান্য শত শত গোপাঙ্গনারা আপনাদিগকে একপতিকা সতীরূপে মান্য করিয়া যাত্রাকালে পথিমধ্যে কেহ বলে আমি গিয়া জল আনয়ন করিব অপরা বলে তা কেন আমি অগ্রে আনিব, এই পরস্পর বাগাড়ম্বরি করিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিকথান্ত্যো মিথঃ সর্ব্বা নন্দব্রজ সমাযযুঃ।
আয়াতাস্তা স্তদালোকা নন্দোবাচ মুবাচসঃ ॥ ৯ ॥

অন্বার্থঃ। পরস্পর এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে সকলে নন্দালয়ে উপস্থিতা হইলেন। তখন স্ব আলয়ে সমস্ত পতিব্রতাভিমানিনী রমণীগণকে সমুপস্থিতা হইতে দেখিয়া ব্রজরাজনন্দ সমাদর পূর্ব্বক সে সকলকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীনন্দউবাচ।—জানন্তি সুভ্রুবঃ সর্ব্বা হ্যাত্ম বৃত্তমশেষতঃ।
একপত্নী ভানুজায়াঃ কুম্ভেনানেন রন্ধ্রিনা।
আনীয় শম্বরং সামে পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছতু॥ ১০॥

অন্বার্থঃ। হে সুভ্রুগণেরা। আমি এবং সকলেই তোমাদিগের স্বভাব জানি ও জানেন। তোমরা সকলেই একপতিকা পতিব্রতা, এক্ষণে তোমরা অনুকম্পা করিয়া এই সরন্ধ্র কলসীতে কলিন্দনন্দিনী যমুনার জল আনয়ন করতঃ আমার পুত্রের প্রাণদান করহ॥১০

ব্রহ্মোবাচ।—নন্দোক্ত মেবং বচনং নিশম্য পতিবতস্ততাঃ।
অহংপূর্ব্ব মহংপূর্ব্ব মিত্যূচুশ্চ মিথস্তদা॥ ১১॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বৎস। সকলে একত্র মিলিত হইয়া নন্দোক্ত এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আমি অগ্রে যাইব, পরস্পর তখন এইরূপ বাক্ কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১১।

ততঃসর্ব্বা ক্রমেণৈব জলমানেতু মঞ্জসা।
পুরযিত্বা প্রবাহাত্ত তীরমাগত্য কুম্ভকং॥ ১২॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর ক্রমানুসারে পরস্পর এক এক জন মহৎ গর্ব্বিণী হইয়া যমুনাতীরে সমাগতা হইয়া শ্রোতপ্রবাহ হইতে কুম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া ভানুজাতটে আসিয়া উঠিলেন॥১২॥

নিস্তোযং বীক্ষ্যতাঃ সর্ব্বাহ্রিয়া ভেজুর্দিশঃক্রমাৎ।
তত্রতত্র বিলীনাস্থ পতাঃসর্ব্বাস্থ তাস্বচ॥ ১৩॥

অন্বার্থঃ। তখন কুম্ভপ্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন যে কুম্ভোদর শূন্য হইযাছে, তন্মধ্যে তোলকমাত্রও জল নাই, ইহা দেখিয়া বস্ত্রসংস্থাপনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখী হইয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ পরস্পর ভগ্নদর্পা সকলেই ক্রমে ক্রমে আদ্রবস্ত্রে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

নন্দঃপুনঃ সমাগত্য ভিষকঞ্চেদ মাহসঃ।
ভিষগ্বর মহাভাগ প্রতিপৎ সেচকাংগতিং॥ ১৪॥

অন্বার্থঃ। সেই সকল গোপস্ত্রীকর্ত্তৃক কার্য্য সাধন না হওয়াতে চিন্তাবিপন্নধী নন্দ মহাশয় পুনর্ব্বার বৈদ্য সন্নিধানে সমাগমন পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। হে বৈদ্যরাজ মহাভাগ- এক্ষণে যমুনা হইতে জল আনয়নে কোন স্ত্রীই নিপুণা হইল না, অতএব আমার কি গতি হইবে? তাহা বলুন॥ ১৪॥

ঈযুঃ পানীয় মানেতুং সগর্ব্বা ভানুজাতটে।
তাবিলীনা দিশোজগ্মুহ্রিয়া কিং করবাণ্যহং॥ ১৫॥

অন্বার্থঃ। আত্মাভিমানিনী যে যে সতীগণকে যমুনা হইতে জল আনয়নে প্রেরণ করিলাম সে সকলেই হতগর্ব্বা, ভগ্নোদ্যমা ভগ্নোৎসাহা আর প্রত্যাবৃত্তা না হইয়া লজ্জাতে

দশদিকে পলায়ন করিল। এক্ষণে আমি আর কোন উপায় করিব স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—প্রহস্যাহ সনন্দস্য বাচমেবং নিশম্যচ।

অন্যাঃপ্রেষয় ভদ্রন্তে মাভৈষীত্ত্বং কথঞ্চন ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! নন্দের কাতরোক্তি শ্রবণে সদয়ার্দ্রচিত্তে বৈদ্যরাজ ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইয়া গোপরাজ প্রাত এই কথা বলিলেন। মহারাজ ভয় কি? তোমার মঙ্গল হইবে? এক্ষণে অন্যাস্ত্রীও অনেক আছে, তাহাদিগকে সলিলা-হরণে প্রেরণ কর ॥ ১৬ ॥

নন্দউবাচ।—নতাদৃশীং ধিয়াপশ্যে ন্যথকাঞ্চিদ্বরাঙ্গনাং।

কিং কর্ত্তব্য মিতোস্মাভি র্যদপশ্যসিনোবদ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। বৈদ্যরাজের বাক্য শুনিয়া গোপরাজ নন্দ কহিলেন। হে ভিষগ্বর! আমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া এই ব্রজমণ্ডলে তাদৃশী সতী কোন স্ত্রীকেই দেখিতে পাই না? অতএব এখন আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া আমাকে বলেন ॥ ১৭ ॥

বৈদ্যউবাচ।—দৈবশক্তি মমাপ্যস্তি দৈবজ্ঞোহং মহামতে।

পশ্যামিতাদৃশী মন্যাং ধিয়া গোপেশ্বরাশুতে ॥ ১৮ ॥

সুতস্য শ্রেয়সেক্ষিপ্রং তয়াতোয়ং সমানয় ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রজরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভিষগীশ্বর বলিলেন। ভো ব্রজরাজ! হে মহামতে! আমার এক দৈবশক্তি আছে, আমি সর্ব্ব প্রকার দৈবজ্ঞ হই, অতএব গোপে-শ্বর! আমি গণনা করিয়া এই গোকুল মণ্ডলে তাদৃশী সতী স্ত্রী যে আছে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা অবলোকন করতঃ তোমাকে বলি, তুমি পুত্রের কল্যাণ সাধনে তাহার দ্বারা যমুনা হইতে জল আনয়ন কর ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

বৃষভানু সুতারাধা মান্যপুত্র বিবাহিতা।

সাতেবেশ্ম সমায়াতা হ্যেকপত্নী মহোদযা ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর কপট বৈদ্যরাজ কঠিনীপাত পাতপূর্ব্বক গণনা করিয়া নন্দমহাশয়কে বলিলেন। মহারাজ। এই তোমার ব্রজমণ্ডল মধ্যে বৃষভানুরাজার কন্যা রাধানামধারিণী কোন এক এক পতিকা পতিব্রতা আছেন। যিনি মান্যক গোপের পুত্র আয়ানকর্তৃক পরিণীতা হইয়াছেন। সেই মহোদয়া যোষিৎবরা তোমার ভবনে সমুপস্থিতা আছেন তাঁহার তুল্য সতী ত্রিলোকে নাই ইতিভাব ॥ ২০ ॥

যোষিদ্বরা বরারোহা সানেবাতি পযস্তব।

সাচেৎপ্রসন্না পয়াসে গর্গাচারু পযোধরা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সমস্ত রমণী শ্রেষ্ঠা বরারোহা, উন্নত মনোহর পয়োধরা আয়ানবনিতা রাধা যদি প্রসন্না হইয়া জল আনয়নার্থে গমন করেন, এবং যমুনা হইতে সচ্ছিদ্রকলসীতে জল-পূর্ণ করিয়া আনেন, তবেইত কল্যাণ হইতে পারে ইতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

ধ্রুবং শ্রেয়স্তে ভবিতা পুত্রস্য গোপসত্তম।

দৈব শক্ত্যামহং জানে সর্ব্বমেতন্নসংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে গোপসত্তম। আমি দৈবশক্তি প্রভাবে সকল জানি ইহাতে কোন সংশয় নাই। সেই রাধা জল আনিলে পর নিশ্চয় অবধারণা করিবে যে তাহাতে তোমার পুত্রের মঙ্গল হইবেক ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—তেনোক্তং বচনমিদমাশ্রুত্য ব্রজগোপতিঃ।

ভানুজাভ্যাস মাসাদ্য বাচমাহ শ্বসন্মুহুঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। রে বৎস! বৈদ্যোক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকার নিকট গিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকাতরে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩ ॥

নন্দউবাচ।—শৃণু চার্ব্বঙ্গি মেবাক্যং হিতার্থং মম সর্ব্বতঃ।

প্রসন্না পাহিমাং ভদ্রে পুত্রপ্রাণ প্রযচ্ছতাং ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মনোহর কলেবরা রাধে। আমার হিতজনক সর্ব্বসম্মত যে বাক্য তোমাকে বলি, তুমি তাহা শ্রবণ করতঃ আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া মম পুত্রের প্রাণদান করহ, হে ভদ্রে! আমাকে এই বিপদে পরিত্রাণ করা তোমার উচিত ॥ ২৪ ॥

তোয়ার্থং ত্বং সহস্রাংশু তনয়াতট মাশুচ।

গচ্ছমৎপ্রিয়মাকাংক্ষা ত্বত্তোয়ানয়নাং প্রতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মমজীবিতেচ্ছা করিয়া তুমি এই সরন্ধ্র কুম্ভ লইয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধনাকাঙ্ক্ষায় সহস্র কিরণ তনয়াতীরে জল আনয়নার্থ গমন কর, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরক্ষা হইলে তোমার ও আমার এই উভয়েরই কল্যাণ হইবে, ইতি উত্তরান্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

পুত্রায় ক্রিয়তে ভার্য্যা পিণ্ডার্থং পুত্রমিষ্যতে।

তোয়পিণ্ডার্থিনো নিত্যং পিতরঃ পুত্রতোঽনঘে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে বরমুখি। পুত্রমুখ দর্শনাভিলাষে সর্ব্বলোকে বিবাহ করিয়া ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করে এবং পিণ্ড প্রয়োজনেই পুত্রের প্রার্থনা হে নিষ্পাপে! সেই পুত্রদত্ত জল পিণ্ড গ্রহণে পিতৃগণেরা নিত্যাভিলাষী হন ॥ ২৬ ॥

তোয়পিণ্ডার্থিনী নিত্যং মাতুলেয়া সুমধ্যমে।

ভর্ত্তুঃ স্বস্তুঃসুতা ত্বঞ্চ মৎপুত্রাদিতি মেমতিঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বার্থঃ। হে সুমধ্যমে! সেইরূপ পুত্রবৎ ভাগিনের দত্ত জলপিণ্ড প্রাপ্তি নিমিত্ত মাতুলানীগণেরাও নিত্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব তোমার স্বামীর ভগিনীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আমার অঙ্গজ, সুতরাং আমার বুদ্ধিকৃত বিচাব সঙ্গত এই কৃষ্ণ হইতে জলপিণ্ড তোমারও প্রার্থনীয় বটে ॥ ২৭ ॥

সাত্বংকুরু বিশালাক্ষি মাতুল্যাঃ কর্ম্ম চোত্তমঃ।
যথায়ং মে সুতঃ কৃষ্ণস্তথা ভব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে বিশালনয়না রাধে! ভাগিনেয়কে রক্ষা করা মাতুলানীর উত্তম কর্ম্ম, সুতরাং তুমি যথাবিহিত তৎকর্ম্ম সম্পাদন কর। কৃষ্ণ যেমন আমার পুত্র তেমন শাস্ত্র সম্মত তোমারও পুত্র বটে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই ॥ ২৮ ॥

পিণ্ডসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে বয়ং ত্বঞ্চ সুমধ্যমে!
অনুজানাতি বৈদস্ত্বা মেবোহং চারুহাসিনী ॥ ২৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে সুমধ্যমে! এই জগতীতলে আমরা সকলেই পিণ্ডসম্বন্ধী অর্থাৎ পুত্রাদি হইতে জলপিণ্ডের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। হে মনোহর হাস্যযুক্তা শ্রীরাধে! এই বৈদ্যরাজ সর্ব্বজ্ঞ ইহা আমি তোমাকে জানাইতেছি ॥ ২৯ ॥

দৈবং জানাতি সুশ্রোণি এষবৈদ্যঃ সতাংমতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বার্থঃ। হে বার্ষভানবি! হে শোভন শ্রোণী ভারান্বিতে! সাধুদিগের সম্মত পুরুষ এই বৈদ্যরাজ, প্রাকৃত বৈদ্যের সহিত ইহার তুলনা করা যায় না, যেহেতু ইনি দৈবজ্ঞপুরুষ, সকলের অন্তবস্থ ভাব জানেন ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—নিশম্য নন্দগোপস্য বচনং মধুবাক্ষরং।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা ভানু সুতা নন্দমথাহতং ॥ ৩১ ॥

অন্বার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মহামতে মধুরাক্ষর সমন্বিত গোপরাজের এই বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীমতি রাধিকা অশ্রুকলা পরিপূর্ণনয়না হইয়া সকাতর নন্দমহাশয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধিকোবাচ।—নাহংশক্যে সমানেতুং কুম্ভেনানেন রন্ধ্রিনা।
পয়ঃকমল পত্রাক্ষ ভানুজায়াঃ কথঞ্চন ॥ ৩২ ॥

অন্বার্থঃ। হে কমলপলাশলোচন গোপেন্দ্র নন্দ! এই সচ্ছিদ্র কুম্ভদ্বারা ভানুনন্দিনী যমুনার জল আনয়নে আমি কখনই শক্তা হইব না। ইহা তুমি স্বচিত্তে বিচার করিয়া আমাকে বল ॥ ৩২ ॥

শ্রান্তাস্মি শ্রোণিভারার্ত্তা বক্ষোজ গিরিনামিতা।
শতাময় পরিক্ষান্তা দুঃখসঙ্ময় মোহিতা ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে গোপতে! আমি গুরুতর নিতম্বভরে ভারাক্রান্তা, এবং উরঃস্থিত গিরিবরসম পয়োধরভারে নমিত কলেবরা এই উভয়ের ভারবহন করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্তা আর শত শত রোগে আক্রান্তা, বিশেষতঃ দুঃখসমূহে সম্প্রতি মূর্চ্ছিত প্রায়া আছি॥ ৩৩॥

অন্যাং প্রেষয় ভদ্রংতে নাহং শক্তো কথঞ্চন॥ ৩৪॥

অন্বার্থঃ। হে গোপরাজ যশোদাপতে। একারণ তুমি অন্য কোন বরাঙ্গনাকে জল আনয়নার্থ কলিন্দনন্দিনীতটে প্রেরণ কর, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি কদাচিৎ এ কর্ম্ম সাধনায় সক্ষমা হইতে পারিব না॥ ৩৪॥

নন্দউবাচ।—নান্যাং পশ্যেমহাভাগে ধিয়ামে যোগিতাম্ববাং।

ত্বাং বিনাসুভ্রু যোষিৎসু সর্ব্বাস্বপি প্রযত্নতঃ॥ ৩৫॥

অন্বার্থঃ। শ্রীমতি রাধিকার কমলানন বিনির্গত এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ নন্দ মহাশয় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে মহাভাগে ভানুনন্দিনী! আমি প্রযত্ন সহকারে স্বীয়া বুদ্ধি সঞ্চালন দ্বারা বিচার করতঃ এই ব্রজমণ্ডলে তোমা ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীকেই শ্রেষ্ঠাযোষিৎ দেখিতে পাই না, যেহেতু জগতে যত স্ত্রী আছে সে সকল হইতে তুমি সর্ব্বোত্তমা হও॥ ৩৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—তত উত্থায়নন্দেন রাধাগোপপতেঃ সুতা।

বিজনে প্রাহ গোপেশং বচনং বদতাম্বরা॥ ৩৬॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! বৃষভানু রাজনন্দিনী সর্ব্ব-বক্তৃশ্রেষ্ঠা শ্রীমতিরাধিকা নন্দবাক্য শ্রবণানন্তর তথা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ নন্দের সহিত নির্জ্জন স্থানে গিয়া গোপরাজকে এই কথা বলিলেন॥ ৩৬।

শ্রীরাধিকোবাচ।—মামাং প্রেষয় গোপেন্দ্র পানীয়া নয়নং প্রতি।

বাদোবাচো মহান্যসাৎ সংসৎসুচ সভাসুচ॥ ৩৭॥

অন্বার্থঃ। হে গোপেশ্বর। এই গোকুলমণ্ডলে সজ্জনদিগের সমাজে রাধাকলঙ্কিনী বলিয়া আমার মহান্ অপবাদ উত্থিত হইয়াছে, অতএব সহস্রছিদ্রবিশিষ্ট কুম্ভদ্বারা যমুনাতে জল আনয়নের নিমিত্ত তুমি আমাকে প্রেরণ করিও না॥ ৩৭॥

গোষ্ঠি গোষ্ঠেষুপবনে মার্গে মার্গে জনৌষতঃ।

তাং মাং কথং প্রেষযেথাঃ সর্ব্বং জানন্নশেষতঃ॥ ৩৮॥

অন্বার্থঃ। সমস্ত জ্ঞাতি সমাজে ও গোষ্ঠে গোষ্ঠে বনোপবনে, পথে পথে সমস্ত লোকে সংপ্রতি আমারি কলঙ্কের কথা কহিয়া থাকে ইহা তুমি সবিশেষ জানিয়াও কেন জল আনিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আর আমাকে নিরর্থ লজ্জা দেওয়া তোমার উচিৎ নহে ইতিভাবঃ॥ ৩৮॥

নন্দউবাচ।—সন্তিচার্ব্বাঙ্গ্যো গোপাল্যো বহ্বোঙ্গন বরেমম।

তাস্বসর্ব্বাসু বৈষ্ণাগ্র্যাত্বং যুগে সাধুসৎকৃতঃ॥ ৩৯।

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে নন্দরাজ কহিলেন। হে চারুশীলে! আমার সর্ব্বোত্তম এই ব্রজপুরমধ্যে বহুতরা গোপাঙ্গনা আছে, কিন্তু সাধুসম্মত পুরুষ এই বৈষ্ণবর তাহাদিগের মধ্যে কেবল তোমাকেই পরমাসতী জানিয়া এই কর্ম্মসম্পন্নার্থে নিযুক্ত করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

মৃষাবাদবদাঃসর্ব্বে নাগরাঃ পুরবাসিনঃ।

ইতিমেধীয়তে বুদ্ধি রনবদ্যাঙ্গী সর্ব্বতঃ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মৃগশাবাক্ষি! পুরবাসাগণ ও নগরবাসীগণ ইহারা সকলেই তোমার মিথ্যা অপবাদ দিয়া কলঙ্কিনী বলে হে অনবদ্যাঙ্গি! ইহা আমার বুদ্ধিতে সর্ব্বতোভাবে অবধারণা হইতেছে, যেহেতু দৈবানুগ্রহীত পুরুষ এই বৈদ্যরাজ তোমাকেই সতী বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

স্বস্বান্তেনা বিশঙ্কেন পানায়া নয়নং কুরু।

নহ্যযোগ্যান প্রযুঞ্জীত সাধব স্ব্যা দৃশোজনাঃ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে রাধে! রাজনন্দিনী! এই বৈদ্যরাজের মতন সাধু পুরুষেরা কোনক্রমে অযোগ্য অসাধু ব্যক্তি ক সাধুকর্ম্ম সাধনার্থে নিযুক্ত করেন না। অতএব তুমি শঙ্কা রহিত মনে এই সহস্রধারা লইয়া কলিন্দনন্দিনীতটে গমন করতঃ জল আনয়ন কর, কোন সংশয় করিহ না সক্ষমা হইবে ইতিভাবঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—সৈবং বচো নিশম্যাস্য নন্দস্য বৃষভানুজা।

হিয়া ভয়াম্মুখাদীনা সুস্রাবাশ্রুজলং মুহুঃ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থ। জগদ্ধাতা মহর্ষি অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনিবর্য্য অঙ্গিরা! গোপরাজ নন্দের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ সেই বৃষভানুনন্দিনী সুদীনমনে লজ্জাভয়ে ভীতা হইয়াও সম্মতা হইলেন। কিন্তু ব্যাকুলা হইয়া গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া অবারিত নয়ন সলিলে তাঁহার বক্ষের ভাসিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

দুঃখশোক পরীতাঙ্গী শ্বসন্তী পন্নগীব সা।

শোকাশ্রেয়ে বচোবিদ্বন্নন্দং নোবাচ কিঞ্চন॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ার্থ। হে বিদ্বন! মহাদুঃখে ও শোকে আবৃত হইয়া ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৃষ্ণৈক ভাবনাযুক্তা হইয়া তাহার মন্দ ইহার কোন কথাই নন্দকে বলিতে পারিলেন না, কেবল স্বলজ্জা নিবারণ জন্য এক জনার্দ্দনকেই তখন মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

কক্ষান্যস্তকুম্ভবরা পানায়াথ যথাভ্যয়াৎ।

ত্বরাতপনজা কচ্ছমালালা পরিবারিতা॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর শ্রীমতিরাধিকা কক্ষস্থলে ঐ সচ্ছিদ্র কুম্ভ লইয়া স্বীয় সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া জল আনয়নার্থ যমুনাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৪৪ ॥

প্রপূর্য্য পয়সা কুম্ভং স্বয়েত্য পুলিনে ত্বসা।
প্রসন্নারুণ পাথোজ পাদৌ নারায়ণস্য সা।
ধ্যায়ন্তী বিবরাণীক্ষ্যা পশ্যৎ কৃষ্ণৈর্বিমুদ্রিতাং ॥ ৪৫ ॥

অন্বার্থঃ। যখন যমুনাজলে অবতরিতা হইয়া সরন্ধ্র কলসে জল পূরণ করতঃ প্রফুল্ল রক্তোৎপলসদৃশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিয়া পুলিনে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন কুম্ভমধ্যে শ্রীমতি দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কুম্ভের ছিদ্রানুসারে বহুতর কৃষ্ণরূপধারণ পূর্ব্বক সকল ছিদ্রকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

শতরন্ধ্রেষু কুম্ভস্য শতকৃষ্ণান্ ব্যবস্থিতান্।
সমীক্ষ্য সাবরারোহা স্মেবাস্যা বাচমাদদে ॥ ৪৬ ॥

অন্বার্থঃ। ঐ কুম্ভের শতছিদ্রে শত কৃষ্ণ অবস্থিত আছেন, ইহা অবলোকন করতঃ সেই বরাবোহা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অপারমহিমানুস্মরণ পূর্ব্বক হাস্যমুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬ ॥

ঈদৃশোনুগ্রহোনাথ দাসীষু মাদৃশীষুতে।
নচেৎ ত্বাং সর্ব্বসত্বেন চিন্তয়ন্তীকথংজনাঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বার্থঃ। হে নাথ! হে প্রাণবল্লভ! আমার মত পামরী দাসী প্রতি তোমার এরূপ অনুগ্রহ হওয়া উচিত, নতুবা দীনজন পরিত্রাণ কারণ দয়াময় বলিয়া সর্ব্বজগতে তোমাকে সর্ব্বজনে কেন চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন দমনে নিয়মেন চ।
সমাধি যোগী যোগেনাবাধযন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে অনন্তমহিমা গোবিন্দ! তপস্যা দ্বারা ও ব্রহ্মচর্য্যা দ্বারা ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা ও নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান জ্ঞাননিষ্ঠ সমাধি যোগীগণ যোগদ্বারা তোমার আরাধনা কেন করিবেন? ॥ ৪৮ ॥

ত্বামহং নৈব তত্বেন জ্ঞাতুং শক্যে কথঞ্চন।
ব্রহ্মাভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্রষ্টাত্তা পালকোপিচ।
জগতাং যৎপ্রসাদেন বিষ্ণুস্ত্বং ত্বাং কথং জনাঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বার্থঃ। আমি অবলাজ্ঞামতি তত্বদ্বারা তোমাকে জানিতে সমর্থা নহি। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরা এই জগতের সৃষ্টি স্থিত প্রলয়কর্ত্তা হইয়াও তোমার মহিমা জানিতে অক্ষম। হে ভগবন্! যিনি মহা বিষ্ণু তিনি তোমার প্রসন্নতাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিপালক হইয়াছেন, তুমি সেই অনাদনিধন বিষ্ণু তোমার তত্ব জানিতে সামান্য জন সকলে কিরূপে শক্ত হইবে? ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্থং প্রসাদ্য গোবিন্দং যোগি যোগেশ্বরে শ্বরং।

প্রফুল্ল পদ্মনয়না স্ময়ন্তী মধুরাক্ষরং॥ ৫০॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস। এইরূপ মহাযোগী যোগেশ্বর-দিগের এক ঈশ্বর গোবিন্দকে মানসে স্তব করতঃ প্রফুল্ল পঙ্কজনয়না শ্রীমতিরাধিকা ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া সুমধুরবাক্যে সখীগণকে কহিলেন। ইতি উত্তরান্বয়ঃ॥ ৫০॥

আহালীস্তীর সংস্থাস্তা দয়িতা লোলকুণ্ডলা।

শ্রীরাধিকোবাচ॥ ৫১॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীমতিরাধিকা সরন্ধ্র কুম্ভে জলপূর্ণ করতঃ অতিবেগ গমনে তাঁহার শ্রুতি-মণ্ডলে আন্দোলিত কুণ্ডলযুগল, যমুনারতীর সংস্থিতা স্বীয় প্রিয়সখীগণকে এই কথা বলিলেন॥ ৫১॥

কুম্ভং পশ্যত তত্বেন তোয়ং স্রবতি চেন্নবা।

হিতার্থং মম চার্ব্বঙ্গ্যো নগোপযত কিঞ্চন॥ ৫২॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মনোহর কলেবরা সখীগণ। তোমরা বিলক্ষণ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমার বক্ষস্থিত কলসীকে অবলোকন কর, অর্থাৎ ইহাতে জলস্রব হইতেছে কি না? যদি আমার হিতসাধিনী হও, তবে কোনমতে গোপন করিহ না॥ ৫২॥

ইদমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং ধিয়া নিপুণযা মুনে।

অপশ্যন বিবরাংস্তস্য কুম্ভস্যতামৃগাদিশঃ॥ ৫৩॥

শৈবালাঙ্কুর জালেন বিবৃতানিচ সর্ব্বতঃ॥ ৫৪॥

অন্বয়ার্থঃ। হে মুনিবর অঙ্গিরা! শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর এই বাক্য শ্রবণ করতঃ মৃগশাকাঙ্ক্ষি সকল গোপললনারা নিপুণ বুদ্ধিদ্বারা স্ব স্ব চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিয়া ঐ কলসীর সমস্ত ছিদ্র অবলোকন করিলেন কোনমতে কোন ছিদ্র দিয়া জল পড়িতে দেখিলেন না, যেহেতু সমস্ত ছিদ্রের মুখ সমূহ শৈবালে আবৃত হইয়াছে॥ ৫৩॥ ৫৪॥

সখ্যউচুঃ।—সখি শৈবাল জালেন বোকাংসি বিবৃতানি চ।

নতোয়ং তেন কুম্ভাদ্বৈ স্রবতে তনুমধ্যমে॥ ৫৫॥

অন্বয়ার্থঃ। তখন শ্রীমতি রাধিকাকে সখীগণ কহিলেন। হে তনুমধ্যমা বৃষনন্দিনী হে সখী। শৈবালনিচয়দ্বারা কুম্ভের সকল ছিদ্র আবৃত হইয়াছে, বোধ করি এই জন্যই কুম্ভে পানীয় স্রব হইতেছে না। অতএব (বিপক্ষ পক্ষীয়া গোপীগণেরা জলানয়না প্রতি ছল ধরিতে পারিবেক, ইহা তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ) ইত্যাভাস মাত্র॥ ৫৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্থং তাসাং বচঃ শ্রুত্বা সোদ্বর্ত্য কলসাৎ পয়ঃ।

প্রক্ষাল্য পয়সাকুম্ভং তেনৈবা পুরয়ৎ পুনঃ॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে মুনে! হে অঙ্গিরা! সেই সকল গোপী-দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কলসীকে জলশূন্যা করিয়া যমুনাতে অবতরিতা হইয়া বিলক্ষণরূপ তজ্জলে কুম্ভগাত্র লগ্ন শৈবাল পুঞ্জমার্জ্জনাকরতঃ পুনর্ব্বার শতছিদ্রযুক্ত কুম্ভে জল পূরণ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

পুনরৈক্ষন্ত তাঃ সর্ব্বা সার্থী ভূতাঃ স্ত্রিয়স্তদা।
অক্ষয়ন্তোয় মালক্যা সকলং ব্রজযোষিতঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লপাথোজ নয়নাস্তামথব্রুবন ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর সখীগণ সমন্বিত অপর অন্যান্য ব্রজগোপীগণকে শ্রীমতী পুনর্ব্বার কহিলেন তোমরা সকলে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কলসীতে জলস্রব হইতেছে কি না দেখ দেখি? তাহাবা সকলে বারংবার জলকুম্ভ অবলোকন করতঃ সবিস্ময়ে তাহাদিগের নয়ন সরসিরুহ উৎফুল্ল হইল, অঘট ঘটনীয় কর্ম্ম দৃষ্টে সার্থতৎপরা রাধালীগণে ধন্যবাদ করিলেন, অপরা-পরেরা ঈর্ষাবশতঃ এই কথায় বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

সখ্য উচুঃ।—অহোদৈবং দুরাধর্ষং দুরতিক্রম বিক্রমং।
কতিভগ্না স্ত্রিয়োযেন পানীয়া নয়নাদ্ধিয়া ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ। কি আশ্চর্য্য, সখি! দৈব অতিদুরতিক্রমণীয়, দৈবকে নিবারণ করিতে কেহ পারে না, যেহেতু দৈবদুরাধর্ষ, উরুবিক্রম। এই ব্রজবাসিনী কত কত গোপস্ত্রী যমুনার জল আনিতে অশক্তা ও ভগ্নোগুমা হইয়া লজ্জায় নত মস্তকে পলাইয়া গিয়াছে ॥ ৫৮ ॥

এক পত্ন্যো মহাভাগাঃ পতিশুশ্রূষণে রতাঃ।
ধর্ম্মশীলা বদন্যাশ্চ সর্ব্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। যাহারা এক পতিকা, নিরন্তর পতির শুশ্রূষায় নিযুক্তা, দানশীলা ও ধর্ম্ম-শীলা, সম্যক্ প্রকার গুণসমন্বিতা, তাহারাও এই জল আনয়নে অক্ষমা হইয়া লোকসমাজে মুখ তুলিতে পারিতেছে না ॥ ৫৯ ॥

যেন পাপঃ সমানৈষীৎ কুটিলাধর্ম্মগর্হিতা ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। আয়ান ভগ্নী কুটিলা ধর্ম্মরক্ষায় নিপুণা হইয়াও লোক সমাজে নিন্দিতা হইয়াছে, যেহেতু সেও সহস্রধারাতে যমুনাজীবন আনয়নে অশক্তা (আহা? দৈবেরগতি অতিসূক্ষ্মা, ইহা নিশ্চয় করিতে কে পারে? ॥ ৬০ ॥

যাবনেষু নিকুঞ্জেষু ভানুজা পুলিনেষু চ।
পুষ্পোদ্যানে নগে শূন্যাগারেষু পুরুষৈঃ সহ।
চচারাহর্নিশংসখ্যো দৈবং হি দুবতিক্রমং ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। হে সখীগণেরা! দেখ দেখি যে রাধাকুলকলঙ্কিনী, নিত্য বনোপবনে নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে যমুনার ঘাটে ঘাটে, পুষ্প উদ্যানে গিরিগোবর্দ্ধনে, শূন্যাগার মধ্যে

দিবারাত্রি পরপুরুষের সহিত বেড়াইয়া থাকে (সেই রাধা অন্ত সহস্রধারায় যমুনাজীবন অবলীলাক্রমে আনয়ন করিল) হা ? দৈবের গতি কিছু জানা যায় না ? ॥ ৬১ ॥

অহো পশ্যত মাহাত্ম্যং কুলটায়া ব্রজাঙ্গনাঃ।
রাধায়া উদিতস্তস্মাৎ কর্ম্মণো দুষ্করাং খলু ॥ ৬২ ॥

অন্বার্থঃ। আহা ? ব্রজাঙ্গনাঃ তোমরা সকলে দৈবের কিবা মহিমা অবলোকন কর দেখি, বৃষভানু নন্দিনী শ্যামকলঙ্কিনী কুলটা রাধা হইতে অন্ত কি উৎকট কর্ম্মের সম্পাদিত হইল, সুতরাং দৈবই বলবান জানিবে ॥ ৬২ ॥

অহোধিগ্ মদ্বিধানারীর্য্যাং পত্যুশ্চরণাম্বুজৌ।
ধ্যায়ন্ত্যোহনুদিনন্ত্বহ্নঃ ক্ষণার্দ্ধমিব চানয়ন্ ॥ ৬৩ ॥

অন্বার্থঃ। হে সখি ! আমারদিগের মত পতিব্রতা যে সকল কুল কামিনীগণ, যাহারা অতন্দ্রিত দিবারাত্রি আপন আপন পতির চরণপদ্ম যুগলধ্যান করিয়া থাকে, তাহারা কেহই সরন্ধ্র কুম্ভে যমুনা হইতে জল আনিতে সক্ষমা হইল না, এই ব্রজমণ্ডলে কলঙ্কিনী নামে বিখ্যাতা হইয়া জটিলার বধু রাধা ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে জল আনয়ন করিল হা ? একি সামান্য চমৎকারের বিষয় ? ॥ ৬৩ ॥

সাধু সাধুবরে সাধো রাধে দৈবং তবেঙ্গিতং।
করোতি প্রেষাবৎ প্রেষ্ঠে মহাভাগ্য তবৈব চ ॥ ৬৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে রাধে ! তুমিই ব্রজমণ্ডলে সাধু, অর্থাৎ তোমাকে অসাধু যে বলে সেই অসাধু ? হে সাধ্বি ! তোমার মহাভাগা ? যেহেতু তব ইঙ্গিত মাত্রে দৈবদাসবৎ কার্য্য করিল, অতএব তুমি ধন্যা ভাগ্যবতী ইতিভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

মাদৃকতুর্হৃদঃ পাপানন্যুগৃহ্ণাতি কর্হিচিৎ।
সুকৃতে দুষ্কৃতেবাপি কর্ম্মণীতি ন সংশয় ॥ ৬৫ ॥

অন্বার্থঃ। আমাদিগের মতদুষ্কৃত বা সুকৃতকর্ম্মকারিণীর প্রতি কদাচিৎ এমত অনুগ্রহ করেন না, অর্থাৎ আমাদিগের সুকৃত কর্ম্ম ও দুষ্কৃত কর্ম্মরূপে গ্রহণীয়, কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তির সমুদয় পাপই অগ্রহণীয় হয়, সুতরাং দৈবই ধন্য, দৈবের মহিমা কিছু বলা যায় না ? ॥ ৬৫ ॥

অহো বলবতো দৈব্যৎ সুকরং নাস্তি কিঞ্চন।
ধর্ম্মস্য গতিসূক্ষ্ম স্বাদেব মেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বার্থঃ। অহো ? দৈবের অতি আশ্চর্য্য কার্য্য, বলবান দৈবব্যতীত সুকর কার্য্য কিছুমাত্র নাই। ধর্ম্মেরও গতি অলক্ষনীয়া, সুতরাং ধর্ম্মের গতির সূক্ষ্মতা নিমিত্ত লোকে চমৎকৃত এই অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম কুলটা হইতে সুসম্পাদিত হইল ইতিভাবঃ ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ততোয় মাদায় পরিস্ফুরন্তী বিম্বাধরোষ্ঠি ব্রজনাথপত্নী।
ব্রজাঙ্গনা কৌমুদজালমধ্যে বভাসসীত দ্যুতি সন্নিভশ্রীঃ ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অনন্তর ব্রজরাজপত্নী পঃ বিম্বাধরোষ্ঠী শ্রীমতি রাধিকা সেই শতছিদ্রবিশিষ্ট কুম্ভ পরিপূর্ণ যমুনার জল গ্রহণ করতঃ অতি প্রফুল্লচিত্তে স্ফূর্ত্তিমতী হইলেন। অপরাপর কুমুদমালা সদৃশ ব্রজাঙ্গনাগণ মধ্যে সুপূঃ শশধর প্রভার ন্যায় সুপ্রসন্নরূপে দীপ্তিমতী হইলেন ॥ ৬৭ ॥

ক্ষণাদগান্নন্দকবা ব্রজৌকসাং নন্দস্য বাজ্ঞোঽঙ্গন মাবিবেশ।

পবিস্ফুরৎ পঙ্কজসন্নিভাননা ন্যাদেয় বৈদ্যাববেচতৎপয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রজবাসীদিগের আনন্দ সম্বর্দ্ধিনী প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় সুপ্রসন্নবদনা, হর্ষ প্রস্ফুরিতা শ্রীমতিবাধিকা ক্ষণমাত্রে আসিয়া নন্দমহারাজের অঙ্গনে প্রবিষ্টা হইয়া বৈদ্যোত্তম বৈদ্যবাজকে ঐ জলকুম্ভ প্রদান করিলেন ॥ ৬৮ ॥

নিবেদিতং তোয়মবেক্ষ্য ভূসুর স্বয়াসনন্দঃ পবিপূর্ণমানসঃ।

মেনেমৃতস্তম্ভর্ভ মুপাগতং হৃদা প্রচৈতিতং সর্ব্ববজনস্য পশ্যতঃ ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ। হে ভূসুরবব অঙ্গিরা! রাধাকর্ত্তৃক প্রদত্ত সহস্রধারাতে জল অবলোকন করতঃ নন্দবাজাব মনঃপরম আনন্দরসে পবিপূর্ণ হইল। এবং সর্ব্বজন সমক্ষে আপনার মৃত পুত্র সঞ্জীবিত হইল ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিলেন ॥ ৬৯ ॥

তদদায় তদানীতং কবম্ভং সভিষক্‌ববঃ।

চকার ভেষজং তেন ছদ্মবৈদ্যো মহোদযং ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর কপট ভিষগ্বর বৈদ্যরাজ আনীত জলকুম্ভ গ্রহণ কবতঃ তদ্দারা মহোদয় সর্ব্বগুণসমন্বিত অপূর্ব্ব ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। অর্থাৎ তাহাতে সামান্য রোগ শান্তির কাকথা সর্ব্বলোক সম্বন্ধে অনিবার্য্য ভবরোগের শমতা অনায়াসে হয় ইতিভাবঃ ॥৭০॥

অচেতয়ন্নন্দবাল মরাল কুঞ্চিতালকং।

ব্রহ্মাচেতনদং বিদ্বন্ কৈতবৌষধিসেবনে ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ। কুটিলা কুন্তলাবৃত মুখারবিন্দ নন্দনন্দন গোবিন্দকে ঐ ঔষধীতে বৈদ্যরাজ সচৈতন্য কবিলেন। হে বিদ্বন্। ভগবানেব কি আশ্চর্য্য মানবীলীলা, অপারমহিম ভগবান চৈতন্য স্বরূপ পবিপূর্ণ ব্রহ্ম, এবং তদুপাসনা করিলে উপাসকদিগকে যিনি চৈতন্য প্রদান করেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী সংসাররুক্ চিকিৎসক শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যকৃত কপট ঔষধীর সেবনে তৎকালে আরোগ্যলাভ করিলেন ॥ ৭১ ॥

তংবীক্ষ্য চেতিতং সর্ব্বে গোপাস্তে চ ব্রজৌকসঃ।

আনন্দাব্ধি প্রবাহৌঘমগ্ন স্বান্তকলেবরাঃ ॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের রোগশান্তি হইলে পর যখন উঠিয়া বসিলেন তখন তাঁহাকে চেতনবিশিষ্ট দেখিয়া ব্রজবাসী সমস্ত গোপগণেবা আনন্দ সমুদ্রের প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদিগের কলেবর সহিত মন এককালে পরমাহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া গেল ॥ ৭২ ॥

নমস্মুস্তেযু দেহেযু গোপানং ব্রজবাসিনাং।
নন্দজাময়সংনাশ সম্ভবায়া মুদোমুনে।
চুচুম্বুর্মর্জু রাস্যং স্বস্বজুস্তংমুদান্বিতাঃ॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ। তৎক্ষণমাত্রে কপটরূপ বৈদ্য অন্তর্দ্ধত হইয়া গেলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আরোগ্য প্রাপ্ত দেহ হইয়া সেই সকল ব্রজবাসি গোপগণকে প্রণাম করিলেন। যাঁহার নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রোগনাশহেতু পরমহর্ষভরে পরিপূর্ণমনা হইয়াছেন। তন্মধ্যে কেহ কে শ্রীকৃষ্ণ-মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বাঞ্চল দ্বারা তন্মুখ মুছাইয়া দিলেন কো কেহ পরমহর্ষযুক্ত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে নন্দনন্দনাময় করনে শ্রীবাধিকায়াঃ কলঙ্কভঞ্জনং নাম পঞ্চবিংশতি তমোঽধ্যায॥ ২৫॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে নন্দনন্দ শ্রীকৃষ্ণের আরোগ্য প্রাপ্তি ও শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন নামে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ২৫

ষড়বিংশতি অধ্যায়।

অথ গোপীদিগের মথুরাগমন।

ব্রহ্মোবাচ।—রমন্নন্নুদিনং কৃষ্ণস্তয়া সার্দ্ধমুবাস সঃ।
লীলামনুজতাং প্রাপ্তো নৈষীৎ সোহর্গমান্ বহূন্॥ ১॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! অনন্ত লীলামানুসরূপ শ্রীকৃষ্ণ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকার সহিত নিভৃত নিকুঞ্জকাননে অনুদি বিহারাসক্ত মানসে কালযাপনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বহুদিবস অবসান হইয়া গেল॥ ১

একদা তক্রমাদায় সম্ভূয় বামলোচনাঃ।
ব্রজৌকসাং মহোৎসাহা রাজধান্যাং সহস্রশঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ। কোন এক দিবস বহুতরা ব্রজবাসিনী গোপিকাগণেরা মহাউৎসাহপূর্ব্ব দধি দুগ্ধ ঘৃত তক্র নবনীতাদি প্রস্তুত করতঃ পশরা সাজাইয়া কংসরাজধানীতে বিক্রয়া মথুরা গমনে অভিলাষ করিলেন॥ ২॥

কংসস্য নরদেবস্য ক্রয়ণার্থং সুমধ্যমাঃ।
বৃদ্ধাং প্রবয়সাং সর্ব্বা আহুয়েন্দাভকস্থলাং॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। মহারাজাধিরাজ কংসের রাজধানী মথুরা, তথায় দধি দুগ্ধ প্রভৃত মূল্যে বিক্রীত হয়, এজন্য ব্রজবাসিনী গোপিকাগণেরা- সকলে অতি বর্ষীয়সী বৃদ্ধতমা চন্দ্রতুল্য কুন্তল ভারযুক্তা বর্ব্বরী অর্থাৎ বড়াইকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন ॥ ৩॥

যষ্টিলগ্নকরাং দীনাং বর্ব্বরী ক্লেশকর্ষিতাং।

অভ্যভাষন্ গোপনার্য্যো বিদ্বিজাং বিধবাং মুনে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ বর্ব্বরী লগুড়ভরে গমন করেন, কটিভগ্না ক্লেশাতিক্লেশাকৃষ্ণা অতিশয় কাতরা দীনাক্ষীণা মলিনা বিধবা দশন বিহীনা, তাহাকে নিকটে আনিয়া উদ্ভিন্নযৌবনা গোপীকারা এই কথা বলিলেন ॥ ৪ ॥

গোপাল্যূচুঃ।—নোবচস্ত্বং নিবোধেদ মার্য্যার্য্যে গোপনন্দিনী।

তক্রংক্রয়ার্থং মথুরামণ্ডলে গন্তুমিচ্ছবঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। আর্য্যে। হে গোপনন্দিনিবর্ব্বরী। তুমি আমারদিগের এক বাক্য শ্রবণ কর। আমরা সকলে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র, নবনীত প্রভৃতি দ্রব্যের ভার প্রস্তুত করিয়াছি, সংপ্রতি সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কংসরাজধানী মথুরামণ্ডলে গমন করিব ॥৫

বয়ং সর্ব্বা রাজধান্যাং কংসস্য ভাবিণো নঘে।

রচয়স্বং বলীয়াং সঃ ক্ষিপ্রগান দূরদর্শকান ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ। হে নির্দ্দোষে বর্ব্বরি! আমরা সকলে অল্পবয়সী ভারবহনে অশক্তা এজন্য তুমি কতকগুলি দূরদর্শী, শীঘ্রগমনশীল বলবান ভারিকে ডাকিয়া আনিয়া ভাবেব রচনাকরতঃ বহনার্থ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া দাও, আমরা কংসরাজার রাজধানীতে গমন করিব, অতএব তুমিও আমাদেব রক্ষা কবিবাব কারণ সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন কর, ইত্যাত্তিপ্রায়ঃ ॥ ৬॥

বর্ব্বর্য্যুবাচ।—যূ়ং সববা নবত্যাঙ্গ্যো দিব্যাম্বব পবিচ্ছদাঃ।

ভূষণৈবনবত্তৈশ্চ ভূষিতা লোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। গোপীদিগের এতদ্বাক্য শ্রবণান্তব বডাই নাতিনীসম্বন্ধ হেতু পরিহাসচ্ছলে কহিতেছেন কে ললনাগণেরা। তোমরা সকলে নবীন বয়সী পরমাসুন্দরী নির্দ্দোষলাবণ্যযুক্তা, তাহাতে অত্যুত্তম বসন পবিধায়িনী এবং মনোহর নির্ম্মল আভরণান্বিতা নানাভূষণে পরি- ভূষিতা, তোমাদিগের শ্রবণযুগলে আলোলকুণ্ডলযুগল। (এবম্ভূতবেশে পণ্য স্থলে দ্রব্য বিক্রয় করা কুলবধূগণেব অনুচিত ইতিভাবঃ) ॥ ৭ ॥

পীনোত্তুঙ্গ কুচা প্রৌঢ়া বয়সা চ মনোহরাঃ।

যুক্তাশ্চ প্রৌঢ়মদনাঃ স্মবেবেব ইবাপরাঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। হে বরনারীগণেরা! তোমরা সকলে অত্যুত্তুঙ্গ ঘন পীন পয়োধরা সুনিপুণা নববয়সী, সর্ব্বজনের মনোহারিণী, সুভ্রুযুক্ত উদ্ধতরূপা, রতিনিপুণা, সাক্ষাৎ কুসুমায়ুধের শরস্বরূপা হও ॥ ৮ ॥

হাস্যৈর্লাস্যৈ র্বচোভিশ্চ কোমলৈর্মধুরাক্ষরৈ।
মারং মোহয়িতুং শক্তাঃ স্বলাবণ্য বচোগুণৈঃ ॥ ৯ ॥

অন্বার্থঃ। হাবভাব লীলালাবণ্য এবং হাস্যলাস্য ও সুকোমল মধুরাক্ষর সমন্বিত বাক্য দ্বারা, আর স্বস্বলাবণ্য প্রদর্শনে চাতুর্য্য বচনলালিত্ব প্রকাশগুণে সাক্ষাৎ জগন্মোহন রতি-নায়ক মদনকেও তোমরা মোহযুক্ত করিবার ক্ষমতা রাখ ॥ ৯ ॥

কেন্যেবরাকাঃ পুরুষা বোবীক্ষ্য কাং গতিং গতাঃ।
প্রপদ্যেরন মারবাণ বশংপীন পয়োধরাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বার্থঃ। সামান্য পুরুষগণেরা একবার তোমাবদিগের প্রতি যদি কটাক্ষপাত করিয়া দেখে, তবে তাহারদিগের যে কি গতি হইবে তাহা বলা যায় না? হে পীন পয়োধরা-গোপিকাগণ। তোমাদিগকে দর্শন করিলে পুরুষমাত্রেই সহসা স্মরশরের বশতাপন্ন হইবে? ॥ ১০ ॥

কংসোপি সুদুরাচারো দেবব্রাহ্মণহিংসকঃ।
পরদার রতশ্চাপি পিতৃবন্ধু বিনিন্দকঃ ॥ ১১ ॥

অন্বার্থঃ। আমাবদিগের রাজা মথুরামণ্ডলেশ্বর কংস, অতি দুরাচার, দেবব্রাহ্মণহিংসক সর্ব্বদা পরদার রমণাসক্ত, সর্ব্বথা পিতৃকুলসম্বন্ধ বিহীন বন্ধুবান্ধবদিগের নিন্দাকারী ও পরিপীড়ক হয় ॥ ১১ ॥

বীক্ষ্যবঃ সর্ব্বসত্বেন মোহ্টা কামবশংগতঃ।
নাহং শক্লোমি বোনেতুং মথুরায়াঃ কথঞ্চন ॥ ১২ ॥

অন্বার্থঃ। সেই কংসরাজও যদি তোমাদিগের পানে একবার দৃষ্টিপাত করে? তবে সেও সর্ব্বপ্রাণের সহিত কামের বশতাপন্ন হইয়া রতিসুখসম্ভোগ লালস হইবে? তখন আমি কদাচ মথুরা হইতে তোমাদিগকে গোকুলে আনিতে সমর্থা হইব না? ॥ ১২ ॥

গোপালুচুঃ।—গোপ্ত্রীচেন্নো যাসিবৃদ্ধে পৃষ্ঠতো পুরতোপিবা।
দণ্ডমুদ্যম্য তরসা দেবাদপিনর্ভর্ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বার্থঃ। এতৎ বর্ব্বরীবাক্য শ্রবণ করতঃ গোপালিকাগণেরা আই বলিয়া পরি-হাসচ্ছলে উত্তর করিলেন, হে বৃদ্ধে! তুমি যষ্টি উদ্যমকরা হইয়া আমারদিগের রক্ষার্থে অগ্রে বা পশ্চাতে যদি গমন কর, তবে কংসের কথা কি বলিতেছ দেবতা হইলেও তাহাকে ভয় করি না? ॥ ১৩ ॥

বর্ব্বর্য্যুবাচ।—রক্ষন্ত্যো হ্যাত্মনাত্মানং কংসস্য বিষয়ে যদি।
চরিষ্যথ নিমিত্তন্তু কেবলং মাং নিরূপ্য চ।
শক্তাচাহং তদাগোপ্যো নান্যথা নেতুমাত্মনা ॥ ১৪ ॥

অন্বার্থঃ। গোপীগণের বাক্য শ্রবণে তখন এই কথা বড়াই বলিলেন। হে গোপীগণ! আমাকে শুদ্ধ নিমিত্ত রাখিয়া তোমরা আপনারাই আপনাকে রক্ষা করিয়া কংস রাজধানী মথুরাতে বিচরণ করিবে, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষমা হইব, তাহা না হইলে আমি কখনই গোকুলে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আনিতে শক্তা হইব না॥ ১৪॥

গোপাল্যূচুঃ।—তথৈব তদ্বিধাস্যামো যদা বদসিনন্দিনি।

যুজ্যন্তাং ভারিণো স্মাকং সুদৃঢ়াবলিনো নঘে॥ ১৫॥

অন্বার্থঃ। বড়াইর বাক্য শ্রবণ করতঃ হাস্যমুখী গোপীগণেরা কহিলেন। হে নন্দিনি! তুমি যে কথা বলিলে আমরা তথায় তাহাই করিব, অর্থাৎ আমরা আপনি আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিব তুমি নিমিত্তমাত্র থাকিবে, হে অপাপে! এক্ষণে সুদৃঢ় বলবান ভারিসকল আনিয়া ভারবহনে নিযুক্ত কর॥ ১৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—ব্রুবতীষ্বেয় মেবং হিতাসু গোপাঙ্গনাসু চ।

দ্রাগগাৎ পুরতস্তাসাং রণয়ন্ বেণুমাত্মনঃ।

যদূত্তমোত্তমঃ কৃষ্ণোলীলা মনুজবিগ্রহঃ॥ ১৬॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! এইরূপ বড়াইর সহিত সেই সকল গোপাঙ্গনারা মথুরা গমনার্থ ভারি নিযুক্তের কথা কহিতেছিলেন। এমতসময় নন্দনন্দন যদুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ লীলামানুষ বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সেই মনোহর বংশী বাজাইতে বাজাইতে তাঁহারদিগের সম্মুখে আগমন করিলেন॥ ১৬॥

অন্তমায়াতমালক্ষ্য ব্রজৌকা বামলোচনাঃ।

ভীতা নিলিম্পিরে সর্ব্বাঃ পয়স্তক্র ঘৃতাদিকং॥ ১৭॥

অন্বার্থঃ। নবনীতস্কর নন্দনন্দনকে পুরত উপস্থিত হইতে দেখিয়া ব্রজবালকগণেরা সকলে মহাভীতা হইয়া ব্যস্তসমস্তা হইলেন। (পাছে যশোদানন্দন ক্রয়ার্থ প্রস্তুতীকৃত গব্যাদি সকল অপহরণ করিয়া লয় অতএব) দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি সকল দ্রব্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

আদায় সর্ব্বতো বিদ্বন্ গৃহেষু বণিজাং তদা।

পলায়মানাস্তাবীক্ষ্য ভগবান্ ভাববিস্মনে॥ ১৮॥

বাম মুবাচ বাক্যজ্ঞো মোহয়ন্মধুরা ক্ষরা॥ ১৯॥

অন্বার্থঃ। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! গোপীগণেরা সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করতঃ তখন বণিকদিগের পণ্যাগারে লইয়া সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সর্ব্বভাবগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণ গৃহীতবস্তু গোপাঙ্গনাগণকে পলায়ন পরায়না দেখিয়া, সর্ব্ববাক্যজ্ঞ গোবিন্দ তাঁহাদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সুমধুরবাক্যে এই কথা বলিলেন॥ ১৮॥ ১৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।—মত্তোভীর্ব্বো ন কর্ত্তব্যা স্বস্মাৎ ব্রজযোষিতঃ।

ন পশ্যামি ভয়স্থানং কিঞ্চিৎ হি ধিয়াস্বয়ম্॥ ২০॥

অন্বার্থঃ। ভো গোপালিকাগণ। তোমরা সকলেই ব্রজবাসিনী গোপিকা, আমিও ব্রজরাজতনয় তোমাদিগের স্বীয়জন আমার প্রতি এত ভয় কি হেতু, আমি স্বীয় বুদ্ধিতে আলোচনা করিয়া এই ভয়ের কারণ কিছুমাত্র দেখিতে পাই না, অতএব তোমরা এ অনিত্যভয়ে আকুলা হইও না, ইতিভাবঃ॥ ২০॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্থমাশ্বাসিতাস্তেন হরিণোদার কর্ম্মণা।

ব্রজৌকসাং বহিরয়ান প্রফুল্লপঙ্কজাননাঃ॥ ২১॥

অন্বার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! উদারকর্ম্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক এরূপ আশ্বাসিতা হইয়া প্রফুল্লপদ্মবদনা ব্রজাঙ্গনাগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে বাহির হইলেন, অর্থাৎ সর্ব্বলোকময়ী শ্রীকৃষ্ণের বাণীশ্রবণে হৃদয় হইতে ভয়কে দূরীকৃত করিয়া দিলেন ইতিভাবঃ॥ ২১॥

গোপাল্যূচুঃ।—প্রহস্য বাচ মাহুস্তাঃ কৃষ্ণং পদ্মদলেক্ষণং॥ ২২॥

অন্বার্থঃ। অনন্তর সুস্মেরাননা সমস্ত গোপালিকাগণেরা হাসিতে হাসিতে কমলদলায়ত লোচন শ্রীকৃষ্ণকে তখন এই কথা বলিলেন॥ ২২॥

অভীপ্সা বর্ত্ততেকৃষ্ণ মথুরা গমনং প্রতি।

ভারিণোহত্রযুজ্যন্তা মনুক্রোশাময়ি প্রভো॥ ২৩॥

অন্বার্থঃ। হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ! এই সকল দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি বিক্রয়ার্থ মথুরা রাজধানীতে গমন করিতে আমাদিগের অভিলাষ হইয়াছে। হে প্রভো! এই সকল দ্রব্য বহনশীলভারিগণকে আহ্বান করতঃ তুমি নিযুক্ত করিয়া দাও, যাহারা আমাদিগের সঙ্গে গমন করিতে শক্ত হয়, এক্ষণে তোমাকে আমরা এই অনুরোধ করিলাম।

তৎ শ্রুত্বা বচনতাসাং ভগবান দেবকীসুতঃ।

আহূয়ার্ভন্ ছদ্মকৃতানাহ তাংশ্চহসম্মুহুঃ॥ ২৪॥

অন্বার্থঃ। গোপকাদিগের এতদ্বাক্য শ্রবণে দেবকীনন্দন গোবিন্দ ছদ্মবেশধারী কতকগুলি গোপবালককে আহ্বান করিয়া নিকটে আনিয়া হাসিতে হাসিতে তাহা-দিগকে কহিলেন॥ ২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।—যাতভারান্ সমাদায় মথুরা মনুযোষিতাং।

তাবৎ বোঢ়ুমলং চেদং দারকাঃ ক্ষিপ্রমুচ্যতাং॥ ২৫॥

অন্বার্থঃ। হে ভারবাহগণ। এই দধি দুগ্ধ ঘৃতাদির ভার গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গে তোমরা মথুরামণ্ডলে গমন কর। অনন্তর গোপিকাগণকেও বলিলেন, ভো গোপা-লিকাঃ? এই সকল ভারীগণকে তথা হইতে শীঘ্র বিদায় করিহ। অর্থাৎ ইহারা সমস্ত দিবস অতিবাহন করিতে পারিবে না ইতিভাবঃ॥ ২৫॥

বালকাঊচুঃ—ক্ষুধ্রোলং বাধতে কৃষ্ণ নালংগন্তু বয়ং ত্বরা ।
ভোজনং যদিদীয়েত তদাগন্তু প্রশক্নুমঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণোক্তি শ্রবণানন্ত গোপালকগণ কহিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা এতগুরু ভার লইয়া অতিসত্বর গমন করিতে পারিব না, যেহেতু অতিশয় ক্ষুধাতে বাধিত হইয়াছি, যদি আমাদিগকে ভোজনোযুক্ত বস্তু দেয়, তবে আমরা মথুরা-গমনে শক্ত হইব ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ উবাচ।—এতে যদশনা ভাবাদ্বাধ্য মানাঃ ক্ষুধাভৃশং ।
ভোজনং দীয়তামেষাং যদিভারাঃ প্রবাহিতাঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। ছদ্মভারবাহক গোপবালকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিলেন। হে গোপালিকাগণ! এই সকল ভারীগণ ভোজনাভাবে ক্ষুধাতে অতিশয় কাতর হইয়াছে। যদি ইহাদিগের দ্বারা ভারবাহন করাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে ইহা-দিগকে যথোপযোগ্য আহারীয় প্রদান কর ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ। —বচ আশ্রুত্য কৃষ্ণস্য হ্যঙ্গনাস্তা ব্রজৌকসাং ।
দেয়া মেতদিতি প্রোচুর্ব্বচনং পরমাদরাৎ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণমুখে এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণেরা পরম আদর পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা অঙ্গীকার করিলাম, ইহাদিগকে ভোজন করাইব ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।—অহমপ্যতমোহেষাং ভারবোঢ়া ক্ষুধার্দ্দিতঃ ।
মহ্যঞ্চদীয়তা মাদা বন্যেষাং দাতুমর্হতঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। এতৎ শ্রবণে হাস্যানন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিলেন ভো গোপালি-কাগণ! কেবল এই সকল ভারীকে ভোজন দিলেই হইবে না? ইহাদিগের মধ্যে আমিও এক জন ভারবাহক, ক্ষুধাতে অতিশয় কাতর হইয়াছি, অগ্রে আমাকে খাওয়া-ইয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ভারীগণকে ভোজন প্রদান কর ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—অশ্লীল বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আদদে ভানবীবাচং নৈতচ্ছক্যং ত্বয়াক্কচিৎ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, বৎস অঙ্গিরা! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস-চ্ছলে এই কথা কহিলে পর তৎশ্রবণে তদিঙ্গিতজ্ঞা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃ-ষ্ণকে উত্তর দিলেন। ভো নটরাজ! আমারদিগের এ ভার বহনে তুমি কখন শক্ত হইবে না। অর্থাৎ (এ ভার অতি গুরু ভার ইতিভাবঃ) ॥ ৩০ ॥

অলসো দুর্ব্বলশ্চৈব নশক্তো গন্তু মঞ্জসা।
লম্পটো মুখরো ধূর্ত্তো নাপিভারবহঃ কদা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত, দুর্ব্বল, ও স্বজনগণের যে অপকারক, যে লম্পট অর্থাৎ পরস্ত্রীরতিলোলুপ, ও বাচালক অতিশয় মুখর, এবং যে ব্যক্তি শঠ প্রবঞ্চক সে ব্যক্তিকে কেহ কোথাও ভারবাহক করে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ! তোমার একর্ম্ম নহে ইতি ভাবঃ॥ ৩১॥

রাধোবাচ:—লম্বোদরো ভোজনার্থী ভুঙ্‌ক্তে চানিরতং বলাৎ।

সগর্ব্বেণচ নঃ সখ্যো নৈতে নাস্তি প্রযোজনং।

দীয়তাং ভোজনন্তস্মৈ প্রসহ্য হৃতিভীরুভিঃ॥ ৩২॥

অন্বয়ার্থঃ। হে সখিগণ। সর্ব্বদা ভোজনের নিমিত্ত ব্যাকুলঃ ও লম্বোদর অর্থাৎ পেটুক, এবং বলপূর্ব্বক অনবরত ভোজন করে, ও সর্ব্বদা গর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান, এমন ভারিতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে দ্রব্যাদি অপহরণ করিবে এই ভয়ে উহাকে ভোজন করিতে কিছু দাও এই মাত্র॥ ৩২॥

সখ্য উচুঃ—নন্দরাজালি নো নিত্যং হিতৈষাপি ব্রজৌকসাং।

কাস্তস্য তনয়ং কুর্য্যুর্দয়িতং ভারিণং ভিয়া॥ ৩৩॥

অন্বয়ার্থঃ। সখীগণেরা স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিতে নিশ্চয় করিয়া পরস্পর এই কথা বলিলেন। হে আলিগণ! আমারদিগের ব্রজবাসিগণের হিতৈষী ব্রজরাজ, অতএব নন্দরাজের ভয়ে তাঁহার প্রিয়পুত্রকে কে ভারি করিবে? তাহা বল॥ ৩৩॥

শাস্তা গোপ্তা গোকুলেশো নন্দো নঃ পৃথিবীপতিঃ।

আস্তস্য মনসাপীচ্ছেৎ কর্ত্তুং ভারবহং সুতং॥ ৩৪॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রজরাজ নন্দ আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, গোকুলের ঈশর, এবং রাজা, তাঁহার পুত্রকে ভার করিতে কোন গোপী মানস করে? অতএব কৃষ্ণকে ভারবহনে নিযুক্ত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়, ইতিভাবঃ॥ ৩৪॥

যদি যাচেত বালোসা বশনং নন্দনন্দনঃ।

দেয়মেতদবশ্যং নঃ প্রসহ্যং হৃদি ভীরুভিঃ॥ ৩৫॥

অন্বয়ার্থঃ। হে আলিগণ। যদি এই নন্দনন্দন আমাদিগের নিকট ভোজন যাচঞা করে, তবে দ্রব্যাপচয় ভয়ে অবশ্য উহাকে আহার করিতে দধি দুগ্ধাদি কিছু দ্রব্য দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হয়॥ ৩৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—এবং ব্যবসিতা গোপ্যো ধিয়া নিপুণয়া বহুঃ।

দাতুকামাস্তদাবাচ মুহুঃ পদ্মদলেক্ষণং॥ ৩৬॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! এইরূপ নৈপুণ্য বুদ্ধিতে গোপীগণেরা নিশ্চিতাবধারণ করতঃ ভোজন দিবার অভিলাষে পদ্মপলাশ লোচন শ্রীকৃষ্ণকে সকলে এই কথা বলিলেন॥ ৩৬॥

গোপাল্যূচুঃ।—গৃহাণ ভোজনং রাজতনূজ যদভীপ্সিতং।

ন ভারবাহয়েয়ং ত্বাং বয়ং রাজভিয়া খলু॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। হে ব্রজরাজ সুত কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি রাজার পুত্র, এই ভোজনীয় দধি দুগ্ধাদির মধ্যে তোমার ভোজন করিতে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। কিন্তু তোমারদ্বারা আমরা ভারবাহন করাইব না, যেহেতু রাজার প্রতি আমরা অতিশয় ভয় করি॥ ৩৭॥

পোষ্টা পাতাচ শাস্তাচ নন্দো গোপপতিশ্চ নঃ।

শ্রুত্বা ভারবহং ত্বাং নোদণ্ডং খলু বিধাস্যতি॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রজরাজনন্দ, আমাদের পোষণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং শাসনকর্ত্ত হয়েন। তোমাকে ভারবহন করাইযাছি, একথা শুনিলে পর তিনি আমাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন॥ ৩৮॥

কথং ক্ষমেদিদং শ্রুত্বা ত্যসম্ভাব্যং দুরাত্মনাং।

কর্ম্মলোক বিগর্হ্যঞ্চ মন্যুমান্ গোপসত্তমঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। আমাদিগের অসম্ভাব্য এই দৌরাত্ম্য শ্রবণে কখনই তিনি ক্ষমা করিবেন না। যেহেতু লোক নিন্দনীয় এতৎকর্ম্ম, গোপসত্তম নন্দ ইহাতে অতিশয় ক্রোধিত হই- বেন সংশয় নাই॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।—বোঢ়ুং ভাবমভীপ্সামে বর্ত্ততে সন্ততং দৃঢ়া।

নজানীযাৎ পিতা ভারবহনং মেশুচিস্মিতাঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ। গোপীদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন। হে শোভন হাস্যাননা গোপীগণেরা। অদ্য তোমারদিগের ভারবহন কবিতে আমাব অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আমাকে ভার প্রদান কর, পিতা ইহা জানিতে পারিবেন না, আমি গুপ্তভাবে পথে গমন করিব ইত্যাভিপ্রায়ঃ॥ ৪০॥

গোপাল্যূচুঃ।—বহন্তং জানতাবীক্ষ্য ভাবত্বাং রাজনন্দন।

নিবেদয়িষ্যতি খলু সর্ব্বং বৃত্তমশেষতঃ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণোক্তি শ্রবণে গোপালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে নৃপনন্দন! যদি কোন স্থানে কোন পথিক ব্যক্তি তোমাকে ভাববহন কবিতে দেখে, তবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় তোমার পিতার নিকটে গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিবেক॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।—ত্যক্ত্বা বেণু মিমাং চূড়াং বেশং বিপরিবর্ত্ত্য চ।

ভারং বোঢ়া নবো ভাতিরন্যপিস্যাৎ কথঞ্চন॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ। গোপীবাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। হে ভাবিনীগণেরা! আমার

বিশেষ চিনিবার চিহ্ন চূড়াবাঁশী, অতএব আমি চূড়াবাঁশী পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপরীত বেশ বশতঃ তোমারদিগের ভার বহিব তাহাতে কোনমতেই তোমাদের ভয় উৎপন্ন হইবেক না॥৪২

গোপাল্যুচুঃ।—যদি দৈবাদ্বিজানীয়ান্মহীক্ষিন্নঃ প্রতাপবান্।

দণ্ড্যাস্ব স্মাসু ধাতুব্যো দণ্ডেনং বারিতুং হি কঃ॥ ৪৩॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপমহিলাগণে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা বলিলে ইহা সত্য কিন্তু মহা প্রতাপশালী রাজানন্দ, দৈবাৎ যদি একথা তাঁহার শ্রবণগোচর হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমারদিগের দণ্ডবিধান করিবেন, তাহা নিবারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইবেক না॥৪৩॥

মাতুলীতে মহাপ্রাজ্ঞী বুদ্ধ্যাস্মা স্বধিকাচসা।

রাজাত্মজা গুরুস্তে চ সাভারং বাহয়েদ্যদি॥ ৪৪॥

নবাহয়েয়ং ভারং ত্বাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ। অন্যান্য গোপী সকল ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে নন্দ-নন্দন! তোমার মাতুলানী মহাপণ্ডিতা রাজাধিরাজ বৃষভানুর কন্যা সম্পর্ক তোমার গুরু পর্য্যায় এবং বুদ্ধিতে আমা সবাকার হইতে অধিকা, সে যদি তোমাকে ভারবাহন করায় তবে করাইতে পারে, কিন্তু আমারদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও তোমাকে ভারবহন করাইব না॥ ৪৪॥ ৪৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—এতদ্গোপীবচঃ শ্রুত্বা গোপীনাথো যদূদ্বহঃ।

রাধারাদগমং ক্ষিপ্রং বচনঞ্চেদমাহ তাং॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ। জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! গোপীনাথ যদু-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল গোপীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন সত্বর গমনে শ্রীরাধার সন্নিধানে গিয়া এই কথা কহিলেন॥ ৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।—ধর্ম্মতোপি মহাভাগে ভারং বাহয়িতুং ক্ষমঃ।

নত্বদন্যা নৃপসুতে প্রাণেভ্যোপি গরিয়সী॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। হে বৃষভানু রাজনন্দিনী রাধে! হে মহাভাগ্যবতী! আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তমা অতএব তুমি আমাকে যে ভার দিবে, তাহা আমি বহন করিতে সক্ষম, কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্য কোন জনেই আমাকে ভার-বাহন করাইতে সমর্থা নহে। ইহা আমি শপথ করিয়া কহিতেছি॥ ৪৭॥

শ্রীরাধিকোবাচ।—নাহং কৃষ্ণেন মে ভারং স্পর্শয়েন্নৃপনন্দন।

ভারিকালিম সংযোগাদ্দধিকালো ভবেদিতি॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতি নৃপনন্দিনী রাধা এই কথা বলিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজনন্দন, কিন্তু অতিকাল, অতএব তোমাকে আমি এই দধিদুগ্ধের

তায় স্পর্শ করাইতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তুমি কাল অতি, তোমার বর্ণের কালিমা স্পর্শে আমার এই দধি দুগ্ধ নবনীত্যাদি সকল কাল্যোবর্ণ হইবে॥ ৪৮॥

ব্রহ্মোবাচ।—শ্রুত্বা প্রহাসগর্ভং তদ্বচনং দেবকীসুতঃ।

বদ্ধাঞ্জলি পুটৌ ভূত্বা বিহস্যাহ নৃপাত্মজাং॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! এতদ্রূপ শ্রীরাধিকার পরিহাস-গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া ঈষৎ হাস্যযুক্তমুখে শ্রীরাধিকাকে এই কথা বলিলেন॥ ৪৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।—অনুমন্যস্ব মাং ভারং বোঢ়াং মাতুলি সর্ব্বথা।

রাজ্ঞোভীস্তে ন ভাবতা বাজাতে প্রিয়মিচ্ছতি॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ। হে মাতুলি! তুমি আমার মাতুলানী, আমি সর্ব্বতঃ প্রকারে তোমার ভারবহন করিতে পারি, অতএব তুমি আমাকে ভার প্রদান কর। এজন্য মম পিতা নন্দরাজের ভয় করিহ না? তিনি তোমার প্রিয় সাধনা করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ তুমি যমুনা হইতে জল আনিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, ইত্যাভিপ্রায়ঃ॥ ৫০॥

রাধোবাচ।—নিসর্গো কিতবোসীতি ভারং বোঢ়ুং নরোচয়ে।

ছদ্মগন্ধো পরিত্যজ্য বহস্ব যদিবোচতে॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ।—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতিরাধিকা তাঁহাকে কহিলেন। তুমি অতিশয় ধূর্ত্ত, তোমাকে কেহই বিশ্বাস করে না, অতএব ছল বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ভার-বহন কর, যদি মম ভারবহনে তোমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে॥ ৫১॥

ইতীরিতাং তয়াবাণীং স আকর্ণ্য যদূদ্বহঃ।

ননর্ত্তুচ্চৈঃ প্রমুদিতঃ প্রশশংসচতাং মুহুঃ॥ ৫২॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার এই মনোহারিণী বাণী শ্রবণ করতঃ হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য পরায়ণ হইয়া সহর্ষচিত্তে শ্রীমতি বৃষরাজ দুহিতাকে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।—দেহিমে ভোজনং ভূরি যেন গচ্ছে নৃপাত্মজে।

রাজধানী মধুক্ষিপ্রং কংসস্য রাজনন্দিনী॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর যাদবনন্দন গোবিন্দ শ্রীরাধিকাকে বলিলেন। হে নৃপাত্মজে! হে রাজনন্দিনী! অগ্রে আমাকে ভূরি ভোজন প্রদান কর। আমি ভোজনানন্তর ভার লইয়া তোমার সহিত মহারাজা কংসের রাজধানী মথুরাতে শীঘ্র গমন করিব॥ ৫৩॥

রাধোবাচ।—শক্যন্তে বক্তয়া ভূরি ভূজ্যন্তূরি যথেষ্টতঃ।

সর্ব্বরসত্বেন মেদেয়ং সর্ব্বং দধিঘৃতং পয়ঃ॥ ৫৪॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে প্রমুদিতা হইয়া রাজনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণকে

করিলেন। হে নৃপনন্দন! এই প্রভূত ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে তুমি ইচ্ছামত দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি সকল প্রদান করিতেছি শক্ত্যনুসারে তুমি যত ভোজন করিতে পার কর আমার অদেয় নাই॥ ৫৪॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুক্তো মৃগশাবাক্ষ্যা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

বিশ্বরূপং সমাধৃত্য ভোক্তুং প্রারভতা নঘ॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! অপাপ অঙ্গিরা! মৃগশাবাক্ষী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলে পর দেবকী নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বীয় বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকল সামগ্রী ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫৫॥

দাতুকামাশনং তস্মৈ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।

দ্বির্নদাস্যে নবোদ্বর্ত্ত্যা নেদ্যে কিঞ্চন চাচ্যুত॥ ৫৬॥

অস্যার্থঃ। ভোজন করাইবার কামনায় শ্রীমতিরাধিকা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমাকে যাহা আহার করিতে দিলাম ইহার পরিশেষ করিতে না পারিলে আর দ্বিতীয়বার কিছুই দিব না॥ ৫৬॥

প্রতিজানামিতে নন্দনন্দনাহং পুরঃসদা॥ ৫৭॥

অস্যার্থঃ। হে নন্দনন্দন! পূর্ব্বে তোমাকে বিশেষরূপ এই প্রতিশ্রুত করাইয়া তোমাকে আহার করাইব ইহার অন্যথাচরণ করিহ না, ইতিভাবঃ॥ ৫৭॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীর্য্যাচ্যুতং বাক্যং নবনীতং ঘৃতং পয়ঃ।

দধ্যদাদ্রাজতনয়া শনায় শার্ঙ্গধম্বনে॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! রাজদুহিতা শ্রীমতিরাধা এই কথা কহিয়া পরে শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণকে দধিদুগ্ধ ঘৃত নবনীত্যাদি দ্রব্য সকল ভোজনার্থ প্রদান করিলেন॥ ৫৮॥

ভুঙ্ক্তে এব চ তৎকৃষ্ণো নান্তং পশ্যতি কর্হিচিৎ।

প্রপূরিতো দরেণৈব তদন্তং গতবান হরিঃ॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ। ইচ্ছাময়ী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্বরূপা শ্রীরাধিকা, স্বদত্তদ্রব্য প্রতি স্বীয় অক্ষয় দৃষ্টিপাত করিলেন। এজন্য অনন্তরূপি ভগবান বিশ্বম্ভর হইয়াও ভোজন করিয়া কোনক্রমে তাহার শেষ করিতে পারিলেন না। ক্রমে ভোজনকরতঃ উদর পূর্ণ করিলেন, আর কিছুমাত্র ভোজন শক্ত হইলেন না॥ ৫৯॥

নসোশক্তো যদা ভোক্তুং চিদ্রূপা বিশ্বমোহিনী।

বৃষভানুসুতা প্রাহ ভুংক্ষেতি দেবকীসুতং॥ ৬০॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ যখন কহিলেন আমি আর ভোজন করিতে পারি না আমার উদর সংপূর্ণ হইয়াছে। তখন বিশ্বমোহিনী চিদ্রূপা বৃষভানুনন্দিনী ভগবতী রাধা দেবকী

নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। তুমি অতিশয় ক্ষুধায় পীড়্যমান হইয়াছ, এখনি কিঞ্চিৎ আরো কিছু ভোজন করহ ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।—প্রহস্যাহমমেশক্তির্নপুন র্ভোজনং প্রতি ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ তখন লজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন আর ভোজন করিবার শক্তি আমার নাই, এক্ষণে আমার ভোজন স্পৃহার নিবৃত্তি হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

ভোজনে সা যদাশক্তং ভগবন্ত মধোক্ষজং।

অপশ্যৎ পরমক্রোধস্ফুরদোষ্ঠাধরা তদা ॥ ৬২ ॥

অভ্যভাষত তং প্রেম্না চল দ্বক্ষোজ লোচনা।

নয়ভারং যদীচ্ছাতে বর্ত্ততে বহনং প্রতি ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করিতে যখন অশক্ত অবলোকন করিলেন, তখন প্রেম পুরঃসর চঞ্চললোচনা ও আলোলিত কুচ যুগলা, শ্রীমতিরাধিকা অতিশয় কোপে প্রস্ফুরিতধরা হইয়া অধোক্ষজ গোবিন্দকে এই কথা বলিলেন, এখন আর বিলম্ব করিহ না ভার লইয়া সত্বর গমন কর ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ততোভারং সমুত্থাপ্য মাল্য বন্মধুসূদন।

আগ্রিহৎ কৈতবকৃতং ভারিভি স্তৈর্মুদান্বিতঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। ভোজন পরিসমাপ্তি করিয়া অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কপট ভারিগণের সহিত পুষ্পমাল্যের ন্যায় অবলীলাতে ভার উঠাইয়া লইলেন ॥ ৬৪ ॥

ততোগত্বা কিয়দ্দূরং ক্ষুৎতৃড়্ভ্যা মর্দ্দিতো হরিঃ।

শীর্ষোবভার্য্য তংভারং বীক্ষ্যাহবৃষভানুজাং ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর কতকদূরে গমন করতঃ মহাকপটী শ্রীকৃষ্ণ মস্তক হইতে ভারকে ভূমিতলে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার পানে চাহিয়া কহিলেন। ভো রাজনন্দিনি! আমি আর ভারবহন করিতে পারি না ক্ষুধাতে এবং তৃষ্ণাতে অতিশয় পীড়িত হইয়াছি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে রাধাহৃদয়ে মথুরাযানে

ষড়্বিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তর খণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে মথুরাযানে গোপিকাদিগের ভারবহনে ষড়্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীদিগের ভার ভঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।—অর্দ্দিতোহং ভৃশং রাজনন্দিনী ক্ষুত্তৃষা নঘে।

শক্যোগন্তুমিতো নৈব বিনাশন পরিগ্রহং ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ ভারাবতরণ পূর্ব্বক গোপতনয়া শ্রীমতি বৃষভানু রাজনন্দিনীকে এই কথা বলিলেন।" হে অনঘে! আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি, ক্ষুৎপিপাসায় আমাকে বাধিত করিয়াছে, একণে আহার পরিগ্রহ ব্যতীত আমি এখান হইতে এক-পদও গমন করিতে সমর্থ নহি ॥ ১ ॥

রাধোবাচ।—অধুনৈব রাজসূনো নাশক্যো বশিতুং কথং।

দধ্যাশনং পয়ঃক্ষীরং নবনীত ঘৃতাদিকং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে গোবিন্দ! তুমি বল কি? এখনি যে প্রভূত সামগ্রী ভোজন করিয়াছ? এবং আর ভোজন করিতে পারি না বলিয়া দধি দুগ্ধ নবনীত ঘৃতাদি অশনে পরাঙ্মুখতাচরণ করিলে? আবার তোমার এ কেমন ক্ষুধা, তা বল দেখি? ॥ ২ ॥

তদাক্ষুৎ ক্বগতাছেষা জঠরানলদীপিকা।

আগতা বা কুতইহা শতস্ম বদতে নঘ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে নিষ্পাপ! যখন প্রচুরতর দধি দুগ্ধ নবনীতাদি ভোজনে অশক্ত হইলে, তখন তোমার ঐ ক্ষুধা ও উদ্দীপ্ত জঠরানলইবা কোথায় গমন করিয়াছিল? এখনি বা এত ক্ষুধা কোথা হইতে আগত হইল তাহা বলদেখি শুনি ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।—ক্ষুত্তমেববরারোহে ত্বয়েবপিহিতা পুরা।

অধুনা ত্বদসংযোগা হ্যাবির্ভবতি মেত্তৃষং ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে বরারোহে বরভামিনী! ক্ষুধারূপা তুমি। পূর্ব্বে এই ক্ষুধা তুমিই হরণ করিয়াছ। একণে তোমার অসংযোগে সেই ক্ষুধা আবির্ভূতা হইয়া আমাকে অতিশয় পীড়া দিতেছে ॥৪

ত্বয়েব মোহিতঃ পূর্ব্ব মেকার্ণব জলেনঘে।

নাকবর্ণাণি বরাব্জ শিবকূর্ম্মবিধিাঃ প্রজাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে অনিন্দিতরূপে! পূর্ব্বে বিবিধপ্রকার প্রলাপাদি করণেচ্ছু আমি তোমার অচিন্তনীয় মায়াতে মোহিত হইয়া একার্ণব সলিলে ভ্রমিয়া বেড়াইয়াছিলাম ॥ ৫ ॥

বিসংজ্ঞো বেদশাস্ত্রেষু পর্ণেশ্বত্থস্য সংবেসন্।

অতীন্দ্রিয়া গুণাতীতা মায়াহং পরমোদয়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তোমার অবিজ্ঞাত গতি ইহা বেদশাস্ত্রাদিতে প্রকথিত আছে, তুমি পরাৎপরা পরমাপ্রকৃতি পরমোদয়া মায়া ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যা গুণত্রয়ের অতীতা তোমার মায়ায় আমি অশ্বত্থপত্রোপরি শয়ন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলাম ॥ ৬ ॥

মন্মুখং যাতিযস্যান্তে মীলনাচ্চক্ষুযোর্লয়ং।

উদেতিচ পুনঃ কৃৎস্নং জগদেতন্নিমীলনাৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আমাপ্রভৃতি ঈশ্বরগণ সহিত জগৎ তোমার চক্ষুর নিমীলনকালে লয়কে-প্রাপ্ত হয়েন, এবং চক্ষুর উন্মীলনকালে পুনর্ব্বার সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়। অতএব তুমিই সকলের উপাদিকা ইতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

ক্রমমস্তস্যা বয়ং কিম্বা মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ।

অলংসংবাধতেক্ষুন্মাং দেহিমে ভোজনং পুনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে জগদম্বিকে! শ্রীমতিরাধিকে! তুমি পরমাত্মা স্বরূপিণী, অতএব আমরা তোমার মহিমা কি জানি, বর্ণিবই বা কি? এক্ষণে এই ক্ষুধা পুনরুদ্দীপ্তা হইয়া আমাকে বাধিত করিতেছে, সুতরাং পুনর্ব্বার ভোজন করাইতে সম্মতা হও ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—মহানুভাবং বচনং শ্রুত্বা তস্য পরমাত্মনঃ।

মহামায়া দদত্তস্মৈ ভোজনং শার্ঙ্গধন্বনে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে তাত! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মহানুভাব বাক্য শ্রবণ করতঃ মহামায়া শ্রীমতি রাধিকা শার্ঙ্গধন্ব গোবিন্দকে ভোজনীয় দধি দুগ্ধাদি দ্রব্য সকল পুনর্ব্বার প্রদান করিলেন ॥ ৯ ॥

যথাভীপ্সং পুনর্ভুক্ত্বা পীত্বা পেয়মনুত্তমং।

আত্তভারঃ পুনরগাৎ কালিন্দী মনুমাধবঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যথাভিলষিত ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন ও পরমোত্তম পানীয় দ্রব্য পান করতঃ পুনর্ব্বার ভারগ্রহণ করিয়া যমুনাতীরাভিমুখে অভিগমন করিলেন। অর্থাৎ মথুরার পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকুঞ্জকাননাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

গায়ন্নৃত্যন্ হসন্ পশ্যন্ কুঞ্জান্ গচ্ছন্ যমস্বসুঃ।

আস্যানিলৈ র্বেণুবরং প্রপূর্য্য স্বরমুত্তমং ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উক্তমায় গোবিন্দ গোপীগণ সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতে করিতে কুঞ্জ-কানন দর্শন পূর্ব্বক তপনতনয়াতীরে সমুপস্থিত হইয়া মুখ নিঃসৃত বায়ু দ্বারা মুরলী পূরণ করতঃ রাগ রাগিণী আলাপ দ্বারা অত্যুত্তম মনোহরণীয় গীত গাইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

উদগীর্য্যাঙ্গীগণমুক্তো মোহয়ন্ মুদিতাত্মবান্।
আহ্বয়ংস্তা গোপনারী বেণুগীত ব্রজেনসঃ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ। হে মহর্ষি অঙ্গিরা! উচ্চৈঃস্বরে গীত গাইয়া সমস্ত গোপীগণকে মুগ্ধীকৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি দ্বারা মোহিত স্মরণ পূর্ব্বক ব্রজবালাদিগকে আহ্বান করিলেন॥১২॥

মধুরেণ মনোহারি জগৌবামদৃশাং হরিঃ।
তেনবেণুজ গীতেন মোহয়িত্বা ব্রজৌকসাং॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ললনাগণের মনোহারি সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন সেই নটবর্ণিকা গীতে সমস্ত ব্রজাঙ্গনার মনকে মোহিত করিলেন॥ ১৩॥

মনাংসি পরমানন্দ সন্দোহাব্ধি বরংগতঃ॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ। সেই মনোহর বেণুরব শ্রবণে গোপবালাদিগের মন পরমানন্দ সন্দোহসাগরে এককালে নিমগ্ন হইয়া গেল। অর্থাৎ তাঁহারা চিন্তনীয় অন্যান্য সকল বিষয় বিস্মৃত হইয়া গেলেন ইতিভাবঃ॥ ১৪॥

পথিকুঞ্জেষু কচ্ছেষু পুষ্পোদ্যানে নগোদরে।
স্থিরচ্ছায়া দ্রুমতলে বিশ্রাম্য গতবান হরিঃ॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। বিমুগ্ধা গোপীকাগণে শ্রীকৃষ্ণানুগতা হইয়া পথে পথে কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনা-তীরে তীরে, কুসুম বনে বনে, গোবর্দ্ধনের গুহায় গুহায়, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ও সুস্থির ছায়া সমন্বিত তরুবরতলে গোপীমণ্ডল মণ্ডিত ভগবান নন্দনন্দন ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥

মোহিতা বেণুগীতেন নাত্মানং সস্মরুশ্চতাঃ।
গায়ন্ত মন্বগাংস্তা লোলয়িত স্তব গুলাঃ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণগৃহীত মানসা গোপীগণেরা একেবারে বিমোহিতা হইয়া আপনারা আপনাদিগকে বিস্মৃতা হইয়া গেলেন। অর্থাৎ আমরা কে? কোথায় আসিয়াছি? ও কি করিতেছি? কেনইবা কৃষ্ণের সহিত ভ্রাম্যমাণা হইতেছি? ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। সকলেই বেগগমন হেতুক আন্দোলিত কুণ্ডলমণ্ডিতা, উন্মত্তার ন্যায় কৃষ্ণের সংগীত শ্রবণ করিয়া তৎপশ্চাৎ সকলেই গান করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

নৃত্যান্তমনুনৃত্যংশ্চ দোলায়মান পয়োধরাঃ।
অহসন্নধিসংহাসং কুর্ব্বন্ত মটনং হরিঃ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। গোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য দেখিয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই নৃত্য ভঙ্গিমাচ্ছলে তাঁহারদিগের উচ্চপীন পয়োধরযুগল দোদুল্যমান হইতে লাগিল। কৃষ্ণ যখন হাস্য করেন, তখন তাঁহারাও হাস্য করিয়া থাকেন। যখন কৃষ্ণ ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহারা সকলেই ভ্রাম্যমাণা হয়েন॥ ১৭

গোপাস্তন্ত্যং হসন্তন্ত চলন্ত মঙ্গলবৰি।

আসীনে চাসত তদা শয়ানে স্বপপেরত ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। গোপললনারা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াদর্শনে ক্রীড়ারতা, কৃষ্ণের হাস্তে হাস্যমুখী হয়েন, কৃষ্ণ চলিলে চলেন, কৃষ্ণ দাঁড়াইলে দাঁড়ান, কৃষ্ণ বসিলে বসেন, শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিলে সকলেই শয়ন করেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্রান্তস্বমুপালভ্য ব্যশ্রাম্যন্ মনলেপ্সিতং।

অপিবন্নধিতং পানং পূর্ব্ববত্ত সমুত্তুঞ্জাতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ যদি কোন স্থানে বিশ্রান্তি হেতু উপবিষ্ট হন, তদ্দৃষ্টে গোপীগণেরাও সেই স্থানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। কৃষ্ণ যাহা পান ও যাহা ভোজন করেন, তাঁহারাও সেইরূপ পান ভোজনে সুরতা হন। শ্রীকৃষ্ণ মনোভিলষিত যে কর্ম্ম যখন করেন, তখন তাঁহারাও তৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

অসুখন্ সুখিতে তস্মিন্ দুঃখিতেচ সুদুখিতাঃ।

মোহিতানাত্মজানন্ত কিঞ্চনাস্তৎ প্রিয়াপ্রিয়ং ॥ ২০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে সুখী, তাঁহারাও তাহাতে সুখানুভব করেন। কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখিতা হয়েন। অতএব বিমুগ্ধা গোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণানুগত সমস্ত ক্রিয়ার আচরণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিমোহিতা হইয়া আত্ম হিতাহিত বা শুভাশুভ কোন কার্য্যেরই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, শুদ্ধ নটকুহকে আপতিতার স্থায় তাঁহারদিগের বুদ্ধি ব্যামোহযুক্তা হইল। ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

নাচেষ্ট স্তম্বিকাং চেষ্টাং মহামাবোরুমায়য়া।

ভ্রমন্ত্যো ভ্রান্তহৃদয়াঃ সস্মরুর্ণাম্বিকাং ক্রিয়াং ॥ ২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। মহামায়াবীর উরুমায়াতে বিমুগ্ধা হইয়া গোপিকারা তৎকালে সমস্ত চেষ্টা শূন্যা, ভ্রান্তচিত্তার স্থায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন আর অন্য কোন কার্য্যই স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ২১ ॥

দধিক্রয়াম্বিকাং তাশ্চ ব্রজৌকোবামলোচনাঃ।

ন্নপতিং নস্মুতং তন্নজীবনং স্বজনং নচ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সমস্ত আভীর ললনাগণেরা মথুরাতে যে দধি বিক্রয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং গৃহস্থিত পতি পুত্র স্বজন ও গাভী বৎসাদি সকল আছে কি না আছে কদাচ সে সকলকে মনে স্মরণ করেন না। উত্তরান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

ভ্রাতরং বন্ধুসুহৃদো নতাস্ত প্রসবোন্নচ।

সস্তাতি মচজ্ঞাঃ সর্ব্বা যেনিরে বেণুমোহিতাঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রাহ্মণগণ ও বন্ধুগণ ও স্ববর্গ্যগণ এবং পিতা মাতা পুত্রাদি সকলকে যেন নাই জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত বিমোহিত গোপীগণেরা একান্ত উন্মত্তপ্রায়া হইলেন ॥ ২৩ ॥

নত্বীর্ন স্ত্রীর্ন চ জ্ঞানং পৃথক্ত্বাত্মাননা মুনে।
গচ্ছন্ সভগবানবর্ত্ম কিয়দ্ভারং শ্রমন্বিতঃ ॥
অবতার্য্য পুনর্ভারং তা উবাচ বচোহসন্ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সকল পদ্মমুখী কুলভব অবলাগণেরা জ্ঞানশূন্যা, লজ্জাভয় রহিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিঞ্চিৎ দূর গমন করতঃ শ্রান্তিযুক্ত হইয়া মস্তক হইতে পুনর্ব্বার ভার নামাইয়া হাসিতে হাসিতে গোপীগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।—ন্বাহং শক্লোমি সুশ্রোণ্যো গুরুভার বহন্বরন্।
ধৈর্য্যমালম্ব্য গচ্ছধ্বং মন্যধ্বং যদি বোহিতং ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ। হে সুশ্রোণি ভারার্পিতা গোপীগণেরা! যদি আপনারদিগের হিত বাঞ্ছা কর, তবে তোমরা কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে চল, আমি গুরুতর ভারের ভরে আক্রান্ত হইয়াছি, আর চলিতে পারি না, (অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে হইবে) ইতিভাবঃ ॥ ২৫

গোপাল্যূচুঃ।—গচ্ছাধ্বনঃ প্রিয়ার্থংবৈ বেলাতিক্রমতেতু নঃ।
অস্তাদ্রিমনুযাতেষ ক্ষিপ্রমেব সহস্রপাৎ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণে গোপীগণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে ধূর্ত্তশিরোমণে! দেখ বেলা গিয়াছে এই সহস্র কিরণমালী অতি সত্বর অস্তাচলাবলম্বী হইবেন। অতএব তুমি আমাদিগের প্রিয়কার্য্য সাধনার নিমিত্ত এই কিঞ্চিৎ পথ দ্রুতপদে গমন কর ॥ ২৬ ॥

মধ্যন্দিন মনুপ্রাপ্তো প্যাগন্তা স্মোবয়ং পুনঃ।
নাত্যন্তিকস্থা মথুরা নকল্যা গমনে নয়ং ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে রাখালরাজ! দেখ প্রায় দুই প্রহর বেলা অতীত প্রায় হইল। আমরা মথুরায় গিয়া অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারিব না, (এই সকল দ্রব্য আমাদিগের বিক্রয় করা কিরূপে হইবে? এবং কল্যও আসিতে পারিব না) অতএব আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত কর ইত্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রোচিবক্তোক্ত ভারার্ত্তা কৃষ্ণ মধ্যাহ্নসম্প্রত্যং।
ভাবিণো নঃ প্রতিভান্তে নগচ্ছন্তি করান্বিতাঃ ॥ ২৮ ॥
ত্বাং ত্বং পুরুষ শার্দ্দূল ক্ষমা যাহি প্রিয়াম্মনঃ ॥ ২৯ ॥

অস্তার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ ! বিশেষতঃ আমরা কৃশমধ্যা, তাহাতে বিপুলতর উরুনিতম্ব ও গুরু পয়োধর ভরে ভারাক্রান্তা, সংপ্রতি সঙ্গে অন্য ভারিগণে ত্বরান্বিত হইয়া যাইতে পারিতেছে না, যেহেতু তাহারা আমাদিগের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। অতএব হে মানব শ্রেষ্ঠ ! অস্মদাদির প্রিয় সাধন নিমিত্ত তুমি সত্বর গমন কর, আর বিলম্ব করিও না ইতিভাবঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।—গুরুমেতং সমাদায় ভারংশক্য কথঞ্চন।

গন্তুং বাসুভ্রুবোনৈব শ্রান্তোস্মি ভার পীড়িতঃ ॥ ৩০ ॥

অস্তার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ গোপিগণকে কহিলেন। হে শোভন ভ্রুযুক্ত গোপনন্দিনীগণেরা ! এই গুরু ভার বিশিষ্ট ভার লইয়া গমন করিতে কদাচ সক্ষম হইতে পারি না, যেহেতু ভার ভরে কাতর ও আক্রান্ত এবং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি ॥ ৩০ ॥

ভারিণো রচয়ন্তু স্যান্ যাতাধবা যদিরোচতে।

তিষ্ঠন্তেতে দুর্ব্বিহারো ভারানন্যাজিতা নঘাঃ ॥ ৩১ ॥

অস্তার্থঃ। হে গোপাত্মজে ! এই সকল ভারিগণে ভারবহনে অশক্ত হইয়া ভার নামাইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যদি তোমাদিগের মথুরার পথে যাইতে ইচ্ছা থাকে তবে অপর ভারিগণকে আনিয়া গমন কর ॥ ৩১ ॥

যামনো নগরং ক্ষিপ্রং যদিবো রোচতেহিতং।

প্রতীক্ষ্যন্তেচ গাবোনো বাধ্যমানা তৃণাভৃশং ॥ ৩২ ॥

অস্তার্থঃ। হে অনঘা গোপালিকাগণেরা ! যদি তোমাদিগের নিজ হিতসাধনের ইচ্ছা থাকে, তবে আমাদিগকে বিদায় কর, এক্ষণে অত্যন্ত বেলা হইয়াছে, আমরা সত্বর গৃহে গমন করিব, গোসকল তৃণজলার্থ বাধা হইয়া প্রতীক্ষায় অবস্থিত আছে, অধিককাল এখানে থাকিতে পারিব না ইতিভাবঃ ॥ ৩২ ॥

গোপাল্যূচুঃ।—তদানীমেব বক্তব্যং কুতোন্যান্‌ভারিণো বয়ং।

লভামোদ্ধাধবনি চনঃ কালোয় মতিবর্ত্ততে ॥ ৩৩ ॥

অস্তার্থঃ। এতৎ শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণানন্তর গোপীগণেরা তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে নন্দাত্মজ ! এ আবার কি কথা কহিলে ? প্রথম নিযুক্ত হইবার সময় ইহা কেন না বলিয়াছিলে ? এখন আমরা অন্য ভারি কোথায় পাই তা বল দেখি ? এক্ষণে আমাদিগেব সময় অতিবর্ত্তিত হইতেছে, ধূর্ত্ততা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর চল ॥ ৩৩ ॥

খলংত্বা ময়ুণং পাপং পরস্ত্রীরতি তস্করং।

জানন্তো লোলুপং কর্ম্মণ্য মুষিন্ যদ্বয়ং ধিয়া ॥ ৩৪ ॥

ন্যযুংক্ষ্যা হে বালিশক্ষ মূঢ়ং পণ্ডিত মানিনং ॥ ৩৫ ॥

অস্তার্থঃ। হা ? একি কষ্ট, নির্ঘৃণ, খল, পাপাচার, পরদার রতিচৌর, মহালোভী

মহামূঢ় পণ্ডিতমানীমহামূর্খ জানিয়াও যখন আমরা তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি, তখন আমাদিগের এতদ্দশার ঘটনা না হইবে কেন ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুক্তস্তাভিরারক্ত লোচনাভি রধোক্ষজঃ।

পরুষং গোপনারীভি র্মন্যু প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৩৬ ॥

কৈতবা র্ভাংস্তদা প্রাহ ভগবান্ প্রত্যগঙ্গকঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মহামুনে। আরক্ত নয়না গোপীদিগের আক্ষেপ সূচক আক্রোশিত পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যগাত্মা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কপট ক্রোধে প্রস্ফুরিত অধর হইয়া, ছদ্মভারিগণকে আহ্বানকরতঃ তখন এইকথা বলিলেন

শ্রীভগবানুবাচ।—শীর্যোবতার্য্য ভারান্মোভুক্ত্বা সর্ব্বমশেষতঃ।

দধিক্ষীর ঘৃতং বালা নবনীতাদিকঞ্চযৎ।

*ভঙক্ত ভাণ্ডানি সর্ব্বেষাং বেদয়ন্ত মহীক্ষিতে ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ। ভো ভো ভারবাহকগণ! (এই সকল গোপকন্যারা ভাল মানুষ নহে, ইহারা অতিশয় কটুভাষিণী) ইত্যাভাসঃ। অতএব তোমরা সকলে মস্তক হইতে ভার নামাইয়া ভারস্থিত দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত প্রভৃতি সকল দ্রব্য ভোজনকরতঃ অবশেষে ভাণ্ড সকল ভাঙ্গিয়া ফেল, উহারা আমাদিগের নামে রাজার কাছে গিয়া অভিযোগ করুক পরে যাহা হইবার তাহাই হইবেক? ॥ ৩৮ ॥

ইত্যাজ্ঞপ্তা ভগবতা গোবিন্দেবমহাত্মনা।

বালাভারান্ সনাজহ্রু রশন্তো হৃষ্টরূপবৎ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র, একে পায় আরে চায় গোপবালক সকল হর্ষযুক্ত হইয়া সমস্ত দধি দুগ্ধাদি ভোজন করিয়া দধি ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯ ॥

গর্জ্জন্তশ্চ হসন্তশ্চ খেলন্তশ্চ ততস্ততঃ।

নৃত্যন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চ ভগবচ্চবিতানিতে ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর গোপী সকলকে তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ বালকেরা হাসিয়া হাসিয়া ইতস্ততঃ নাচিয়া নাচিয়া খেলাইতে লাগিলেন, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত গুণাখ্যাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব ও করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

বিকথ্যন্তো মিথোবালা গায়ন্তো মুদিতাপরে।

লীলামন্যু পরিত্যাঙ্গা জঘ্নিরে কাংশ্চ কেচন ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। আর নানাবিধ অসম্বদ্ধ কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মহাহ্লাদ প্রকাশে পরস্পর গান করিতে লাগিলেন। এবং কখন কপট ক্রোধভরে পরীত হইয়া পরস্পর অপরাপরকে প্রহারোদ্যত হইলেন ॥ ৪১ ॥

মাগরার্ভান্ সমাহূয় দধ্যুর্দধিঘৃতং পয়ঃ ।

ভাসাঞ্চক্রুস্তু ভাণ্ডানি সগর্ভা নেদিরে পরে ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ । অপর নগরবাসী বালকগণকে আহ্বান করতঃ দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি ভোজন করাইলেন, আর গোপীদিগের গব্য দ্রব্য পূরিত ভাণ্ড সকল ভগ্ন করিয়া চারিদিকে টান দিয়া ফেলাইতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

এবং বিচেষ্টিতং বীক্ষ্য তেষাংতাশ্চ মৃগীদৃশঃ ।

মন্যু দৈন্য পরিতাঙ্গাঃ প্রোচ্য প্রস্ফুরিতা ধরাঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ । এইরূপ বালকগণের ধৃষ্টতা সূচক গর্হিত কর্ম্মাচরণ সন্দর্শনে মৃগনয়না গোপালিকাগণেরা বস্তুবিনাশে দীনতা জাতা এবং অতিশয় ক্রোধে প্রস্ফুরিতা ধরা হইয়া তৎকালে এইকথা বলিলেন ॥ ৪৩ ॥

গোপ্যূচুঃ ।—অরে পাপসমাচার ব্যবস্যেতৎপুরাত্বয়া ।

আনীতাঃস্মো বয়ং শস্তা বালানার্য্যো বিশেষতঃ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ । অরে পাপাচার নন্দতনয় ! পূর্ব্বে স্বীয় বুদ্ধিতে পাপানুসন্ধানের নিশ্চয় করিয়া কি ? আমারদিগের দ্রব্য সামগ্রী সকল অপচয় করিলি, তোর মনে কি এই ছিল ? আমরা উদ্ভিন্ন যৌবনা, বালাবধূ সকল, আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া দূরদেশে আনিয়া অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশে এই শাস্তি দিলি ॥ ৪৪ ॥

মস্তকোপরি গর্জ্জন্তং সমবর্ত্তি সমংক্রুধা ।

ভোজরাজং দুরাধর্ষং কংসং দৃষ্ট মদং খহ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ । রে খল ! তুমি কি দেখিতেছ না ? দুরাধর্ষ, ভোজরাজ দুষ্টের দমনকর্ত্তা সমদর্শী সমক্রোধী মহারাজা প্রচণ্ড প্রতাপশালী কংস মস্তকোপরি অবস্থিত আছেন, নিয়ত তাহার নিয়ম সকল গর্জ্জন করিতেছে ॥ ৪৫ ॥

যস্যাজ্ঞাস্থ প্রতীক্ষান্তে দেবাঃ সুত্রামকা দয়ঃ ।

যোগীতপত্যোসা স্বেনাসুরা নিবধাসবঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ । যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তি ইন্দ্রাদি সকল দেবতা,. মহাযোগী মহাপ্রতাপী, যাহার দাপে সকলে সশঙ্ক, যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতাপে অসুরগণ সকল ভয়ে কম্পিত হয় ! অর্থাৎ কংসরাজার নিকট দুর্জ্জনের পরিত্রাণ নাই ইতিভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

কোপেরুদ্র সমস্তাপে মধ্যন্দিন সহস্ত্রপাৎ ।

নিরাসাদিতিজান্যস্থ সপ্ততন্তুষু সন্ততং ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ । মহারাজা কংস, কোপে সর্ব্বসংহারকরুদ্রের তুল্য, প্রতাপে মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ডসূর্য্যের ন্যায়, যিনি দেবগণ সকলকে সর্ব্বযজ্ঞে নৈরাস করিয়াছেন । রে পামর ! এমন রাজা, বিদ্যমানে প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে তোর শঙ্কা হয় না ? ইতিভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

অধ্যাসতে স্বাধিকারান্ মর্ত্ত্যাশ্চ চকিতং ভিয়া।
সম্মতং যোহিতংপাতি দ্বেষ্যংত্যাতসপিত্যজেৎ॥ ৪৮॥

অন্বয়ার্থঃ। সেই রাজা কংস স্বতেজে স্বীয়াধিকারে অধিষ্টিত আছেন, মনুষ্য সকল, যাহার ভয়ে সর্ব্বদা সচকিত, এবং সমস্ত স্বজনদিগের প্রতিপালক, দুষ্টাচারী হইলে পিতাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন॥ ৪৮॥

যস্য কেশিমুখাঃ সর্ব্বে মন্ত্রিণোবলবত্তরাঃ।
বিজিত্যাসাপত্নীন সংখে রাজশৈচব সহস্রশঃ॥ ৪৯॥

অন্বয়ার্থঃ। বক কেশী প্রভৃতি মহাবলবান মন্ত্রি সকল যাহাকে নিয়ত উপাসনা করে, যাহারা রাজশত্রু সহস্র সহস্র রাজাকে সংগ্রামে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছে॥ ৪৯॥

বশীকৃত্য ধনং তেভ্য আজহ্রু ভূরিতেজসঃ।
যদ্ভিয়া বৃষ্ণয়ো ভোজা দাসার্হ কুকুরান্ধকাঃ॥ ৫০॥

অন্বয়ার্থঃ। ধরাতলে অবস্থ রাজাদিগকে সেই মহাতেজস্বী কংস মন্ত্রীগণ বশীভূত করিয়া তাহাদিগের হইতে প্রভূত ধন আদায় করতঃ রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছে। ভোজ, দাসার্হ, কুকুর, অন্ধক, বৃষ্ণি বংশাদি সকলে সর্ব্বদা শঙ্কিত॥ ৫০॥

যাদবাঃ পাণ্ডুপাঞ্চাল কুরবো দুদ্রুবুর্দিশঃ।
তস্মিংস্তিষ্ঠতি দুর্ব্বৃত্ত শাসকে পরমাত্মনি॥ ৫১॥

অন্বয়ার্থঃ। রে দুরাত্মন। এবং যদুবংশীয় যাদবগণ ও পাণ্ডু, পঞ্চাল, কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যাহার ভয়ে দশদিকে পলায়ন করিয়াছে। সেই দুর্ব্বৃত্ত শাসক রাজা বিদ্যমান থাকিতেও তোমার শঙ্কা হয় না?॥ ৫১॥

ত্রৈলোক্যামীদৃশীভূতা দুর্ব্বৃত্তী বধমৈঃকৃতা।
যোদ্বেষ্যং পিতরং রাজ্যা ন্নির্ব্বাসয়ত মৎসর॥ ৫২॥

অন্বয়ার্থঃ। রে দুরাত্মা। এমন রাজার শাসনে ত্রিলোকীতলে তোমার মত অধম ব্যক্তিরা কি ঈদৃশী দুর্বৃত্ত সম্পাদন করিতে সাহসিক হয়? রে মৎসর! যে রাজা আপনার দুষ্ট পিতাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিয়াছে॥ ৫২॥

দেবকীং ভগিনীং স্বীয়াং তৎপতিং বসুদেবকং।
নিরুদ্ধ্য নিগড়ৈঃ পাশৈঃ কারাগারে ন্যবেশয়ৎ॥ ৫৩॥

অন্বয়ার্থঃ। যিনি স্বীয়া ভগিনী দেবকী, ভগ্নীপতি বসুদেবকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধনকরতঃ কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ যাহার নিকট দুর্বৃত্ত স্বজনেরও পরিত্রাণ নাই, তাহার কাছে, এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়া অপরের কি পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা হয়?॥ ৫৩॥

তয়োশ্চ বহুবত্নেন শিশবঃ পোথিতাশ্মনি।
তস্মিন্ শাস্তরি দুর্বৃত্ত শঠকৈতব পাপিনাং।
সত্যেবম্ভূতাদুর্বৃত্তি রীদৃশী জগতাং পতৌ॥ ৫৪॥

অন্বয়ার্থঃ। এবং ঐ রাজাকংস বসুদেব দৈবকীকে কারাবরুদ্ধ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, ঐ উভয়ের অনেক সন্তানকেও শিলোপরি আঘাত করতঃ বিনষ্ট করিয়াছে। দুর্বৃত্ত শঠ, পাপাত্মা খল পুরুষদিগের শাসনকর্ত্তা ঈদৃশ জগতীপতি রাজা বিদ্যমান সত্বেও তোমার এতাদৃশী দুর্বৃত্তি?॥ ৫৪॥

সার্থীভূয়োস্থ গত্বাতং বেদয়ামোস্য চেষ্টিতং।
কর্ম্মলোক বিগর্হ্যঞ্চা ধর্ম্ম্যা গম্যযশো হরং॥ ৫৫॥

অন্বয়ার্থঃ। রে অধমপুরুষ! তোমার দৌরাত্ম্য আমরা আর কত সহ্য করিব, এক্ষণে রাজার নিকট গিয়া তোমার চেষ্টা ও লোকনিন্দনীয়, অধর্ম্ম কর ও অস্বর্গীয় যশোহর কর্ম্ম সকল নিবেদন করিব॥ ৫৫॥

স্বস্ত্যয়ন্ বৈকেশিমুখৈ র্মন্ত্রবদ্ভি র্দুর্বাসদৈঃ।
মায়াভি র্দৃঢ়বেগাস্ত্রৈ র্দৃঢবৈরন্তু নন্দজং॥ ৫৬॥

অন্বয়ার্থঃ। রে গোপালিকাগণ! চল এক্ষণে দুরাসদ, দৃঢবেগাস্ত্রধারী মহামায়াবী কংসরাজার মন্ত্রী কেশী প্রভৃতির দ্বারা এই দুষ্টবুদ্ধি খল দৃঢ বৈরকৃৎ নন্দের পুত্রের শাস্তিবিধান করিব, চিরকাল কত সহ্য করিব তা বল? ইতি ভাবঃ॥ ৫৬॥

ব্রহ্মোবাচ।—বন্ধুনাং কদনং শ্রুত্বা ভ্রাতৃণাং নিধনং মুনে।
তাতয়োশ্চ বিশেষেণ শল্য বিদ্ধইবা ভবৎ॥ ৫৭॥

অন্বয়ার্থঃ। জগৎপিতা পিতামহ বিশ্বস্রষ্টা আদিপুরুষ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে মুনে অঙ্গিরা! গোপীদিগের মুখে কংসকর্ত্তৃক যদুবংশীয় বন্ধুবান্ধবগণের নির্য্যাতন ও স্বীয়পূর্ব্ব সহোদরগণের বিনাশ বিশেষতঃ পিতা মাতার কারাগারে বন্ধন শ্রবণ করিবা মাত্র ঐ সকল বাক্য শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শেলের ন্যায় পরিবিদ্ধ হইল॥ ৫৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।—গুরুবন্ধু পিতৃদ্রোহং দেবযজ্ঞাংশ্চ সংছিদং।
পাপমুন্মার্গগন্তারং ভোজান্ধক যশোহরং॥ ৫৮॥

অন্বয়ার্থঃ। গোপিকাদিগের মুখতঃ স্বজন নিগ্রহের কথা শ্রবণ করতঃ জাতামর্ষ পূরিত গোবিন্দ ঐ সকল গোপালিকাগণকে ভঙ্গীক্রমে এই কথা বলিলেন। ভো গোপালিকাগণ! আমি সকল দুষ্টচিত্তগণের হন্তা হই, অতএব গুরুগণের ও বন্ধু বান্ধব পিতা মাতার বিদ্রোহী ও উৎপথগামী দেবনিন্দক যজ্ঞবিহিংসক এবং ভোজবংশ ও অন্ধকবংশের যশ বিঘাতক॥ ৫৮॥

ক্লেশদং নিগড়ৈঃক্ষুদ্রং মদন্বা তাতয়োর্ভৃশং।

সবলং সানুগং নীচং সমন্ত্রি পুরবাসিনং ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ। অপর আমার মাতা পিতাকে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করতঃ অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিয়াছে যে পাপাচার ক্ষুদ্র কর্ম্মানীচ পুরুষ কংস, তাহাকে সৈন্যসামন্ত, অনুগত পুরবাসীগণ ও মন্ত্রীগণের সহিত বিনাশ করিব। ইতি উত্তরান্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

সভ্রাতরং সপুত্রঞ্চ সর্ব্বাংশ্চ সমবর্ত্তিনং।

হন্তাস্মি প্রসভং কংসং প্রতিজানামি বঃপুরঃ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ। এবং তাহার পুত্র মাতা ও সমস্ত সমবয়স্যগণের বিনাশ কর্ত্তা আমি, অর্থাৎ সকল জনগণকে আমি নিশ্চয় নিহত করিব। যে হেতু সেই সকলের সহিত কংসের হন্তা আমি। দান যজ্ঞাদি ফলের সহিত শপথ করতঃ তোমাদিগের অগ্রে কংস বধার্থে সত্যপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত হইলাম ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুক্তে বাসুদেবেন জহসুস্তাব্রজৌকসঃ।

অসম্ভাব্যং মন্যমানা হ্যাচ্চৈরনভিজ্ঞাতবৎ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ। জগৎ সর্জ্জন কর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা অঙ্গিরাদিকে কহিতেছেন। হে মহর্ষিগণেরা! ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলে পর অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অসংভাবনীয় জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন দ্বারা গোপীগণেরা হিহিকৃতশব্দে অতি উচ্চহাস্য করিল। অর্থাৎ অযোগ্য পুরুষের উক্তির ন্যায় তাহাদিগের তৎকালে বিশ্বাস যোগ্য হইল না ॥ ৬১ ॥

গোপাল্যূচুঃ।— ত্বমিদং কর্ম্মসম্ভাব্য মেব মেব ন সংশয়।

নবয়ং পূতনা বাপি নদ্রুমৌ যমলার্জ্জুনৌ ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ। সম্ভ্রান্তমানসা গোপীজনেরা, শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে নন্দ নন্দন! তোমারদ্বারা সম্ভবনীয় এই সকল কর্ম্ম যথার্থ বটে, যাহা আমরা বলি তুমি শ্রবণকর। ব্রজবাসিগণ ও অস্মাদাদিরা তোমার অধীন, যেহেতু আমরা অবলা, যমলার্জ্জুনবৃক্ষ ও পূতনা যেরূপ কিন্তু কংসরাজা এ সকলের মতন নহে ॥ ৬২ ॥

নানোনাগঃ কালিয়শ্চ দধিভাণ্ডং নচাদ্রিরাট্।

নানলো নাপি মকরী ন তৃণাবর্ত্ত এবচ ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। হে বালিশ! যমুনাহ্রদবাসি কালীয় সর্প নহে, গোপীদিগের দধিভাণ্ড নহে, ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতও নহে, এবং দাবানল ও যমুনা জলচারিণী মকরী বা তৃণাবর্ত্তাদি বায়ুভূত বস্তু নহে, সে রাজা কংস, তাহাকে শাসন করিবার ক্ষমতা তোমার কি আছে? ॥ ৬৩

সবলং দুর্ব্বলো মূঢ় প্রাজ্ঞং নীচোভিজাতবঃ।

রাজ্যস্থং ত্বমরণ্যানী গোচরো গোপ্রশাসকঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বার্থঃ। হে গোপনন্দন! তোমারক্ষুদ্রমুখে বৃহৎকথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। কোথায় রাজাকংস, কোথায় তুমি গোপালক, সে সবল তুমি দুর্ব্বল, সে শাস্ত্রবিৎ মহা-পণ্ডিত, তুমি অনধীত মহামূর্খ, সে মহা রাজবংশে উৎপন্ন, তুমি ক্ষুদ্রবংশ, সে রাজসিংহা-সনারূঢ়, তুমি বনচারী, গোচারক হও ॥ ৬৪ ॥

শাস্তারং শত্রুমুখ্যানাং লোকানা মবস্তুস্তথা।

ধনিনং মানিনং শূরং বলবন্তং স্তুদুর্ব্বলঃ ॥ ৬৫ ।

অন্বার্থঃ। হে গোপনন্দন। মহারাজা কংস সর্ব্বপ্রধান শত্রুরদমনকারী, ও সকল লোকের শাসনকর্ত্তা, তুমি [illegible] শাস্ত, সে মানী ও মহাধনী, তুমি ধনবিহীন, সে মহাশূর ও মহাবলবান, তুমি তদপেক্ষা অতিশয় দুর্ব্বল ॥ ৬৫ ॥

কৃতাস্ত্র মকৃতাস্ত্রস্তং রথিনাং ত্বংপদাতিকঃ।

সশস্ত্রংত্বমশস্ত্রশ্চ যুবানং বালএবচ ॥ ৬৬ ॥

অন্বার্থঃ। রে মূঢ়মতে। সে গুরুশুশ্রূষাদ্বারা কৃতাস্ত্র, তুমি গুরুপরাঙ্মুখ অনধীত-অকৃতাস্ত্র, সে রথারূঢ়, তুমি পদাতিক অর্থাৎ সে রথে চলে তুমি পদে পর্য্যটন কর, তাহার নানাবিধ অস্ত্রাদি উপকরণ আছে তুমি শস্ত্রবিহীন। সে যুবাপুরুষ তুমি বালক ॥ ৬৬ ॥

হন্তুমিচ্ছসি দুর্ব্বুদ্ধে ভূত্বা হেতাদৃশোপিসন।

অস্মাভিরপি সম্ভাব্যমেতৎ কর্ম্মত্বয়িপ্রভো ॥ ৬৭ ॥

অন্বার্থঃ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি এতাদৃশ গোপশিশু হইয়া মহা প্রতাপী কংসকে বিনাশ করিতে ইচ্ছাকর? এতোমার বড় দুর্ব্বুদ্ধি। এ কি সম্ভাব্য হয়? অন্যাপরে কাকথা, এতৎকর্ম্ম যে তোমাতে সম্পন্ন হইতে পারে আমাদিগেরই সম্ভাব্য বোধ হইতে পারে না।

শ্রুত্বাতে পৌরুষং বাচ মীদৃশং দুর্ব্বলস্যচ।

আনায্য হন্তাত্বংনন্দসূনোকংস প্রতাপবান ॥ ৬৮ ॥

অন্বার্থঃ। হে নন্দনন্দন। যাহা বলিলে আমারদিগের অগ্রেই বলিলে, কদাচ দুর্ব্বল হইয়া অন্য আর কাহার সাক্ষাতে এমত বীরপুরুষেরন্যায় সাহঙ্কৃতবাক্য কহিও না? মহাপ্রতাপবান্ রাজাকংস শুনিলে পর বৃন্দাবনহইতে তোমাকে মথুরায় লইয়া অসংশয় বিনাশ করিবে? ॥ ৬৮ ॥

ঈদৃশস্ত্বত্য সম্ভাবাং বাচ্যং নৈব ত্বয়াক্বচি।

যদিতে দয়িতাঃ প্রাণা জীবিতুং যদি বাঞ্ছসি ॥ ৬৯ ॥

অন্বার্থঃ। হে গোপরাজ তনয়। প্রাণ যদি তোমার প্রিয় হয়, এবং জীবন ধারণের যদি বাঞ্ছা থাকে? তবে কদাচ কাহার সম্মুখে আর ঈদৃশ অসম্ভব বাক্য প্রয়োগ করিও না। আমরা ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিতেছি ॥ ৬৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইতিতাসাং গিরংশ্রুত্বা প্রহস্য যদুনন্দনঃ।

মেঘগম্ভীরয়া বাচোবাচ তাশ্চ ব্রজাঙ্গনাঃ ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! গোপীদিগের মুখে এই কথা শ্রবণান্তর যদুরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় হাস্য করিয়া সুগম্ভীর মেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর-স্বরে গোপমহিলাগণকে এই কথা বলিলেন॥ ৭০॥

শ্রীভগবানুবাচ।—শক্তো সুরশনি গ্রাবান্ ভেত্তুংপ্রাক্ শতযোজনান্।

কৃষ্ণবর্ত্মস্ফুলিঙ্গোস্মি দগ্ধং গ্রামশতংক্ষণাৎ॥ ৭১॥

অস্যার্থঃ। হে গোপললনাগণ! আমি বজ্রেরসম শতযোজন পরিমাণ পর্ব্বতাদির নিবারণে সমর্থ, আমি ক্ষণকালমাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় শত শত গ্রাম দগ্ধ করিতে সক্ষম, তোমরা জানিয়াও আমার ক্ষমতা জানিতে পারিতেছ না, ইত্যাভাসঃ॥ ৭১॥

বিদ্যতে যস্য যাশক্তি প্রকাণ্ডেষপি যোজিতঃ।

সাধয়েত্তৎক্ষণার্দ্ধেন নতত্রহাস্যতা মিয়াৎ॥ ৭২॥

অস্যার্থঃ। হে গোপীগণ! অধিক তোমাদিগকে আমি কি বলিব? এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহার যে শক্তি আছে আমি সে সকলের সমস্ত শক্তিকে ক্ষণমাত্র অবসন্না করিতে পারি? ইহাতে আমার প্রতি তোমরা কদাপি উপহাস করিহ না?॥ ৭২॥

গোপাল্যচুঃ।—নংক্ষান্তমেতৎ সর্ববংতে ত্বর্ব্বিব্রুং বাজনন্দন।

বাজাত্মজাত্বা দালত্বা দস্তত্বাচ্চ বিশেষতঃ॥ ৭৩॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর গোপীগণেরা কৃষ্ণোক্তি শ্রবণে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষমাদাও ও সকল কথায় কায কি? কংসের কথা দূরে থাকুক আমবাই অন্য দেখাইতে পারিতাম ইত্যাভ্যাসঃ। শুদ্ধ আমাদিগের ব্রজবাজের পুত্র, বিশেষতঃ বালকবুদ্ধি অজ্ঞ এ নিমিত্ত তোমার দৌরাত্ম্য সকল ক্ষমা করিলাম॥ ৭৩॥

সুহৃদা গুরুভিশ্চৈব পতিবন্ধু সুতৈরপি।

প্রসূতাতভ্রাতৃভিশ্চ স্থবিরৈঃ প্রাজ্ঞসম্মতৈঃ।

বারিতা যৎ সমায়াতাংনস্তৎ ফলমুপাগতং॥ ৭৪॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাগ্বিতণ্ডার নিবারণ করতঃ গোপীসকল দ্রব্যাপচয়ে চিন্তাকুলা হইযা পরস্পরে খেদ করিতেছেন, ইত্যাভাসঃ। হা? কি করি? মথুরার হাটে আসিবার কালে সুহৃৎগণ, গুরুগণ ও পতিপুত্রাদি বন্ধুগণ এবং সুপণ্ডিত প্রাজ্ঞ-সম্মত বৃদ্ধগণ ও পিতা মাতা ভ্রাতাগণেরা নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা না শুনিয়া আসি-য়াছি, একারণ তাহার এই প্রতিফল আমরা প্রাপ্ত হইলাম॥ ৭৪॥

কিংবদিষ্যন্তিতেমূঢা দর্শয়িষ্যাম বাননং।

দ্রক্ষ্যামোস্য কথং তেষাং রোষপ্রস্ফুরিতাধরং॥ ৭৫॥

অস্যার্থঃ। আমরা কি মূর্খা, গৃহে গিয়া স্বজনদিগের কাছে কি বলিব? এবং এই দগ্ধান্তই বা কেমন করিয়া দেখাইব? আর ক্রোধে স্ফীতাধর হইবে যে গুরুজনগণ, তাহারদিগের বদন পানেইবা কেমন করিয়া চাহিব?। ৭৫॥

রাধোবাচ।—আয়াতু ... ॥

... প্রাপ্তা প্রাতিলাহঙ্কেবকাং দশাং ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীমতি রাধিকা সহচারিণী গোপীগণকে কহিতেছেন। হে সখিগণেরা! আমি দধি বিক্রয়ার্থ যখন বাটী হইতে আগমন করি, তখন আমার শাশুড়ী আমাকে বারম্বার মানা করিয়াছিলেন, আমি সে মানা না শুনিয়া আসিয়া এই ফলপ্রাপ্তা হইলাম, এক্ষণ বাটী গেলে যে কি দশা ঘটিবে বলিতে পারি না?॥ ৭৬ ॥

সহজং বদনং তস্যা রোষাকণিত লোচনাং।

কৃতাগসামপশ্যন্মাং কথমেবং বিচিন্তয়ে॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থঃ। হে সখি! সকলেই জানত সেই জটিলা সহজেই ক্রোধারক্তনয়না, বিনাদোষেও কত মতে ভৎর্সনা করে তাহাতে দ্রব্যাপচয় দোষ পাইলে যে কি করিবে তাহা বলা যায় না? ইহাতে আমি কি করিব ইহার উপায় ভাবিয়া দেখিতে পাই না॥ ৭৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।—এবং তাশ্চিন্তায়ন্তস্ত্ব সায়ং বেশ্মানি বভ্রিরে।

যথাস্ব ম্লানপাথোজ বদনা বিপ্রসত্তমাং॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ। জগদ্ধাতা লোকপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে দ্বিজসত্তম মহর্ষিগণেরা! এইরূপ চিন্তাপন্না রাধাদি গোপীগণেরা চিন্তাসাগরে নিমগ্না এবং সকলের প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় বদনপদ্ম মলিন হইয়া গেল, ভগবান মরীচি মালীকে অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতে দেখিয়া বিষণ্ন হৃদয়ে গোপললনারা আপন আপন ভবনে গমন করিলেন। পরে গৃহে গিয়া স্বজনগণের সহিত যে কিরূপে কথাবার্ত্তা হইল, সে সকল এ পুরাণে আর বর্ণনা করেন নাই ইতি॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয়ে মথুরাযানং সপ্তবিংশতি তমোধ্যায় সমাপ্তঃ॥ ২৭ ॥

এই বেদব্যাস প্রণীত পরমহংস সংহিতা ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্রহ্মসপ্তঋষি সংবাদ সমন্বিত ব্রজবাসিনীদিগের দধিবিক্রয়ার্থ মথুরা গমনে রাধাহৃদয় প্রস্তাব সমাপন সপ্তবিংশতি অধ্যায়ঃ॥ ২৭ ॥

সমাপ্তশ্চেদং রাধাহৃদয় প্রস্তাব।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন যত্নতঃ।

কৃতাব্যাখ্যা প্রমোদায় শ্রীরাধাহৃদয়স্যচ॥

রন্ধ্র বস্বব্ধি রজনীকর শাকে কবের্দ্দিনে।

মাকরী সপ্তমিতিথৌ সংপূর্ণেয়ং সুপুস্তিকা॥

সম্পূর্ণ।